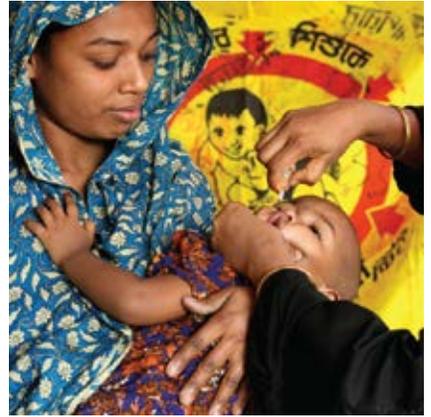
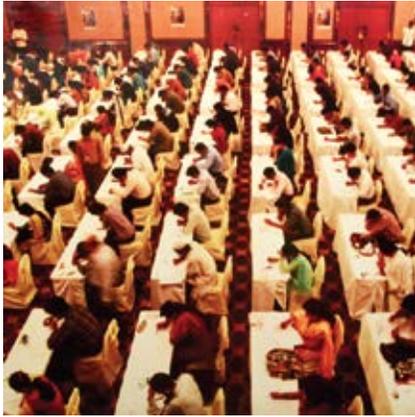




বাংলাদেশে জাইকার ৫০ বছর সোনার বাংলার পথে



বাংলাদেশে জাইকার ৫০ বছর
সোনার বাংলার পথে

৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই ম্যাগাজিন তৈরি করা হয়েছে একটি জরিপের ফলাফল সংকলনের মাধ্যমে। জাইকা এই জরিপ একটি যৌথ উদ্যোগের (PADECO Co.,Ltd and Ekmattra Entrepreneurs) মাধ্যমে পরিচালনার জন্য চুক্তি করে। জরিপের শিরোনাম ছিল “JICA Survey for Achievement of Japan Bangladesh 50 Years of Cooperation”.

বাংলাদেশ ও জাইকার মধ্যে সহযোগিতার পঞ্চাশ বছর উদযাপনের লোগো



বর্ণনা:

ডানদিকের সামনের অংশে বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ। একেবারে বাম দিকে রয়েছে ফুজি পর্বত। এগুলো দুই দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। স্মৃতিসৌধ ও ফুজি পর্বতের মাঝখান দিয়ে সাদা রাস্তাটির মাধ্যমে জাপান ও বাংলাদেশ যে পথ অতিক্রম করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, তার তাৎপর্য বহন করে।

পটভূমিতে সূর্যাস্তের সময় পায়রা উড়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটে। লাল, সাদা, নীল ও সবুজ রং যথাক্রমে আবেগ, পবিত্রতা, শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক।



(ছবি: জাইকা)



(ছবি: মিকা তানিমোটো/জাইকা)



(ছবি: মিকা তানিমোটো/জাইকা)



(ছবি: জাইকা)



(ছবি: জাইকা)



(ছবি: আবিব আবদুল্লাহ)



(ছবি: জাইকা)



(ছবি: জাইকা)



(ছবি: আবিব আবদুল্লাহ)



(ছবি: জাইকা)



(ছবি: আবিব আবদুল্লাহ)



(ছবি: একিসেই সোনোদা/জাইকা)



(ছবি: আবিব আবদুল্লাহ)



(ছবি: আবিব আবদুল্লাহ)

বাংলাদেশে জাইকার ৫০ বছর – সোনার বাংলার পথে

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা	viii
বার্তা	ix
বাংলাদেশের মানচিত্র	x
আমাদের মিশন, দৃশ্যকল্প, ও কার্যক্রম	১১
জাইকার মূল অবদান	১২

অধ্যায় ১: বাংলাদেশ ও উন্নয়ন সহযোগিতা

১.১	মৌলিক তথ্য	১৬
১.২	বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২১
১.৩	বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক	২১
১.৪	ওডিএ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	২৩

অধ্যায় ২: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা

২.১	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৩১
২.২	পরিবহন খাত	৪৩
২.৩	নগর উন্নয়ন	৬৩
২.৪	বেসরকারি খাত	৭৭

অধ্যায় ৩: সামাজিক বিপন্নতা অতিক্রম করা

৩.১	শাসনব্যবস্থা	৮৯
৩.২	স্বাস্থ্য	৯৯
৩.৩	শিক্ষা	১১১
৩.৪	কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন	১২১
৩.৫	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস/ জলবায়ু পরিবর্তন	১৩৭

অধ্যায় ৪: আমাদের বন্ধন সংযুক্ত ও সম্প্রসারিত করা

৪.১	জাইকার বিশেষজ্ঞ	১৪৮
৪.১.১	জাইকার বিশেষজ্ঞ জনাব বকুরো উরাবে	১৪৯
৪.১.২	জাইকার বিশেষজ্ঞ জনাব আকিহিরো সোজি	১৫১
৪.২	Knowledge Co-Creation Program (KCCP) এবং বৃত্তি	১৫৪
৪.২.১	জাপানের উন্নয়ন বৃত্তি পাওয়া (JDS) সাবেক শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার	১৫৫

৪.২.২	ডঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক খানের সাক্ষাৎকার	১৫৯
৪.৩	জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবী	১৬১
৪.৩.১	সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ	১৬২
৪.৩.২	গ্রামীণ উন্নয়ন	১৬৫
৪.৪	জাইকার অংশীদারত্ব কর্মসূচি	১৬৯
৪.৪.১	জাইকা অংশীদারত্ব কর্মসূচিঃ শাপলা নীড়	১৭০
৪.৪.২	এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক	১৭২
৪.৫	জাইকার বেসরকারি খাত অংশীদারত্ব	১৭৫
৪.৫.১	কুমন (KUMON)	১৭৬
৪.৫.২	স্কাইওয়াটার হার্ভেস্টিং	১৭৮
৪.৫.৩	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বঃ গ্রামীণ ইউগ্লিনা	১৮০
৪.৫.৪	অনোদা ইনক.	১৮৩
৪.৬	বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	১৮৫
৪.৬.১	অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী	১৮৬
৪.৬.২	ডঃ মোঃ এখলাসুর রহমান, ইয়ামাগাতা ঢাকা ফেল্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল	১৮৮
৪.৬.৩	জনাব মোঃ জাফর ইকবাল	১৯০
৪.৬.৪	জনাব মোঃ এমরান	১৯২
৪.৬.৫	ড. ইকবাল মাহমুদ	১৯৪

অধ্যায় ৫: বাংলাদেশের রূপান্তর

৫.১	বিগ-বি উদ্যোগ	১৯৮
৫.২	প্রতিটি খাতে চলমান প্রকল্পসমূহ	২০৪

পরিশিষ্ট:

১	প্রকল্পের তালিকা (অন্যান্য)	২১৫
২	জাইকার অংশীদারত্ব কর্মসূচির (তৃণমূল পর্যায়ে সহযোগিতা) তালিকা	২১৬
৩	জাইকার বেসরকারি খাত অংশীদারত্বের (এসএমই/এসডিজি ব্যবসায়িক সহায়তা) প্রকল্প তালিকা	২১৮
৪	বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ অর্থায়নের প্রকল্প তালিকা	২২০
৫	সহযোগিতার নীতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)	২২১
৬	চক্রাকার পরিকল্পনা (২০২০)	২২২



HAYAKAWA Yuho
Chief Representative
JICA Bangladesh office

Foreword

JICA's development cooperation in Bangladesh started from establishment of Japan Overseas Cooperation Volunteers Representative Office in Dhaka in March 1973. And now, we will celebrate 50 years anniversary in March 2023. The cooperation that started from dispatch of volunteers, has expanded to Technical Cooperation including dispatching expert and training in Japan, ODA Loan, Grant Aid and Public-Private partnership. Bangladesh, which has been an important partner of JICA, is placed as one of the top countries in JICA's portfolio now. The development that Bangladesh has achieved in the last 50 years is definitely impressive. We are truly proud to take the path together and have contributed to this prosperity.

JICA has been supporting wide range of projects in Bangladesh, from urban mega-projects such as the Dhaka MRT to small-scale projects in rural areas and volunteer activities. Also we have been covering the various sectors such as power and energy, transportation, urban development, private sector, governance, health, education, agriculture and rural development, disaster prevention and climate change.

The most fundamental and common principle for JICA in its supports is that Bangladeshi and Japanese people discuss together, work together and achieve concrete results together against difficult challenges. The trust built upon the efforts of each of us is the most significant outcome of the 50 years of development cooperation in Bangladesh.

There have been some sad incidents in the past. Here, we will never forget the will of victims of the terror attack in July 2016 and volunteers who fell in the middle of their ambitions and will remain fully committed to high-quality cooperation for developing of this country.

I hope that this booklet will provide an opportunity to look back on the history of cooperation between Bangladesh and Japan, and contribute to the brighter future for both countries.

早川 友歩

ITO Naoki
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan
to the People's Republic of Bangladesh



Message

Japan and Bangladesh celebrated the 50th anniversary of establishing diplomatic relations in February 2022. In March 2023, JICA will also commemorate the 50th anniversary of development cooperation in Bangladesh. I am delighted to see that, to celebrate these milestones, JICA has issued a booklet to look back on its project history in Bangladesh.

The cooperative relationship between the two countries, which started with the dispatch of three volunteers, has dramatically expanded along with the rapid economic growth of Bangladesh. Now JICA provides yen loans to large-scale quality infrastructure projects such as Dhaka Metro, Extension of Airport Terminal and Matabari deep-sea port, that transform the nation. Today, Japan is the biggest development partner in Bangladesh, and Japanese companies are increasingly interested in exploring investment opportunities in Bangladesh. Undoubtedly, economic and development cooperation has promoted widely our partnership. I am confident that the relationship will evolve further.

At this important juncture, I believe it is worthwhile to recollect on the fruitful journey of our cooperation over the past 50 years and appreciate the pioneer spirits and individual efforts that have contributed to the current development prosperity across Bangladesh. Our responsibility is to achieve further success on the basis of what our forerunners have built and pass on their passion, hope, and trust to future generations.

I hope that this booklet will deepen the friendship and mutual understanding between peoples of Japan and Bangladesh.

伊藤 直樹

বাংলাদেশের মানচিত্র

বিভাগ	৮
জেলা	৬৪
উপজেলা	৪৯২
ইউনিয়ন	৪৫৭১
সিটি করপোরেশন	১২
পৌরসভা	৩১৬

বাংলাদেশের বার্ষিক পরিসংখ্যান ২০২০



আমাদের মিশন, দৃশ্যকল্প ও কার্যক্রম

মিশন

উন্নয়ন সহযোগিতা সনদ অনুযায়ী জাইকা মানুষের নিরাপত্তা ও মানসম্পন্ন প্রবৃদ্ধির বিষয়ে কাজ করবে।

দৃশ্যকল্প

আস্থার সঙ্গে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়া

জাইকা এর অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী আস্থার বন্ধন তৈরিতে নেতৃত্ব দিবে। জাইকা একটি মুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে, যেখানে মানুষ আরও ভাল একটি ভবিষ্যৎ এবং নিজেদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচন করতে পারে।

কার্যক্রম

১. প্রতিশ্রুতি: আমাদের মিশন ও দৃশ্যকল্প অর্জনে গর্ব ও আবেগের সঙ্গে নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা
২. গেম্বা: মাঠে (গেম্বা) ঝাপিয়ে পড় এবং মানুষের সঙ্গে কাজ করো।
৩. কৌশল: বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কৌশলগতভাবে চিন্তা করা ও কাজ করা।
৪. যৌথ-সৃষ্টি: বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রজ্ঞা ও সম্পদ একসঙ্গে করা।
৫. উদ্ভাবন: অভূতপূর্ব প্রভাব রাখতে উদ্ভাবন করা।

কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার

#	বিষয়	পরিমাণ
১	কারিগরি সহযোগিতা (১৯৭৯-২০২০)	৯৬,০৪৬ মিলিয়ন ইয়েন
২	ওডিএ ঋণ (১৯৭৪-২০২০)	২,৩৯৫.২৮২ বিলিয়ন ইয়েন
৩	অনুদান সাহায্য (১৯৭৭-২০২০)	১৩৯,০৮৪ মিলিয়ন ইয়েন

কর্মকর্তা প্রেরণ

#	বিষয়	কর্মকর্তার সংখ্যা
১	প্রশিক্ষার্থী ও বিদেশি শিক্ষার্থী (১৯৭১-২০১৯)	১৩,৮৬৬ জন
২	জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবী (১৯৭৩-)	১,২৮৪ জন
৩	জাইকার বিশেষজ্ঞ (১৯৬২-২০১৯)	৪,৯২১ জন

জাইকার মূল অবদান

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- (১) ২,৪৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি করেছে (বাংলাদেশের মোট সক্ষমতার ১২%)
- (২) ২৫,০০০ কিলোমিটারের বেশি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ ও সংস্কার
- (৩) বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ১০৯টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও সংস্কার

০১

পরিবহণ

- (১) ১৩৪টি সেতু নির্মাণ, যার মধ্যে ৬টি সেতুর দৈর্ঘ্য ৫০০ মিটারের বেশি (১. যমুনা, ২. পাকসী, ৩. রূপসা, ৪. গোমতী, ৫. মেঘনা ও ৬. কালনা সেতু)
- (২) যমুনা সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত সময় ৩৬ ঘন্টা থেকে কমে (ফেরির অপেক্ষার সময়সহ) ১৫ মিনিট হয়েছে।
- (৩) তিনটি এমআরটি প্রকল্প (লাইন ৬, লাইন ১, এবং লাইন ৫ নর্থ), যেগুলোতে ২০ লাখ যাত্রী দৈনিক যাতায়াত করবে।
- (৪) এমআরটি লাইন ৬ সম্পন্ন হলে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যাতায়াতের সময় ১০৫ মিনিট থেকে কমে ৩৬ মিনিট হবে।
- (৫) ঢাকা (১২ মিলিয়ন যাত্রী) ও চট্টগ্রামে (২ মিলিয়ন যাত্রী) বিমানবন্দর নির্মাণ, যেখানে দৈনিক মোট ১৪ মিলিয়ন যাত্রী যাতায়াত করবে।
- (৬) বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় ডিজিটাল টপোগ্রাফিক মানচিত্র (১/২৫০০০) সম্পন্ন (২০১৮)

০২

নগর উন্নয়ন

- (১) ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন সময় ৭ দিন থেকে কমে ৭ ঘন্টা হয়েছে।
- (২) ঢাকায় বর্জ্য সংগ্রহের হার ৪৪% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০% হয়েছে।

০৩

বেসরকারি খাত

- (১) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় ওয়ান-স্টপ সেবার প্রচলন
- (২) তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশল পরীক্ষার (ITEE) প্রচলন, যা জাপানে তৈরি করা একটি জাতীয় যোগ্যতা নির্ণয় পরীক্ষা
- (৩) আইটি খাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি “বি-জেট”-এর আওতায় ১৮৬ জন (স্নাতকদের ৭০%) স্নাতক জাপানে চাকরি পেয়েছে।

০৪

দুর্যোগ প্রতিরোধ/জলবায়ু পরিবর্তন

০৯

- (১) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি কমাতে সারাদেশে পাঁচটি আবহাওয়া রাডার স্থাপন
- (২) ১১৭টি উচ্চ মানসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- (৩) বন্যার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে ২৪০ কিলোমিটার নদীর বাঁধ নির্মাণ

কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন

০৮

- (১) ৪৮৯জন বিশেষজ্ঞের কারিগরি নির্দেশনার মাধ্যমে ধান উৎপাদনের হার দ্বিগুণ হয়েছে
- (২) তাসাকি মুলাসহ সবজি, ফল, ও ধানের জাত উন্নত করা
- (৩) অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়নের (লিংক মডেল) প্রচলন এবং দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া (৬৪ জেলার ২১৫টি উপজেলায়)

শিক্ষা

০৭

- (১) জাপানে প্রস্তুতকৃত “Lesson study” দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া
- (২) অনুসন্ধানভিত্তিক ও সমস্যা সমাধানভিত্তিক পাঠাদান উন্নয়নে পাঠ্যবই পরিমার্জন
- (৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৬০,০০০ বিদ্যালয় পরিমার্জিত পাঠ্যবই পেয়েছে
- (৪) পরিমার্জিত পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে ৩৯ মিলিয়ন শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে

স্বাস্থ্য

০৬

- (১) ২০৫ জন JOCV প্রেরণের মাধ্যমে পোলিও নির্মূল এবং ফিলারিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
- (২) ২.৫ মিলিয়ন মানুষের জন্য ৪১৭টি কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মাণ
- (৩) নরসিংদী মডেল দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার উন্নতিসাধন

সুশাসন

০৫

- (১) দেশের ৪৯৬টি উপজেলার মধ্যে ৪৯২টি উপজেলায় অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে ছোট আকারের অবকাঠামোর প্রচলন
- (২) দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় মৎস্য, পশুসম্পদ, কৃষি ও সেচ, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ এবং শিক্ষার মতো বিভিন্ন সেক্টরে ২৮০০ টিরও বেশি অংশগ্রহণমূলক প্রকল্পকে সমর্থন করে।





অধ্যায় ১
বাংলাদেশ
ও উন্নয়ন
সহযোগিতা

অধ্যায় ১: বাংলাদেশ ও উন্নয়ন সহযোগিতা

১.১ মৌলিক তথ্য

(১) সাধারণ তথ্য

সাধারণ তথ্য

আইটেম	বিষয়বস্তু
আয়তন	১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	১৬৪.৬৮ মিলিয়ন (২০২০)
রাজধানী	ঢাকা
নৃতত্ত্ব	বাঙালি: প্রায় ৯৮%; অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী: প্রায় ২%
ভাষা	বাংলা
ধর্ম	মুসলিম: প্রায় ৯০%; অন্যান্য (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান): প্রায় ১০%

(সূত্র: জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

১) সাধারণ তথ্য

বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিকে ভারতবেষ্টিত, দক্ষিণপূর্বে রয়েছে মিয়ানমার, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর হয়ে ভারত মহাসাগরমুখী। দেশটির বেশিরভাগ অংশই বঙ্গোপসাগরের পাশে একটি ব-দ্বীপ। দেশের অর্ধেক অংশ নিম্নভূমির, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাত মিটারেরও কম উচ্চতায়। এর ফলে বাংলাদেশে



একজন ব্যক্তি খামারে কাজ করছেন (ছবি: আবির আবদুল্লাহ)

ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বেশি। বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ এটি। জাপানের ৪০% জায়গা বা হোক্কাইডো এবং তহোকু মিলে যেটুকু জায়গা, এর মধ্যেই ১৬ কোটি মানুষ বসবাস করে। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,২০০ জন (টোকিওর ২৩ টি ওয়ার্ডের তিনগুণ)। দ্বীপরাষ্ট্র ও নগররাষ্ট্র ছাড়া এর জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।



জনাকীর্ণ ট্রেনে চড়ে মানুষ (ছবি: আবির আবদুল্লাহ)

(২) রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মৌলিক কূটনীতি রাজনৈতিক তথ্য

আইটেম	বিষয়বস্তু
সরকারের ধরণ	প্রজাতন্ত্র
রাষ্ট্রপ্রধান	রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ (২০২১ সালের এখনও পর্যন্ত)
সংসদ	এক কক্ষবিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ ৩৫০)
বৃহৎ রাজনৈতিক দল	দুটো বড় রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

(উৎস: জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

১) রাজনৈতিক ব্যবস্থা

পাকিস্তানের অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, এবং এরপর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন হয়। তখনই বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশে সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা

বিদ্যমান, যেখানে নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনিই প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ দেন। রাষ্ট্রপতির পদটি অলঙ্কারিক যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

১৯৯১ সালে গণতন্ত্রে উত্তরণের পর থেকে দুটো বড় রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি, পালাবদল করে ক্ষমতায় এসেছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালের শেষে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এককভাবে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ আসন লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন (২০০৮ সাল থেকে টানা তিনবার তিনি এই দায়িত্বে রয়েছেন)।

২) কূটনৈতিক নীতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান “সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়” শ্লোগানের মাধ্যমে সবদিকে কূটনীতি চালানোর নীতি অনুসরণ করেন। তিনি ভারত ও অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় এবং মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেন। এছাড়াও জাপানের মতো বড় দাতা দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশকে সার্ক, বিমস্টেক, সাসেক, ন্যাম, ওআইসি, এবং কমনওয়েলথের মতো সংগঠনগুলোর সদস্য করেন। বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০২১ সালের জুলাই মাসের তথ্য অনুযায়ী ৬,৪৩৫ জন শান্তিরক্ষী বাংলাদেশ থেকে নিয়োজিত রয়েছে। এক্ষেত্রে সকল দেশের শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ।



বাংলাদেশের সংসদ (ছবিঃ আবির আবদুল্লাহ)

১ টেক্সটাইল শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির ৮০%। ১৯৯০-এর দশক থেকেই এটি একটি প্রধান শিল্প খাত।



স্বাধীনতা দিবস উদযাপন (ছবিঃ আবির আবদুল্লাহ)

(৩) অর্থনীতি অর্থনৈতিক তথ্য

আইটেম	বিষয়বস্তু
মোট জাতীয় আয় (এটলাস পদ্ধতি)	৩৩৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০২০)
মাথাপিছু জাতীয় আয়	২,০৩০ মার্কিন ডলার (২০২০)
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৩.৫১% (২০২০)
ভোজ্য মূল্য সূচক প্রবৃদ্ধির হার	৫.৬৩% (ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালের হিসাবে)
রপ্তানি	৩৮.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০২০)
প্রধান রপ্তানি পণ্য	তৈরি পোশাক (বুননসহ) (৮৫.৬%), টেক্সটাইল (২.৩%), জুতা (২.২%), সামুদ্রিক খাদ্য (১.৪%)
আমদানি	৫৯.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০২০)
প্রধান আমদানি পণ্য	খনিজ ও পেট্রোলিয়াম পণ্য (১৩.০%), তুলা (২.৭%), পারমানবিক রিএক্টর এবং যন্ত্রপাতি (১০.৬%), লোহা ও ইস্পাত পণ্য (৬.০%), বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (৪.৯%)

(উৎস: বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন বোর্ড)

১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্বাধীনতার পর বহু বছর বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থবির হয়ে ছিল। ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পেছনে যেসব বিষয় অবদান রেখেছে তা হলো (১) স্বল্পমূল্যের শ্রমের উদ্ধৃতি থাকায় টেক্সটাইল এবং অন্যান্য পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি, (২) শ্রম বাজারে নারীদের অংশগ্রহণ, এবং (৩) কৃষি থেকে শিল্পে

স্থানান্তরিত হওয়ায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। পুরো ১৯৯০-এর দশকজুড়ে অর্থনীতি গড়ে বছরে ৪-৫% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০-এর দশক থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় বার্ষিক ৬% হারে বাংলাদেশের অর্থনীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশের রেকর্ড জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা ৮.১৫% হারে। যদিও করোনা মহামারির কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে গিয়েছিল, কিন্তু এরপরও পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশ বজায় রেখেছিল। ২০২০ অর্থ বছরে ছিল ৩.৫% এবং ২০২১ অর্থ বছরে ছিল ৫.৫% (অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক হিসাব থেকে নেওয়া)।

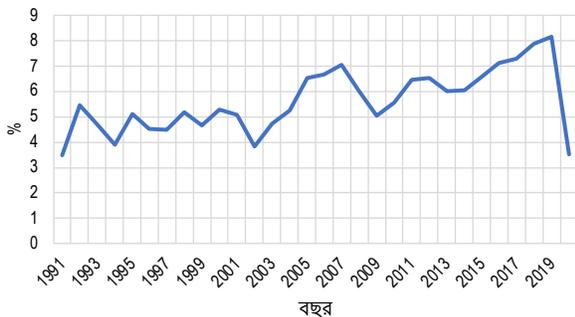


খামারে কর্মরত মহিলারা (ছবিঃ আবির আবদুল্লাহ)



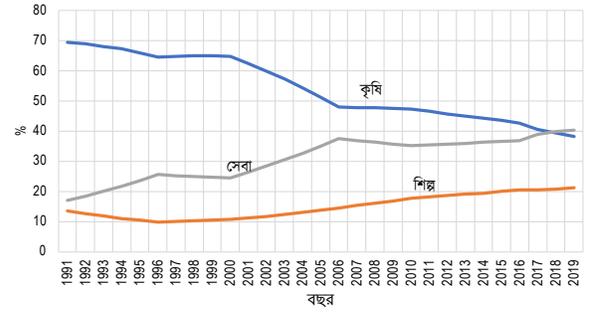
পোশাক শিল্পে কর্মরত মানুষ (ছবিঃ আবির আবদুল্লাহ)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রবণতা



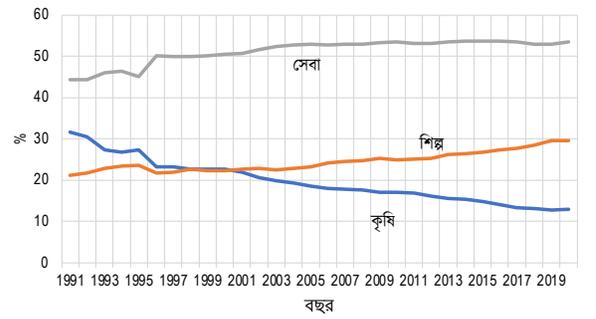
(উৎস: বিশ্বব্যাংক)

শিল্পখাতওয়ারি শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের প্রবণতা



(উৎস: বিশ্বব্যাংক)

শিল্পখাতওয়ারি জিডিপি অনুপাতের প্রবণতা

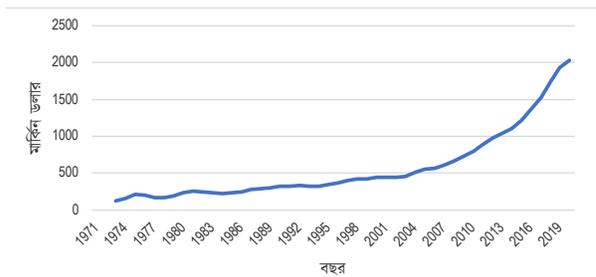


(উৎস: বিশ্বব্যাংক)

২) মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা

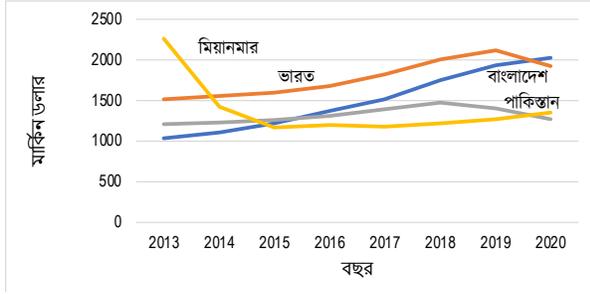
১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশের মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ছিল ৩-৪০০ মার্কিন ডলার। ২০১০-এর দশকে তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালে এসে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,০৩০ মার্কিন ডলার। শুধু পাকিস্তানই নয়, ভারতকেও প্রথমবারের মতো এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছনে ফেলে দিয়েছে। মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে করা বিশ্বব্যাংকের জাতীয় আয় গ্রুপের শ্রেণিবিভাগে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বর্তমানে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের প্রবণতা



(উৎস: বিশ্বব্যাংক)

মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা



(উৎস: বিশ্বব্যাংক)

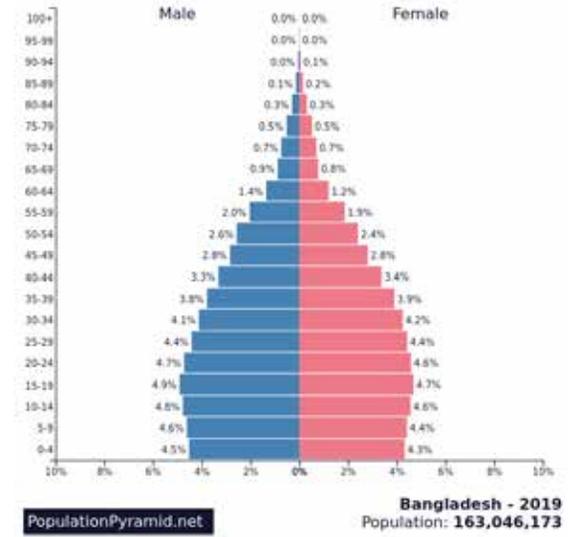
৩) অনুন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসা অনুন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়, অর্থনৈতিক বিপন্নতা, এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের অবস্থার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনুন্নত দেশ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। এর ফলে, পাঁচ বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সময় পার হওয়ার পর ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এই উত্তীর্ণ হওয়া সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

(৪) সমাজ

১) জনসংখ্যার কাঠামো ও কর্মসংস্থান

বাংলাদেশের জনসংখ্যায় তরুণদের আধিক্য রয়েছে। প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা (৪৬%) ২৪ বছরের নিচে বয়স। অন্যদিকে, একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো ক্রমবর্ধমান তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য ভাল চাকরির সুযোগ তৈরি করা। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ৩৮% এখনও কৃষি, বনায়ন, এবং মৎস্য খাতের সঙ্গে যুক্ত, যদিও এই হার ধীরে ধীরে কমছে। আশা করা হচ্ছে যে সেবাখাতে শ্রমঘন উপাদান থাকায় ভবিষ্যতে এ খাতে অনেক চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। বিশেষ করে আইটি খাত সম্প্রতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খাতকে অন্যতম জাতীয় অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা “ডিজিটাল বাংলাদেশ” নামে পরিচিত।

বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যার কাঠামো



(উৎস: <https://www.populationpyramid.net/>)

২) দারিদ্র্য বিমোচন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য

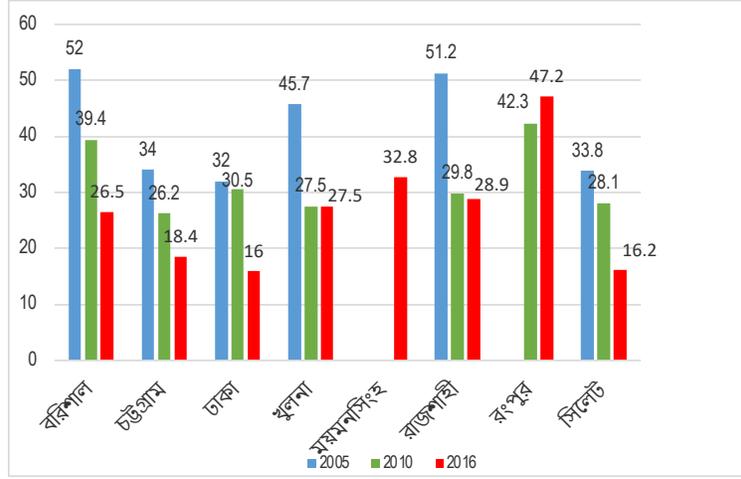
২০১৩ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,০০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার (দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা জনগোষ্ঠী) ছিল ৪৮.৯% যা ২০১৬ সালে কমে হয়েছে ২৪.৩%। অন্যদিকে, যদিও দারিদ্র্যের হার সবখানেই কমছে, কিন্তু শহরের তুলনায় গ্রামে দারিদ্র্যের হার বেশি, এবং দারিদ্র্য বিমোচন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। গিনি সহগের মাধ্যমে আয় বৈষম্যের মাত্রা বোঝা যায়। সেখানে দেখা যায় যে ২০০০ সালে ছিল ৩৩.৪, কিন্তু ২০১৬ সালেও তা ৩২.৪, অর্থাৎ আয় বৈষম্য এখনও বেশি রয়ে গেছে, যদিও কিছু উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২০০০ সাল থেকে দারিদ্র্য বিমোচন হারের প্রবণতা

	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
দারিদ্র্যের হার	৪৮.৯%	৪০.০%	৩১.৫%	২৪.৩%
চরম দারিদ্র্যের হার	৩৪.৩%	২৫.১%	১৭.৬%	১২.৯%
গিনি সহগ	৩৩.৪	৩৩.২	৩২.১	৩২.৪

(উৎস: ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো)

বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক দারিদ্রের হার



(উৎস: Bangladesh Poverty Assessment - Assessing a Decade of Progress in Reducing Poverty 2000-2010, World Bank and Bangladesh Economic Review 2017)

৩) সামাজিক উন্নয়ন সূচকে উন্নতি

নিচের টেবিলে বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়ন সূচকের প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে দেখা যায় যে ২০০০-এর দশক এবং ২০১০-এর দশকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উভয় খাতেই উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এসডিজির অর্জনের সঙ্গে এর নীতি লক্ষ্যমাত্রার সংযোগ সাধন করেছে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো সামাজিক সূচকে অগ্রগতি করার চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশে সামাজিক সূচকে অগ্রগতি

সূচক	২০০১	২০১১	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
সাক্ষরতার হার (১৫ বছর ও তার উপরে) [%]	৪৭.৫	৫৮.৮	৭২.৮	৭২.৯	৭৩.৯	৭৪.৭
মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির হার (%)	৫১.০	৫২.৪	৭১.৪	৬৯.৭	৭২.৭	৭২.৬
জন্মহার	৩.০৭	২.২৭	২.০৯	২.০৬	২.০৪	২.০১
গড় আয়ু (নারী) [বছর] (%)	৬৬.৬	৭১.৭	৭৩.৭	৭৪.০	৭৪.৩	৭৪.৬
গড় আয়ু (পুরুষ) [বছর] (%)	৬৫.৪	৬৯.০	৭০.২	৭০.৪	৭০.৬	৭০.৯
গড় আয়ু (সার্বিক) [বছর] (%)	৬৬.০	৭০.৩	৭১.৮	৭২.১	৭২.৩	৭২.৬
শিশু মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে)	৬০.৩	৩৬.৮	২৯.৩	২৮.০	২৬.৭	২৫.৬

(উৎস: বিশ্বব্যাংক)

৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ঝড়, ও ভূমিকম্পের মতো উচ্চ দুর্যোগের ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অন্যতম বিপন্ন দেশ। বিগত ৩০ বছর ধরে (১৯৮৫-২০১৪), প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ১৭০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং ২৬২ মিলিয়নের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ আরও বেশি তীব্র আকার ধারণ করছে।



ঘূর্ণিঝড় থেকে সরে আসা লোকজন (ছবিঃ আবিব আবদুল্লাহ)

বহু বছর ধরে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ প্রতিরোধে কাজ করছে। পূর্ব সতর্কতা, আশ্রয়কেন্দ্র, এবং ত্রাণ ও সহায়তা ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমুন্নত করছে।

৫) সামাজিক সেবায় এনজিওর অবদান

মানব সম্পদে বিনিয়োগ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে যাতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্রের মূল কারণগুলো মোকাবিলা করছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এনজিওগুলো সরকারের সঙ্গে মিলে মানুষের জন্য সামাজিক সেবা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। এর ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে চমৎকার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণের প্রচলন এবং কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে পরিচিত।

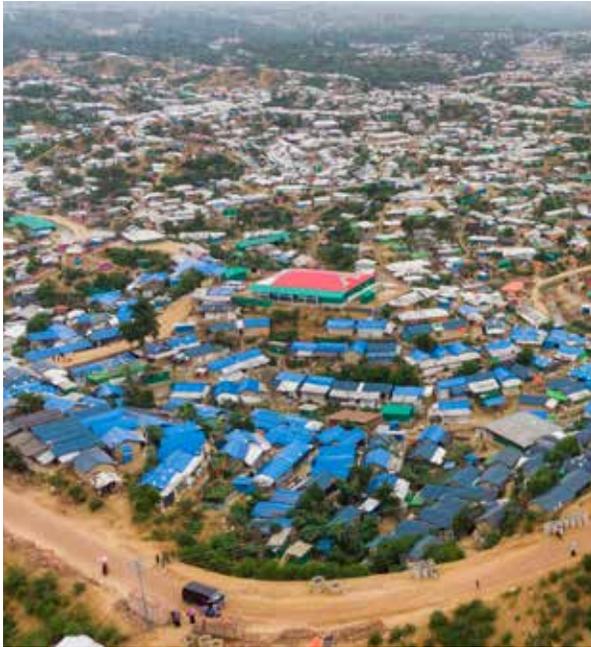
৬) রোহিঙ্গা সমস্যা, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক

রোহিঙ্গারা হলো বাঙালি মুসলিম যারা বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চল এবং মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় অবস্থিত রাখাইন রাজ্যে বসবাস করে। ১৯৮২ সালে, মিয়ানমারের নাগরিকত্ব আইনে সেসব রোহিঙ্গাদের “বিদেশি” হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে যারা ১৮২৩ সালের আগে বার্মায় বসবাসরত বাসিন্দাদের বংশধর হিসেবে স্বীকৃত নয়।

মিয়ানমারে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার ফলে ১৯৭৮ সালে প্রায় ২৫০,০০০ রোহিঙ্গা প্রথম বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে বড় ঢল আসে। তখন ৭০০,০০০ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসে। ২০২১ সালের নভেম্বরে এসে বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯১৩,০০০। কক্সবাজার এবং কুতুপালংয়ের বেশ কিছু রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে এ ধরণের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প হিসেবে বলা হয়ে থাকে।



একটি মেয়ে শরণার্থী শিবিরে খেলছে (ছবি: আবিব আবদুল্লাহ)



কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের একটি দৃশ্য (ছবি: মাসুদ আল মামুন)

১.২ বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মৌলিক নীতি হলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

আর্থিক বছর	প্রস্তাবিত পরিকল্পনার নাম
২০০৫-০৮	সম্ভাবনার দ্বার খোলা: NSAPR-I
২০৯-১১	পরিবর্তন সাধনে পদক্ষেপ: NSAPR-II
২০১০-২১	Outline Perspective Plan for Bangladesh
২০২১-৪১	Second Perspective Plan-Vision2041 ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্য উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্য।

(উৎস: সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণা দল সংকলন করেছে)

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

আর্থিক বছর	প্রস্তাবিত পরিকল্পনার নাম	প্রবৃদ্ধির হার (লক্ষ্য)	প্রবৃদ্ধির হার (প্রকৃত)
১৯৭৩-৭৮	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৫.৫	৪.০
১৯৭৮-৮০	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৫.৪	৩.৮
১৯৮০-৮৫	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৫.৪	৩.৮
১৯৯০-৯৫	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৫.০	৪.২
১৯৯৭-২০০২	পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৭.০	৫.১
২০১১-১৫	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৭.৩	৬.৩
২০১৬-২০	সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৭.৪৪	৭.১৩
২০২১-২৫	অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৮.০০	

(উৎস: বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)

১.৩ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক

২০১৪ সালে, প্রধানমন্ত্রী আবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের পারস্পরিক ভ্রমণে একটি “সামগ্রিক অংশীদারিত্ব” ঘোষণা করে। ২০২১ সালের হিসেবে বাংলাদেশে পরিচালিত হওয়া জাপানি কোম্পানি সংখ্যা ৩২৪টি, যার ৯৮৪ জন জাপানি বাংলাদেশে বসবাস করছে এবং ১৭,৪৬৩ জন জাপানে বসবাস করছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ একটি চতুর্মুখী কূটনীতি অনুসরণ করেছে। বাংলাদেশের কূটনীতিতে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের স্থিতিশীলতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে এবং

^১ জেট্রো ঢাকা কার্যালয় (২০২১)



জাইকার প্রেসিডেন্ট ড. কিতাওয়াকা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে বৈঠক (২০১৯) (ছবিঃ জাইকা)

সক্রিয়ভাবে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সমুন্নত করার চেষ্টা করেছে। জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বিপাক্ষিক দাতা দেশ এবং স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে।

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক ঘটনা

বছর	ঘটনা
১৯৭২	টোকিওতে বাংলাদেশের দূতাবাস খোলা হয়
১৯৭২	ঢাকায় জাপানের দূতাবাস খোলা হয়
১৯৭৩	প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান ভ্রমণ
১৯৭৮	রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জাপান ভ্রমণ
১৯৮০	রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জাপান ভ্রমণ
১৯৮৫	রাষ্ট্রপতি এরশাদের জাপান ভ্রমণ
১৯৮৯	রাষ্ট্রপতি এরশাদের জাপান ভ্রমণ
১৯৯০	রাষ্ট্রপতি এরশাদের জাপান ভ্রমণ
১৯৯০	প্রধানমন্ত্রী কাইফুর বাংলাদেশ ভ্রমণ
১৯৯৪	প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জাপান ভ্রমণ
১৯৯৭	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান ভ্রমণ
২০০০	প্রধানমন্ত্রী মোরির বাংলাদেশ ভ্রমণ
২০০৫	প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জাপান ভ্রমণ
২০১০	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান ভ্রমণ
২০১৪	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান ভ্রমণ, প্রধানমন্ত্রী আবের বাংলাদেশ ভ্রমণ
২০১৬	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান ভ্রমণ
২০১৯	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান ভ্রমণ

(উৎস: জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)



JOCV নির্দেশিকা দিচ্ছে (ছবিঃ জাইকা)



যমুনা বহুমুখী সেতু (ছবিঃ মাসুদ আল মামুন)



ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র (ছবিঃ জাইকা)



JOCV সদস্যরা স্থানীয়দের সঙ্গে সবজির চারা লাগাচ্ছে (ছবিঃ জাইকা)



বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদযাপিত জাইকার সহযোগিতার ৪০ বছর (ছবিঃ জাইকা)



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাইকার সহায়তায় নির্মিত একটি খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করছেন (ছবিঃ জাইকা)

টেবিল ৯: জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য: বাণিজ্য মূল্য (মিলিয়ন ডলারে)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০
রপ্তানি	১,০৮০	১,০১৩	১,১৩২	১,৩৬৫	১,২০০
আমদানি	১,৬৪৪	১,৭৩৫	১,৮৭০	১,৮৪৬	১,৭২০

(উৎস: জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

প্রধান পণ্য

রপ্তানি: সেলাই পণ্য, বুনন পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জুতা ও টুপি

আমদানি: ইস্পাত, জাহাজ, পারমাণবিক রিএক্টরসংক্রান্ত পণ্য, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক পণ্য, অপটিক্যাল ও প্রিসিসন যন্ত্রপাতি।^২

জাপান থেকে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (ইউনিট: মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
বিনিয়োগের পরিমাণ	৩৪.৬১	৪৪.৪৭	২৮.০৫	৭২.৯১	৬০.১২

(উৎস: জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

১.৪ ওডিএ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

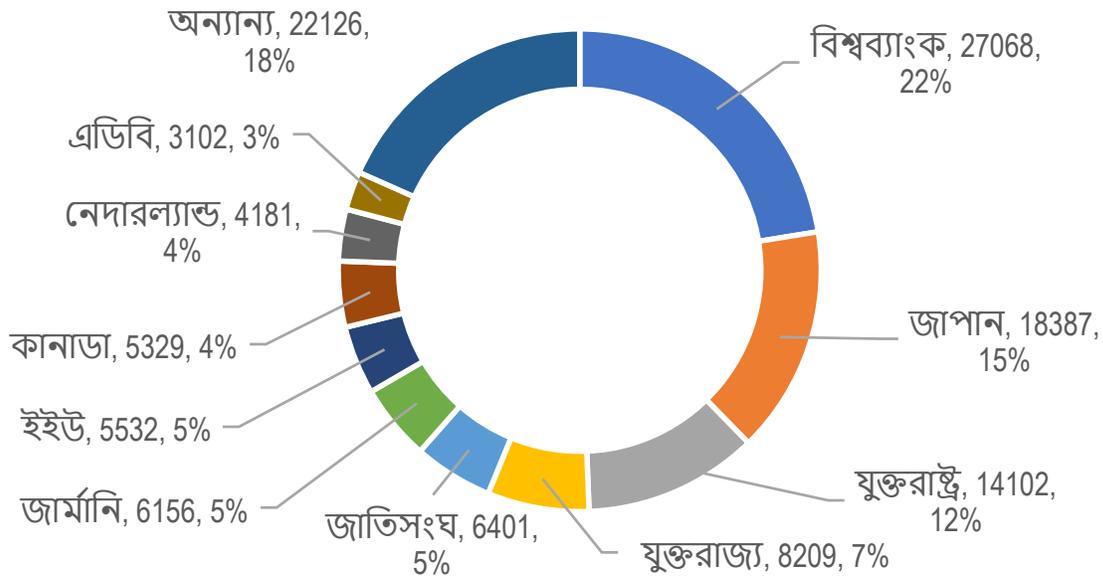
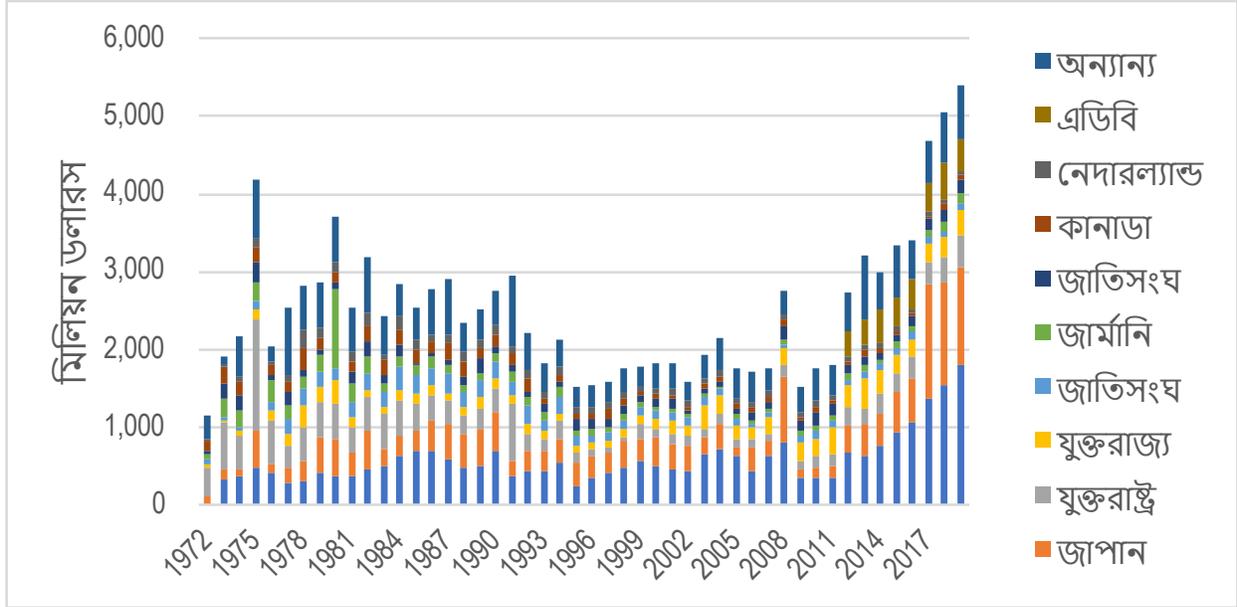
(১) জাইকা বাংলাদেশ কার্যালয়ের ঐতিহাসিক ঘটনা

বছর	ঘটনা
মার্চ ১৯৭৩	JOCV প্রেরণ বিষয়ে চুক্তি সই JOCV প্রতিনিধিদের অফিস খোলা হয়
আগস্ট ১৯৭৩	JOCV প্রেরণ
এপ্রিল ১৯৭৪	Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA) কার্যালয় খোলা হয়; আগস্ট মাসে Japan International Cooperation Agency (JICA) কার্যালয় নামে নতুন করে নামকরণ করা হয়।
এপ্রিল ১৯৮৮	JOCV প্রতিনিধি কার্যালয় এবং জাইকা কার্যালয় একীভূত হয়ে যায়।
অক্টোবর ১৯৮৮	Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) প্রতিনিধি কার্যালয় খোলা হয়; ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে Japan Bank for International Cooperation (JBIC) কার্যালয় নামে নতুন করে নামকরণ করা হয়।
২০০২	জ্যেষ্ঠ JOCV প্রেরণ বিষয়ে চুক্তি সই।
২০০২	কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি সই।
অক্টোবর ২০০৮	জাইকা কার্যালয় ও জেবিআইসি কার্যালয় একীভূত হয়।
মার্চ ২০২৩	জাইকা-বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগিতার ৫০ বছর পূর্তি।

(উৎস: জাইকা)

^২ গ্লোবাল ট্রেড এটলাস (২০২০)

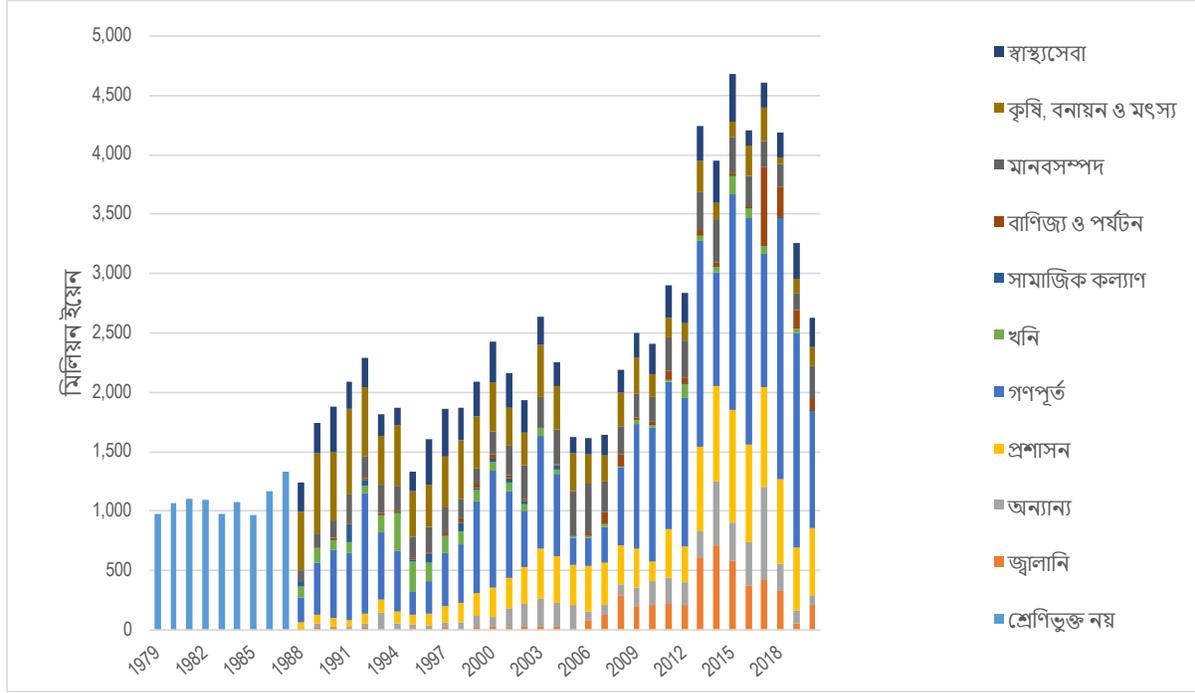
(২) উপাত্তের মাধ্যমে ওডিএর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১) দাতা অনুযায়ী বাংলাদেশে ওডিএ (মোট ব্যয়)



২০১১ সালের আগের এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (উৎস: ওইসিডি।)

১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ওডিএ দেওয়া হয়েছে (মোট বিতরণ) ১২০,৫৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ক্ষেত্রে ২২% বিতরণ করে বিশ্বব্যাংক সর্বোচ্চ (২৭,০৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এরপরই ১৫% বিতরণ করে জাপান রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে (১৮,৩৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এরপর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (১২%, ১৪,১০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যুক্তরাজ্য (৭%, ৮,২০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), এবং জাতিসংঘ (৫%, ৬,৪০১ মার্কিন ডলার)।

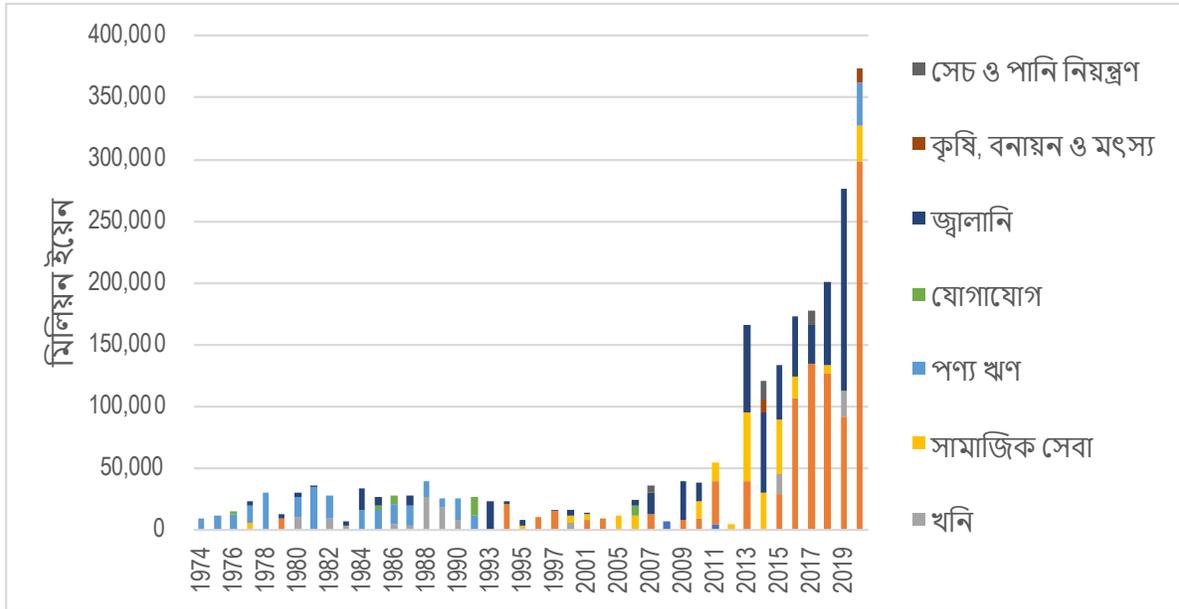
(২) কারিগরি সহযোগিতা (আর্থিক বছর ১৯৭৯-২০২০)
আর্থিক বছরওয়ারি কারিগরি সহযোগিতার এ যাবৎ মোট পরিমাণ



(উৎস: জাইকা)

১৯৭৯ আর্থিক বছর থেকে এ পর্যন্ত মোট কারিগরি সহযোগিতার পরিমাণ ৯৬,০৪৬ মিলিয়ন ইয়েন। ১৯৮৮ সালের আর্থিক বছরের উপাত্ত থেকে খাতওয়ারি ফলাফল পাওয়া যায়। দেখা যায় যে তিনটি খাতে অর্ধেক কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে: সামাজিক কল্যাণ (২৮.৪৫৫ বিলিয়ন ইয়েন, ৩০.৮%), প্রশাসন (১১.৩৭৫ বিলিয়ন ইয়েন, ১২.৩%), এবং কৃষি, বনায়ন, ও মৎস্য (১১.১৫৪ বিলিয়ন ইয়েন, ১২.১%)। এই তিন খাতে অর্ধেকের বেশি কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে।

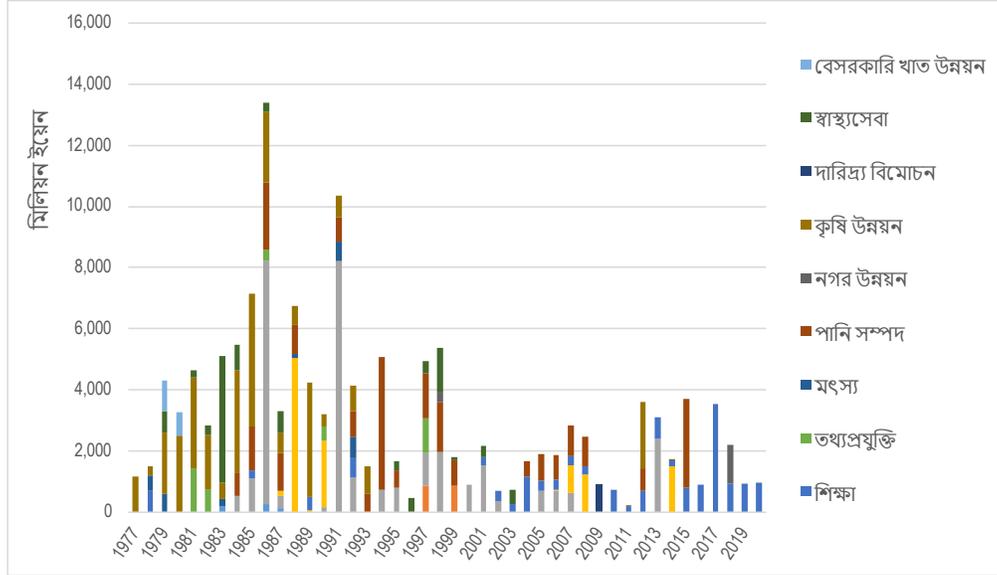
৩) ওডিএ ঋণের অবদান (প্রতিশ্রুতি) (আর্থিক বছর ১৯৭৪-২০২০)
আর্থিক বছরওয়ারি এ পর্যন্ত মোট ওডিএ ঋণ



(উৎস: জাইকা)

১৯৭৪ সাল থেকে পরিশোধকৃত আর্থিক সহযোগিতার মোট পরিমাণ ২,৩৯৫.২৮২ বিলিয়ন ইয়েন (প্রতিশ্রুত পরিমাণ হলো ভিত্তি)। এই মোট পরিমাণের মধ্যে, পরিবহন খাতে সবচেয়ে বেশি অংশ দেওয়া হয়েছে (৯৬৬.০১৭ বিলিয়ন ইয়েন, ৪০.৩%)। এর পরই রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (৬৪২.৮৭১ বিলিয়ন ইয়েন, ২৬.৮%) এবং পণ্য ঋণ (২৯৭.১১০ বিলিয়ন ইয়েন, ১২.৪%)।

৪) অনুদান সহায়তার অবদান (আর্থিক বছর ১৯৭৭-২০২০)



(উৎস: জাইকা)

১৯৭৭ সাল থেকে যে ধরনের অনুদান সহায়তায় জাইকা যুক্ত হয়েছে সেগুলো হয়েছে জরিপ ও বাস্তবায়ন সমুন্নত করার ক্ষেত্রে (ই/এন ভিত্তি, এর মধ্যে রয়েছে ২০০৮ সালের আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পও)। এই ধরনের অনুদান সহায়তার মোট পরিমাণ ১৩৯.০৮৪ বিলিয়ন ইয়েন। সর্বোচ্চ উপ-শ্রেণিভাগ হলো কৃষি উন্নয়ন (৩১,৩৩৮ বিলিয়ন ইয়েন, ২২.৫%), পরিবহন (৩১,১৭২ বিলিয়ন ইয়েন, ২২.৪%), এবং পানি সম্পদ (২৫,৪৮২ বিলিয়ন ইয়েন, ১৮.৩%)।

বাংলাদেশের পুরোনো ১০০ টাকার নোট এবং পুরোনো ৫ টাকার কয়েন (যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প)

যমুনা নদী বাংলাদেশকে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিভক্ত করেছে। দেশের সূচনালগ্ন থেকেই দীর্ঘ প্রতিক্ষীত স্বপ্ন ছিল দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে সংযুক্ত করতে একটি সেতু নির্মাণ। যমুনা সেতু একটি বহুমুখী সেতু। বাংলাদেশের ব্যাংক নোট ও কয়েনে এই সেতুর নকশা রয়েছে। যমুনা সেতুতে রয়েছে রেললাইন, গ্যাসের পাইপলাইন, এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন। এই সেতু নির্মাণে জাপান সহায়তা করেছে। ১৯৯৪ সালে জাপান মোট ২১.৫৬২ বিলিয়ন ইয়েন ঋণ দিয়েছিল।



জাইকার ১,০০০ বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবী (JOCV) প্রেরণে স্মারক ডাকটিকিট

বাংলাদেশে ১,০০০ JOCV প্রেরণের স্মারক হিসেবে একটি ডাকটিকিট তৈরি করা হয়েছিল।

ডান থেকে বামে: একেবারে ডানে: ১) পোলিও টিকা, ২) খেপুপাড়া আবহাওয়া রাদার স্টেশন, ৩) কারিগরি প্রশিক্ষণ, ৪) যমুনা বহুমুখী সেতু





(ছবিঃ মিকা তানিমোতো/জাইকা)





অধ্যায় ২
অর্থনৈতিক
প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত
করা

২.১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি



১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শুরু থেকেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহায়তা প্রদান ছিল জাইকার অন্যতম অগ্রাধিকার। বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ছিল বাংলাদেশে জাইকার কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে ২০০০ সালে যেখানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ছিল ৩,৭১১ মেগাওয়াট, সেখান থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে তা ২০,৩৮৩ মেগাওয়াটে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যুতায়নের হার ২০০০ সালে ছিল ৩২ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৯২ শতাংশ হয়েছে।

টেবিল. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে জাইকার সহায়তার চিত্র

খাত	ওডিএ ঋণ			কারিগরি সহায়তা/ উন্নয়ন জরিপ
	পরিমাণ (মিলিয়ন ইয়েন)	(%)	নম্বর	নম্বর
মোট বিদ্যুৎ	৬২১,৬৬৮	৯৫%	৩৪	৬
(উৎপাদন)	৪৪৬,৯৮৭	৬৮%	১৯	২
(সঞ্চালন)	৯৩,২৪৮	১৪%	৬	১
(বিতরণ/পল্লী বিদ্যুতায়ন)	৩৪,২৩৪	৫%	৫	০
(অন্যান্য)	৪৭,১৯৯	৭%	৪	৩
গ্যাস	৩১,৬০৩	৫%	৩	১
সর্বমোট	৬৫৩,২৭১		৩৭	৭

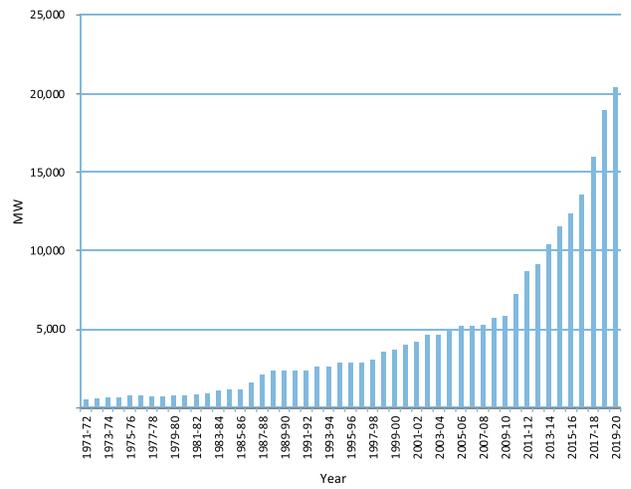
(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল কর্তৃক সম্পাদিত)

১.১ ২০০০-সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই যুদ্ধবিক্ষস্ত বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত এর পুনর্গঠনে জাইকা সহযোগিতা শুরু করে। ৮০-র দশক পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষে জাইকা উন্নয়ন জরিপ ও ওডিএ ঋণ প্রদান করে।

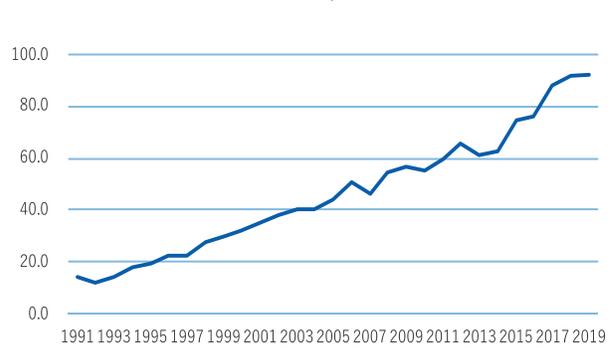
৯০-এর দশকে সিলেট এবং হরিপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ওডিএ ঋণ প্রদান শুরু হয়। এছাড়া বিতরণ ও পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্পগুলোও তখনই শুরু হয়। এ সময় বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশেষত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ, নির্ভরতা বৃদ্ধি, কার্যকর ও দক্ষবিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ, সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষে সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম শুরু করে। এ

চিত্র: ধাপে ধাপে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি



(উৎস: বিশ্বব্যাংকের ডাটাবেজ)

চিত্র: ধাপে ধাপে বিদ্যুতায়নের অনুপাত বৃদ্ধি



(উৎস: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০)

সংস্কার কার্যক্রমে জাইকাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জাইকা তখন সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সংস্কার প্রস্তাব করে এবং সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনার (টিকিউএম) প্রচলনে সহায়তা প্রদান করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নত করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ সহায়তার মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা (সাবেক ওইসিএফ/জেবিআইসি গবেষণা), এবং পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদল পাঠানো। এছাড়াও ওডিএ ঋণ প্রকল্পে “বিদ্যুৎ বিতরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (Power Distribution and Efficiency Enhancement Project)” বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এটি ছিল একটি পাইলট প্রকল্প, যার মাধ্যমে পাঁচটি শহরের বিতরণ



পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্প (ছবি: জাইকা)

নেটওয়ার্কগুলোকে সংস্কার করা হয়েছিল এবং বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপন করে ডিজিটলাইজ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পরবর্তিতে বিদ্যুৎ খাতের একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ, সিস্টেম লস কমানোর পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

১.২ ২০০০-এর দশকের শেষভাগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত

২০০০ দশকের শেষভাগে থেকে জাইকা অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিদ্যুৎ খাতে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া শুরু করে। জাইকা মূলত ওডিএ ঋণ হিসেবে বড় আকারের সহযোগিতা প্রদান করেছিল। এখনো পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে জাইকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী।

(১) বিদ্যুৎ খাত

১) ওডিএ ঋণ

জাইকার ওডিএ ঋণের সবচেয়ে বেশি প্রদান করা হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে। এক্ষেত্রে জাইকা প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সেসব প্রকল্প বাছাই করেছিল, যেগুলো সে সময়ে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জ্বালানি বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা এবং দেশের সম্পদের কার্যকারিতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ২০১০ দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের জন্য “New Haripur Power Plant Development Project (412MW)” (২০০৭ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) এবং “Bheramara Combined Cycle Power Plant Development Project(360 MW)” (২০১৩ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)-এর জন্য ওডিএ ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। ২০১০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসে প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাবনায় জাইকা “Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project(1,200MW)”-এ (২০১৪ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) ওডিএ ঋণ প্রদান করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কার্বন নির্গমন ঠেকাতে স্বল্পমূল্যে আমদানীকৃত কয়লা এবং “Renewable Energy Development Project” (২০১৩ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) কাজে লাগানো। এভাবেই, বিদ্যুতের উৎসে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে জাইকা দেশের জ্বালানি খাতের উন্নতিতে অবদান রেখেছে।

তাছাড়া দেশের প্রথম জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে জাইকা Energy Efficiency and Conservation

Promotion Financing Project” (২০১৬ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) এবং “Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project (Phase 2)” (২০১৯ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) নামক দুটি প্রকল্পে ওডিএ ঋণ প্রদান করে। এসব প্রকল্প জ্বালানিসাশ্রয়ী যন্ত্রপাতির প্রচলন উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতিতে রূপান্তরের ওপর জোর দেয়, বিশেষ করে পোশাক কারখানায়। এর মাধ্যমে দেশের মূল শিল্প, অর্থাৎ পোশাক শিল্পের আরো উন্নয়ন এবং বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে অবদান রাখে।

স্থিতিশীল বিদ্যুতের যোগান নিশ্চিত করার দৃষ্টিকোণ থেকে বছদিন ধরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন/সাবস্টেশন, বিতরণ/পল্লী বিদ্যুতায়ন খাত এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতেও ওডিএ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে, “National Power Transmission Network Development Project”-এর (২০১৩ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) মাধ্যমে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং সাবস্টেশন নির্মাণের পাশাপাশি “Dhaka-Chittagong Main Power Grid Strengthening Project” এবং “Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project”-এর (২০১৪ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) মাধ্যমে কম ক্ষতিসম্পন্ন এবং স্থিতিশীল সঞ্চালন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে। এর বাইরেও, “Dhaka Underground Substation Construction Project”-এ জাইকা ঢাকায় ভূগর্ভস্থ সাবস্টেশন নির্মাণে সহায়তা করছে।



হরিপুর নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট (ছবি: জাইকা)

বিতরণ উপখাতগুলোর ব্যাপারে, পল্লী বিদ্যুতায়নের ওপর নজর দিয়ে “Area Coverage Rural Electrification Project (Phase IV-C)” (১৯৯৫ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত), “Power Distribution And Efficiency Enhancement Project” (১৯৯৯ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত), “Rural Electrification Project (Phase V-B)” (২০০১ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত), “Central Zone Power Distribution Project” (২০০৯ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) and “Rural Electrification Upgradation Project” (২০১০ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) প্রকল্পগুলোতে জাইকা ওডিএ ঋণ প্রদান করেছিল।

২) কারিগরি সহযোগিতা

উপরে উল্লিখিত ওডিএ ঋণ প্রদান ছাড়াও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে জাইকা সমগ্র খাত পরিকল্পনা এবং ওডিএ ঋণ প্রকল্প প্রণয়নে সহযোগিতা করেছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে



Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Plant-এর নির্মাণ কাজের অবস্থা (ছবি: জাইকা (MJVC))



(Renewable Energy Development Project একটি দুই ধাপের ঋণ প্রকল্প যেখানে কোম্পানি এবং সাধারণ কৃষকরা স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ওডিএ ঋণ তহবিল ব্যবহার করে। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে মূলত সেচ পাম্পের জন্য ব্যবহৃত সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন স্থাপনা।) (ছবি: জাইকা)



National Power Transmission Network Development Project (ছবি: জাইকা)

গেলে ২০১০ সালের বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ছিল দেশের প্রথম বিদ্যুৎ খাতের মহা পরিকল্পনা। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। দুটো মহাপরিকল্পনার ক্ষেত্রেই “Master Plan Study on Coal Power Development in Bangladesh” (২০০৯-১০) শিরোনামে জাইকার উন্নয়ন গবেষণা এবং মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এই গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ জরিপের (২০১৫-১৬) মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছিল। এছাড়াও জ্বালানী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দেশের প্রথম মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে জাইকা এর উন্নয়ন গবেষণাধর্মী কারিগরি সহযোগিতা “Project for Development of Energy Conservation/Efficiency Master Plan” (২০১৪-১৫)-এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করেছিল। এই মহাপরিকল্পনায় জাতীয় জ্বালানী সংরক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মপরিকল্পনা বর্ণিত রয়েছে। ওডিএ ঋণ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাইকা (Development Study or Preparatory Survey for Bheramara Combined Cycle Power Plant Development Project and Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project)-এর জন্য উন্নয়ন গবেষণা বা প্রস্তুতিমূলক জরিপ পরিচালনা করেছিল।

PSMP 2016 এর ভিশন

ভিশন ২০৪১ বাংলাদেশের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা	
পরিকল্পনা ১	আমদানিকৃত জ্বালানী অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং এর সহজ পরিচালনা
পরিকল্পনা ২	অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক সম্পদের (গ্যাস ও কয়লা) দক্ষ উন্নয়ন ও ব্যবহার
পরিকল্পনা ৩	একটি শক্তিশালী, উচ্চমান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক নির্মাণ
পরিকল্পনা ৪	পরিবেশবান্ধব জ্বালানী সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং এর প্রচলন সমুন্নত করা
পরিকল্পনা ৫	জ্বালানীর স্থিতিশীল যোগানের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবসম্পদ পদ্ধতির উন্নতিসাধন

(উৎস: জাইকা)

(২) গ্যাস উপখাত

বৈদ্যুতিক শক্তি ছাড়াও জাইকা প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে সহায়তা প্রদান করে। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস উন্নয়নের শুরুর দিকে জাইকা দেশের প্রধান গ্যাস ফিল্ড, বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ড্রিলিং এবং তা পুনরায় চালু করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করেছিল। এক্ষেত্রে জাইকা ১৯৮০ এবং ১৯৯৪ সালে দুটি ওডিএ ঋণ প্রদান করে। অতি সম্প্রতি ২০১৪ সালে “Natural Gas Efficiency Project”-এর জন্য জাইকা একটি ওডিএ ঋণ প্রদান করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক গ্যাসের যোগান এবং উপযোগিতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এমন যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করা। বিশেষ করে দেশে প্রথমবারের মতো প্রিপেইড গ্যাস মিটার চালু করা হয়েছে এবং গ্যাসের বিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবহৃত গ্যাসের ওপর বিল প্রদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এটি শুধু গৃহস্থলীর ব্যয় কমিয়েছে তাই নয়, বরং গ্যাসের অপচয় বন্ধ করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছে।

এর পাশাপাশি বাসা বাড়ির গ্যাস অবকাঠামো স্থিতিশীল ভাবে পরিচালনার জন্য জাইকা ২০১০ সালে “The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in Gas Sector in Bangladesh”

শিরোনামের কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প শুরু করে। এ প্রকল্প বাংলাদেশের গ্যাস পরিবহন নেটওয়ার্ককে ডিজিটাল করে এবং এর পরিচালনার উন্নতিসাধনে সহায়তা করে।

১.৩ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ অর্থায়ন (পিএসআইএফ)

সাম্প্রতিককালে বেসরকারি খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতসংশ্লিষ্ট বেসরকারি কাজে জাইকা সহায়তা প্রদান করা শুরু করেছে। ২০১৭ সালে, সিরাজগঞ্জে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (high-efficiency gas-fired power plant in Sirajganj) নির্মাণে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বাধীন বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রদান করেছে এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মহেশখালী উপকূলে ভাসমান এলএনজি স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য একটি প্রকল্পের ঋণ চুক্তি সম্পন্ন করেছে। মহেশখালীর এই প্রকল্পটি দেশের প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি টার্মিনাল, যা দেশের প্রাথমিক জ্বালানির যোগান ও চাহিদা পরিস্থিতির উন্নতি করবে।

১.৪ ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যুৎ ঘাটতিকে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও ২০১৬ সালের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে ২০১৪ থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি চাহিদা আট গুণ বৃদ্ধি পাবে। ২০৪১ সালের রূপকল্পে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে: (১) আমদানিকৃত জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, (২) অভ্যন্তরীণ গ্যাস ও কয়লার কার্যকর ব্যবহার, (৩) একটি শক্তিশালী ও উচ্চ গুণমানসম্পন্ন বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, (৪) পরিবেশবান্ধব জ্বালানির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং এর প্রচলনকে এগিয়ে নেওয়া, (৫) মানবসম্পদ এবং জ্বালানির স্থিতিশীল যোগানের পদ্ধতিগুলোর উন্নতি সাধন।

এ বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে জাইকা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে একটি অগ্রাধিকার সহায়তা খাত হিসেবে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। এছাড়াও বেসরকারি খাতের অর্থায়ন কাজে লাগানোর মাধ্যমে জাইকার সহায়তা দিক-নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে আইনি ব্যবস্থা এবং সাংগঠনিক কাঠামোসহ স্থিতিশীল বিদ্যুতের যোগান, আমদানিকৃত জ্বালানি অবকাঠামো ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার। এছাড়াও এসডিজির সঙ্গে সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো



সিরাজগঞ্জে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (ছবি: জাইকা)

বিবেচনায় রাখা হয়েছে। যেমন ৭ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে “সবার জন্য সাধার মध्ये, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা”, ৯ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে “ঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন এগিয়ে নেওয়া এবং উদ্ভাবনকে লালন করা”, এবং ১৩ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে “জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ”।

এই দিক নির্দেশনার অংশ হিসেবে ২০২১ সালে “Integrated Energy and Power Master Plan Project” শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৫০ সাল পর্যন্ত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে, যার উদ্দেশ্য হলো জ্বালানি ও বিদ্যুৎকে সমন্বয় করে একই সঙ্গে স্বল্প কার্বন নির্গমন/কার্বন মুক্তকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

২. অর্জন

(১) সাধারণ খাত

১) জাইকা বাংলাদেশে প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে সঞ্চালন এবং বিতরণ/পুল্লী বিদ্যুতায়ন খাতগুলোতে সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

(২) ওডিএ ঋণ

১) জাইকার অর্থায়নে নির্মিত, সম্প্রসারিত এবং সংস্কার করা বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষমতার পরিমাণ ২,৪৩৪ মেগাওয়াট, যা দেশের মোট বিদ্যুৎ ক্ষমতার ১২ শতাংশ। এক্ষেত্রে ১৯টি ঋণচুক্তির অধীনে ৪০০ বিলিয়ন ইয়নের বেশি অর্থ ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

২) ওডিএ ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নকে মাথায় রেখে বিতরণ উপখাতে প্রায় ২৫, ০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং সংস্কার করা হয়েছে এবং ১০৯টি বিতরণ উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৩) জাইকা প্রথম উন্নয়ন সহযোগী, যা জ্বালানি সশ্রয়ী যন্ত্রপাতির প্রচলন ঘটাতে বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। “Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project” নামের ওডিএ ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে এই সহায়তা দেয়া হয়েছিল।

(৩) কারিগরি সহযোগিতা

২০১০ সালে বিদ্যুৎখাতের মহাপরিকল্পনা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ/দক্ষতা মহাপরিকল্পনা দুটোই জাইকার সহায়তায় প্রণীত হয়েছিল। নিজ নিজ খাতে এই দুটো মহাপরিকল্পনাই দেশের প্রথম এ ধরনের মহাপরিকল্পনা।

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প

৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার প্রকল্প (ওডিএ ঋণ)

(পরিমাণ: ২৩,৫৯৮ মিলিয়ন ইয়ন, ২০১৪ সালের ৬ জুন ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যাপকভাবে

বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহার, এবং গৃহস্থলীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পরিচালিত করেছে। তবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা-যোগান ঘাটতি রয়ে গেছে। এর কারণ হল দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নতুন গ্যাস ফিল্ড উন্নয়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণে সীমিত গ্যাসের যোগানের কারণে সৃষ্ট চাহিদা। এছাড়াও রয়েছে গ্যাস সংক্রান্ত সুবিধার উন্নয়ন বিলম্ব হওয়ার কারণে সৃষ্ট অস্থিতিশীল গ্যাসের যোগান, গ্যাস বিলের বিদ্যমান ব্যবস্থার কারণে গ্যাসের অপচয়, এবং গ্যাস বিল আদায়ের পদ্ধতি সঠিক না হওয়ায় এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

এই প্রকল্পের অধীনে দেশের তিনটি প্রশাসনিক বিভাগের সাতটি জেলায় গ্যাসের স্থিতিশীল যোগান এবং দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গ্যাস কম্প্রসার, গ্যাস সঞ্চালন পাইপ এবং গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। এভাবেই প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ক্ষেত্রে জাইকা অবদান রাখতে চায় এবং স্থিতিশীল ও শাস্ত্রীয় গ্যাসের যোগান ও ব্যবহারে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। আর এভাবেই জাইকা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকায় একটি ভোক্তা জরিপের মাধ্যমে দেখা



Natural Gas Efficiency Project-এ প্রিপেইড গ্যাস মিটার চালু। আইসি কার্ড ব্যবহার করে গ্যাসের মূল্য এবং ব্যবহৃত পরিমাণ ডাউনলোড করা হয়। (ছবি: জাইকা)

যায় যে প্রিপেইড গ্যাস মিটার এবং তাৎক্ষণিক ব্যবহারের ওপর বিল প্রদানের ব্যবস্থা চালু করার পর মাসিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ গড়ে ৫৭ শতাংশ কমেছে। এর ফলে গ্যাস বিল হ্রাস পেয়েছে। সেজন্য সেসব এলাকার বাসিন্দারা এই প্রকল্পের ব্যাপক প্রশংসা করেছে, পাশাপাশি গ্যাস অপচয়ও কমিয়েছে।

৩.২ ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ওডিএ ঋণ) (Bheramara Combined Cycle Power Plant Development Project)

(ই/এস বাবদ, পরিমাণ: ২,২০৯ মিলিয়ন ইয়েন, ২০১০ সালের ২৪ মার্চ ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত।)

(নির্মাণ বাবদ, পরিমাণ: ৪১,৪৮০ মিলিয়ন ইয়েন, ২০১৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)

বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে দুটি বড় নদীর মাধ্যমে দেশের পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল বিভক্ত। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা মূলত পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। পশ্চিমাঞ্চলে বড় কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নেই। সে অঞ্চলের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে পূর্বাঞ্চল থেকে সঞ্চালনের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়। তবে সাম্প্রতিককালে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে এবং পশ্চিমাঞ্চল, যেখানে বহু দরিদ্র লোকের বসবাস, সেখানে বিদ্যুতের যোগান অস্থিতিশীল।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন গ্যাস কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (৩৬০ মেগাওয়াট) নির্মাণ করা হয়েছিল দেশের পশ্চিমাঞ্চলে, যেখানে বিদ্যুতের চাহিদা ও যোগান একেবারেই কাছাকাছি। এর মাধ্যমে এ প্রকল্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এমন একটি অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে, যেখানে বহু দরিদ্র লোকের বসবাস। রূপরেখাটি নিম্নরূপ:

(১) এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে পরিমাণ বিদ্যুতের জোগান দেওয়া হয়েছিল তা সে সময়ে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুতের চাহিদার ৫ শতাংশ।

(২) একটি নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল গ্যাস পরিবহন নেটওয়ার্ক দেখভাল করা। এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার নিশ্চিত করা যেত। কারণ ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থিতিশীল যোগান দেওয়ার কারণে এই গ্যাস খুব বেশি সহজলভ্য নয়।

(৩) নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের মানব সম্পদ এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা জোরদারকরণে সহায়তা করতে পরামর্শ সেবা দেওয়া। এ কোম্পানিকে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে আলাদা করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে এই খাতের সংস্কারে অবদান রাখা যাবে। এই সংস্কারের মূল বিষয় হল বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে আলাদা করা।

(৪) একটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন গ্যাস কন্সাইন্ড সাইকেল সিস্টেম



ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (ছবি: জাইকা)

প্রচলনের মাধ্যমে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমাতে অবদান রাখা (জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় অনুমান করা হচ্ছে বছরে ৩ লাখ ৬০ হাজার টন সমপরিমান কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাস পাবে)।

৩.৩ এনার্জি ইফিসিয়েন্সি এন্ড কনজারভেশন প্রমোশন ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (ওডিএ ঋণ)

(প্রথম ধাপের জন্য, পরিমাণ: ১১,৯৮৮ মিলিয়ন ইয়েন, ২০১৬ সালের ২৯ জুন ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)
(দ্বিতীয় ধাপের জন্য, পরিমাণ: ২০,০৭৬ মিলিয়ন ইয়েন, ২০১৯ সালের ২৯ মে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)

শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ এবং প্রাথমিক জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য চাহিদা ও যোগানের ফারাক আরো বিস্তৃত হচ্ছে। জ্বালানি খাতের উৎসগুলোয় বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে সরকার যোগানের দিকটি শক্তিশালী করতে চেষ্টা করেছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু শুধু যোগান বৃদ্ধি করাই চাহিদা ও যোগানের ফারাক বন্ধ করতে যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে চাহিদা কমানোর জন্য জ্বালানি সংরক্ষণ অপরিহার্য।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে জ্বালানিসাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি প্রচলন করতে বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করা হয়, যার উদ্দেশ্য হলো জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এ কাজটি করার ক্ষেত্রে কম সুদে 'দুই ধাপের ঋণ' কোম্পানিগুলোকে দেওয়া হবে। আর এই ঋণ দেওয়া হবে অবকাঠামো উন্নয়ন কম্পানি ইডকল এবং বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স লিমিটেডের মাধ্যমে। দুটি প্রতিষ্ঠানই বাংলাদেশের টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (শ্রেডা) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো পোশাক কারখানাগুলোতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের আরো উন্নয়ন ঘটানো। পোশাক শিল্প হলো বাংলাদেশের মূল শিল্প।

৩.৪ মহেশখালী ফ্লোটিং এলএনজি স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট অপারেশন প্রজেক্ট

শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে জ্বালানির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০৪০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার অনুমান করা হচ্ছে ৫.৩ শতাংশ থাকবে। এছাড়া দেশের বিদ্যুৎ



জ্বালানি দক্ষতা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ বৃদ্ধি বিষয়ক সেমিনার (ছবি: জাইকা)



Spinning machinery installed by Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project (ছবি: জাইকা)

উৎপাদনের জ্বালানি উৎসের ৭৪ শতাংশ (২০১৫) অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক গ্যাস। বর্তমান পূর্বাভাস হচ্ছে ২০২৫ সালে অভ্যন্তরীণ গ্যাস যোগানের সক্ষমতা হবে ১৭০০ এমএমএসসিএফডি (নোট), যেখানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা হবে প্রায় ৩১০০ এমএমএসসিএফডি। এই পরিস্থিতিতে চাহিদা-যোগানের ফারাক তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং জ্বালানির যোগানে অগ্রিম উন্নতিসাধন করতে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি হয়ে উঠেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি টার্মিনাল হিসেবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মহেশখালী উপকূলে একটি ভাসমান গ্যাস সংরক্ষণ এবং সেখান থেকে পুনরায় গ্যাস বিতরণের ইউনিট হিসেবে একটি টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের একটি অংশ জাইকা একটি স্থানীয় স্পেশাল পারপাস কোম্পানিকে (এসপিসি) প্রদান করবে। এ ধরনের ভাসমান গ্যাস সংরক্ষণ এবং সেখান থেকে পুনরায় গ্যাস বিতরণ ইউনিটের



মহেশখালীতে ভাসমান এলএনজি সংরক্ষণ ও পুনরায় গ্যাস বিতরণ ইউনিট (ছবি: জাইকা)

বৈশিষ্ট্য হলো স্থলে নির্মিত একই ধরনের টার্মিনালের জন্য যে পরিমাণ সময় দরকার, এক্ষেত্রে তার চেয়ে কম নির্মাণ সময় লাগবে এবং দেশের জ্বালানি যোগানের অগ্রিম উন্নতিসাধনে অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(নোট) এমএমএসসিএসডি: মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিফ ফিট পার ডে

Financial Scheme of Moheshkali Floating LNG Storage and Regasification Unit Operation Project



(উৎস: জাইকা)

গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের ব্যবহারকারীদের ভাষা

- জনাব চুমু মিয়া মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী বাজারে একটি কৃষি যন্ত্রপাতির দোকান চালায়

“বিশ বছর আগে এই এলাকায় কোন বিদ্যুৎ ছিল না। সে সময়ে কোন ট্রান্সমিটার বা কোন বৈদ্যুতিক মোটর ছিল না। এখন যেহেতু আমরা



চুমু মিয়া (ছবি: জরিপ দল)



উজ্জ্বল আলোয় মেয়েরা পড়াশোনা করছে (ছবি: জরিপ দল)

বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করতে পারি, তাই সহজেই খেতে সেচ দিতে পারি।”

“এমনকি বাড়িতেও কোন বিদ্যুৎ ছিল না। আমরা তখন লঠন জ্বালিয়ে পড়াশোনা করতাম। এখন বিদ্যুৎ আসায়, বাচ্চারা উজ্জ্বল আলোয় পড়াশোনা করতে পারে।”

- জনাব আবুল হোসেন মুন্সী মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার সোনারং গ্রামে কৃষি ব্যবসা পরিচালনা করেন।

“বিদ্যুৎ আশায় সত্যিই আমাদের জীবন বদলে গেছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের কারণে দোকানপাট এবং রেস্তোরাঁগুলো আলোয় বলমল করে। এজন্য মানুষ শান্তিতে রাতের বেলাতেও বাইরে যেতে পারে। যারা আগে রাতে একা হাঁটকে বিপদজনক মনে করত, তারা এখন



আবুল হোসেন মুন্সী (ছবি: জরিপ দল)

মনের শান্তিতে রাস্তায় চলাচল করতে পারে। এখন হঠাৎ করে কোনো ধরনের অসুস্থতা বা সন্তান জন্মদানের মতো জরুরী প্রয়োজনে সহজেই পরিবহন পাওয়া যায়। নিরাপদ ও আরামদায়ক জীবন এখন নিশ্চিত।”

- মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার সোনারং গ্রামে উপকারভোগী নারী



রাতের বেলাতেও উজ্জ্বল ও নিরাপদ দোকানপাটের রাস্তা (ছবি: জরিপ দল)

এই নারী নিজেই তাঁর পরিবার চালান। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল “বিদ্যুতের কারণে আপনি সবচেয়ে খুশি কোন বিষয়টি নিয়ে?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন “পাখা”। আমি ভেবেছিলাম সে হয়ত বলবে টেলিভিশন, পানি তোলার পাম্প মোটর, কিংবা বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যুতের বাতি। উপরে উল্লেখিত “নিরাপত্তাগত উন্নতির” পাশাপাশি, উন্নত দেশের সমৃদ্ধিশালী জীবনযাপনকারী আমার মতো একজন ব্যক্তির জন্য এই অভিজ্ঞতা ছিল নিজের ওপর নিজের প্রতিফলনের একটি ভালো সুযোগ।



একজন উপকারভোগী নারী যিনি বলেন যে বৈদ্যুতিক পাখা পেয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি (ছবিঃ জরিপ দল)



(ছবি: জাইকা)



৪. প্রকল্পের তালিকা

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	ODA Loan	Power and Energy	Goalpara-Barisal Transmission Line Project	1977.01
2	Technical Cooperation	Power and Energy	Construction of Bheramana Barisal Transmission	1979.02
3	ODA Loan	Power and Energy	Power Generating Barge Project	1979.04
4	Technical Cooperation	Power and Energy	Kaptai Hydro Power Station Extension Project	1980.03
5	ODA Loan	Power and Energy	Bheramara-Faridpur-Barisal Transmission Line	1980.10
6	ODA Loan	Power and Energy	Bakhrabad Natural Gas Development Project	1980.12
7	ODA Loan	Power and Energy	Engineering Services for The Kaptai Hydro-Electric Power Plant Project	1981.08
8	ODA Loan	Power and Energy	Kaptai Hydro-Electric Power Plant Project	1983.01
9	ODA Loan	Power and Energy	Kaptai Hydro-Electric Power Plant Project (II)	1984.03
10	ODA Loan	Power and Energy	arge-Mounted Power Plant Project	1984.11
11	ODA Loan	Power and Energy	Gas Turbine Power Plant Construction Project	1985.10
12	ODA Loan	Power and Energy	Sylhet Combined Cycle Power Plant Construction Project	1987.08
13	ODA Loan	Power and Energy	Energy Sector Adjustment Loan	1990.10
14	ODA Loan	Power and Energy	Sylhet Combined Cycle Power Plant Construction Project (II)	1993.09
15	ODA Loan	Power and Energy	Haripur Power Plant Rehabilitation and Expansion Project	1993.09
16	ODA Loan	Power and Energy	Barge-Mounted Power Plant Rehabilitation Project	1993.09
17	ODA Loan	Power and Energy	Bakhrabad Natural Gas Development Project (II) (Including Feni)	1994.06
18	ODA Loan	Power and Energy	Area Coverage Rural Electrification Project (Phase IV-C)	1995.10
19	ODA Loan	Power and Energy	Power Distribution And Efficiency Enhancement Project	1999.07
20	ODA Loan	Power and Energy	Rural Electrification Project (Phase V-B)	2001.03
21	Technical Cooperation	Power and Energy	Power Sector Policy Advisor	2004.02
22	ODA Loan	Power and Energy	Grid Substations and Associated Transmission Lines Development Project	2006.06
23	Technical Cooperation	Power and Energy	Strengthening Management and Performance Standards in Power Sector of Bangladesh through Promotion of TQM	2006.10
24	ODA Loan	Power and Energy	New Haripur Power Plant Development Project	2007.12
25	Technical Cooperation	Power and Energy	The Study on Bheramara 450 MW Combined Cycle Power Station	2008.02
26	ODA Loan	Power and Energy	Central Zone Power Distribution Project	2009.03
27	ODA Loan	Power and Energy	New Haripur Power Plant Development Project (II)	2009.03
28	Technical Cooperation	Power and Energy	Power Policy	2009.08

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
29	Technical Cooperation	Power and Energy	Master Plan Study on Coal Power Development in Bangladesh	2009.09
30	ODA Loan	Power and Energy	Rural Electrification Upgradation Project	2010.03
31	ODA Loan	Power and Energy	Bheramara Combined Cycle Power Plant Development Project (Engineering Services)	2010.03
32	Technical Cooperation	Power and Energy	Power Policy	2011.09
33	ODA Loan	Power and Energy	National Power Transmission Network Development Project	2013.02
34	ODA Loan	Power and Energy	Bheramara Combined Cycle Power Plant Development Project	2013.02
35	ODA Loan	Power and Energy	Renewable Energy Development Project	2013.03
36	Technical Cooperation	Power and Energy	Power Sector policy	2013.09
37	Technical Cooperation	Power and Energy	Project for Development of Energy Conservation/Efficiency Master Plan	2014.01
38	ODA Loan	Power and Energy	Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (I)	2014.06
39	ODA Loan	Power and Energy	Natural Gas Efficiency Project	2014.06
40	Technical Cooperation	Power and Energy	Power Sector Policy	2014.09
41	ODA Loan	Power and Energy	Dhaka-Chittagong Main Power Grid Strengthening Project	2015.12
42	ODA Loan	Power and Energy	Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (II)	2016.06
43	ODA Loan	Power and Energy	Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project	2016.06
44	ODA Loan	Power and Energy	Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project III	2017.06
45	ODA Loan	Power and Energy	Dhaka Underground Substation Construction Project	2017.06
46	ODA Loan	Power and Energy	Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (IV)	2018.06
47	ODA Loan	Power and Energy	Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project (Phase 2)	2019.05
48	ODA Loan	Power and Energy	Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Plant (V)	2019.06
49	Technical Cooperation	Power and Energy	Power and Energy Sector Policy	2019.08
50	Technical Cooperation	Power and Energy	The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in Gas Sector in Bangladesh	2020.02

২.২ পরিবহন খাত



১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অসংখ্য ছোট-বড় এবং মাঝারি নদীর পাশাপাশি পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার মতো বড় তিনটি নদী বাংলাদেশকে বিভক্ত করেছে। সেতু ও সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থল ভাগকে একত্রিত করা দেশের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া যে দেশটি ক্রমাগতভাবে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে, সেই প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রাখতে হলে দেশের রাজধানী ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করা আশু প্রয়োজন। জাইকা বর্তমান পর্যন্ত সবচেয়ে বড় দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে তাদের সহযোগিতার অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে পরিবহন খাতে বড় আকারের সহায়তা প্রদান করে চলেছে।

১.১ ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত- স্থল ভাগকে একত্রিত করতে মূলত সেতু নির্মাণ

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মূল নজর ছিল উন্নয়ন সমীক্ষা এবং অনুদান সহায়তা প্রদান। এগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প ছিল যেমন এক নম্বর জাতীয় মহাসড়কে নির্মিত মেঘনা সেতু এবং মেঘনা-গোমতী সেতু (বর্তমানে গোমতী সেতু বলা হয়) ঢাকা মহানগর এবং দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামকে সংযুক্ত করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুদান সহায়তা দেওয়া হতো উন্নয়ন গবেষণার ওপর ভিত্তি করে। যেমন ১৯৮৪ সালে পরিচালিত “Meghna, Meghna-Gumti Bridges Construction Project” (অনুদান সহায়তার জন্য বিনিময় নোট সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৮৬ এবং ১৯৯১ সালে)। এরপর স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নিম্নে বর্ণিত যমুনা বহুমুখী সেতুর জন্য “The survey for bridge construction project over the Jumna River” (১৯৭২-১৯৭৬) নামে উন্নয়ন গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল।

টেবিল. পরিবহন খাতে জাইকার সহায়তার চিত্র

উপখাত	ওডিএ খণ্ড			অনুদান সাহায্য			টিসিপি. ডিএস
	পরিমাণ	(%)	নম্বর	পরিমাণ	(%)	সংখ্যা	সংখ্যা
সেতু	২০০,৯৬৭	২০%	১০	৪০,৭১৬	৮৫%	২৬	৬
সড়ক	৬৬,৪৬২	৭%	৫	৬৩৩	১%	২	২
রেলওয়ে	৫০০,৩৪৩	৫১%	১২	০	০%	০	৮
(নগর রেলওয়ে)	(৩৫৮,৭৩০)	(৩৬%)	(৮)				(৭)
বিমানবন্দর	১৬৮,১০১	১৭%	৪	২,৭৯৭	৬%	২	২
বন্দর	৪১,৭০০	৪%	৩	০	০%	০	৩
অন্যান্য	৯,০০০	১%	১	৩,৯৯২	৮%	৫	৫
মোট	৯৮৬,৫৭৩		৩৫	৪৮,১৩৮		৩৫	২৬

(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল কর্তৃক সম্পাদিত)

(মন্তব্য ১) ইউনিট: মিলিয়ন ইয়েন

(মন্তব্য ২) যেসব প্রকল্প উপখাতেও ছিল সেগুলো তাদের বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে (উদাহরণ: যমুনা রেলওয়ে সেতুর ক্ষেত্রে “রেলওয়ে” ব্যবহার করা হয়েছে, নগরভিত্তিক পরিবহনের সঙ্গে সম্পর্কিত টিসিপিগুলোর ক্ষেত্রে “(আরবান) রেলওয়ে” ব্যবহার করা হয়েছে।

ওডিএ ঋণের মাধ্যমে বড় আকারের প্রকল্পে সহায়তা শুরু হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে। পরিবহন খাতে প্রথম প্রকল্প ছিল “Jamuna Multipurpose Bridge Project” যার ঋণচুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৯৪ সালে এবং সেতুটি ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন উদ্বোধন করা হয়। এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক যৌথ অর্থায়নকারী হিসেবে ছিল। দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থায় একটি বাধা হিসেবে ছিল যমুনা নদী। এর ফলে পশ্চিমাঞ্চলের শস্য ভাঙারে উৎপাদিত কৃষিপণ্য পূর্বাঞ্চলের চাহিদাসম্পন্ন এলাকাগুলোতে পরিবহন করা কঠিন ছিল। অন্যদিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন গ্যাস, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ইত্যাদি, যেগুলো পূর্বাঞ্চলে সর্বব্যাপী ছিল, সেগুলো থেকে পশ্চিমাঞ্চল উপকৃত হতে

পারত না। সেজন্যই পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নের বাইরে থেকে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই যমুনা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল বহু কাজিফত একটি স্বপ্ন। কিন্তু “প্রমত্তা” যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করতে প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল। এছাড়া কারিগরি দিক থেকেও এর নির্মাণ কঠিন ছিল, যার ফলে সে সময় পর্যন্ত এটি বাস্তবায়ন অসম্ভব মনে হয়েছিল।







পাকশী সেতু (ছবিঃ জাইকা)

সে সময় থেকে বিশেষ করে জাইকা প্রমত্তা নদী দ্বারা বিভক্ত স্থলভাগকে যুক্ত করতে সেতু নির্মাণে সহযোগিতার ওপর মনোযোগ দিয়ে আসছে। এই সহযোগিতা শুধু যে অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করে তাই নয়, বরং দেশ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের ঐক্যের বোধ সৃষ্টি করে। “Paksey Bridge Construction Project” (১৯৯৫ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) এবং “Rupsa Construction Project” (২০০১ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) জন্য ওডিএ ঋণ, এবং “The



রুপসা সেতু (ছবিঃ জাইকা)



গামগুলোকে সংযুক্তকারী স্থানান্তরযোগ্য ইস্পাতের সেতু (ছবিঃ জাইকা)

Project for the Construction of Portable Steel Bridges for Rural Roads” (১৯৯৪ সালে বিনিময় নোট স্বাক্ষরিত), “The Project for Reconstruction of Small and Medium Bridges on Dhaka-Chittagong Highway” (১৯৯৭ সালে বিনিময় নোট স্বাক্ষরিত), “The Project for Improvement of Portable Steel Bridges for Feeder Roads” (২০০০ সালে বিনিময় নোট স্বাক্ষরিত), “The Project for Improvement of Steel Bridges for Roads in Rural Areas” (২০০১ সালে বিনিময় নোট স্বাক্ষরিত), এবং “The Project for the Provision of Portable Steel Bridges on Upazila and Union Roads” (২০০৫ সালে বিনিময় নোট স্বাক্ষরিত) জন্য অনুদান সহায়তা দেওয়া হয়েছিল ২০০০-এর দশকের আগে এবং এর মধ্যে।

সেতু ছাড়া সহযোগিতার আরেকটি প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ হলো চট্টগ্রাম বিমানবন্দর। “Development of Chittagong Airport” (১৯৮৮-১৯৮৯) নামের উন্নয়ন সমীক্ষার পর, “Chittagong Airport Development Project” (ই/এস-এর জন্য ১৯৯৩ সালে এবং নির্মাণের জন্য ১৯৯৬ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়) নামের প্রকল্পে ওডিএ ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। ২০০৩ সালে এই প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছিল। বর্তমানে বছরে ২০ লক্ষ যাত্রী এই বিমানবন্দর ব্যবহার করছে।

১.২ ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে সেতু নির্মাণ অব্যাহত রেখে সহযোগিতায় বৈচিত্র্য আনা হয়

(১) সেতু নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতার উন্নতিসাধন বর্তমান কাল পর্যন্ত সেতু নির্মাণে অগ্রাধিকার দেওয়া অব্যাহত রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলো প্রকল্পে ওডিএ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যেমন “Eastern Bangladesh Bridge Improvement Project” (২০০৯ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত), “The Kanchpur, Meghna and



কাঁচপুর সেতু (ছবিঃ জাইকা)

Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project” (২০১৩ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত), “Western Bangladesh Bridge Improvement Project” (২০১৫ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) এবং নতুন কালনা সেতু নির্মাণসহ “Cross-Border Road Network Improvement Project” (২০১৬ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)। “Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project”-এর উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামকে সংযুক্ত করা ১ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের ওপর থাকা সেতুগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এটি একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প যা ২০২০ সালে সম্পন্ন হয়েছে এবং সে বছরই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যমুনা সেতুর তুলনায় পদ্মা সেতু অনেক বেশি দীর্ঘ। এই সেতুর জন্য জাইকা ২০০৩ সালে “Feasibility Study of Padma Bridge in the People’s Republic of Bangladesh” নামের একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে।

সেতুর ক্ষেত্রে, এর বাইরেও জাইকা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) সেতু

রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। ১৯৯৮ সাল থেকে অব্যাহতভাবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের



গোমতী সেতু (ছবিঃ জাইকা)



মেঘনা সেতু (ছবিঃ জাইকা)



মেঘনা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (ছবিঃ জাইকা)



কালনা সেতুর ধারণাগত অংকন (ছবিঃ জাইকা)

(সড়ক সেতু রক্ষণাবেক্ষণ উপদেষ্টা) নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত “Bridge Management Capacity Development Project” শিরোনামে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল ১৯৮০-এর দশকে নির্মিত বিভিন্ন সেতুর জীবনকাল দীর্ঘদিন হয়ে যাওয়ার ফলে কারিগরি বিষয়গুলো দেখভাল করা। এই প্রকল্পে সেতু রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দক্ষতা আরো উন্নত হয়েছিল। এক্ষেত্রে ১২ জন জাপানি বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সহযোগিতা করেছেন।

(২) গ্রামীণ সড়ক

১৯৯০-এর দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে, কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন খাত হিসেবে শ্রেণীভুক্ত গ্রামীণ অবকাঠামোগত প্রকল্পে সহায়তা করে আসছে। এর উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য প্রশ্ন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনা। এর অংশ হিসেবেই গ্রামের রাস্তাঘাট উন্নত করা হয়। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ওডিএ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অনেকগুলো প্রকল্প নেওয়া হয় এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের রাস্তাঘাট উন্নত করা হয়। পাশাপাশি সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। ওডিএ ঋণের মাধ্যমে নেওয়া প্রকল্প গুলো হল “Northern Rural Infrastructure Development Project” (১৯৯৯ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত), “Greater Faridpur Rural Infrastructure Development Project” (২০০১ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত), “Eastern Bangladesh Rural Infrastructure Development Project” (২০০৫ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত), “South Western Bangladesh Rural Development Project” (২০১০ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) এবং “Northern Bangladesh Integrated



ঢাকার ট্রাফিক জাম (ছবিঃ জাইকা)

Development Project” (২০১৩ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)। সহায়তার মাধ্যমে নির্মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের রাস্তাঘাটের আয়তন প্রায় ৩, ৫০০ কিলোমিটার।

(৩) নগর পরিবহন

রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা ২০ মিলিয়ন এবং জনসংখ্যার অব্যাহত উচ্চ প্রবৃদ্ধি রয়েছে। অন্যান্য দেশের রাজধানীর তুলনায় ঢাকার জনঘনত্ব অত্যন্ত বেশি (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪৪,১১০ মানুষ বসবাস করে (২০১৬))। যাহোক নগর পরিবহনের জন্য সড়কের ওপর অত্যন্ত নির্ভরতার কারণে দীর্ঘ মেয়াদী যানজট এবং বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য যে সব কার্যক্রম রাজধানীর থাকা দরকার, সেগুলোর অবনতি ঘটছে। নগর পরিবহন উন্নয়নে জাইকার সহযোগিতা শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে। ২০১১ সাল পর্যন্ত পরিচালিত “Dhaka Urban Transport Network Development Study (DHUTS)”-এর মাধ্যমে এই সহযোগিতা শুরু হয়। এক্ষেত্রে মূলত এমআরটি লাইন ৬ কে লক্ষ্য করা হয়েছিল, যা দেশের প্রথম নগর রেলওয়ে। তখন থেকেই নগর পরিবহনকে জাইকা একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে স্থান দিয়েছে এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার দুই ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে।

হার্ডওয়্যারের দিক থেকে আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ২০১৩ সালে ডিএইচইউটিএস-এর ফলাফলের ভিত্তিতে এমআরটি লাইন ৬



এমআরটি লাইন ৬-এর পরীক্ষামূলক পরিচালনা (ছবিঃ জাইকা)

নির্মাণের লক্ষ্যে “Dhaka Mass Rapid Transit Development Project”-এর জন্য একটি ওডিএ ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়াও এমআরটি লাইন ১ এবং এমআরটি লাইন ৫-এর পাশাপাশি নিম্নে বর্ণিত সংশোধিত এসটিপি-এর ভিত্তিতে এমআরটি লাইন ৬ কে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমআরটি লাইন ১ এবং এমআরটি লাইন ৫ এর জন্য যথাক্রমে ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে ওডিএ ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সফটওয়্যার এর দিক থেকে কারিগরি সহযোগিতার বিষয়গুলো নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

১) মহাপরিকল্পনা সংশোধন:

“Project on the Revision and Updating of Strategic Transport Plan for Dhaka” (২০১৪-২০১৬) নামের কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে সংশোধন করা হয়। বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ২০০৫ সালে ঢাকায় নগর পরিবহনের

মহাপরিকল্পনা “Strategic Transport Plan (STP)” প্রণীত হয়। সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় গণপরিবহন নেটওয়ার্ক হিসেবে পাঁচটি এমআরটি নির্মাণ এবং দুটো বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবহন খাত অনেক বেশি রেলওয়ে কেন্দ্রিক হবে। এছাড়াও সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর পরিকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে গণপরিবহন নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়।

২) আইনগত বিধি এবং সংগঠন উন্নয়ন:

“Preparation of Rules and Regulations under Urban Mass Rapid Transit Act” (২০১৩-২০১৫) নামক কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প মেট্রোরেল আইন (আরবান রেলওয়ে বিজনেস ল) সহ আইনি বিধিব্যবস্থা পুনরায় সংগঠিত করা এবং প্রস্তুত করার কাজটি করেছে। এই মেট্রোরেল আইনটি নগর পরিবহনের ভিত্তি। এর ফলে দক্ষ লাইসেন্স ব্যবস্থা নির্মাণের একটি পথ-পরিকল্পনা সৃষ্টি হয়েছে এবং কারিগরি মানদণ্ড তৈরি হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ), ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এবং অন্যান্য সংগঠন, যারা ঢাকায় নগর পরিবহন সমন্বয় এবং বাস্তবায়ন করে থাকে, তাদের মধ্যে সাংগঠনিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

৩) একটি একক ভাড়া আদায় ব্যবস্থা তৈরি:

জাইকা একটি “ক্লিয়ারিং হাউস সিস্টেম” প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় সহায়তা করছে। এই সিস্টেমের উদ্দেশ্য হল ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা এবং ঢাকায় বহু নগর পরিবহন ব্যবস্থার আইসি কার্ড মানসম্মত করা (এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে যাত্রীর ব্যবহারের রেকর্ড অনুযায়ী একটি একক আইসি কার্ড ব্যবহার করে আদায়কৃত ভাড়া প্রতিটি পরিবহন ব্যবস্থায় বিতরণ হয়ে যায়)। যাত্রীরা একটি একক কার্ড ব্যবহার করে বহু ধরনের গণপরিবহন ব্যবস্থার ভাড়া পরিশোধ করতে পারে, যা টাকা আদানপ্রদান এবং সুবিধা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও আশা করা যাচ্ছে যে পরিবহন কোম্পানিগুলোর জন্য টোল আদায় আরো দক্ষ হবে এবং লেনদেন সহজ করার মাধ্যমে গণপরিবহন ব্যবহার সমৃদ্ধ হবে।

নির্দিষ্টভাবে বললে “Project for Improving Fare System of Mass-transportation in Dhaka City Area through ICT” (২০১১-২০১২) নামে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), এবং “Support for ICT utilization in the urban transport fare system in Dhaka” (২০১৩-২০১৪) প্রকল্পের দায়িত্বে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য প্রথমে ভাড়া আদায় ব্যবস্থায় আইসি কার্ড ব্যবহারের পাইলট প্রকল্পগুলো শুরু হয়েছিল। এসব অর্জন এবং শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে জাইকা বেশকিছু কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এগুলো হলো “Project for Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area” (২০১৪-২০১৭) এবং “Project for Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area (Phase II)” (২০২০-২০২২)। এসব প্রকল্প এমআরটি এবং নগর গণপরিবহনের ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা একীভূত করা সহ বিদ্যমান আইসি বা তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক ভাড়া আদায় ব্যবস্থার



আইসি কার্ড ব্যবহার (ছবি: জাইকা)



আইসি কার্ড (ছবি: জাইকা)

কার্যক্রমগত উন্নতি সাধন, ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনার জন্য একটি স্পেশাল পারপাস কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, পরিচালনাগত কৌশল প্রণয়ন এবং পরিচালনাগত সাংগঠনিক সক্ষমতা জোরদারকরণে সহায়তা করছে। উদ্দেশ্য হলো এমআরটি সহ গণপরিবহনের ব্যবহার সমৃদ্ধ করা।

৪) সড়ক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করা:

“Dhaka Integrated Traffic Management Project” (২০১৪-২০১৬) নামে কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে নগরে সড়ক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জাইকা ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটির (ডিটিসিএ) কার্যক্রমকে জোরদার করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে নগরের সড়ক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, ইন্টারসেকশন সংক্রান্ত উন্নতিসাধনের প্রযুক্তির প্রসার এবং পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়কের ট্রাফিক তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ করার সক্ষমতার পাশাপাশি সড়কের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তাসংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতার উন্নতিসাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডিটিসিএ-এর যেসব সমন্বয়সাধনের কার্যক্রম রয়েছে, সেগুলো এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

৫) নগর রেলওয়ের পরিচালনাগত এবং নিরাপত্তাসংক্রান্ত

ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা জোরদার করা:

কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প “The Project on Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of Line 6” (২০২০-২০২২) বাস্তবায়ন করছে জাইকা। এর উদ্দেশ্য হল এমআরটি লাইন ৬ পরিচালনাগত এবং নিরাপত্তাসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা জোরদারকরণে সহায়তা করা। এমআরটি লাইন



ঢাকা বিমানবন্দর টার্মিনাল ৩ (নির্মাণ স্থান) (ছবিঃ জাইকা)

৬ দেশের প্রথম নগর রেলওয়ে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য নগর রেলওয়ে বাস্তবায়ন করা।

(৪) কাজের ধরন বদল সমুন্নত করা

উপরে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে জাইকা মূলত সেতু এবং নগর পরিবহনে সহায়তা করেছে। কিন্তু এছাড়াও জাইকা রেলওয়ে এবং বিমানবন্দর উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবহনের যেসব বহুমুখী ধরন রয়েছে, সেগুলোর সক্ষমতা জোরদার করার মাধ্যমে পরিবহনের ধরন বদল সমুন্নত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। সাম্প্রতিক কালে ২০১৮ সালে “Jamuna Railway Bridge Construction Project”, এবং ২০১৭ সালে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন নির্মিত তৃতীয় টার্মিনাল “Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project”-এ জাইকা ওডিএ ঋণ প্রদান করেছে। এছাড়াও ২০১৭-২০২১ সময়ের জন্য বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান পরিচালনা কর্তৃপক্ষের বিমান পরিচালনাসংক্রান্ত নিরাপত্তা সক্ষমতা উন্নত করতে “Project for Security Improvement of International Airports” নামে কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। যমুনা রেলওয়ে সেতু এবং ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কাজ বর্তমানে নির্মাণাধীন। ২০২৪ সালে এ প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৫) মানচিত্র অংকন সক্ষমতা

বাংলাদেশের মানচিত্রের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ঘটেছে সার্ভে অব বাংলাদেশের মাধ্যমে ব্রিটিশ আমলে। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে একটি নির্ভুল জাতীয় মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। জাইকা বাংলাদেশের মানচিত্রগত সক্ষমতা উন্নতিকল্পে ১৯৯২ সাল থেকে সহায়তা করে আসছে। উন্নয়ন গবেষণা, ধারাবাহিকভাবে বিশেষজ্ঞদের এদেশে পাঠানো, কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প এবং অনুদান সাহায্যের মাধ্যমে এক্ষেত্রে জাইকা সহায়তা করেছে।

“Study on Urban Information Management for Greater Dhaka City” (২০০২-২০০৪) বিষয়ক উন্নয়ন গবেষণায় ঢাকা শহরের একটি বড় আকারের (১/৫,০০০) স্থান বর্ণিত মানচিত্র তৈরি

করা হয়েছে এবং এর প্রযুক্তি স্থানান্তর করা হয়েছে। এসব ফলাফলের ভিত্তিতে “Bangladesh Digital Mapping Assistance Project” নামক কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের কারিগরি কর্মীরা ডিজিটাল মানচিত্র তৈরির পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে ১/৫,০০০ থেকে ১/২৫,০০০ (প্রথম সম্পন্ন হয়েছিল ২০১৮ সালে) ছোট স্কেলে ও ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করতে তারা সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ডিজিটাল মানচিত্র তৈরির প্রযুক্তি সৃষ্টি, ন্যাশনাল স্প্যাটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাংগঠনিক ক্ষমতা জোরদার, পূর্ণমাত্রার ন্যাশনাল স্প্যাটাল ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবস্থা চালু করতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে জাইকা কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পগুলো হল “Project for Strengthen the Capacity on Advanced Mapping of SoBfor Building Digital Bangladesh” (২০১৩-২০১৯) এবং “Project for Establishment of National Spatial Data Infrastructure(NSDI) for Bangladesh” (২০১৯-২০২২)। এর উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি



জাপানের ঋণ মওকুফ অনুদানের অর্থ দিয়ে নির্মিত ডিজিটাল মানচিত্র কেন্দ্র। বাংলাদেশ জরিপ সংস্থার কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল মানচিত্র অংকনের জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও কারিগরি বিষয়ের উপর জাইকার কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। (ছবিঃ জাইকা)

সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ভূ-স্থানিক তথ্য সঠিক এবং দক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার।

২০১৯ সালে, “Project for the Densification of Global Navigation Satellite System Continuously Operating Reference Station Network and the Modernization of Tidal Stations in Bangladesh” নামে অনুদান সাহায্য প্রকল্পের চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে পরিচালনারত রেফারেন্স স্টেশন এবং জোয়ার-ভাটার কেন্দ্রগুলোর (সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ওঠানামা পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের একটি স্টেশন) নৌচালনা সংক্রান্ত ভূ-উপগ্রহ ব্যবস্থার জন্য সরঞ্জামাদি যুক্ত করেছে। আশা করা হচ্ছে এই প্রকল্পের ফলে ভূ-স্থানিক তথ্যের ডিজিটাইজেশন ঘটবে, যার ফলে অত্যন্ত নির্ভুল এবং দক্ষ জরিপ ও মানচিত্র তৈরি করা সক্ষম হবে, এবং এগুলোর উন্নত ব্যবহারের ভিত্তি তৈরি হবে। এর ফলে দেশের অবকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে।

১.৩ ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

জাপান সরকারের বর্তমান রোলিং প্ল্যান (রাষ্ট্রীয় সহায়তা নীতির সংযুক্তি) “National Transportation Network Improvement Program”-এর অধীনে জাইকা দেশীয় পরিবহন নেটওয়ার্ক (সড়ক ও সেতু, রেলওয়ে, বিমানবন্দর, বন্দর ইত্যাদি)নির্মাণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। এর উদ্দেশ্য হল মানুষ ও পণ্যের কার্যকর চলাচল, দেশের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন এবং আরো বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। এই দিকনির্দেশনা মাথায় রেখে বিগ-বি ধারণা বাস্তবায়ন, আঞ্চলিক সংযোগের উন্নতি সাধন, এবং পরিবহনের ধরন যৌক্তিককরণের ওপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার হিসেবে যেসব বিমানবন্দর এবং বন্দর রয়েছে, সেগুলোর জন্য চলমান ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা ছাড়াও জাইকা কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে বিমানবন্দর এবং বন্দর পরিচালনার উন্নতিসাধনে সহায়তা করবে। এছাড়াও আঞ্চলিক সংযোগের উন্নতিসাধনে যেসব সড়ক, সেতু এবং রেলওয়ে অবদান রাখে, সেগুলোকে সহায়তা করার সম্ভাবনা আমরা বিবেচনা করব, এবং এসবের নিরাপদ, দক্ষ এবং টেকসই পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করব।

বিগ-বি ধারণা বাস্তবায়নে জাইকা প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে সহযোগিতার কথাও মাথায় রাখা হবে। মহেশখালী এলাকা থেকে বেশি চাহিদা রয়েছে এমন এলাকায় (ঢাকা-চট্টগ্রাম) মালামাল পরিবহনের দক্ষতা উন্নতি করা এবং পার্শ্ববর্তী কক্সবাজার থেকে সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা উন্নত করার দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো করা হবে।

জাইকার সহায়তায় প্রণীত সংশোধিত এসটিপি, মেট্রোরেল আইন, নগর রেলওয়ে কারিগরি মানদণ্ড ইত্যাদির ভিত্তিতে এগুলো করা হবে। নির্দিষ্টভাবে জাইকা তিনটি যোগাযোগ পথের উন্নয়নে সহায়তা করবে। এগুলো হলো এমআরটি লাইন ১, এমআরটি লাইন ৫ উত্তর, এবং এমআরটি লাইন ৬। এছাড়াও ঢাকার নগর পরিবহনে উন্নতিসাধন কল্পে জাইকা সহযোগিতা করবে। এসব দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে সরু এলাকায় নির্মাণ কার্যক্রম এবং সেগুলো উচ্চ জনঘনত্ব এলাকায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে জাইকা জাপানের প্রযুক্তির শক্তি সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করবে।

এছাড়াও জাইকা সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করবে। এর মধ্যে রয়েছে সফটওয়্যারের বিষয়গুলো যেমন নগর রেলওয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নিরাপদ পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন, একটি একক আইসি কার্ড ব্যবহার করে ভাড়া আদায় ব্যবস্থা প্রচলন সমুন্নত করা, গণপরিবহনমুখী উন্নয়ন ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হল আরো বেশি দক্ষ এবং কার্যকর নগর পরিবহন ব্যবস্থা এবং নগর উন্নয়ন নির্মাণ এবং বাস্তবায়ন করা।

২. অর্জন/অবদানের উদাহরণ

(১) সেতু

(১) সামগ্রিকভাবে, জাইকার সহযোগিতার মাধ্যমে মহাসড়কে ১৩৪টি বড় এবং মাঝারি মহাসড়ক সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ৬টি বড় সেতু (৫০০ মিটারের বেশি দীর্ঘ), যার মধ্যে ৪টি, যেমন যমুনা, পাকসী, গোমতী, এবং মেঘনা সেতু হলো বাংলাদেশের ১০টি বৃহৎ সেতুর মধ্যে অন্যতম। এগুলো করা হয়েছে সেতু নির্মাণে সহায়তা প্রদানের অধীনে, যার উদ্দেশ্য ছিল মানুষ ও দেশের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা এবং পাশাপাশি জটিল সব নদীর মাধ্যমে বিভক্ত স্থলভাগকে একত্রিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করা।

(২) যমুনা সেতু নির্মাণের আগে নদী পারাপারের একমাত্র মাধ্যম ছিল ফেরি। ফেরিতে ৮ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো (গড়ে ২৪ ঘণ্টা)। তাছাড়া নদী পার হতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগতো। যমুনা সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে নদী পারাপারের সময় নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে মাত্র ১২-১৮ মিনিট হয়ে গেছে।

(৩) মেঘনা সেতু, গোমতী সেতু এবং কাঁচপুর সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের পরিমাণ প্রায় ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (৭৭%: দৈনিক যানবাহনের সংখ্যা ২০৬,৭৪৮ → ৩৬৫,০০০) এবং একই সাথে তিনটি সেতুর পারাপারের সময় ২৩ মিনিট থেকে কমে ৫ মিনিটে নেমে এসেছে এবং গতিসীমা প্রতি ঘণ্টায় ১৪ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬১ কিলোমিটার হয়েছে। এবং ঢাকা থেকে এই তিনটি সেতু অতিক্রম করার সময় এক ঘণ্টারও বেশি কমেছে।

(২) নগর পরিবহন

(১) ঢাকার নগর পরিবহনে সহায়তার ক্ষেত্রে জাইকা সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করছে। এর শুরু হয়েছিল দেশের প্রথম নগর রেলওয়ের (এমআরটি লাইন ৬) সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এক্ষেত্রে ওডিএ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এমআরটি লাইন ১ এবং এমআরটি লাইন ৫-এর জন্য ওডিএ ঋণের সংস্থান করা ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মহাপরিকল্পনা সংশোধন, আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, নগর পরিবহনের দায়িত্বে থাকা সমন্বয়ক বা বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নতিসাধন, এবং আইসি কার্ড ব্যবহার করে একটি একক ভাড়া আদায় ব্যবস্থা প্রচলন।

(২) এমআরটি লাইন ৬, ১ এবং ৫-এর জন্য ওডিএ ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে আশা করা হচ্ছে ভ্রমণের সময় ১০৫ মিনিট থেকে কমে ৩৬ মিনিট (৬ নম্বর লাইনে উত্তরা থেকে মতিঝিল), ১১৭ মিনিট থেকে কমে ২০ মিনিট (এমআরটি লাইন ১ পূর্বাচল টার্মিনাল থেকে নতুন বাজার), এবং ১২২ মিনিট থেকে কমে ৩২ মিনিট (এমআরটি লাইন ৫ হেমায়েতপুর থেকে ভাটারা) হবে। প্রতিদিন প্রায় ২ মিলিয়ন যাত্রী এসব লাইন ব্যবহার করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(৩) সংশোধিত মহাপরিকল্পনায় (এসটিপি) পরিকল্পিত ৮০ শতাংশের বেশি রাজ্য ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৪) ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বছরে ১২ মিলিয়ন এবং চট্টগ্রাম বিমানবন্দর বছরে ২ মিলিয়ন যাত্রী ব্যবহার করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(৩) মানচিত্র সক্ষমতা

১) ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় ডিজিটাল টপোগ্রাফিক মানচিত্র (১/২৫০০০) সম্পন্ন করতে সহায়তা।

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক ঘটনা বা কলাম

৩.১ যমুনা বহুমুখী সেতু (স্থানীয় নাম: বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু) (ওডিএ ঋণ)

(Jamuna Multipurpose Bridge Project, অর্থের পরিমাণ: ২১,৫৬২ মিলিয়ন ইয়েন, ১৯৯৪ সালের ১৪ জুন এল/এ স্বাক্ষরিত)

(Jamuna Railway Bridge Construction Project (ইএস) অর্থের পরিমাণ: ২,৪৬৪ মিলিয়ন ইয়েন, ২০১৬ সালের ২৯ জুন ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)

(Jamuna Railway Bridge Construction Project (Phase 1), অর্থের পরিমাণ: ৩৭,২১৭ মিলিয়ন ইয়েন, ২০১৮ সালের ১৪ জুন ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)

(Jamuna Railway Bridge Construction Project (Phase 2), অর্থের পরিমাণ: ৮৯,০১৬ মিলিয়ন ইয়েন, ২০২০ সালের ১২ আগস্ট ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত)

যমুনা নদী বাংলাদেশের তিনটি বৃহৎ নদীর মধ্যে একটি। এই নদীটি বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পুরো দেশকে পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে বিভক্ত করে ফেলেছে। সে সময়ে যমুনা নদী পার হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল ফেরি। বর্তমান সেতুর স্থানেই সে সময়ে উজান এবং ভাটি দুই জায়গা থেকেই ফেরির স্টেশন ছিল। ফেরি চলাচল নির্ভর করত আবহাওয়ার ওপর। ফেরিতে পারাপারের সময় লাগত দুই ঘণ্টারও বেশি। এছাড়াও ফেরি সুবিধা সম্প্রসারিত করা কঠিন ছিল কারণ পানির স্তর এবং নদীর প্রশস্ততার কারণে সেটি করা যেত না। শুকনো ও বর্ষা কাল ভেদে এর তারতম্য হত। যমুনা নদী পারাপারের ৬০ শতাংশ যানবাহনে ছিল ট্রাক। ফেরিতে উঠতে ট্রাকগুলোকে গড়ে ৩৬ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হতো। এসব কারণে দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থায় একটি বাধা হিসেবে ছিল যমুনা নদী। এর ফলে পশ্চিমাঞ্চলের শস্য ভান্ডারে উৎপাদিত কৃষিপণ্য পূর্বাঞ্চলের চাহিদাসম্পন্ন এলাকাগুলোতে পরিবহন করা কঠিন ছিল। অন্যদিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন গ্যাস, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ইত্যাদি, যেগুলো পূর্বাঞ্চলে সর্বব্যাপী ছিল, সেগুলো থেকে পশ্চিমাঞ্চল উপকৃত হতে পারত না। সেজন্যই পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। এসব পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই যমুনা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল বহু কাল্পনিক একটি স্বপ্ন। যাইহোক, জাইকা তখন থেকেই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে আসছিল, যেমন “The survey for bridge construction project over the Jumna River” (১৯৭২-১৯৭৬) নামে উন্নয়ন গবেষণা পরিচালনা করেছিল।

১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, এবং জাপান সরকার (জাইকার মাধ্যমে) মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রতিটি পক্ষ ২০০ মিলিয়ন ডলার করে যৌথ অর্থায়ন করবে। কারিগরি সমস্যা মেটাতে বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল গঠন করা হয়। সারা বিশ্ব থেকে বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, সাইতামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফুমিও নিশিনো, এবং নির্মাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা বেসামরিক প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক সভাপতি তাদাহিকো নাকাও। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসেই নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৮ সালের জুন মাসে তা সম্পন্ন হয়। সেতু নির্মাণের স্থানে প্রমত্তা এই নদীর প্রশস্ততা ১০ কিলোমিটার। কিন্তু রেক্টিফাইং বাধ (“হার্ড পয়েন্ট” বলা হয়) দিয়ে নদীর পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সেতুর দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিলোমিটারে কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। এছাড়াও সেতুর স্থান, যেখানে পানির উপরিভাগ প্রায় ৮ মিটারের মতো ওঠানামা করে, সেখানে ১০ মিটার উঁচু এবং তিন কিলোমিটার লম্বা পোস্তা বাঁধ (“গাইড বাঁধ” বলা হয়) নির্মাণ করা হয়েছিল নদীর দুই পাড়েই।

জাইকা সমীক্ষাকালে মূল্যায়ন করেছিল যে, ১৯৯৯ সালে বাস এবং যাত্রীবাহী গাড়ি/মোটরসাইকেলের পরিমাণ পরিকল্পিত পরিমাণের চেয়ে যথাক্রমে ১১৫.৪ শতাংশ এবং ২০৯.৩ শতাংশ বেশি হয়ে যায়। এছাড়াও সার্বিক যানবাহনের পরিমাণ পরিকল্পনাও পরিমাণের চেয়ে ২৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বলা হয়ে থাকে যে এর কারণ ছিল স্বল্প এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নদী পারাপারের কারণে পরিকল্পনার সময় যেই পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল, তার চেয়ে যানবাহনের পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নদী পারাপারের সময় কমে মাত্র ১২ থেকে ২৮ মিনিট হয়ে যায়। এছাড়াও জাইকা ২০০৫ সালে যেই নিরীক্ষণ পরিচালনা করেছিল, সে অনুযায়ী ওই সময়ের যানবাহনের পরিমাণ ছিল ৩৪ হাজার। এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫৭ হাজার হয়েছে। এভাবেই মালামাল পরিবহন সহজতর করা এবং পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে (পশ্চিমাঞ্চলের দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে) আনার মাধ্যমে যমুনা সেতু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে।

অভ্যন্তরীণ রেলওয়ে চাহিদা বৃদ্ধি এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে



যমুনা রেলওয়ে সেতুর প্লাস্টার (ডানদিকে বর্তমান সেতু) (ছবিঃ জাইকা)



যমুনা সেতুর পোস্তা বাঁধ (ছবিঃ জাইকা)

একটি উচ্চমাত্রার ফ্রিট ট্রেন সেবা চালু হওয়ার বিষয়টি সমাধান করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যমুনা সেতুর ৩০০ মিটার উজানে একটি রেলওয়ে সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর জাইকা “Jamuna Railway Bridge Construction Project”-এর আওতায় ওডিএ ঋণ প্রদান করেছে। ২০২০ সালে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আরো পুনরুজ্জীবিত করতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ জোরদার করা।

৩.২ সেতু রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতার উন্নতিসাধন (কারিগরি সহযোগিতা)

(বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারাবাহিকভাবে পাঠানো (সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ উপদেষ্টা))

(কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প “Bridge Management Capacity Development Project” (২০১৫-১৮))

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশ সেতু এবং কালভার্টের সংখ্যা ছিল ১,১২২টি। কিন্তু তখন থেকেই সেতু নির্মাণে দ্রুত অগ্রগতি করার ফলে ২০১৩ সালে এসে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮,৩৫৬। এই পরিস্থিতিতে ১৯৯৮ সাল থেকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে (সওজ) জাইকা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি (সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ উপদেষ্টা) প্রদানের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করছে। এর উদ্দেশ্য হলো সেতু রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার উন্নতিসাধন।

ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রতি বছর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ (যেমন পরিচ্ছন্নতা) এবং নিয়মিত টহল তদন্ত পরিচালনা করে। তবে যেহেতু সেতু ভেঙে পড়ার পর রক্ষণাবেক্ষণ এবং বেইলি সেতুগুলোর (এক ধরনের তাৎক্ষণিক সেতু) আগেভাগেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ সেতুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই ১৯৮০-এর দশক থেকেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সেতুগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি দেখভাল করতে হতো। এ বিষয়টি



সেতু রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে মাঠ জরিপ (ছবিঃ জাইকা)

দেখভাল করার জন্য ২০১৫-২০১৮ সময়কালে জাইকা “Bridge Management Capacity Development Project” নামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প পরিচালনা করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় সেতু রক্ষণাবেক্ষণের ম্যানুয়াল এবং সেতু ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে, ১২ জন জাপানি বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সহায়তায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নত করা এবং এর সেতু রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও জাইকা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সড়ক ও সেতু সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জাপানে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনে সহায়তা করেছে।

৩.৩ নির্মাণাধীন ঢাকা বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল (ওডিএ ঋণ)

Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (Phase 1), অর্থের পরিমাণ: ৭৬,৮২৫ মিলিয়ন ইয়েন, ২০১৭ সালের ২৯ জুন এল/এ স্বাক্ষরিত)

(Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (Phase 2), অর্থের পরিমাণ: ৮০ বিলিয়ন ইয়েন, ২০২০ সালের ১২ আগস্ট এল/এ স্বাক্ষরিত)

ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা যায়। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক যাত্রীদের প্রায় ৭৫ শতাংশ এই বিমানবন্দর ব্যবহার করে। বাংলাদেশে যেহেতু উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, তাই ২০০৬ সাল থেকে ২০১৫ সাল সময়ে বার্ষিক গড়ে ৮ শতাংশ হারে বিমানের যাত্রীর সংখ্যা বিমানবন্দরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বিমানের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের যাত্রীদের জন্য তৃতীয় টার্মিনাল এবং একটি কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ, নতুন যাত্রী টার্মিনাল এবং অন্যান্য কাজে পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করতে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা সরঞ্জাম (মালামাল নিরীক্ষা করার সরঞ্জামাদি, বিস্ফোরক চিহ্নিত করার যন্ত্র ইত্যাদি) ক্রয় এবং অন্যান্য কাজ বর্তমানে বিমানবন্দরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দ্রুত বর্ধমান বিমান ভ্রমণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বিমানবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুবিধা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমুন্নত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা।

বাংলাদেশের প্রথম নগর রেলওয়ে

বাংলাদেশের মানুষের জন্য এমআরটি একটি বড় স্বপ্ন। এটি বাংলাদেশের উন্নয়নের স্মারক। দারিদ্র্য এবং দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের দুর্দশার ইতিহাস রয়েছে। পরিকল্পনার পর্যায় থেকেই



ঢাকা বিমানবন্দর টার্মিনাল ৪-এর প্লাস্টার (ছবিঃ জাইকা)



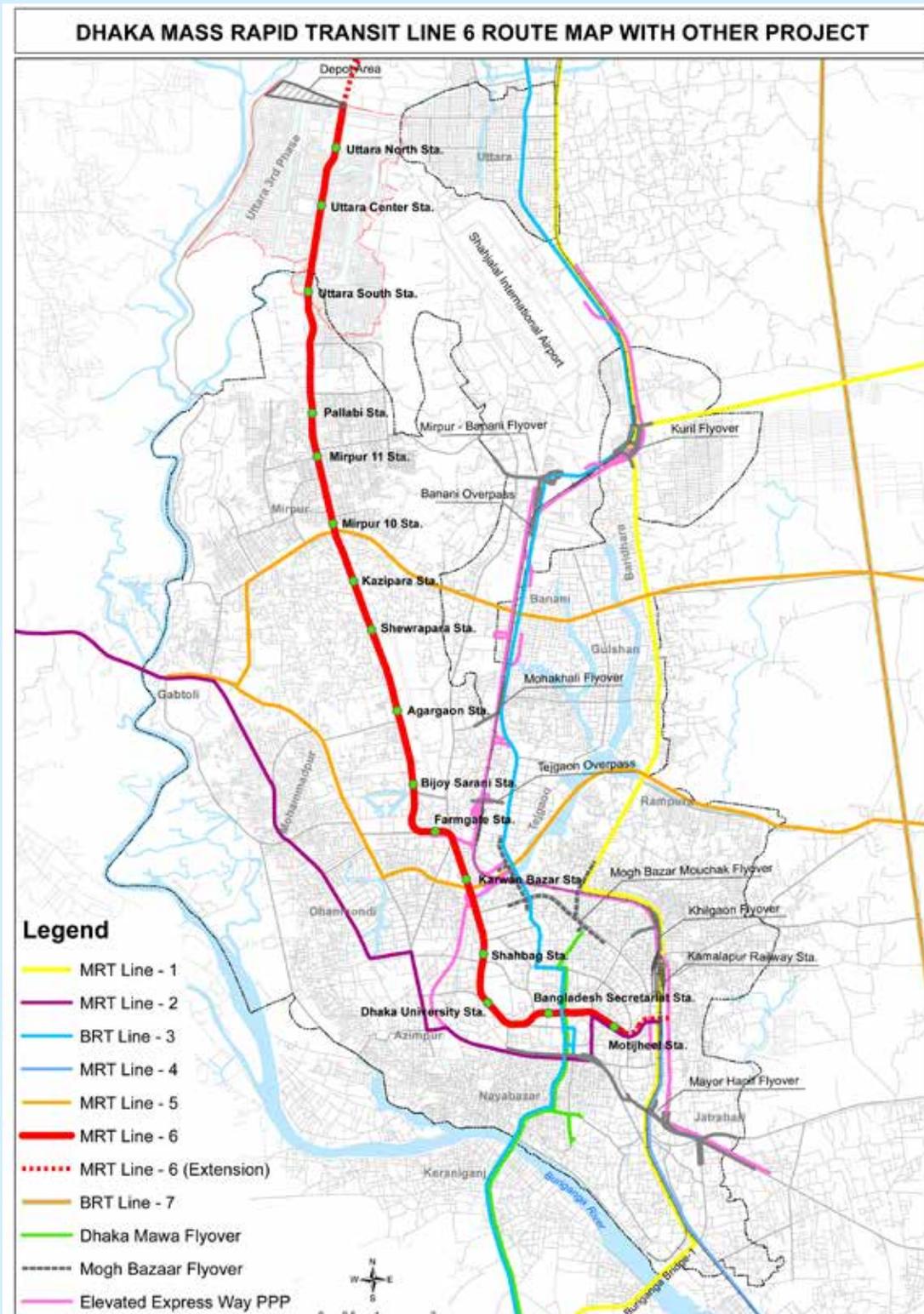
ঢাকা বিমানবন্দর টার্মিনাল ৩ (ভেতরের অংশ) (ছবিঃ জাইকা)

এমআরটি ঘিরে ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

জাইকার সহায়তায় বিভিন্ন দেশে এমআরটি চালু হয়েছে। বৃহৎ আকারে এই প্রকল্পের উন্নয়নগত প্রভাব নিশ্চিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে পার্শ্ববর্তী ভারতের দিল্লিতে সাবওয়ে চালু করার ফলে মানুষ তাদের সুন্দর ট্রেনের বগি এবং সুন্দর স্টেশনকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং আবর্জনা ও থুথু ফেলার হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমেছে। এর পাশাপাশি শুধুমাত্র নারীদের জন্য বগি চালু করার ফলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে নারীরা নিরাপদে চলাচল করতে পারে। এটি নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের এমআরটি প্রকল্পটিও শুধু একটি পরিবহন নেটওয়ার্ক নয়। বরং বৃহদাকারে উন্নয়নমূলক প্রভাবের প্রত্যাশা নিয়ে এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। স্টেশনগুলোতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে ভিডিও দেখানো ও পোস্টার লাগানোর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে।

জনাব তামাওকি ওয়াতানাবে বাংলাদেশের এমআরটি প্রকল্পের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, “বাংলাদেশের মানুষ মুখে খুললেই বলে যে আমরা গরীব। এমন কিছুই নয়। ‘আমরা গরীব’ চেতনা ভেঙে মানুষ তাদের নিজেদের দেশ নিয়ে গর্ব করতে পারবে। এমআরটি এমনই একটি প্রতীক। আমি আশা করব এটি এমন একটি প্রতীক হবে যা বাংলাদেশের মানুষকে নিজের দেশের ব্যাপারে গর্বিত করবে যখন তারা এমআরটি স্টেশন, ট্রেন এবং এলিভেটেড রেলরাস্তা দেখতে পাবে, এবং তাদের সন্তানদের কাছে সেই গৌরব তারা পৌঁছে দিবে।”

এমআরটি বাংলাদেশের মানুষের একটি স্বপ্ন। ২০২২ সালের শেষে আংশিক চালু করার তারিখ রয়েছে। কিন্তু প্রকৌশলীরা প্রতিনিয়ত তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।



(উৎস: জাইকা)

৪. প্রকল্পের তালিকা

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	Technical Cooperation	Transport	Investigations for construction of the Gorai River bridge	1966.03
2	Technical Cooperation	Transport	Investigations for Jessore - Faridpur road construction project	1968.11
3	Technical Cooperation	Transport	Dacca-Faridpur Road construction project	1970.02
4	Technical Cooperation	Transport	The survey for bridge construction project over the Jumuna River	1972.11
5	ODA Loan	Transport	Shipping Reinforcement Project	1979.04
6	Grant Aid	Transport	Central Workshop Repair Maintenance of Transport Vehicles	1979.11
7	Grant Aid	Transport	Central Workshop Repair Maintenance of Transport Vehicles	1980.07
8	Technical Cooperation	Transport	Meghna, Meghna-Gumti Bridges Construction Project	1984.03
9	Technical Cooperation	Transport	Establishment of Railway Carriage and Wagon Manufacturing Plant	1984.11
10	Grant Aid	Transport	Meghna Bridge Construction Project	1985.04
11	Grant Aid	Transport	Road Improvement Project	1985.06
12	Grant Aid	Transport	Construction of Upazila Connection Roads	1985.06
13	Technical Cooperation	Transport	Development Project of Dhaka & Narayangani Ports	1986.01
14	Grant Aid	Transport	Construction of the Meghna Bridge	1986.10
15	Technical Cooperation	Transport	Vehicle maintenance	1987.06
16	Grant Aid	Transport	Construction of the Meghna Bridge	1987.08
17	Grant Aid	Transport	Improvement of Safety Services and Motor Transport Vehicles	1988.01
18	Grant Aid	Transport	Construction of the Meghna Bridge	1988.09
19	Technical Cooperation	Transport	Development of Chittagong Airport	1988.12
20	Technical Cooperation	Transport	Optimization of Capacity Utilization & Improvement of Performance of Chittagong Dry Dock	1989.04
21	Grant Aid	Transport	Construction of the Meghna Bridge	1989.07
22	Technical Cooperation	Transport	Development Project of Container Terminal at Dhaka-Narayangaj Port	1989.11
23	Grant Aid	Transport	Construction of the Meghna Bridge	1990.06
24	Grant Aid	Transport	The Project for the Construction of Meghna Gumti Bridge	1991.01
25	Grant Aid	Transport	The Project for the Construction of Meghna Gumti Bridge	1991.08
26	Grant Aid	Transport	Project for the Procurement of Construction Equipmennt for Cyclone rehabilitation	1992.04
27	Technical Cooperation	Transport	Study on the Geodetic Survey	1992.04
28	Grant Aid	Transport	The Project for the Construction of Meghna Gumti Bridge	1992.05

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
29	Grant Aid	Transport	Project for the Establishment of the Permanent Seamen's Training School	1992.11
30	Grant Aid	Transport	The Project for the Construction of Meghna Gumti Bridge	1993.06
31	ODA Loan	Transport	Dhaka Port Development Project (Engineering Services)	1993.09
32	ODA Loan	Transport	Chittagong Airport Development Project (E-S)	1993.09
33	Grant Aid	Transport	The Project for the Construction of Meghna Gumti Bridge	1994.05
34	ODA Loan	Transport	Jamuna Multipurpose Bridge Project	1994.06
35	Grant Aid	Transport	The Project for the Construction of Portable Steel Bridges for Rural Roads	1994.10
36	Grant Aid	Transport	The Project for the Construction of Portable Steel Bridges for Rural Roads	1995.06
37	Grant Aid	Transport	The Project for the Construction of Meghna Gumti Bridge	1995.06
38	ODA Loan	Transport	Engineering Services for Construction of Paksey Bridge	1995.10
39	ODA Loan	Transport	Chittagong Airport Development Project	1996.08
40	ODA Loan	Transport	Paksey Bridge Construction Project (I)	1997.07
41	ODA Loan	Transport	Jamuna Bridge Access Roads Project	1997.07
42	Grant Aid	Transport	The Project for Reconstruction of Small and Medium Bridges on Dhaka-Chittagong Highway	1997.11
43	Grant Aid	Transport	The Project for Improvement of Revetment on the Bank of Meghna Bridge	1998.03
44	Grant Aid	Transport	The Project for Reconstruction of Small and Medium Bridges on Dhaka-Chittagong Highway	1998.05
45	Technical Cooperation	Transport	The Study on Construction of the Bridge over the River Rupsa in Khulna in the People's Republic of Bangladesh (Phase 1)	1998.07
46	Grant Aid	Transport	The Project for Supply of Cartgraphic Equipment	1998.12
47	Technical Cooperation	Transport	Road & Bridge Advisor	1999.01
48	Technical Cooperation	Transport	The Study on Construction of the Bridge over the River Rupsa in Khulna in the People's Republic of Bangladesh (Phase 2)	1999.06
49	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Geodesy	1999.07
50	Grant Aid	Transport	The Project for Improvement of Portable Steel Bridges for Feeder Roads	2000.06
51	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge maintenance advisor	2001.01
52	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge maintenance advisor	2001.01
53	ODA Loan	Transport	Rupsa Construction Project	2001.03
54	Grant Aid	Transport	The Project for Improvement of Portable Steel Bridges for Feeder Roads	2001.06
55	Grant Aid	Transport	The Project for Improvement of Portable Steel Bridges for Feeder Roads	2001.06
56	Technical Cooperation	Transport	Study for Portable Steel Bridge construction on Feeder & Rural Roads in the People's Republic of Bangladesh	2001.06
57	Grant Aid	Transport	The Project for Improvement of Steel Bridges for Roads in Rural Areas	2001.08
58	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Expert on Mapping Technology	2001.09

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
59	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Expert on Mapping Technology	2001.09
60	Grant Aid	Transport	The Project for Improvement of Steel Bridges for Roads in Rural Areas	2002.06
61	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	The Study on Urban Information Management for Greater Dhaka City	2002.11
62	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge Advisor	2003.01
63	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge Advisor	2003.01
64	ODA Loan	Transport	Paksey Bridge Construction Project (II)	2003.03
65	Technical Cooperation	Transport	Feasibility Study of Padma Bridge in the People's Republic of Bangladesh	2003.05
66	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Mapping Technology	2003.08
67	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge Maintenance Advisor	2004.12
68	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Improving of Digital Mapping System of SOB	2005.08
69	Grant Aid	Transport	The Project for the Provision of Portable Steel Bridges on Upazila and Union Roads	2005.11
70	Grant Aid	Transport	The Project for the Provision of Portable Steel Bridges on Upazila and Union Roads	2006.07
71	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge Maintenance Adviser	2006.12
72	Grant Aid	Transport	The Project for the Provision of Portable Steel Bridges on Upazila and Union Roads	2007.08
73	ODA Loan	Transport	Dhaka-Chittagong Railway Development Project	2007.12
74	ODA Loan	Transport	Eastern Bangladesh Bridge Improvement Project	2009.03
75	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Bangladesh Digital Mapping Assistance Project	2009.07
76	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge Maintenance Advisor	2009.12
77	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Chittagong City Outer Ring Road Project	2010.03
78	ODA Loan	Transport	Padma Multipurpose Bridge Project	2011.05
79	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Project for Improving Fare System of Mass-transportation in Dhaka City Area through ICT	2011.08
80	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge Maintenance Advisor	2012.05
81	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (I)	2013.02
82	ODA Loan	Transport	Northern Bangladesh Integrated Development Project	2013.03

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
83	ODA Loan	Transport	The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project (I)	2013.03
84	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Preparation of rules and regulations under urban mass rapid transit act	2013.09
85	Technical Cooperation	Transport	Project for Strengthen the Capacity on Advanced Mapping of SOB for Building Digital Bangladesh	2013.10
86	Grant Aid	Transport	The Project for Improvement of Airport Safety and Security Systems	2014.03
87	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Dhaka Integrated Traffic Management Project	2014.04
88	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Project for Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area	2014.04
89	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Project on the Revision and Updating of Strategic Transport Plan for Dhaka	2014.05
90	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge Maintenance	2014.09
91	Technical Cooperation	Transport	Bridge Management Capacity Development Project	2015.06
92	ODA Loan	Transport	Western Bangladesh Bridge Improvement Project	2015.12
93	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (II)	2016.06
94	ODA Loan	Transport	Cross-Border Road Network Improvement Project (Bangladesh)	2016.06
95	ODA Loan	Transport	Jamuna Railway Bridge Construction Project (E/S)	2016.06
96	ODA Loan	Transport	Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (I)	2017.06
97	ODA Loan	Transport	Kanchpur Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction ProjectII	2017.06
98	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (E/S)	2017.06
99	Technical Cooperation	Transport	Project for Security Improvement of International Airports	2017.12
100	ODA Loan	Transport	Matarbari Port Development Project (E/S)	2018.06
101	ODA Loan	Transport	Jamuna Railway Bridge Construction Project (I)	2018.06
102	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 5)(E/S)	2018.06
103	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (III)	2018.06
104	ODA Loan	Transport	Matarbari Port Development Project (I)	2019.05
105	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (I)	2019.05
106	Grant Aid	Transport	the Project for the Densification of Global Navigation Satellite System Continuously Operating Reference Station Network and the Modernization of Tidal Stations in Bangladesh	2019.06

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
107	Technical Cooperation	Transport	Project for Establishment of national Spatial Data Infrastructure (NSDI) for Bangladesh	2019.07
108	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Project for Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area (Phase II)	2020.01
109	Technical Cooperation	Transport	Axle Load Control on Major Highways Project	2020.06
110	ODA Loan	Transport	Jamuna Railway Bridge Construction Project (II)	2020.08
111	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 5 Northern Route) (I)	2020.08
112	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (IV)	2020.08
113	ODA Loan	Transport	Chattogram Cox's Baza Highway Improvement Project (E/S)	2020.08
114	ODA Loan	Transport	Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (II)	2020.08
115	Technical Cooperation	Transport	The Project for Capacity Development of Managing and Controlling Overloaded Vehicles	2020.08
116	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	The Project on Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of Line 6	2021.01
117	Technical Cooperation	Transport	Road and Bridge Maintenance Advisor	2021.03



Activate Windows
Go to Settings to activate



২.৩ নগর উন্নয়ন



১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বহুদিন যাবত কৃষি ছিল মূলত বাংলাদেশের শিল্প খাত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শিল্প কাঠামোয় দ্রুত পরিবর্তন আসার কারণে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শিল্পের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে নগরায়নের অগ্রগতি ঘটেছে। প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের রয়েছে একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। পৌরসভাগুলো ছিল পরিধি এবং অধিক্ষেত্রের দিক থেকে ছোট। কিন্তু ১৯৭৮ সালে ঢাকা নগর একটি সিটি কর্পোরেশনে পরিণত হয় এবং ১৯৯০ সালে চট্টগ্রামও সেই পথ অনুসরণ করে। বর্তমানে বর্ধমান অধিক্ষেত্র সহ মোট ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে।

২০২০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হয়েছে ১৬৪.৬৯ মিলিয়ন, যার মধ্যে নগর অঞ্চলে বসবাস করা জনসংখ্যার পরিমাণ হল ৬৪.৮১ মিলিয়ন। নগরায়নের হার এখনো ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বর্তমানে যেই বৃদ্ধির হার ৩৯.৩ শতাংশ। প্রত্যাশাটা এমন যে শহরগুলো এমন এক স্থান হিসেবে ভূমিকা পালন করবে, যেখানে নাগরিকরা নিরাপদে এবং আরাম-আয়েশে বসবাস করতে পারবে, এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করবে, যেখানে শাসনব্যবস্থা, পরিবহন, চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা, শিল্প, এবং বাণিজ্যের মত ক্ষেত্রগুলোতে নগরগুলো ভূমিকা পালন করবে। এখানে চলুন আমরা দেখি নগর উন্নয়ন খাতে দুই দেশের অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সহযোগিতায় অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১.১ ২০০০-এর দশকের আগে: বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা এবং টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো

(১) বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বর্ষাকালে দেশের ব্যাপক অংশ প্রতিবছর বন্যা কবলিত হয়। এর ফলে ঢাকার মতো বড় শহর যেখানে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত, সেখানে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা সৃষ্টি হয়। এই খাতে সহযোগিতার অংশ হিসেবে “Water Drainage System Improvement Project in Dhaka (১৯৮৫-১৯৮৭)” নামের একটি উন্নয়ন জরিপ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। ঢাকার তিনটি অগ্রাধিকারমূলক নিষ্কাশন এলাকার জন্য জাইকা বাঁধ নির্মাণ, জল নির্গমন পথ, পাম্পিং স্টেশন, নিষ্কাশনের চ্যানেলগুলো সংস্কার এবং পোস্টা বাঁধ, নিষ্কাশন পাইপ ইত্যাদির উন্নয়ন করেছে। বাড়তি একটি উন্নয়ন গবেষণা হিসেবে “Greater Dhaka Protection Project (Study in Dhaka Metropolitan Area of Bangladesh Flood Action Plan)” গ্রহণ করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগর এলাকার জন্য একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ মহাপরিকল্পনা এবং বন্যা সুরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এসব পরিকল্পনায় শুধু

পুর প্রকৌশল কর্মকাণ্ডের মতো কঠিন বিষয়গুলোই নয়, বরং বন্যার পূর্বাভাস, সতর্কতা জারি এবং মানুষজনকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থার বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এছাড়াও অনুদান সাহায্য হিসেবে “The Project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City” (প্রথম চুক্তি হয় ১৯৯৩ সালে, দ্বিতীয় চুক্তি হয় ২০০৭ সালে) বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়াও কল্যাণপুরে একটি নতুন নিষ্কাশন পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হয় (নিষ্কাশন সক্ষমতা ছিল প্রতি সেকেন্ডে ১০ কিউবিক মিটার)। এছাড়াও বিদ্যমান নিষ্কাশন চ্যানেল সংস্কার করা হয়েছিল এবং পাম্পিং স্টেশনের সমন্বয়কারী জলাশয়ের সঙ্গে সংযুক্ত সেই চ্যানেলের কাঁদা অপসারণের বিশেষ সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছিল। এসব সহায়তা ঢাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার এলাকাগুলোতে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করছে।

(২) সম্প্রচার ও টেলিযোগাযোগ

শহরের বাসিন্দাদের জন্য যোগাযোগ অবকাঠামোও বসবাসের জন্য অপরিহার্য। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার শুরু হয়েছিল “Radio Television Broadcasting Expansion Plan Survey” (১৯৭৩) প্রকল্পের মাধ্যমে। জাইকার পূর্বসূরী ওভারসিজ টেকনিক্যাল কো-অপারেশন এজেন্সি এই প্রকল্প শুরু করে। ফলশ্রুতিতে “Television Studio Construction Project” (১৯৭৭) এবং “Radio Broadcasting Center Construction Plan”(১৯৭৯) সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছিল এবং সরকারি টেলিভিশন ও রেডিও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব ও প্রযুক্তি স্থানান্তর করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে শিক্ষা ও কলাবৃত্তি খাতে টেলিভিশনের ব্যবহার বাড়তে “Project for Capacity Building on Human Development Television (HDTV) Programmes” (২০১৫-২০১৯) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে টেলিফোন নেটওয়ার্ক উন্নত করার ক্ষেত্রেও জাইকা সহযোগিতা করেছে। এই খাতে ওডিএ ঋণ প্রকল্প “Greater Dhaka Telecommunications Network Improvement Project” (প্রথম ধাপের জন্য চুক্তি হয় ১৯৮৬ সালে, দ্বিতীয় ধাপের জন্য চুক্তি হয় ১৯৯২ সালে) যা তারযুক্ত টেলিফোন ব্যবস্থার মান এবং পরিমাণ বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বহু বাসাবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে যে টেলিফোন ব্যবস্থা ডিজিটাল করার ফলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, বাড়তি শব্দ, অনাকাঙ্ক্ষিত কল ঢুকে যাওয়া কমেছে, এবং শব্দের মান ও আন্তর্জাতিক কলের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। এছাড়াও “Telecommunication Network Development Project (2006)” নামের একটি ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং আশপাশের এলাকাগুলোতে তারযুক্ত এবং মোবাইল ফোন দুটোই, এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক লাইন সংযোগ এবং ট্রাংক লাইন সম্বলনসংক্রান্ত সরঞ্জামাদি সম্প্রসারণ ছিল ওই প্রকল্পের লক্ষ্য।

১.২ ২০০০-এর দশকের পর: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

(১) পানি সরবরাহ

নগর অঞ্চলে দ্রুততার সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পানির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানির জোগান দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। নগরের পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে, খুলনা এবং চট্টগ্রামে সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে চট্টগ্রামে পানির জোগান প্রকল্পে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিটি বাড়ির জন্য পানি সংগ্রহের স্থান থেকে পানি বিতরণ পাইপ এবং মিটার সুবিধা ও সরঞ্জাম, এবং পাশাপাশি পানির অপচয় কমানো, টোল আদায়, এবং সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে পদক্ষেপ। জাইকা ও এডিবি যৌথভাবে “Khumla Water Supply Project” অর্থায়ন করেছে (২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত)। এর মাধ্যমে খুলনা শহরে দৈনিক ১১০,০০০ কিউবিক মিটার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের অবদানের মাধ্যমে খুলনা ওয়াসা দৈনিক এখন তাদের আওতায় ৭০% এলাকায় পানি সরবরাহ করে এবং ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা ব্যাপক আকারে কমেছে।

(২) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা (বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা)

যেকোনো নাগরিকের কাছেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি উদ্বেগের বিষয়। এই খাতেও দু'দেশের মধ্যে বহুদিন ধরে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জাইকা ঢাকা এবং চট্টগ্রামে সহযোগিতা করেছে, বিশেষ করে ২০ বছর ধরে ঢাকায় এই সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। জাপানের সহায়তা বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে, যেমন উন্নয়ন গবেষণা, কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প, অনুদান সাহায্য, ঋণ প্রকল্প এবং জাপানের ওভারসিজ কো-অপারেশন ভলান্টিয়ার্স। এসব বহু প্রকল্প সংযুক্ত করে একটি সামগ্রিক সহযোগিতার মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত হয়েছে।

শহরে বর্জ্য পানি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা, এবং পানির গুণমান এবং নদী ও জলপথগুলোর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে নালাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নালায় ক্ষেত্রে “The Master Plan and Feasibility Study for the Development of Sewerage System in North Dhaka” (১৯৯৬) গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছিল। এই গবেষণায় নালাসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়, যার মধ্যে নালায় পাইপলাইন, পাম্পিং স্টেশন এবং শোধনাগারের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পাশাপাশি অগ্রাধিকার প্রকল্পের জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

২. অর্জন

(১) পানি সরবরাহ

১) চট্টগ্রামে জাইকার পানি সরবরাহ সহযোগিতার ফলে ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালে এই ধরনের ভোক্তার সংখ্যা ছিল ৩১,৪৮১, যা ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪,৪৪৭ হয়েছে।

২) ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের আগে চট্টগ্রামের পানি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিতরণকৃত পানির পরিমাণ ছিল দৈনিক ১৬৫,০০০ কিউবিক মিটার। জাইকার সহযোগিতার ফলে ২০২১ সালের মার্চ মাসে এসে বিতরণকৃত পানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দৈনিক ৩৯৩,০০০ কিউবিক মিটার (জাইকার অবদান ১৪৩,০০০ কিউবিক মিটার) এবং শীঘ্রই এর পরিমাণ দাঁড়াবে দৈনিক ৪৬৬,০০০ কিউবিক মিটার (জাইকার অবদান হবে আরও ১৪৩,০০০ কিউবিক মিটার)।

(২) বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা

১) ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে সাতদিন বন্যা নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার নিষ্কাশন এলাকা পানির নিচে তলিয়ে থাকতো। কিন্তু দুইবার ঢাকা শহরের পানি নিষ্কাশন স্থাপনা বাস্তবায়নের কারণে ২০১৩ সালে এসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬-৮ ঘন্টা।

(৩) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)

১) ঢাকা শহরের বর্জ্য সংগ্রহের হার ২০০৪ সালের ৪৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে এসে ৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

২) শহরের ১৭৫টি বর্জ্য সংগ্রহ পয়েন্ট বন্ধ করার মাধ্যমে বর্জ্যের বাজে গন্ধ এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বর্জ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কমানো সম্ভব হয়েছে।

৩) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্থান ভালোভাবে উন্নত করার ফলে বাজে গন্ধ এবং পরিবেশে ময়লা ছড়িয়ে থাকা কমেছে।

৪) বর্জ্য সংগ্রহে নিয়োজিত যানবাহনগুলোর জ্বালানি পরিবর্তন করে গ্যাস থেকে সিএনজিতে উন্নত করা হয়েছে যা কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমাতে অবদান রেখেছে। এ পর্যন্ত ২১২টি বর্জ্য সংগ্রহের যানবাহন অনুদানের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।

(৪) সম্প্রচার/যোগাযোগ

১) জাইকার সহযোগিতার ফলে বহু বাংলাদেশিরা সরকারি সম্প্রচার চ্যানেল উপভোগ করা এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম দেখার সুযোগ পেয়েছে।

২) ১৯৮০-এর দশক থেকে টেলিযোগাযোগ খাতে ধারাবাহিকভাবে সহযোগিতামূলক প্রকল্পের কারণে ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইল ফোন দুই ধরনের সুবিধাতেই উন্নতি ঘটেছে, যার ফলে অনেক বেশি মানুষ টেলিফোন লাইন ব্যবহার করতে পারছে। এটি টেলিফোনের দ্রুত প্রসারে অবদান রেখেছে।

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প

৩.১ ঢাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিক সহযোগিতা

(১) জাইকার দীর্ঘমেয়াদি সামগ্রিক সহযোগিতা

ঢাকার মতো একটি মহানগর যেখানে ১০ মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা রয়েছে, সেখানে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গড়ে ঢাকায় মাথাপিছু প্রতি বাড়ি থেকে ০.৪৩ কেজি বর্জ্য অপসারিত হয় এবং পুরো শহরে দৈনিক বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় ৭,৫৪০ টন। ২০০০

সাল থেকে জাপান কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে আসছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পরিকল্পনা যুক্ত করে ২০ বছর ধরে তা অব্যাহত রয়েছে। সহযোগিতার পেছনের সময়ের দিকে তাকালে নগরবাসীর সহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ করা কর্তব্য। নগরবাসী কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, জনপ্রশাসন, এবং বাসিন্দাদের সচেতনতার পরিবর্তন আন্তরিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে। কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ স্থানান্তর এবং বন্দোবস্তের ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে উন্নতির জন্য এই প্রকল্প নগরবাসীদের ভালো অংশীদার হিসেবে একসঙ্গে কাজ করেছে।

(২) কঠিন বর্জ্যের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সমস্যা ছিল যে খুব কম হারে বর্জ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হত। এর ফলে ঢাকা শহরের জনস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ঢাকা শহরে উৎপন্ন হওয়া কঠিন বর্জ্যের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংগ্রহ করতে পারত। বাকি বর্জ্য অবৈধভাবে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াত। ২০০০ সালে স্বল্পমেয়াদে একজন বিশেষজ্ঞকে পাঠানো হয় যিনি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি একটি প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ পরিচালনা করেন, যার ফলে পরবর্তীতে “Solid Waste Management Study in Dhaka City” (২০০৩-২০০৬) নামের উন্নয়ন গবেষণা পরিচালিত হয়। এই গবেষণায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন হিসেবে “Clean Dhaka Master Plan” তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন অভীষ্ট লক্ষ্য এবং কৌশল তুলে ধরা হয়, যেগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। ২০১১ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন করা হয়।

প্রত্যেক এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহের স্থান বা বড় ধাতব কন্টেইনার আছে। অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি ঠিকাদার, যারা প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহের কাজটি করে, তাদের মাধ্যমে প্রত্যেক বাসাবাড়ি থেকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য নিয়ে যাওয়া হয়। বর্জ্য সংগ্রহের নির্দিষ্ট স্থানে



পূর্বের আবর্জনাময় বর্জ্য সংগ্রহের স্থান (ছবিঃ ইয়াচিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড)

যেসব বর্জ্য সংগৃহীত হয়, সেগুলো সিটি কর্পোরেশনের ট্রাক এসে সংগ্রহ করে চূড়ান্ত বর্জ্য ফেলার স্থানে নিয়ে যায়। উপরে উল্লিখিত উন্নয়ন গবেষণায় একটি পাইলট প্রকল্প পরিচালনা করা হয়, যেখানে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে দুটি জেলাকে নির্বাচিত করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মানে এই নয় যে সরকার শুধু বর্জ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে বন্দোবস্ত করবে। ঢাকার মতো বড় শহরে প্রত্যেক কোনায় কোনায় বর্জ্য সংগ্রহের পরিষেবা পৌঁছে দিতে নগরবাসী এবং সিটি কর্পোরেশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জোরালো দায়িত্ববোধসহ ধারাবাহিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যক্রমের জন্য একসঙ্গে কাজ করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৬ সাল থেকে ২০১৬ সাল সময়ে জাপানের বৈদেশিক সহযোগিতার স্বেচ্ছাসেবীদেরকে আনা হয়েছিল নাগরিকদের অংশগ্রহণ জোরদার করতে।

গবেষণার প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে আরেকটি সহযোগিতা শুরু হয় যা দু'দেশের মধ্যে পূর্বেই চুক্তি হয়েছিল এবং পরিচ্ছন্ন ঢাকা মহাপরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল। কঠিন বর্জ্য ফেলার চূড়ান্ত স্থানটির বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা ছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে বর্জ্য রাখার স্থানটিকে সম্প্রসারিত করে আরো উন্নত করা হয়। ঋণ প্রশমনের সমমানের তহবিল দিয়ে এই কাজটি করা হয়। এর ফলে স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্যের ভাগাড় যাত্রা শুরু করে।

(৩) মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প

২০০৭ সালে জাইকা “Project for Strengthening of Solid Waste Management in Dhaka City” (২০০৭-২০১৩) শুরু করে, যা ছিল যত দ্রুত সম্ভব “Clean Dhaka Master Plan” বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে কারিগরি সহযোগিতা। এই সহযোগিতায় প্রকল্পটি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি হিসেবে “নগরবাসীর অংশগ্রহণ সমৃদ্ধ করা”, “বর্জ্য সংগ্রহ/পরিবহনে উন্নতিসাধন”, “বর্জ্যের ভাগাড়ের উন্নতিসাধন” এবং “সংগঠন/অর্থায়নের উন্নতিসাধন” ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করেছিল।

নগরবাসীর অংশগ্রহণ সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে কিছু কিছু ওয়ার্ডে “নির্দিষ্ট স্থানে সময় মতো বর্জ্য সংগ্রহ” বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে নগরবাসীরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিন এবং তারিখে বর্জ্য রেখে যায় এবং সিটি কর্পোরেশনের একটি ময়লাবাহী ট্রাক সেই বর্জ্য সংগ্রহ করে। এর ফলে রাস্তার মধ্যে থাকা ময়লার স্থান এবং পাত্র অপসারণ করা সম্ভব হয়, নগর পরিসর, স্বাস্থ্য এবং দুর্গন্ধের বিষয়গুলোতে উন্নতি সাধিত হয়। সে সময়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯০টি ওয়ার্ড ছিল (বর্তমানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কমিউনিটি মিটিং (ছবিঃ ইয়াচিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড)



বর্জ্য সংগ্রহের বর্তমান অবস্থা (ছবিঃ ইয়াচিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড)

১২৯টি ওয়ার্ড রয়েছে)। পরিচ্ছন্নতা তদারককারী প্রতিটি ওয়ার্ডে থাকা পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দেখভাল করে। কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পে এই পরিচ্ছন্নতা তদারককারীর কাজ ছিল প্রতিটি ওয়ার্ডে নগরবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড পরিচ্ছন্নতা কার্যালয় স্থাপন করা হয়, যা নগরবাসীর জন্য যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এই প্রকল্পটি ধারাবাহিক বেশকিছু বৈঠকের মাধ্যমে একটি কমিউনিটিতে ইউনিট ওয়ার্কিং গ্রুপ নামে নগরবাসীদের একটি সংগঠন স্থাপন সহজতর করেছে এবং নগরবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

(৪) কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের যানবাহনের ব্যবস্থা এবং বর্জ্যের ভাগাড়ের উন্নতিসাধন

উপরে উল্লিখিত নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং সিটি কর্পোরেশনের দিক থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য সঠিকভাবে যানবাহনের ব্যবস্থা করা এবং সেগুলোর যথাযথ কার্যক্রম নিশ্চিত করাটা “বর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহনে উন্নতিসাধনের” জন্য অপরিহার্য। কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় “The Program for Improvement of Solid Waste Management in Dhaka City toward the Low Carbon Society (2009-2010)” নামের অনুদান সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে ১০০টি বর্জ্য সংগ্রহের যানবাহন কেনা হয় এবং একটি যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। “লো কার্বন” মানে হল বর্জ্য সংগ্রহের যানবাহনগুলোর জ্বালানি হিসেবে সিএনজি ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমানো এবং পুরনো ডিজেল চালিত যানবাহনগুলোর জায়গায় জ্বালানি সাশ্রয়ী যানবাহন চালু করা। এর ফলে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের সক্ষমতার উন্নতি করার পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রশমন একসাথে হতে পারে। এছাড়াও এর ফলে গুরুতর বায়ু দূষণ রোধে এটি অবদান



খোলা জায়গায় ময়লা ফেলার অস্বাস্থ্যসম্মত ভাগাড় (ছবিঃ ইয়াচিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড)



বর্তমান ভাগাড় (গ্যাস সুবিধাসহ ভাগাড়) (ছবিঃ ইয়াচিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড)

রেখেছে। এই সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণসহ ধারাবাহিক বেশকিছু সহায়তা পদক্ষেপের কারণে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও ২০১৮ সালে “The Project for Improvement of Solid Waste Management Equipment” শিরোনামের অনুদান সহায়তার অধীনে ঢাকা অঞ্চলের জন্য আরো ১১২টি বর্জ্য সংগ্রহের যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।

“ভাগাড়ের উন্নতিসাধন” একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে মাতুয়াইলের উন্মুক্ত ময়লা ফেলার জায়গা (অস্বাস্থ্যসম্মত ভাগাড়) থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ভাগাড়ে উন্নীত করা হয়েছে এবং আমিন বাজারে নতুন ভাগাড় নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো মূলত বাংলাদেশের কাছে থাকা ঋণ প্রশমন সমমানের তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে। এই আর্থিক সংস্থান থাকার ফলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ মালিকানা পাওয়ার একটি সুযোগ পেয়েছে।

(৫) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক উন্নতিসাধন প্রয়োজন

“প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক উন্নতিসাধনের” বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৭ সালের আগ পর্যন্ত পরিচ্ছন্নতা বিভাগ শহরের রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্নতার কাজ করতো, পরিবহন বিভাগ বর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহনের পাশাপাশি বর্জ্য সংগ্রহের ট্রাকগুলোর ব্যবস্থাপনার বিষয়টি দেখভাল করত, এবং কারিগরি বিভাগ ছিল চূড়ান্ত ভাগাড় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে। এসব প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট পরিমাণ পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সমন্বয় ছিল না। তবে ২০০৮ সালে সবগুলো দপ্তরকে একীভূত করে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্জ্যবিষয়ক প্রশাসনের একীভূতকরণে অগ্রগতি সাধিত হয়। বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন দুটোতেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও সাংগঠনিক উন্নতিসাধনের অংশ হিসেবে রাস্তা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ আর্থিক কার্যক্রম প্রয়োজন। বর্তমানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাবদ বার্ষিক প্রায় ৩৬.৯ বিলিয়ন টাকা বাজেট রয়েছে (২০১৭ সালের আর্থিক বছরের ফলাফল, ৫০ বিলিয়নের সমতুল্য)। ২০০৩ সাল থেকে উন্নয়ন গবেষণাগুলোতে আর্থিক উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ফলে দপ্তরগুলোর জন্য বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা, সরঞ্জামাদি এবং স্থাপনা সম্পদের মূল্য নির্ধারণ, আর্থিক প্রতিবেদন এবং বাজেট বৃদ্ধি সহজতর হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের আয়ের একটি অংশ হলো সম্পত্তি কর। এটি রিয়েল এস্টেটের মূল্যায়নকৃত দামের ৭ শতাংশ, যার ২ শতাংশ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় খরচ করা হয়। কঠোরভাবে কর আদায়ের মাধ্যমে আয়ের এই শতাংশ বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন।

(৬) আরো বেশি আরামদায়ক নগর পরিবেশের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা

“Project for Strengthening of Solid Waste Management in Dhaka North City, Dhaka South City and Chittagong City” নামের চলমান কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প “Clean Dhaka Master Plan” পরবর্তী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করছে। ২০৩২ সালকে লক্ষ্য রেখে আসন্ন মহাপরিকল্পনায় ৩আর (রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল) সমুন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে,

নতুন মহাপরিকল্পনার প্রচ্ছদ (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন)



(ছবিঃ ইয়াচিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড)

নতুন মহাপরিকল্পনার প্রচ্ছদ (ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন)



(ছবিঃ ইয়াচিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, লিমিটেড)

যা হবে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরবর্তী ধাপ। এর মাধ্যমে চূড়ান্ত বর্জ্যের পরিমাণ কমে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। “পরবর্তী ধাপে” শ্রেণীবদ্ধ বর্জ্য সংগ্রহ এবং “পরিবেশবান্ধব শহর” অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা হবে পুঞ্জীভূত রিসাইক্লিং শিল্পের একটি এলাকা।

মানুষের শহরে বসবাস করার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি প্রয়োজনীয় এবং টেকসই কর্মকাণ্ড। চলমান কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প ২০২২ সালে সম্পন্ন হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রযুক্তি স্থানান্তর করা থেকে এ পর্যন্ত যা আয়ত্ত করেছে, তা দিয়ে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নতিসাধন করতে পারে এবং নগরবাসীদের জন্য আরও বেশি আরামদায়ক নগর পরিবেশ অর্জন করা যায়।

৩.২ চট্টগ্রাম শহরে পানি সরবরাহের জন্য ধারাবাহিক বেশকিছু সহযোগিতার পদক্ষেপ

(১) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে পানি সরবরাহের বিষয়সমূহ

১৯৯৯ সালে চট্টগ্রাম শহরে পানি সরবরাহ বিষয়ক সহযোগিতা শুরু হয়। তখন নগরের জনসংখ্যা ছিল ২.৫ মিলিয়ন। কিন্তু মাত্র অর্ধেকেরও কম জনগোষ্ঠীর লাইনের পানির সুবিধা ছিল। তাছাড়া অপরিষ্কার পানির পরিমাণ এবং চাপের কারণে পানি সরবরাহ অনেক সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। পানি সংক্রান্ত কার্যক্রম চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের অধীনে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নগরের পানি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার ভিত্তিতে পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করা। তবে আরো বেশকিছু কাজ ছিল, যেমন প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পানি বিশুদ্ধ করার প্রযুক্তি, পুরনো সরঞ্জামাদি এবং পানি বিতরণের পাইপ রক্ষণাবেক্ষণ এবং



বর্তমানে কর্ণফুলী পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্র (ছবি: NJS CO., LTD.)

সম্প্রসারণ, পানির লাইন ছিদ্র হয়ে যাওয়া এবং অবৈধ সংযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং পানির বিল সঠিকভাবে আদায়। চট্টগ্রাম শহরের পানি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ২০ বছর ধরে জাইকা সহযোগিতা করেছে। এক্ষেত্রে জাইকা “নিরাপদ পানি প্রাপ্তি উন্নতিকল্পে” বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পরিকল্পনাগুলো একত্রিত করেছে।

(২) পানির উৎস নিরাপদ করা এবং পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রগুলো সম্প্রসারণ করা

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রথম সহযোগিতার অনুরোধ ছিল মোহরা পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জাপান ১৯৯৭ সালে একটি প্রকল্প প্রণয়ন জরিপ পরিচালনা করে এবং এরপর “The Feasibility Study on the Extension and Expansion of Mohara Water Treatment Plant” (২০০০) নামে একটি উন্নয়ন গবেষণা পরিচালনা করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে “চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নতিসাধন পরিকল্পনা” গ্রহণ করা হয়, যা শুধুমাত্র একটি পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্র নয় বরং পুরো শহরের জন্য পানি সরবরাহের মৌলিক পরিকল্পনা।

২০০৬ সালে “Karnaphuli Water Supply Project” (২০০৬ সালের চুক্তি) নামে কর্ণফুলী পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্র উন্নয়নের জন্য একটি ঋণ প্রকল্প শুরু হয়। প্রকল্পের এই প্রথম ধাপটি সম্পন্ন হয় ২০১৮ সালে। দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয় ২০১৩ সালে এবং বর্তমানে না চলমান রয়েছে। পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রের সরবরাহ সক্ষমতা উন্নত হওয়ার কারণে পানির অপ্রাপ্তির সময়ের পরিমাণ কমে যায় এবং প্রতিটি বাসা বাড়ির জন্য লাইনের পানির সুবিধাপ্রাপ্তি অনেক বেশি সহজ হয়।

(৩) দরিদ্রদের জন্য পানি সরবরাহ



পানির জন্য মানুষের অপেক্ষা (ছবি: জাইকা)

পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণের ফলে বস্তির বাসিন্দাদের আংশিকভাবে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য হচ্ছে। বস্তির একটি অংশের বিভিন্ন কমিউনিটিতে পানির কল স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে চট্টগ্রামের ৪০ শতাংশ বাসিন্দা বসবাস করে। এর ফলে গরিবদের জীবনমান উন্নত হয়েছে, যারা এর আগে নিরাপদ পানির কোনো সুবিধাই পেত না। মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হচ্ছে কমিউনিটিভিত্তিক পানির কলগুলোর পরিবর্তে প্রতি বাড়িতে একটি করে কল বসানো।

(৪) চট্টগ্রামে সরবরাহকৃত পানির গুণমান

বাংলাদেশের বেশিরভাগ খাওয়ার পানির উৎস হল ভূগর্ভস্থ পানি। কিন্তু সমস্যা হলো ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত উঠিয়ে ফেলার কারণে লবণ-পানির অনুপ্রবেশ এবং আর্সেনিক দূষণের কারণে পানির গুণমানের অবনতি ঘটছে। পানিজনিত কাজের জন্য চট্টগ্রামে মাটির উপরিভাগের



বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রে পানি পরীক্ষার ল্যাবরেটরি (ছবি: NJS CO., LTD.)

পানির ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। তবে চট্টগ্রাম যেহেতু একটি বড় বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত, তাই জোয়ারের পানি উঠানামার কারণে সমুদ্রের পানি দ্বারা নদীর পানির গুণমান আক্রান্ত হয়। এছাড়াও বর্ষাকালে নদীর পানি অনেক বেশি কর্দমাক্ত হয়ে যায়, যা শোধন করা প্রয়োজন। কর্ণফুলী পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রে পানি সংগ্রহের স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে এমন একটি জায়গায়, যেখানে লবণ পানি প্রবেশ করে না এবং কর্দমাক্ত পানি শোধন করার জন্য রাসায়নিক ইনজেকশনের সরঞ্জামাদি চালু করা হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ স্থাপনা সমন্বয় করার মাধ্যমে বাসাবাড়ির পানির কল থেকে আসা পানির গুণমান নিশ্চিত করা হয়।

পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্র থেকে অবশ্যই অব্যাহতভাবে পানির সরবরাহ আসতে হবে। এই কেন্দ্রে নিজস্বভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ লাগানোর সুযোগ রয়েছে, যেন বিদ্যুৎ না থাকলেও তা চলতে পারে। এছাড়াও কর্ণফুলী পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রের বিতরণ এলাকায় সংরক্ষণাগার থেকে প্রাকৃতিক প্রবাহের মাধ্যমে পানি বিতরণ করা হয়। বিতরণের জন্য সংরক্ষণাগারের মধ্যে পানির সরবরাহ সমন্বয় করা যায়। সেজন্য ত্রুটি থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থার কারণে পরিচ্ছন্ন করা অথবা দুর্ঘটনার সময়েও পানির সরবরাহ বন্ধ হয় না।

(৫) রাজস্ববিহীন পানি সরবরাহ কমানো

২০০৯ সাল থেকে “Project for Advancing Non-Revenue Water Reduction Initiative (PANI) of Chittagong WASA” ওডিএ ঋণ হিসেবে আনুষঙ্গিক কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজস্ববিহীন পানি বলতে বুঝায় পানির পাইপ থেকে পানি ছিদ্র হয়ে বের হয়ে যাওয়া কিংবা অবৈধ সংযোগের কারণে যেসব পানির জন্য কোন ধরনের মূল্য আদায় করা সম্ভব হয় না। যেহেতু পানি সরবরাহ ব্যবসায় পানি সরবরাহের জন্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে মূল্য আদায় করা হয়, তাই বিনা অপচয়ে প্রতিটি বাড়িতে পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্র থেকে পানির কলে পানি পৌঁছে দিতে হবে। তবে ২০০৭ সালের একটি জরিপ অনুযায়ী অনুমান করা হয়েছিল যে ১৯২,০০০ কিউবিক মিটার দৈনিক পানি সরবরাহের ৪৫ শতাংশ

রাজস্ববিহীন পানি।

রাজস্ববিহীন পানির যোগান কমাতে যেসব পদক্ষেপ প্রয়োজন সেগুলো হলো ১) পানির সরবরাহ পাইপলাইনের মানচিত্রের জন্য জিআইএস ব্যবহার করে সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ২) বিভক্ত পানি বিতরণ এলাকা তৈরি করে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, ৩) ছিদ্র পরীক্ষার প্রযুক্তি উন্নত করা, ৪) ছিদ্র সারাই করার প্রযুক্তি উন্নত করা, ৫) পানির মিটার স্থাপন এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ। কর্ণফুলী পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রের পানির বিতরণ এলাকায় বর্তমানে ১ এবং ২ নম্বর বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে যখন পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি পুরোদমে চলতে শুরু করে, তখন পানির চাপ বেড়ে যায় এবং আরো বেশি পানি ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। তবে ছিদ্র পরীক্ষা ও সারাই করার প্রযুক্তি উন্নত হলে রাজস্ববিহীন পানির পরিমাণ কমে আসবে।

(৬) পানির মূল্য আদায়

পানির পরিষেবা একটি সরকারি ব্যবসা যেখানে পানির জন্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে মূল্য আদায় করা হয়। কাজিত বিষয়টি হলো যে খরচ পুনরুদ্ধার করতে হবে ১০০ শতাংশ বা তার বেশি এবং মুনাফা করতে হলে নিশ্চিতভাবেই ফি আদায় করা প্রয়োজন। আগে বাংলাদেশে প্রতি বাড়ির জন্য পানির মিটার দেওয়া হতো না।



পানির মিটার খতিয়ে দেখছেন জাইকার বিশেষজ্ঞ (ছবি: জাইকা)

পানির মূল্য নির্ধারিত হত বাড়িতে সংযুক্ত পাইপের পরিধির মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি ১০ মিলিমিটার পরিধির একটি পাইপ সংযুক্ত করেন, তাহলে সেই পাইপের পরিধি অনুযায়ী আপনি প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করবেন। আপনি যদি কোন মাসে পানির ব্যবহার একেবারেই না করেন, কিংবা আপনি পানির কল সারাদিনই চালিয়ে রাখেন, তবুও পানির বিলের কোন তারতম্য হবে না। স্বাভাবিকভাবেই পানি অপচয় রোধে মানুষের প্রণোদনা ছিল না। চিটাগাং এ বিষয়টি পরিবর্তন হয়েছে এবং পানির মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। প্রায় ৯০ শতাংশ সংযোগে মিটার স্থাপন

করা হয়েছে। কিন্তু যথাযথ নিয়মে যদি মিটারগুলো পরিদর্শন বা প্রতিস্থাপন করা না হয়, তাহলে পানির পরিমাণের পরিমাপ সঠিক হবে না। সেজন্য পানি সরবরাহ কর্পোরেশন, অর্থাৎ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি করার জন্য মিটার সংস্কার এবং প্রতিস্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ছিদ্র দিয়ে পানি বের হয়ে যাওয়া এবং অবৈধ সংযোগ ঠেকানোর পাশাপাশি পানি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে নিশ্চিতভাবেই মূল্য আদায় করাটা অপরিহার্য।



(ছবিঃ জাইকা/ সূত্রিক কাকু)

(৭) পানিসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর কর্মীদের মানবসম্পদ উন্নয়ন

কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পে বাস্তবভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাপানি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বাংলাদেশিদের বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়। এছাড়াও জাপান কিংবা তৃতীয় কোন দেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। চট্টগ্রামে ওয়াসার ক্ষেত্রে ফিলিপাইনের সেবু মহানগর এলাকায় দুটি প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। ফিলিপাইনের পরিস্থিতিও বাংলাদেশের কাছাকাছি। চট্টগ্রাম ওয়াসার ২০জন কর্মকর্তা সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল। এর উদ্দেশ্য

ছিল মিটার রিডিং, মূল্য আদায়, ভোক্তা সেবা, পানি সরবরাহ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করা।



৪. প্রকল্পের তালিকা

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	Technical Cooperation	Urban Development	The survey for Radio and TV	1973.2
2	ODA Loan	Urban Development	Dacca-Chittagong Microwave And Talibabad-Dacca	1976.11
3	Technical Cooperation	Urban Development	Television Studio Construction Project	1977.07
4	Equipment Provision	Urban Development	Equipment for TV broadcasting	1979.04
5	Grant Aid	Urban Development	The Establishment of the National Broadcasting House of Radio Bangladesh	1981.06
6	Grant Aid	Urban Development	Establishment of the National Broadcasting House of Radio Bangladesh	1982.08
7	Equipment Provision	Urban Development	Equipment for TV relay vehicles	1984.04
8	Grant Aid	Urban Development	Project for the Improvement of Water Supply System in New District Towns	1985.02
9	Grant Aid	Urban Development	Improvement of Water Supply System in New District Towns	1985.06
10	ODA Loan	Urban Development	Greater Dhaka Telecommunications Network Improvement Project	1985.10
11	ODA Loan	Urban Development	Greater Dhaka Telecommunications Network Improvement Project	1986.07
12	Grant Aid	Urban Development	Improvement of Water Supply System in New District Towns	1986.09
13	Technical Cooperation	Disaster Prevention/ Climate Change Urban Development	Water Drainage System Improvement Project in Dhaka	1986.11
14	Grant Aid	Urban Development	Replacement of Medium-Wave Transmitter	1987.04
15	Grant Aid	Urban Development	Improvement of Water Supply System in New District Towns	1987.08
16	Grant Aid	Urban Development	Construction and Rehabilitation of the Sewerage System	1988.01
17	Technical Cooperation	Urban Development	Water supply	1988.03
18	Grant Aid	Urban Development	The Project for the Improvement of Water Supply System in New District Towns	1988.09
19	Grant Aid	Urban Development	Construction and Rehabilitation for the Sewerage of Dhaka City	1988.10
20	Grant Aid	Urban Development	Construction and Rehabilitation for the Sewerage of Dhaka City	1989.07
21	Equipment Provision	Urban Development	Broadcast equipment	1990.04
22	Technical Cooperation	Disaster Prevention/ Climate Change Urban Development	Greater Dhaka Protection Project (Study in Dhaka Metropolitan Area of Bangladesh Flood Action Plan)	1990.01
23	Grant Aid	Urban Development	The Project for the Improvement of the Storm & Water Drainage System in Dhaka City	1990.03
24	Grant Aid	Urban Development	Construction and Rehabilitation for the Sewerage of Dhaka City	1990.06
25	Grant Aid	Urban Development	The Project for the Improvement and Replacement of Medium Wave Transmitter in Savar	1990.08
26	Grant Aid	Disaster Prevention/ Climate Change Urban Development	The project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City	1990.09
27	Grant Aid	Disaster Prevention/ Climate Change Urban Development	The project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City	1991.08
28	Grant Aid	Disaster Prevention/ Climate Change Urban Development	The project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City	1992.05

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
29	ODA Loan	Urban Development	Greater Dhaka Telecom. Network Improvement Project (II)	1992.05
30	Grant Aid	Urban Development	Project for Balancing Modernization, Rehabilitation and Expansion of the Chandnighat Water Treatment Plant	1993.09
31	Grant Aid	Urban Development	The Project for Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion of the Chandnighat Water Treatment Plant	1994.09
32	Grant Aid	Urban Development	The Project for Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion of the Chandnighat Water Treatment Plant	1994.09
33	Grant Aid	Urban Development	The Project for Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion of the Chandnighat Water Treatment Plant	1994.09
34	Technical Cooperation	Urban Development	Broadcasting Training (Tv Equipment)	1996.01
35	Technical Cooperation	Urban Development	The Master Plan and Feasibility Study for the Development of Sewerage System in North Dhaka	1997.03
36	Grant Aid	Urban Development	The Project for Supply of Equipment for Dhaka Television	1997.08
37	Technical Cooperation	Urban Development	Management & Operation of Water Works	1999.04
38	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Geodesy	1999.07
39	Technical Cooperation	Urban Development	The Feasibility Study on the Extension and Expansion of Mohara Water Treatment Plant in the People's Republic of Bangladesh	2000.01
40	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Expert on Mapping Technology	2001.09
41	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Expert on Mapping Technology	2001.09
42	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	The Study on Urban Information Management for Greater Dhaka City	2002.11
43	Technical Cooperation	Urban Development	Urban Environmental Advisor	2003.04
44	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Mapping Technology	2003.08
45	Technical Cooperation	Urban Development	Solid Waste Management Study in Dhaka City	2003.11
46	Technical Cooperation	Urban Development	Water Management and Development	2004.04
47	Grant Aid	Urban Development	The Project for Strengthening of Water Examination System	2004.09
48	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Improving of Digital Mapping System of SOB	2005.08
49	ODA Loan	Urban Development	Telecommunication Network Development Project	2006.06
50	ODA Loan	Urban Development	Karnaphuli Water Supply Project	2006.06
51	Grant Aid	Disaster Prevention/ Climate Change Urban Development	The Project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City (Phase II)	2007.02
52	Technical Cooperation	Urban Development	Project for Strengthening of solid waste management in Dhaka city	2007.02
53	Grant Aid	Disaster Prevention/ Climate Change Urban Development	The Project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City (Phase II)	2007.06 (E/N)
54	Technical Cooperation	Urban Development	Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh	2009.03
55	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Bangladesh Digital Mapping Assistance Project	2009.07
56	Technical Cooperation	Urban Development	Project for Advancing NRW reduction Initiative (PANI) of Chittagong WASA	2009.07
57	Grant Aid	Urban Development	The Programme for Improvement of Solid Waste Management in Dhaka City toward the Low Carbon Society	2009.08
58	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Chittagong City Outer Ring Road Project	2010.03

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
59	ODA Loan	Urban Development	Khulna Water Supply Project	2011.05
60	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Project for Improving Fare System of Mass-transportation in Dhaka City Area through ICT	2011.08
61	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (I)	2013.02
62	ODA Loan	Urban Development	Karnaphuli Water Supply Project (Phase 2)	2013.03
63	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Preparation of rules and regulations under urban mass rapid transit act	2013.09
64	Technical Cooperation	Urban Development	Project for Institutional Improvement and Advancing NRW reduction Initiative of Chittagong WASA(PANI-2)	2014.03
65	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Dhaka Integrated Traffic Management Project	2014.04
66	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Project for Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area	2014.04
67	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Project on the Revision and Updating of Strategic Transport Plan for Dhaka	2014.05
68	ODA Loan	Urban Development /Governance	Inclusive City Governance Project	2014.06
69	Grant Aid	Urban Development	The Project for Improvement of Solid Waste Management Equipment	2015.05
70	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (II)	2016.06
71	Technical Cooperation	Urban Development	Project for Strengthening of Solid Waste Management in Dhaka North City, Dhaka South City and Chittagong City	2017.06
72	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (E/S)	2017.06
73	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 5)(E/S)	2018.06
74	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (III)	2018.06
75	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (I)	2019.05
76	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	Project for Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area (Phase II)	2020.01
77	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 5 Northern Route) (I)	2020.08
78	ODA Loan	Transport/ Urban Development	Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (IV)	2020.08
79	ODA Loan	Urban Development /Governance	Urban Development and City Governance Project	2020.08
80	Technical Cooperation	Transport/ Urban Development	The Project on Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of Line 6	2021.01



(ছবিঃ মিকা তানিমোতো/জাইকা)

২.৪ বেসরকারি খাত



১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর রাসায়নিক সার এবং ভারী রাসায়নিক শিল্পের উন্নয়নসহ শিল্পায়নে সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি খাত উন্নয়নে জাপানের সহায়তা শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে রপ্তানি শিল্প এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া শুরু করেছিল। তখন থেকেই জাপান বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা দিয়ে আসছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ শিল্প বৈচিত্রকরণের প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাসহ অবকাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল।



বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ছবিঃ জাইকা)

১.১ ২০০০-এর আগে

(১) ১৯৭০-এর দশক

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর পরিকল্পিত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৭৭/৭৮) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে জাপান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তৎকালীন চেয়ারপারসনের নেতৃত্বে জাপানের একটি সরকারি অর্থনৈতিক মিশন বাংলাদেশে পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় জাপানের অর্থনৈতিক সহযোগিতা খতিয়ে দেখা এবং জাপান সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান। এর ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন করা হয়। যার মধ্যে ছিল আর্থিক সহযোগিতা (“Development Loan Through Banking System”(1976), Dhaka International Hotel Construction Project (1977))¹, এবং কারিগরি সহযোগিতা (উন্নয়ন জরিপ) (“Construction Project

¹ বর্তমানে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও

of Automobile Repair & Maintenance Workshop” (1977), “Development Plan of Small-Scale Industries” (1979), এবং “Replacement & Expansion of Karnaphuli Rayon & Chemicals Ltd” (1979))।

(২) ১৯৯০-এর দশক

১৯৯০-এর দশকে, “the study on Industrial Development of Chittagong Region” (১৯৯৪)-এর মাধ্যমে চট্টগ্রামের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়। চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্রবন্দর রয়েছে। এই শহরে রয়েছে চমৎকার শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র যার মধ্যে বিদ্যমান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। উল্লিখিত গবেষণায় বিশেষ শিল্প উন্নয়ন অঞ্চলকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় এবং বিশেষ শিল্প উন্নয়ন অঞ্চলের মধ্যেই একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। এর পাশাপাশি শিল্পায়নের একটি কৌশলগত পদ্ধতি হিসেবে এই গবেষণায় প্রস্তাব করা হয়: (১) শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুতগতির এবং লক্ষ স্থির করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন; (২) কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে সংযোগ গভীরতর এবং জোরদার করা, এই বিবেচনায় যে শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা আসে খাদ্য উৎপাদন এবং স্থিতিশীল খাদ্যের যোগান থেকে; এবং (৩) বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ চালু করার মাধ্যমে শিল্প উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করা। এরপর থেকে ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা অব্যাহত ছিল, মূলত খনি উত্তোলন ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ভারী রাসায়নিক শিল্পে (যেমন চট্টগ্রাম, যমুনা এবং ঘোড়াশালে সার কারখানা নির্মাণ এবং সংস্কার)।

এর কারণ ছিল বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম সরকারি নীতির মাধ্যমে কমিয়ে রাখা হয়েছিল। এছাড়াও বাংলাদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মূলত সরকারি উদ্যোগ এবং সরকারি খাত নিয়ন্ত্রিত ছিল, যেখানে শিল্পখাতে সরকারি বিনিয়োগের বেশিরভাগই রাসায়নিক সার শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভারী রাসায়নিক শিল্প তৈরিতে ব্যবহার করা হতো। ভারী রাসায়নিক শিল্পে সহায়তা নিবন্ধ করা হলেও তা বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, এবং শিল্প খাতের গভীরতা ও প্রবৃদ্ধির ওপর জোর প্রদান করা হয়নি, কারণ কৃষি যন্ত্রপাতির বাড়তি উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাই ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য এবং তা পরোক্ষভাবে কৃষি খাতে অবদান রেখেছিল। যা সেই সময় বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটি বিষয় ছিল।

শিল্পখাতের দিকে তাকালে দেখা যাবে তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য

সেলাইজাত দ্রব্যের রপ্তানি সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়েছিল। এর কারণ ছিল আমদানির বিকল্প কৌশল হিসেবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ, যা স্বাধীনতার পর থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

১.২ ২০০০-এর দশক থেকে বর্তমান

(১) অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন নীতি

বাংলাদেশের জন্য জাপান সরকারের রাষ্ট্রীয় সহায়তা পরিকল্পনায় (২০০০) চারটি কৌশলগত অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেখানে বেসরকারি খাত উন্নয়ন ক্ষেত্রটিতে “বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন” বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা, যেখানে অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের (বিদ্যুৎ, পরিবহন, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি) ওপর নজর দেওয়া হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় এছাড়াও এমনসব শিল্পখাতকে চিহ্নিত করে সহায়তা করার দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করা হয়েছিল, যেসব খাতকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করতে হলে বিশেষ মনোযোগ দিতে হতো। এছাড়াও এই নীতিতে আর্থিক সহযোগিতাসহ বিশেষজ্ঞদের অব্যাহতভাবে বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে পাঠানোর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করার সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ ওডিএ ঋণের মাধ্যমে ‘দুই ধাপের ঋণ’ বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য মধ্যমেয়াদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করাটা ছিল অপরিহার্য।

(২) শিল্প খাত চিহ্নিত করা

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা পরিকল্পনার (২০০৬) অগ্রাধিকারমূলক অভিন্ন লক্ষ্য এবং খাতগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বেসরকারি খাত উন্নয়নের (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং পর্যটনসহ) বিষয়টি নিদিষ্ট করা হয়েছিল, এবং তিনটি ক্ষেত্রে সহায়তা করার ওপর মনোযোগ দেওয়ার নীতি ছিল: (১) ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধাগুলো দূরীভূত করতে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করা, (২) অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে সহায়তা, যেখানে জাপানের বিশেষ দক্ষতা রয়েছে, এবং (৩) বেসরকারি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা। পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্যের জায়গা ছিল যে ১৯৭৪ সালে সম্পাদিত বহুপাক্ষিক টেক্সটাইল চুক্তির মেয়াদ ২০০৪ সালে শেষ হয়ে যাওয়ার প্রভাব। এই চুক্তি হয়েছিল বুনন শিল্পের পক্ষে। এছাড়াও আরেকটি উদ্দেশ্যের বিষয় ছিল বুনন শিল্পের পণ্যগুলোকে প্রতিস্থাপন করার জন্য রপ্তানি শিল্পে বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজনীয়তা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী (১) আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোতে আর্থিক অবদান রাখার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো সহায়তা দেওয়া হয়েছিল, এবং (২) “The Study on Potential Subsector Growth for Export Diversification” (2006-2009) নামে একটি উন্নয়ন গবেষণা শুরু করা হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এমন দুটি খাতকে চিহ্নিত করা। এর মধ্যে একটি খাত ছিল পাটশিল্প আর অন্যটি ছিল কম্পিউটার সফটওয়্যার শিল্প। পর্যটন শিল্পে স্বেচ্ছাসেবী পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু মূল্যায়ন করে দেখা গিয়েছিল যে বাংলাদেশে অনুন্নত পর্যটন সম্পদ এবং অনুন্নত অবকাঠামো থাকার কারণে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা কঠিন। এছাড়াও শিল্প খাতের উন্নয়নে অর্থায়নের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সুবিধা উন্নত করার গুরুত্ব চিহ্নিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে উৎপাদন খাতে, “The Financial Sector Project for the

Development of Small and Medium-sized Enterprises” (2011-2016) বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যেসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আর্থিক পরিষেবায় সীমিত সুবিধা ছিল, তেমন ৫০০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করা।

(৩) বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতিসাধন এবং শিল্প খাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন

রাষ্ট্রীয় সহায়তা নীতির (২০১২) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে, একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে সকল নাগরিক সুবিধা পায়- এমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বেসরকারি খাতের কার্যক্রম সমন্বিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বেসরকারি খাত হলো উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের চালিকাশক্তি। এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শিল্পখাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করতে সহায়তা করা হবে। বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সে সময়ে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল তৈরি করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ পাচ্ছিল। কিন্তু এর ফলে অভ্যন্তরীণ শিল্প এবং কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশিত বিকাশ ঘটছিল না। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করেছে যা নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। বাংলাদেশ সরকার একটি ব্যবসাবান্ধব অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছে, যা জাপানি কোম্পানিসহ বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করবে। এজন্য দরকার স্থান নির্বাচন, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বেজার কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। এই লক্ষ্যে জাইকা “Project for Development Study and Capacity Enhancement of Bangladesh Economic Zone Development Plan Authority” (2015-2017) বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের ফলাফল (1) “Foreign Direct Investment Promotion Project” (Phase1: 2015-2029), and (2) Moheshkhali Matarbari Integrated Infrastructure Development Plan শিরোনামের প্রকল্পে হস্তান্তর করা হয়। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প যা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। শিল্পখাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে “the Capacity Building on ITEE Management Project” (2012-



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আইটিইই পরীক্ষার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে (ছবিঃ জাইকা)



আইটিইই ক্লাস (ছবিঃ একমাত্রা এন্টারপ্রেনারস লিঃ)

2015)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি বাস্তবায়িত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। এছাড়াও লক্ষ্য ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের যোগ্যতা প্রদর্শনের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশল পরীক্ষা বাস্তবায়নকারী সংগঠনের ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতার উন্নতি। এই লক্ষ্যে জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতি হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশলী পরীক্ষা পুরোদমে চালু করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।

(৪) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন এবং আইসিটি বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন

রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সহায়তা নীতির (২০১৮) অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখিত বিষয়গুলো হচ্ছে, ১. উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন যা মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পথে সকল নাগরিকের জন্য লাভজনক হয়, ২. উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার চালিকাশক্তি বেসরকারী খাতের কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধ করা, ৩. বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ

ও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা, ৪. বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধির অন্যতম মূল ভিত্তি মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কাজ করতে সহায়তা প্রদান করা। এই নীতির আওতায়, “the Project for Promoting Investment and Enhancing Industrial Competitiveness” (2017-2022) চালু করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গুলো উন্নয়ন বৃদ্ধি করা, শিল্প নীতি প্রণয়নে সহায়তা করার মাধ্যমে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং অভ্যন্তরীণ শিল্পের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করা, এবং বাংলাদেশের শিল্পগুলোয় বৈচিত্র্য আনা এবং উন্নত করা। এই প্রকল্পের দ্বিতীয় অংশে, অর্থনৈতিক অঞ্চল গুলোতে বিভিন্ন ধরনের অনুমতিপত্র এবং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা, এসব সেবার জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করার ক্ষেত্রে বেজার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলো উন্নত করার জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বেজা এবং



একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের দৃশ্য। (ছবি: জরিপ দল)

শিল্প মন্ত্রণালয়কে প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখা হয়। অনেক বিষয়ের মধ্যে, ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর পরিচালন পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালনা করতে বেজার সক্ষমতা সম্পর্কিত ফলাফলগুলোও “the Foreign Direct Investment Promotion Project” (Phase 2: 2019-2025) শিরোনামে প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছিল। শিল্পখাতের মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের তিনটি অংশে হালকা প্রকৌশল শিল্প এবং প্লাস্টিক শিল্প কে নির্বাচিত করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শিল্প প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এর পাশাপাশি শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি আইসিটি শিল্পের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য “the Project for Skills Development of ICT Engineers Targeting the Japanese Market” (2017-2021) বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

২. অর্জন

(১) বিনিয়োগ পরিবেশ

- ১) ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রকল্পে জাইকার প্রথম ইকুইটি ব্যাক ফাইন্যান্স (ইবিএফ) ওডিএ ঋণ বিতরণ
- ২) অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের অনুমতিপত্র এবং লাইসেন্স প্রদানের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে সহায়তা
- ৩) বেজার কর্মীদের অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা জোরদার করা

(১) শিল্পখাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত)

- ১) বি-জেট স্নাতকের সংখ্যা: ২৬৫ (প্রথম থেকে অষ্টম মেয়াদ)
- ২) জাপানি কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বি-জেট স্নাতকের সংখ্যা ১৬৫, যেখানে কর্মসংস্থানের হার ৭০ শতাংশ (২০২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত)
- * বাংলাদেশি কোম্পানিতে কর্মসংস্থানসহ প্রায় ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থানের হার (মূলত জাপানি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি)
- ৩) ৫,৪২০ জন তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশলী পরীক্ষার আবেদনকারী, ২,৬৩২ জন প্রার্থী, ২৩২ সফল প্রার্থী (প্রকল্প চলাকালীন)
- ৪) বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতার একটি জাতীয় সনদ ব্যবস্থা হিসেবে জাপানের তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশলী পরীক্ষা প্রচলন।
- ৫) ‘মিয়াজাকি-বাংলাদেশ মডেল’ নামে একটি শিল্প-সরকার-একাডেমিয়া সহযোগিতা মডেল প্রতিষ্ঠা

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প

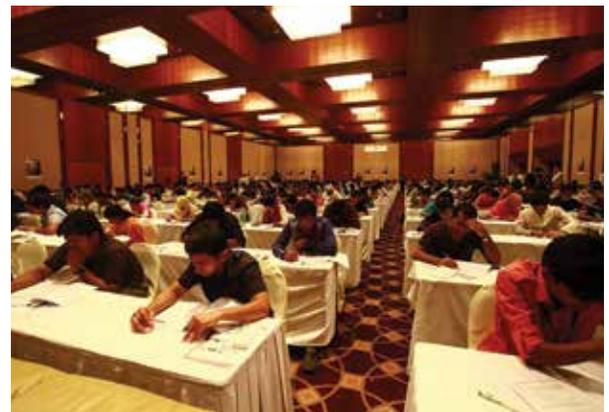
৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন

(১) তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশলী পরীক্ষা প্রচলনের পথে

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিচালিত হয়েছে শক্তিশালী পোশাক রপ্তানি এবং বিদেশি শ্রমিকদের রেমিটেন্সের মাধ্যমে। কিন্তু পোশাক শিল্পের বিকল্প শিল্প তৈরি করা প্রয়োজন বাংলাদেশের। বিশেষ করে যদিও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সফটওয়্যার শিল্প একটি অগ্রাধিকারমূলক খাত এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পে পদ্ধতিগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। এছাড়া মানবসম্পদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সক্ষমতা নৈর্ব্যক্তিকভাবে যাচাই করার কোন পরীক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়নি।

বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্প আরও উন্নত করার লক্ষ্যে জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদেরকে কম্পিউটার প্রকৌশল সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। তথ্য প্রযুক্তি প্রকৌশলী পরীক্ষা, যা জাপানে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা বাংলাদেশে চালু করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবীদের সেই দলটি ২০১০ সালে একটি পরীক্ষা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পরীক্ষা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং ২০১২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর সময়কালে “Capacity Building on the ITEE Management Project” বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এই প্রকল্প তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের প্রকৌশলীদের দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা উন্নত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতি হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশলী পরীক্ষা পুরোদমে চালু করতে সহায়তা করে।

যদিও ২০১৪ সালে একটি জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশলী পরীক্ষা চালু করার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশলী পরীক্ষা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হয়নি, এবং এ পরীক্ষার মাধ্যমে পাস করা শিক্ষার্থীরা চাকরি পায়নি। এ লক্ষ্যে, প্রচার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ব্যবহারের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি প্রকৌশলী পরীক্ষার পদ্ধতি এবং সক্ষমতা শক্তিশালী করতে “Project for Skills Development of ICT Engineers Targeting the Japanese



আইটিইই মক পরীক্ষা প্রতিযোগিতা (ছবিঃ আকিহিরো শোজি)

Market” (2017-2021) বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে এবং জাপানের বাজারে কাজ করার মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের প্রকৌশলী সৃষ্টি করতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(২) বাংলাদেশি তথ্যপ্রযুক্তি খাতের মানবসম্পদকে জাপানি বাজারে নিয়ে আসা

এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, যার নাম বি-জেট (বাংলাদেশ-জাপান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ)। এর উদ্দেশ্য হলো জাপানি কোম্পানিগুলোতে বাংলাদেশি তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রকৌশলীদের চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা। এই কর্মসূচি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেখানে আইটি প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যেন তারা জাপানি আইটি কোম্পানি কিংবা বাংলাদেশি আইটি কোম্পানির সঙ্গে কাজ করতে পারে, যার সঙ্গে জাপানি বাজারের সংযোগ থাকবে। এ কর্মসূচিতে জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণ, আইটি দক্ষতা, এবং ব্যবসায়িক শিষ্টাচার অন্তর্ভুক্ত। তিন মাস সপ্তাহে পাঁচ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থীরা যেন পড়াশোনা করতে পারে এ ধরনের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসূচিটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন যেসব প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, তারা যদি ৮৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থেকে এই কর্মসূচি সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে জাপানি কোম্পানিতে কাজ করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও বিলম্ব এবং অনুপস্থিতির জন্য কঠোর নিয়ম রয়েছে। এসব নিয়ম জাপানের স্থানীয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর নিয়মের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কঠোরতার কারণে হয়তো কিছু প্রশিক্ষণার্থী কর্মসূচি ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু এর ফলে ৯৫ শতাংশের বেশি প্রশিক্ষণার্থী কর্মসূচি সম্পন্ন করে। তাছাড়া প্রশিক্ষণার্থীরা মন্তব্য করেছেন যে প্রশিক্ষণের এই কঠোর মানদণ্ডের কারণে তারা জাপানি কোম্পানিগুলোর চাকরির নিয়মকানূনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে তারা কোন ধরনের অসুবিধা হওয়া ছাড়াই কাজ পেয়েছে। এর ফলে সর্বমোট ২৮০ জন শিক্ষার্থী প্রথম থেকে অষ্টম মেয়াদ পর্যন্ত কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ২৬৫ জন জাপানি কোম্পানিতে কাজ পেয়েছে, যার মধ্যে ১৮৬ জন কাজ করতে জাপানে গিয়েছে। বাংলাদেশে জাপানি আইটি কোম্পানিগুলোতে কর্মসংস্থানকে বিবেচনা করলে চাকরি পাওয়ার হার প্রায় ১০০ শতাংশ। এ কর্মসূচির উচ্চমান সাদরে গৃহীত হয়েছে এবং এটি বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। এই কর্মসূচিতে আবেদনের হার প্রশিক্ষণের অষ্টম মেয়াদে এসে ৮১ থেকে বেড়ে ১৩৩ গুন হয়েছে।



সহপাঠ্যক্রম কর্মকাণ্ড (হস্তলিপি বিদ্যা) (ছবিঃ ইয়ুকি মরিশিতা)



বি-জেট প্রোগ্রাম ক্লাস (ছবিঃ জাইকা)



শোজির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জাপানের সংস্কৃতি সম্পর্কে শিখছে (ছবিঃ জাইকা)

(৩) মিয়াজাকি-বাংলাদেশ মডেল

বি-জেট একটি শিল্প-সরকার-অ্যাক্যাডেমিয়া সহযোগিতা মডেলের ভালো উদাহরণ হিসেবেও পরিচিত। একে মিয়াজাকি-বাংলাদেশ মডেল নামে ডাকা হয়। একসঙ্গে এই মডেল বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদের চাকরির সুযোগের ঘাটতি মোকাবেলা এবং জাপানে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা- দুটোই দেখভাল করে। মিয়াজাকি শহর তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের আকর্ষণ বাড়তে কাজ করেছে, মিয়াজাকি বিশ্ববিদ্যালয় জাপানি ভাষা শিক্ষার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এগিয়ে নিচ্ছে, এবং স্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ থেকে উচ্চ পর্যায়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করতে সক্রিয়ভাবে খুঁজে যাচ্ছে। সবাই মিলে বি-জেটের গ্রহণযোগ্যতা এবং ধরে রাখার ক্ষেত্রে ফলাফল অর্জনে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত মিয়াজাকি শহর বি-জেট স্নাতকদের নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে তিনটি আইটি কোম্পানিকে আকর্ষণ করতে পেরেছে। এছাড়াও যেসব কোম্পানি অন্য শহরে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিল, মিয়াজাকি শহর তাদেরকে এই শহর থেকে আইটি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর বাইরেও, অন্যান্য অঞ্চলে বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে বি-জেট স্নাতকদের নিয়োগ দেওয়ার কারণে বাংলাদেশে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মিয়াজাকি মডেলের সাফল্যের পিছনে কারণ গুলো কি ছিল? একজন প্রকল্প বিশেষজ্ঞ স্মরণ করে বলেন যে এর কারণ হতে

পারে বাংলাদেশিদের জাপানের প্রতি অনুরাগ থাকার একটি কার্যকর প্রভাব। পাশাপাশি হতে পারে মিয়াজাকি এবং বাংলাদেশি মানুষের মন-মেজাজের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রয়েছে। জাপানে নতুন জীবন শুরু করতে আবাসন খুঁজে পাওয়া, বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়া, কেনাকাটা এবং পরিবহনের জন্য স্থানীয়দের সহায়তা পাওয়াটা অপরিহার্য। মিয়াজাকি শহরে অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা তাদের “জাপানি পরিবারের” অংশ হিসেবে বি-জেট শিক্ষার্থীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় এবং কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের সমস্যায় তাদেরকে সহযোগিতা করে। বি-জেট শিক্ষার্থীরাও যেসব সহায়তা পায়, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা তাদের বাসায় বানানো খাবার খেতে আমন্ত্রণ জানায়। এর ফলে এমন একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা কাজের বাইরেও বিস্তৃত হয়। এছাড়াও মিয়াজাকি শহরে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং শেখানোর জন্য মিয়াজাকি কিটা হাইস্কুলে বি-জেট স্নাতকদের নির্দেশনা দেয়া হয়। এর ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হয় এবং বি-জেট স্নাতকরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে জানার সুযোগ পায়। ২০১৮ সালে যখন থেকে মিয়াজাকি শহরে জাপানিজ টেলিভিশনে এই উদ্যোগের বিষয়টি সম্প্রচারিত হয়েছে, তখন থেকে মিয়াজাকি শহরে চমৎকার আইটি প্রকৌশলী হিসেবে বি-জেট স্নাতকদের বারবার ফিচার করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিশ্রুতিশীল বিদেশি মানব সম্পদ হিসেবে এই স্নাতকরা মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

এই প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পর ২০২১ সালের অক্টোবর মাস থেকে নতুন একটি বি-জেট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিয়াজাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি যৌথ প্রচেষ্টা। নতুন এই বি-জেট সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে অর্থায়নকৃত, যেখানে বেশ কিছু জাপানি কোম্পানি সহায়তা করছে।



বাংলাদেশের জাপানি ভাষার শিক্ষকদের মাধ্যমে পাঠদান (ছবিঃ জাইকা)



বি-জেট কর্মসূচির শিক্ষার্থীরা অরিগামি চর্চা করছে (ছবিঃ ইয়ুকি মরিশিতা)



বি-জেট কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে “অনিগিরি” পার্টি (ছবিঃ ইয়ুকি মরিশিতা)

৩.২ বিনিয়োগ পরিবেশ

(১) বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশ ২০২০ সালের আর্থিক বছরে ৫.২৪ শতাংশ হারে আরেকটি দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আরো বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে বুনন শিল্প থেকে নির্ভরতা সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশ এই বুনন শিল্প নির্ভর। এছাড়াও বাংলাদেশকে বুনন শিল্পের পণ্যের বাইরেও উৎপাদন খাতে অন্যান্য উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি শিল্প তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি অপরিহার্য, এবং বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি জোরালোভাবে উৎসাহিত করতে হবে। জাইকা ২০১৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করতে সহায়তা করার মাধ্যমে মূলত জাপানি কোম্পানিগুলোর দ্বারা বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বাংলাদেশে শিল্পগুলোর বৈচিত্র্যকরণ এবং উন্নতকরণে সহায়তা করা।

(২) বাংলাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি

এই বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাধ্যমে আশা করা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে এটি জাপানি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলোকে আকর্ষণ করবে। কারণ এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উচ্চমানসম্পন্ন অবকাঠামো যা ওডিএ ঋণ দ্বারা গঠিত এবং বিশেষভাবে এই অঞ্চলের জন্য নির্মিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার যা ব্যবসায়িক লাইসেন্সের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। এছাড়াও একটি স্পেশাল পারপাস কোম্পানিকে জাইকা ২০২০ সালের মার্চ মাসে এর প্রথম ইকুইটি ব্যাক ফাইন্যান্স ইয়েন ঋণ বিতরণ করেছে। জাপানি ডেভেলপার সুমিটোমো কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এই স্পেশাল পারপাস কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে। ২০২০ সালের আগস্ট মাস থেকে বিশেষ অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের মতো নগর উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে, এবং ২০২১ সালের নভেম্বর মাস থেকে পানি শোধন কেন্দ্র, নালা শোধন কেন্দ্র, পানি বিতরণ, বিদ্যুৎ বিতরণ এবং যোগাযোগ সুবিধা, এবং বিশেষ অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। সাধারণত নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বিক্রয় কর্মকাণ্ড শুরু হয় না। কিন্তু



বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বোর্ড (ছবিঃ জাইকা)

২০২১ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ৩০টির বেশি জাপানি কোম্পানি বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে আসার জন্য ইতিমধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে এই প্রকল্পের ব্যাপারে উচ্চ প্রত্যাশা রয়েছে।

(৩) প্রধান নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল

স্পেশাল পারপাস কোম্পানির কর্মকর্তারা পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করছে। এই কাজটি তারা বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রকল্প শুরু হওয়ার আগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত করে আসছে। তারা আশাবাদী যে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে নতুন শিল্প উৎসাহিত করতে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধির গুরুত্ব বুঝতে পারছে এবং জরুরি ভিত্তিতে একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী। বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নামটিও বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া। বাংলাদেশ সরকার ভবিষ্যতে সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, যা ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য একটি অন্যতম নিদর্শন এবং মডেল। সেজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে “বাংলাদেশ”। এই প্রকল্পের জন্য একটি লোগো তৈরি করা হয়েছে, যেখানে জাপান এবং বাংলাদেশের পতাকাকে একত্রিত



বাঁধ (ছবিঃ সুমিতোমো করপোরেশন)

করে জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ২০ কোটি জনগণের অর্থনীতিকে সহায়তা করতে দৃঢ়ভাবে নতুন শিল্প সৃষ্টিতে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ গ্রহণের একটি প্ল্যাটফর্ম হলো বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। “যেহেতু ২০২২ সাল জাপান ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী, তাই এই প্রকল্পটিকে আমরা অবশ্যই এমন কিছু বানাতে চাই, যেন ভবিষ্যতে যখন আমরা ২০২২ সালের দিকে ফিরে তাকাবো, তখন যেন আমরা বলতে পারি যে এই প্রকল্পটি ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং শিল্পের জন্য একটি সক্ষিপ্ত, এবং আমরা এ জন্য গর্বিত।” সকল অংশীজনের একই আকাঙ্ক্ষা।



বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল লিমিটেডের স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (ছবিঃ সুমিতোমো করপোরেশন)



বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সচিব এবং সুমিতোমো কর্পোরেশনের অংশীদাররা (ছবিঃ সুমিতোমো করপোরেশন)



বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কর্মীরা (ছবিঃ সুমিতোমো করপোরেশন)

৪. প্রকল্পের তালিকা

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	ODA Loan	Private Sector	Development Loan Through Banking System	1976.11
2	Technical Cooperation	Private Sector	Construction Project of Automobile Repair & Maintenance Workshop	1977.02
3	ODA Loan	Private Sector	Dacca International Hotel Construction Project	1977.07
4	Technical Cooperation	Private Sector	Replacement & Expansion of Kaninaphuri Rayon & Chemicals Ltd.	1979.02
5	Technical Cooperation	Private Sector	Development Plan of Small-Scale Industries	1979.11
6	ODA Loan	Private Sector	Rehabilitation And Extension Of The Karnaphuli	1980.10
7	Technical Cooperation	Private Sector	Erection of Jute Pulp Mill	1981.09
8	ODA Loan	Private Sector	Chittagong Urea Fertilizer Project	1982.01
9	Equipment Provision	Private Sector	Car maintenance equipment	1983.04
10	ODA Loan	Private Sector	Chittagong Urea Fertilizer Project (II)	1983.01
11	ODA Loan	Private Sector	Chittagong Steel Mill Rehabilitation Project	1986.07
12	ODA Loan	Private Sector	Chittagong Urea Fertilizer Project (III)	1987.01
13	Equipment Provision	Private Sector	Car maintenance equipment	1988.04
14	ODA Loan	Private Sector	Jamuna Fertilizer Project	1988.11
15	ODA Loan	Private Sector	Maddhapara Hard Rock Mining Project (E-S)	1988.11
16	ODA Loan	Private Sector	Ghorasal Urea Fertilizer Factory Renovation Project	1988.12
17	ODA Loan	Private Sector	Chittagong Caustic Soda Plant Rehabilitation Project	1988.12
18	Equipment Provision	Private Sector	Car maintenance equipment	1989.04
19	ODA Loan	Private Sector	Jamuna Fertilizer Project (II)	1989.11
20	ODA Loan	Private Sector	Jamuna Fertilizer Project (III)	1990.11
21	Technical Cooperation	Private Sector	Investment Promotion	1991.08
22	Equipment Provision	Private Sector	Equipment for dyeing and printing	1992.04
23	Technical Cooperation	Private Sector	Investment Promotion	1993.10
24	Technical Cooperation	Private Sector	Industrial Development of Chittagong Region	1994.03
25	Technical Cooperation	Private Sector	Economic Cooperation Coordinator	1998.04
26	Technical Cooperation	Private Sector	Investment Promotion	1998.12
27	Technical Cooperation	Private Sector	Economic Development Plan Advisor	1999.01
28	ODA Loan	Private Sector	Energy Saving, Environmental Protection and Improvement of On-Stream Factor Of Ghorasal Urea Fertilizer Factory Project	1999.07
29	Technical Cooperation	Private Sector	Investment Promotion	2000.12

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
30	Technical Cooperation	Private Sector	Two Step Loan Advisor	2001.03
31	Technical Cooperation	Private Sector	Two Step Loan Advisor	2001.03
32	Technical Cooperation	Private Sector	Economic Cooperation Advisor	2002.06
33	Technical Cooperation	Private Sector	The Study on Potential Subsector Growth for Export Diversification	2006.11
34	ODA Loan	Private Sector	Financial Sector Project for the Development of Small and Medium-sized Enterprises	2011.05
35	Technical Cooperation	Private Sector	Capacity Building on ITEE Management Project	2012.10
36	Technical Cooperation	Private Sector	Industrial Policy Advisor	2013.06
37	Technical Cooperation	Private Sector	Improvement in the investment climate	2015.02
38	Technical Cooperation	Private Sector	Project for Development Study and Capacity Enhancement of Bangladesh Economic Zone Development Plan Authority	2015.02
39	Technical Cooperation	Private Sector	Industry Promotion and Industrial Policy	2015.10
40	ODA Loan	Private Sector	Foreign Direct Investment Promotion Project	2015.12
41	Technical Cooperation	Private Sector	Project for Promoting Investment and Enhancing Industrial Competitiveness	2017.04
42	Technical Cooperation	Private Sector	The Project for Skills Development of ICT Engineers Targeting Japanese Market	2017.08
43	Technical Cooperation	Private Sector	Development Study towards Quality Industrial Growth and Economic Development	2017.09
44	ODA Loan	Private Sector	Foreign Direct Investment Promotion Project (II)	2019.05
45	Technical Cooperation	Private Sector	Advisor for Investment Climate Improvement	2020.02
46	Technical Cooperation	Private Sector	MIDI Policy Advisor	2022.03





অধ্যায় ৩
সামাজিক
বিপন্নতা
অতিক্রম করা

৩.১ শাসনব্যবস্থা



১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থাকে একটি খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ২০০০ সাল থেকে। তবে কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে সহায়তার প্রেক্ষাপটে এর আবির্ভাব। গ্রামীণ পর্যায়ে প্রশাসনিক সেবা উন্নতিসাধন কল্পে শাসনব্যবস্থা খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর শুরু হয়েছিল ১৯৮০-এর দশকে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে যা ১৯৯০-এর দশকে লিংক মডেল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকে। “লিংক মডেল” এমন একটি পদ্ধতি যা Participatory Rural Development Project (PRDP) প্রকল্পের মাধ্যমে চালু করা হয়। এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে।

এর উদ্দেশ্য ছিলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বশেষ স্তর, ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সরকারী সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে দূরত্ব দূর করে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে সরকারি সেবার মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করাই এই মডেলের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য মডেলটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক অবস্থান নিশ্চিত করে, যা কিনা সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরকার এবং জনগণের মধ্যে একই সাথে পারস্পরিক আস্থা এবং বন্ধনকে দৃঢ় করতে ভূমিকা রাখে।

১.১ ২০০০-এর দশকের পর: কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায়ে শাসনব্যবস্থার উন্নতি সাধন

(১) শাসনব্যবস্থার উন্নতিসাধনে জাইকার সহায়তার কেন্দ্রবিন্দু

“Governance Support in JICA: Building Democratic Institutions, Improving Administrative Functions, and Supporting the Development of Laws(2004) শিরোনামে জাইকার একটি গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা হলো “দেশের সম্পদ কার্যকরভাবে সমাবেশ, বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনা করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন একটি পদ্ধতি যা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়, পাশাপাশি তা সরকার, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়নের একটি ব্যবস্থা।” বেশিদিন নয়, ২০০৬ সালে বাংলাদেশে জাপানের সাহায্য পরিকল্পনায় শাসনব্যবস্থাকে একটি অগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্য/খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

“অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি” এবং “সামাজিক উন্নয়ন ও মানব নিরাপত্তার”

মতো অন্য দুটি অগ্রাধিকারমূলক লক্ষ্য ও খাতের সঙ্গে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে “অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকর ও দক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অপরিহার্য শর্ত হলো উন্নত শাসনব্যবস্থা”। এ প্রতিবেদনে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, আইনশৃঙ্খলা, এবং বিচার ব্যবস্থা উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার এর দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের প্রধান বিষয় হিসেবে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সমুন্নত করার পাশাপাশি দুর্নীতি দমন এবং অপরাধবিরোধী পদক্ষেপ, গরিবদের জন্য বিচারব্যবস্থার সুবিধাপ্রাপ্তি উন্নত করা, এবং খাতভিত্তিক শাসনব্যবস্থা জোরদারকরণকে চিহ্নিত করেছে। এর প্রেক্ষাপটে জাইকা বলেছে যে নিম্নোক্ত তিনটি স্তরের ওপর নজর দিয়ে জাইকা শাসনব্যবস্থার উন্নতিসাধনে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে জাইকার শাসনব্যবস্থা খাতে সহায়তার কেন্দ্রবিন্দু

লক্ষ্য	সহায়তার কেন্দ্রবিন্দু
কেন্দ্রীয় পর্যায়	আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পুলিশি সহায়তা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণ ব্যবস্থা সংস্কার
খাতভিত্তিক পর্যায়	জাইকার সহায়তায় নির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাগত স্বায়ত্তশাসন জোরদারকরণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উন্নয়ন।
স্থানীয় পর্যায়	সেবাপ্রদান পদ্ধতি উন্নত করতে বিকেন্দ্রীকরণকে সমুন্নত করা এবং জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল)

(২) কেন্দ্রীয় পর্যায়

1) Human Resource Development Assistance for Civil Servants

The Project for Human Resource Development Scholarship/Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship, (JDS) ২০০৬ সালে শুরু হয়, এটি বাংলাদেশে প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর প্রথম প্রকল্প। JDS হলো জাপানি সরকারের মাধ্যমে চালু করা “১০০,০০০ বিদেশি শিক্ষার্থী প্রকল্পের” অংশ। ২০০২ সাল থেকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া শুরু হয়। জাপানিজ মানবসম্পদ উন্নয়ন বৃত্তি বা JDS গ্রহীতা বেশির ভাগ শিক্ষার্থী হলো সরকারী আমলা যারা

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পদগুলোর দায়িত্বে আছেন। বস্তুত JDS পাওয়া বহু শিক্ষার্থী, যারা জাপানে পড়াশোনা করেছেন, তারা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন।

বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি প্রকল্প হল “Project for Enhancing Capacity of Public Service Training”। এই প্রকল্পটিও JDS এর সঙ্গে একই সময়ে শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) হল দেশের সরকারি চাকরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা (টিকিউএম) প্রশিক্ষণে সক্ষমতা বৃদ্ধির সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিপিএটিসি। “Project for Enhancing Capacity of Public Service Training” প্রকল্প তখন বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। সেই সময়ে সরকারি খাতে সেবা উন্নত করা জরুরি ছিল। কারণ একই সময়ে দ্রুত বেসরকারি খাত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বাংলাদেশ সরকার সরকারি চাকরি সংস্কারকে সমুন্নত করতে সরকারের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আমলাদের প্রশিক্ষণ জোরদারকরণের লক্ষ্যস্থির করেছিল। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আমলাদের সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিপিএটিসি এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রভাষকদের সাংগঠনিক সক্ষমতা শক্তিশালী করতে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য জাপান সরকারকে অনুরোধ জানায়। এই অনুরোধের প্রেক্ষাপটেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিপিএটিসির সাংগঠনিক সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত কোর্স তৈরি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বিপিএটিসির সহযোগী সংগঠনগুলোর শিক্ষকদের সক্ষমতা জোরদার করেছিল। এছাড়াও সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি, বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা অর্জন, এবং শিক্ষক ও অংশগ্রহণকারী দুই পক্ষের জন্যই শিক্ষণ সম্প্রসারণের জন্য এই প্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছিল। ৫-পয়েন্ট মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটিকে প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা এবং দক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ নম্বর দেওয়া হয়। প্রকল্পের প্রভাবে মাঝারি মানের নম্বর দেওয়া হয়েছিল কারণ শুধুমাত্র সচেতনতা এবং অংশগ্রহণকারীদের কাজের পরিবেশের ‘ক্রমাগত উন্নতি’ বা কাইজেন দেখলেই চলবে না, বরং পুরো সংগঠনের উন্নতিসাধনের জন্য সময় লাগবে। স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে



সরকারি সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে কাইজেনের অনুকরণীয় উদাহরণগুলো চালু করার জন্য জাতীয় কাইজেন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল (ছবি: জাইকা)

এই প্রকল্পকে “তুলনামূলক উচ্চ” হিসেবে নম্বর দেওয়া হয়েছিল, কারণ এটি প্রত্যাশিত যে সরকার এই প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ এবং সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ অব্যাহত রাখবে।

প্রথম ধাপের সফল বাস্তবায়নের পর এই প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের শিরোনাম ছিল “Project for Improving Public Services through Total Quality Management” (২০১২-১৭)। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য একটি কাঠামো তৈরি করা, উপজেলা পর্যায়ে কাইজেন/ SIP বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়তা পদ্ধতি তৈরি করা, গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং নীতি প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের



সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীরা কাইজেন কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা চর্চা করছে (ছবি: জাইকা)

জন্য একটি কাঠামো সৃষ্টি করা। প্রকল্প মেয়াদে, ৩৩ জেলার ২০০ উপজেলায় ৪০০ এসআইপিএর বেশি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। কাইজেনের পদ্ধতি “Kaizen Field Handbook”-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাইজেন টিকিউএমের সারাংশ ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কোর্সের একটি ক্লাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা BPATC নিয়মিতভাবে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের প্রদান করে।

(২) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে শাসনব্যবস্থার উন্নতিসাধন

সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান, অনুমোদন করে এবং এটি বাস্তবায়নে জাইকাকে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে, ২০১৪ সালে “NIS Support Project Phase 1” এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৯টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে লক্ষ্য করে NIS বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কাজ শুরু করে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এনআইএসকে মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রেখে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন করে এবং একটি এনআইএস কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এনআইএস বাস্তবায়ন ইউনিট তিন মাসে একবার পরিবীক্ষণ করে। ২০১৮ সাল থেকে দ্বিতীয় ফেইজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ফেইজে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হল জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে এনআইএসের স্থানীয়করণ ঘটানো,

যার মধ্যে বেশকিছু সুশাসন বিষয়ক নীতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন ক্ষোভ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য উন্মোচন এবং গণশুনানি।

২০১৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান নীতিগুলোতে সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর গুরুত্বের ওপর জোর প্রদান করা হয়। এসব নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যা ২০১৫ সালে অনুমোদিত হয়, রূপকল্প-২০২১, যেখানে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল (২০১৬)। এসব লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে “Strengthening Public Investment Management System Project (SPIMS) Phase 1 and 2” পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে মিলে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মসূচি বিভাগের মধ্যে স্থায়ী শাখা হিসেবে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এই শাখাকে সহায়তা করতে একগুচ্ছ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল তৈরি করা হয়েছে এবং দুটি পরীক্ষামূলক খাতে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি হল স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাত এবং অন্যটি হল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। এসব সংস্কার কৌশল এর উদ্দেশ্য হলো সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর অনুমোদন প্রক্রিয়া, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং উন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মধ্যে কৌশলগত সংযোগ শক্তিশালী করা, যেখানে বছ বছর ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে।

(৩) ন্যায়বিচার প্রাপ্তি

সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সুশাসনের একটি অপরিহার্য উপাদান যা সরকার নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার একটি দৃঢ় ভিত্তি। বিপুল মামলার জট কমানোর জন্য ২০১৭ সাল থেকে দুই মেয়াদে একটি তিন বছর মেয়াদী দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে বিচারব্যবস্থা সমৃদ্ধ করা এবং মামলা ব্যবস্থাপনার উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জাপানের বিচার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পারস্পরিক শিখনের জন্য



সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জোরদারকরণ প্রকল্পের সূচনা পরে অংশীজনের অংশগ্রহণ (ছবিঃ জাইকা)

মাননীয় মন্ত্রীসহ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অসংখ্য কর্মকর্তা জাপানে ভ্রমণ করেছেন।

(৪) নীতি গবেষণা এবং নীতি সক্ষমতা তৈরি

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে, জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নীতি গবেষণা এবং নীতি প্রণয়ন সক্ষমতাও নতুন বিষয় হিসেবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে জাইকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট হিসেবে “বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)” কে সহায়তা প্রদান শুরু করেছে। এর মাধ্যমে ২০২৩ সালের মধ্যে কোর্সের সংখ্যা ১৪টি এবং একটি পিএইচডি কোর্স চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে যে এটি বাংলাদেশে নীতি গবেষণা ও প্রণয়নে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি কেন্দ্রে পরিণত হবে।

সহায়তার ক্ষেত্রে “The Project for Improvement of Government and Management Research and Training Facilities” শিরোনামে জাইকা অনুদান সাহায্যের মাধ্যমে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে উন্নত করা শুরু করেছে। পরিকল্পনা হলো বিভিন্ন সুবিধাগুলোকে উন্নত করা যেমন শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরী, গ্রন্থাগার, অডিটোরিয়াম, কম্পিউটার কক্ষ এবং প্রশাসনিক কার্যালয়, এবং একইসঙ্গে মাস্টার্স ডিগ্রি পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত সরঞ্জামাদি প্রদান করা। এছাড়াও ২০২১ সাল থেকে “Policy advisor for building Institutional Capacity”-এর মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা আয়োজনের জন্য একজন নীতি উপদেষ্টা নিযুক্ত করা, জাইকার কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের একটি অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক গঠন করা, জাপান এবং আসিয়ানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে একটি নীতি গবেষণার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠাকে সমৃদ্ধ করা, এবং ভবিষ্যতে জাইকার সহায়তার একটি দিকনির্দেশনা প্রস্তাব করা।



৬১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সবকটি থেকে এনআইএস কর্মকর্তাদের ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ বৈঠক (Photo: Bangladesh Cabinet Division)

(৩) স্থানীয় সরকার পর্যায়ে শাসনব্যবস্থার উন্নতিসাধন

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে, যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণসহ স্থানীয় সুশাসন সমৃদ্ধ করা শাসনব্যবস্থা খাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও ২০১০ সাল থেকেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পানি সরবরাহের মতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য খাতভিত্তিক সহায়তা চলমান রয়েছে, JICA স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এর কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে।

২০১৩ সালে পৌরসভাকে মাথায় রেখে “The Northern Bangladesh Integrated Development Project

(NOBIDEP)” প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ ধরনের প্রকল্প এটিই প্রথম। এখানে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শাসন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন দুটোই রয়েছে। লিংক মডেল এর মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে NOBIDEP প্রকল্প সেবা প্রদানকারী এবং নাগরিকদের সংযোগ শক্তিশালী করেছে। এর ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। এর পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে আরো বেশি রাজস্ব আদায় এবং আরো বেশি কার্যকর সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে। “Strengthening Paurashava Governance Project” বাস্তবায়নের পাশাপাশি একই সঙ্গে পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। একই রকমভাবে সিটি কর্পোরেশন গুলোর জন্য “Inclusive City Governance Project” এবং “Capacity Development of City Corporation Project (C4C)” বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং উপজেলার জন্য “the Upazila Governance Development Project (UGDP)” এবং “the Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP)” বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩ স্তরেই জাইকা ঋণ প্রকল্প এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প দুটোর মিশ্রণ ঘটিয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সরকারের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা পরিষদের শাসনব্যবস্থার উন্নতিসাধনে জাতীয় কৌশল জাইকার প্রকল্পগুলির কারিগরি সহায়তার সঙ্গে মিলে করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এগুলো বাস্তবায়ন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।



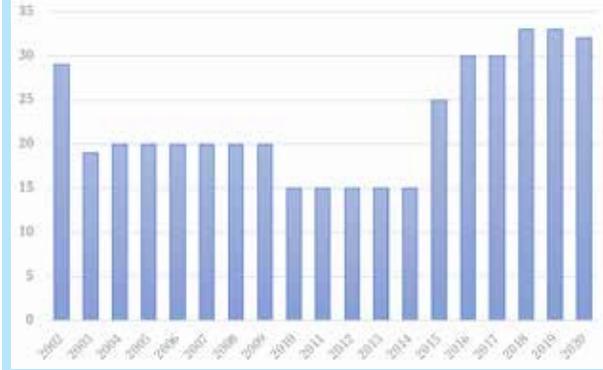
বিআইজিএম সুবিধাদির নকশা (ছবিঃ জাইকা)

২. অর্জন

(১) মানবসম্পদ উন্নয়ন

চিত্রে জাপানি মানবসম্পদ উন্নয়ন বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের ফলাফল দেখানো হয়েছে: মোট ৪২৬ জন শিক্ষার্থী ২০২১ সাল পর্যন্ত জাপানে পড়াশোনা করেছে, এবং অন্তত ১৪৮ জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাগুলোতে উপ-সচিব এবং তার উর্ধ্বতন পদে কর্মরত রয়েছে, যা ফেলোআপ জরিপের মাধ্যমে দেখা গেছে।

জাপানি মানবসম্পদ উন্নয়ন বৃত্তির সংখ্যার ধারা



(উৎসঃ জাইকা)

(২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

১) স্থানীয় সরকারে সহায়তার ক্ষেত্রে ঋণ এবং কারিগরি সহযোগিতার একটি প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রধান শহর (সিটি কর্পোরেশন), আঞ্চলিক শহর (পৌরসভা), এবং গ্রামীণ শহরগুলোর (উপজেলা) মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে ওডিএ ঋণ এবং কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবায়ন-উত্তর কর্মসূচির মোট অর্থের পরিমাণ ৬৬.৫ বিলিয়ন ইয়েন। নিচের টেবিলে সহায়তা পাওয়া স্থানীয় সরকারগুলোর সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

টেবিল: ওডিএ ঋণ এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা স্থানীয় সরকারগুলোর সংখ্যা

স্থানীয় সরকার	ওডিএ ঋণ	কারিগরি সহযোগিতা
সিটি কর্পোরেশন	৫ সিটি কর্পোরেশন	৫ সিটি কর্পোরেশন
পৌরসভা	১৮ পৌরসভা (উত্তরাঞ্চল)	৮ পৌরসভা
উপজেলা	৪৯২ উপজেলা	৬৫ উপজেলা

(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল)

৩. সমন্বিত প্রকল্প

৩.১ Upazila Governance and Development Project (UGDP) and Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP)

(১) কার্যদক্ষতাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

স্থানীয় সরকারকে সহায়তা করার বিষয়টি ঋণ এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে একটি প্যাকেজ যা স্থানীয়



গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে অংশীজন বৈঠক (ছবিঃ জাইকা)



উপজেলা শাসনব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (ছবিঃ জাইকা)

বাংলাদেশে জাইকার শাসনব্যবস্থা কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ



(উৎসঃ জাইকা)

সরকারগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে এবং একইসঙ্গে সেগুলোর শাসনব্যবস্থা/প্রশাসনিক সক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে। পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোকে মাথায় রেখে যেসব প্রকল্প নেওয়া হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা হচ্ছে ফলাফলভিত্তিক। অর্থাৎ শাসনব্যবস্থার সূচকগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি দেশের শাসনব্যবস্থার কার্যদক্ষতা মূল্যায়ন করা হয় এবং যেসব দেশ সর্বোচ্চ নম্বর পায়, তাদেরকে অবকাঠামোগত সহায়তা দেওয়া হয়।

নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে যে উপজেলা শাসনব্যবস্থা এবং উন্নয়ন প্রকল্প হচ্ছে পাঁচটি মূল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপজেলার সক্ষমতা জোরদার করা: (১) কার্যদক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে স্থানীয় সরকার আইনে বর্ণিত উপজেলার মৌলিক কাজ শাসনব্যবস্থা সূচক হিসেবে দেওয়া হয়েছে, এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে এসব সূচকের অর্জন মূল্যায়ন করা হয়। যেসব উপজেলা ভালো কার্যদক্ষতা প্রদর্শন করে, সেগুলোকে বাড়তি উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল প্রদান করা হয়। (২) পারস্পারিক জবাবদিহি ও সমন্বয়ের মাধ্যমে উপজেলা এবং এর মধ্যে অবস্থিত সরকারী সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে পারস্পারিক জবাবদিহি উন্নত করার চেষ্টা করে। (৩) ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে উপজেলা এবং সরকারী সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের কর্মকাণ্ড ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রচার করা হয়। (৪) সরকারি চাকরিজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলার কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। (৫) বিকেন্দ্রীকরণকে সহজীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলায় ক্ষমতা স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে সমুল্লত করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনে ১৭টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানান্তরের কথা বলা আছে। কর্মকর্তা এবং বাজেটসংক্রান্ত ক্ষমতা স্থানান্তর এখনো ঘটেনি। তাই আমরা ক্ষমতা স্থানান্তরের ওপর গবেষণায় সহায়তা করছি।

(২) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন

UICDP প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিনটি বড় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল উপজেলার সার্বিক সমন্বয় সক্ষমতা উন্নতি কল্পে অবকাঠামো উন্নত করা (চিত্র)।

উপজেলা উন্নয়ন ও শাসনব্যবস্থা প্রকল্প পদ্ধতি



(উৎসঃ জাইকা)

এক নম্বর আউটপুট: আইনগত উন্নয়ন, সাংগঠনিক সংস্কার, অর্থায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

দুই নম্বর আউটপুট: উপজেলা সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি মডেল এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। উন্নয়ন পরিকল্পনায় পিডিসিএ চক্র, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসেবে পরিচিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার স্থান এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় ধরন ও বিন্যাস চালু করা হয়েছিল। বিদ্যমান গবেষণাগুলো পর্যালোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে পরামর্শ কর্মসভা করার মাধ্যমে এই নির্দেশিকাকে আরো বেশি বাস্তবভিত্তিক দলিলে পরিণত করা হয়।

তিন নম্বর আউটপুট: স্থানীয় সরকার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মাধ্যমে দেশের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লোকাল গভার্নমেন্টের কর্মীদের সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে আমরা এনআইএলজির কর্মীদের সক্ষমতা জোরদার করছি। প্রথমত বিদ্যমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং পাঠ্যক্রমের একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করা হয়েছে এবং মধ্য মেয়াদ থেকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য এনআইএলজির মধ্যে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(৩) নাগরিকদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ এবং যথাযথ উন্নতিসাধন

UICDP প্রকল্প উপজেলার প্রশাসনিক ক্ষমতার উন্নতিসাধনে সাহায্য করেছে, বিশেষ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা উন্নত করার

ইউআইসিডিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ



(উৎস: জাইকা)

ক্ষেত্রে। অন্যদিকে UGDP প্রকল্প কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে প্রণীত ম্যানুয়াল এবং নির্দেশিকা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং বাজেট বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা উন্নত করতে সাহায্য করেছে। আবার প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত তহবিল নাগরিকদের দৃশ্যমান পরিষেবা প্রদানকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে।

যখন পরিষেবা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দৃশ্যমান উন্নতিসাধন হয় এবং নাগরিকরা তা উপলব্ধি করতে পারে, তখন উপজেলা প্রশাসন



বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় রসদ চিহ্নিতকরণ (ছবি: জাইকা)



ইউনিয়নের সংসদীয় এবং বাসিন্দাদের উদ্যোগের মাধ্যমে দলিত সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্র এবং গণশৌচাগার উন্নয়ন (ছবি: জাইকা)

এবং নাগরিকদের মধ্যে একটি আস্থার সম্পর্ক লালিত হয়। তাছাড়া নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়া (অভিযোগসহ) এবং সেসব প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে সাড়াপ্রদান করার ফলে পরিষেবাগুলো আরো বেশি উন্নত হয় এবং প্রশাসনের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক আরো বেশি গভীর হয়। এ ধরনের অনুকরণীয় উদাহরণগুলো প্রকল্পে দেখা যাবে। যখন এই ধরনের ঘটনা স্থানীয় সরকার এবং নাগরিকরা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়, তখন উন্নত শাসনব্যবস্থার একটি ডেউ প্রত্যাশিত। এসব ঘটনা শুধু যে উপজেলায় দেখা গেছে তাই নয়, বরং স্থানীয় শহর (পৌরসভা) এবং সিটি কর্পোরেশনেও এ ধরনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। এখান থেকে ঋণ প্রকল্প এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প প্যাকেজের কার্যকারিতা বোঝা যায়।

৩.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন বৃত্তি প্রকল্প (জেডিএস)

(১) জেডিএস-এর সারমর্ম এবং অর্জন

প্রতি দেশ থেকে জাপানের উন্নয়ন বৃত্তির মাধ্যমে নেওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা

দেশ	জেডিএসের সংখ্যা
উজবেকিস্তান	345

লাওস	420
ক্যান্সাডিয়া	444
ভিয়েতনাম	639
মঙ্গোলিয়া	346
বাংলাদেশ	394
মিয়ানমার	557
চীন	430
ফিলিপাইন	361
ইন্দোনেশিয়া	120
কিরগিজস্তান	210
তাজিকিস্তান	62
শ্রীলঙ্কা	154
ঘানা	65
নেপাল	80
পূর্ব তিমুর	8
পাকিস্তান	17
ভুটান	10
মোট	4662

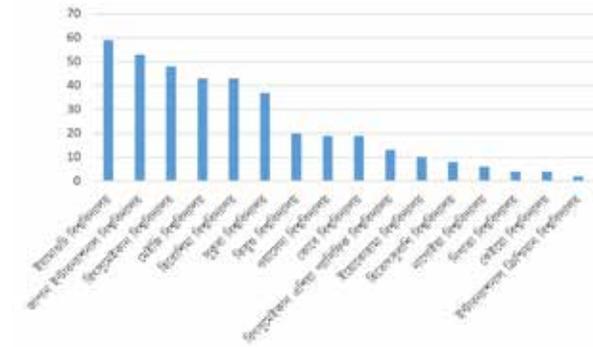
(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল)

শুরুতে জাপানের উন্নয়ন বৃত্তি শুধু বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদেরই নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং এনজিও কর্মকর্তাদেরও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে এই বৃত্তি পাওয়া বেশির ভাগ শিক্ষার্থী হল সরকারি কর্মকর্তা। অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো বাংলাদেশের বড় মন্ত্রণালয়গুলোর তরুণ কর্মকর্তারা জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে স্নাতক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনা করছে। এই বৃত্তির অধীনে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী গ্রহণ করে থাকে তার মধ্যে বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেমন ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয়, সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়, হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং কোবে বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জাপান, ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়, মেইজি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং রিৎসুমাইকান বিশ্ববিদ্যালয়। পঠিত বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, জীব এবং পরিবেশ বিজ্ঞান, আইন, প্রকৌশল, এবং নগর উদ্ভাবন। দেশে ফিরে আসার পর তাদের পেশাগত রাস্তা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু বেশিরভাগ সরকারি চাকরি থেকে আগত শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করা শুরু করে।

(২) জেডিএস শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ড এবং জাপান-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব জোরদারকরণে তাদের অবদান
জাপানের উন্নয়ন বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা দেশে ফিরে আসার পর তাদের বিশেষ জ্ঞান দিয়ে মানবসম্পদ হিসেবে নিজের কর্মস্থানেই শুধু সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে তা প্রত্যাশা করা হয় না। বরং আশা করা হয় যে “যারা জাপানকে ভালোভাবে বুঝতে পারে” সেই মানুষ হিসেবে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রেও তারা অবদান রাখবে। এই বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে নেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যায় যে উপরিউক্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলো কিছু মাত্রায় অর্জিত হয়েছে (৪ নম্বর অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

এসব সাক্ষাৎকার অনুসারে, জাপানে দীর্ঘদিন বসবাস করা এবং তাদের মাস্টার্স ডিগ্রী (এবং কিছু পিএইচডি ডিগ্রি) সম্পন্ন করার সময়ে জাপানের উন্নয়ন বৃত্তির মাধ্যমে সেই দেশে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরা শুধু যে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করেছে

জেডিএস গ্রহণ করা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অর্জিত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা



(উৎস: জাইকা)

তাই নয়, বরং প্রাত্যহিক জীবন এবং জাপানের মানুষের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে তারা বহু কিছু শিখেছে এবং অর্জন করেছে। জাপানের উন্নয়ন বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের একটি অ্যালামনাই সমিতিও গঠন করা হয়েছে যারা এই বৃত্তি সম্পর্কে লিফলেট তৈরি করেছে, নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করেছে, এবং জাপানে তোলা বিভিন্ন ছবির একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে।

জাপানের উন্নয়ন বৃত্তি পাওয়া অ্যালামনাইদের অনেকেই বলেছেন যে যেসব মানবসম্পদ জাপান এবং বাংলাদেশ উভয় দেশ সম্পর্কে পরিচিত যেমন জাপানের উন্নয়ন বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থী, যারা জাপানে পড়াশোনা করেছে এবং অনেক জে ওসিভি, যারা বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে থেকে উন্নয়ন সহযোগিতায় অবদান রেখেছে, তাদেরকে দুই দেশের উন্নয়নের জন্যই কাজে লাগানো উচিত। এসব মন্তব্য থেকে এটি বলা যায় যে জাপানের উন্নয়ন বৃত্তির প্রভাব উচ্চ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

৪. প্রকল্পের তালিকা

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	Grant Aid	Governance	Improvement of the Mail Vans and Motor Vehicles	1988.05
2	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2001.11
3	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2002.08
4	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2003.06
5	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2004.01
6	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2004.05
7	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2004.05
8	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2005.05
9	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2005.05
10	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2006.06 (E/N)
11	Technical Cooperation	Governance	Project for Enhancing Capacity of Public Service Training	2007.01
12	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2007.06 (E/N)
13	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2008.05 (E/N)
14	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2010.06
15	Technical Cooperation	Governance	Aid coordination (Support to establish local governance institution)	2010.08
16	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2011.07
17	Technical Cooperation	Governance	Project for Improving Public Services through Total Quality Management	2012.02
18	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2012.07
19	Technical Cooperation	Governance	The Project for Developing Inclusive City Government for City Corporations	2012.10
20	Technical Cooperation	Governance	Local Governance	2012.11
21	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2013.07
22	Technical Cooperation	Governance	Strengthening Public Investment Management System Project	2014.02
23	Technical Cooperation	Governance	Strengthening Pourashava Governance Project	2014.02
24	Grant Aid	Education/ Governance	the Project for Human Resource Development Scholarship	2014.05
25	ODA Loan	Urban Development /Governance	Inclusive City Governance Project	2014.06
26	Technical Cooperation	Governance	National Integrity Strategy Support Project	2014.09
27	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2015.07
28	ODA Loan	Governance	Upazila Governance and Development Project	2015.12

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
29	Technical Cooperation	Governance	Project for Capacity Development of City Corporations	2016.01
30	Grant Aid	Education/ Governance	The Project for Human Resource Development Scholarship	2016.05
31	Technical Cooperation	Governance	Local Government Advisor	2016.11
32	Grant Aid	Education/ Governance	the Project for Human Resource Development Scholarship (three-year cycle)	2017.08
33	Grant Aid	Education/ Governance	the Project for Human Resource Development Scholarship	2017.08
34	Technical Cooperation	Governance	Upazila Integrated Capacity Development Project	2017.09
35	Grant Aid	Education/ Governance	the Project for Human Resource Development Scholarship	2018.06
36	Technical Cooperation	Governance	National Integrity Strategy Support Project Phase 2	2019.01
37	Technical Cooperation	Governance	Project for Capacity Enhancement of Bangladesh Police	2019.01
38	Technical Cooperation	Governance	Advisor on Local Governance	2019.04
39	Grant Aid	Education/ Governance	the Project for Human Resource Development Scholarship	2019.06
40	Technical Cooperation	Governance	Strengthening Public Investment Management System (SPIMS) Project Phase 2	2019.08
41	Grant Aid	Education/ Governance	the Project for Human Resource Development Scholarship	2020.07
42	ODA Loan	Urban Development /Governance	Urban Development and City Governance Project	2020.08
43	Technical Cooperation	Governance	Policy advisor for building Institutional Capacity	2021.03
44	Technical Cooperation	Governance	Advisor on Local Governance	2022.01

୩.୨ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ



১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

“স্বাস্থ্যখাতে, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণকে” উন্নয়ন সহযোগিতার শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এসব সমস্যা মোকাবিলায় বহু পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিশেষজ্ঞ ও জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের (JOCVs) প্রেরণের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তর, বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরঞ্জামাদি এবং উপকরণ প্রদান, স্বাস্থ্যসেবার উন্নতিসাধনে অবদান রাখতে পদ্ধতি তৈরি, এবং ওডিএ ঋণ, কারিগরি সহযোগিতা এবং তৃণমূল ও বেসরকারি খাতে সহযোগিতার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন। এই সময়কালে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমেছে। ১৯৯০ সালে প্রতি হাজার শিশু জন্মের সময় মৃত্যুর হার ছিল ৯৯.৬ জন আর মাতৃ মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ৩৭০ জন। ২০১৮ সালে শিশু মৃত্যুহার ২৫.১ এবং মাতৃ মৃত্যুহার ১৪০ জনে কমে এসেছে। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রশমন, পোলিও দূরীকরণ এবং কালাজ্বর নির্মূলসংক্রান্ত অর্জনের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে অসংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাইকা অবদান রাখছে। এই অসংক্রামক রোগ বাংলাদেশে ৬৭% মৃত্যুর জন্য দায়ী (বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা)।

১.১ ২০০০-এর দশকের আগে: মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার উন্নতিসাধনে পরিবারিক সহায়তা পরিকল্পনা

(১) পরিবার পরিকল্পনায় সহায়তা থেকে শুরু করে চিকিৎসা প্রযুক্তি স্থানান্তর
স্বাস্থ্যখাতে জাইকার সহযোগিতা শুরু হয়েছিল পরিবার পরিকল্পনায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়াও সেসময়ের একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল হৃদরোগ। এক্ষেত্রেও জাইকার সহায়তা শুরু থেকেই চালু হয়। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাইকা ১৯৭০-এর দশক থেকেই পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের (the Family Planning) পাশাপাশি হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে সহায়তা দেওয়া শুরু করে, যা ১৯৮০-এর দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এক্ষেত্রে মূলত সহযোগিতার বিষয় ছিল অনুদান সাহায্য এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে সরঞ্জামাদি প্রদান করা। বিশেষ করে হৃদরোগ মোকাবিলায় প্রকল্পটি (“Cardiovascular Diseases Control” 1979) কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে মোট সাত বছর

বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রযুক্তি স্থানান্তরের পাশাপাশি অনুদান সাহায্যের মাধ্যমে স্থাপনা নির্মাণ এবং সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। জাইকার প্রকল্প সহায়তা শুরু হওয়ার পর থেকে হৃদরোগ গবেষণা ইনস্টিটিউটে শয্যায় ভর্তি হওয়া রোগী এবং এর বাইরের রোগীদের সংখ্যা যথাক্রমে তিনগুণ এবং দ্বিগুণ হয়েছে। এছাড়াও বহির্বিভাগ দর্শনার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি মূল্যায়নের দাবি রাখে। ১৯৮৫ সালে ওপেন হার্ট সার্জারির সংখ্যা ছিল ১০০টি, যা প্রকল্প সহায়তার একটি বড় অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে এমনটি ঘটেনি।

(২) মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবার উন্নতিসাধন

১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে জাইকা মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যখাতে সহায়তা প্রদান করছে। এই খাতে প্রথম সহায়তা ছিল মাতৃস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে উন্নত করা। “The Project for Improvement of Maternal and Child Health Training Institute” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে অনুদান সাহায্যের মাধ্যমে সংস্কার করা হয় এবং সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে “Reproductive Health Human Resource Development Project” প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়। এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করা সরঞ্জামাদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল। এটি ছিল মূলত একটি গ্রাম পর্যায়ের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্র। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এই কেন্দ্রকে জাতীয় পর্যায়ের মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঁচটি



মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ছবিঃ PADECO. Co.Ltd.)



ধাত্রী প্রশিক্ষণ (ছবিঃ জাইকা)

প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করা হয়েছিল এবং প্রতি বছর প্রায় ৪০০ প্রশিক্ষনার্থীকে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এই কেন্দ্র থেকে ১ ৭০০ শিক্ষার্থীকে (২০১০/২০১১ আর্থিক বছর) প্রশিক্ষণ দেওয়া অব্যাহত ছিল।

এই খাতে ওডিএ ঋণ প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৫ লাখ মানুষের জন্য ৪১৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণে সহায়তা করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো: Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) and Health System Improvement” (2015), “Health Services Strengthening Project”(2018) এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প “Project for Strengthening Health System through Organizing Communities(SHASTO)”(2017)।

১.২ নরসিংদী মডেল এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন

(১) কমিউনিটিকে যুক্ত করার মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার উন্নতিসাধন

“Safe Motherhood Promotion Project” (SMPP Phases 1 and 2) প্রকল্পটি ২০০৬ সালে শুরু হয়েছিল। নরসিংদী জেলায় এ প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক মাতৃ সহায়তা দল সংগঠিত করা হয় এবং গর্ভবতী নারী এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সংযোগ জোরদার করার পদ্ধতি তৈরি করা হয়, যাকে নরসিংদী মডেল বলে ব্যাপকভাবে প্রশংসা করা হয়ে থাকে। এসএমপিপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে গুণমান ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়, ইউনিয়ন কমিউনিটি পর্যায়ে পরিষেবা উন্নত করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার পর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের ফলাফলের সারাংশ করলে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্য সংগঠন এবং বিশ্লেষণ, এবং দলিলভুক্ত করা ও ম্যানুয়াল তৈরীর মাধ্যমে এসএমপিপি প্রকল্পের

^১ প্রথম ধাপের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ৫এস/কাইজেন/টিকিউএম-কে দ্বিতীয় ধাপে পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা দেওয়া হয়েছিল।

^২ কমিউনিটি সহায়তা দল (সিএসজি) এমন একটি ব্যবস্থা যা সিএমএসএস থেকে বিবর্তিত হয়েছে, যাকে আবার এসএমপিপির মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছিল। সি এম এস এস একটি কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যেখানে মানুষ প্রয়োজনীয় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারে (বিশেষ করে জরুরী প্রয়োজনে)। ১৯৯৮ সালে কেয়ার বাংলাদেশ এই পদ্ধতির প্রচলন করে এবং এরপর থেকে অন্যান্য দাতাগোষ্ঠী ও বাংলাদেশ সরকার এই পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করে আসছে। প্রথম ধাপের এসএমপিপির স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডগুলো কেয়ার বাংলাদেশে বাইরে থেকে আনা হয়েছিল, এবং সিএমএসএসের জ্ঞান কাজে লাগানো হচ্ছে।

অনুকরণীয় উদাহরণগুলো দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া এবং সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয়। জাতীয় এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ৫এস(5S)/কাইজেন(KAIZEN)/(TQM)টিকিউএম^১ প্রবর্তনের



কমিউনিটি দলের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন একজন বিশেষজ্ঞ (ছবিঃ জাইকা)



কমিউনিটি দলের কর্মকাণ্ড (ছবিঃ জাইকা)

মাধ্যমে হাসপাতালের সেবার উন্নতিসাধনে সহায়তা করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে, সুবিধা এবং পরিষেবার উন্নতিসাধনে সহায়তা করতে কমিউনিটি ক্লিনিক, কমিউনিটি দল এবং কমিউনিটি সহায়তা দলের সমন্বয়ে তৈরি একটি প্রধান দল সংগঠিত করা হয় (প্রধান দল কৌশলের অংশ হিসেবে)।^২ এছাড়াও নীতি পর্যায়ে, এই প্রকল্পকে ২০১১-১৬ সময়কালের তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির মতো জাতীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার ফলে সরকারের উদ্যোগ দেশব্যাপী চালু করা সম্ভব হয়েছিল।

(২) উদ্ভূত সমস্যা হিসেবে অসংক্রামক রোগ মোকাবিলা

যে সময়ে তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছিল, তখনই বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগের ধরন বদলে যাচ্ছিল। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের পাশাপাশি হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো অসংক্রামক রোগকে একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যা মোট মৃত্যুর ৫৯ শতাংশ

(বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৫)। সেজন্য ২০১৭-২২ সময়ের জাতীয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচির চতুর্থ ধাপের লক্ষ্য হল সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার আওতা বাড়ানো। এর উদ্দেশ্য হল মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবাকে আরো উন্নত করা এবং কমিউনিটি ও নাগরিক অংশগ্রহণ সমুন্নত করা।

পটভূমির এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ২০১৭ সালে “Project for Strengthening Health System through Organizing Communities” শিরোনামের কারিগরি সহায়তা প্রকল্প শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য হলো এসএমপিপি অনুসরণে ২০১৭-২২ সালের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচিতে অবদান রাখা। পূর্ববর্তী মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উদ্যোগগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কমিউনিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে একইসঙ্গে অসংক্রামক রোগ সেবা এবং মাতৃ সুরক্ষা সেবা উন্নত করা। অসংক্রামক রোগ সেবা এবং মাতৃ সুরক্ষা সেবা একত্রিত করা, হাসপাতালের সেবার মান উন্নত করতে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা জোরদার করা, এবং কমিউনিটি সহায়তা দলের সহায়তা এবং অনুকরণীয় উদাহরণগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অসংক্রামক রোগের প্রতিরোধ কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার মাধ্যমে তা করা হচ্ছে।

(৩) স্বাস্থ্যখাতে জাপানের বিদেশি সহায়তা স্বেচ্ছাসেবীদের অবদান ১৯৮০-এর দশকে JICA জাপানের সহায়তা স্বেচ্ছাসেবী (JOCV), স্বাস্থ্যখাতে স্বেচ্ছাসেবী পাঠানো শুরু করে। শুধু স্বাস্থ্যখাতে মোট ২০১ জন স্বেচ্ছাসেবীকে পাঠানো হয়। বিশেষ করে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এবং সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবীরা বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (২০১৪ সালের মার্চ মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে)। এই সাফল্য এবং গোদ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবদান স্মরণীয়। গোদ রোগ বাংলাদেশে প্রায় নির্মূলের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। এসব সফলতার ফলে ২০১৫ সালে জাইকা প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

এসএমপিপি দ্বিতীয় ধাপে সরকার এবং গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যদের সহযোগিতায় স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বেচ্ছাসেবী দলগুলোর কর্মকাণ্ডের সমর্থনের কারণে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে কমিউনিটি উন্নয়ন বিষয়ক JOCV সদস্যরা সহায়তা করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ৫এস, কাইজেন, এবং সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা



জাপানের বিদেশি সহায়তা স্বেচ্ছাসেবীরা পোলিও টিকা সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে (ছবিঃ জাইকা)



জাপানের বিদেশি সহায়তা স্বেচ্ছাসেবীরা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা করছে (ছবিঃ জাইকা)

প্রবর্তনে JOCV নার্সরা সহায়তা করেছে। এভাবেই তৃণমূল পর্যায়ে জাপানের বিদেশি সহায়তা স্বেচ্ছাসেবীরা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

(৪) মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা

স্বাস্থ্যখাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন, বিশেষ করে নার্স একটি জরুরি বিষয়। ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উপাত্ত অনুসারে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য নার্স এবং ধাত্রী সংখ্যা ৪.১, যা বৈশ্বিক ৩৭.৬ গড়ের তুলনায় খুবই কম। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার নতুন একটি চাকরির কোটা সৃষ্টি করেছিল, যেখানে সর্বমোট ৮০০০ পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু মাত্র চার হাজার বা অর্ধেক নিয়োগ করা হয়েছিল। বাকি চার হাজার পদ এখনও খালি রয়ে গেছে। এছাড়াও নার্সের পদ পূরণ করার উদ্দেশ্যের পাশাপাশি তাদের গুণমান নিশ্চিত করাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্বাস্থ্যখাতের মানবসম্পদ বিষয়ে এই গুরুতর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জাইকা “Project for Capacity Building of Nursing Services” (2016) প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল এবং ঢাকা নার্সিং কলেজ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজকে সহায়তা করেছিল। এই দুটি কলেজ নার্সদের মানবসম্পদ উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল নার্সিং শিক্ষা, শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং মার্চ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা জোরদার করার মাধ্যমে



নার্সিং কলেজে একটি লেকচার (ছবিঃ জাইকা)

নার্সিং সেবায় ব্যাচেলর ডিগ্রির মান উন্নত করা। একটি একাডেমিক কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছি, যেখানে শিক্ষকরা শিক্ষকদের সক্ষমতা জোরদার করা এবং শিক্ষার মান ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমরা এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছি, যেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কার্যকর মাঠ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা যায়, যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণবিষয়ক দিকনির্দেশনা ম্যানুয়াল প্রণয়নও অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে নার্সিং শিক্ষায় ব্যাচেলর ডিগ্রির মান উন্নতিতে অবদান রাখা হচ্ছে।

(৫) স্বাস্থ্য খাতে গবেষণা প্রকল্প



Capacity Building of Nursing Services"-এ জাপানে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা (ছবিঃ জাইকা)

নেগলেস্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ (এনটিডি) হলো এক ধরনের সংক্রামক ব্যাধি যা তিনটি প্রধান সংক্রামক ব্যাধি যেমন এইচআইভি/এইডস, যক্ষ্মা এবং ম্যালেরিয়ার তুলনায় কম মনোযোগ পেয়েছে এবং যথাযথভাবে মোকাবেলা করা হয়নি। লেশম্যানিয়াসিস এক ধরনের এনটিডি। এটি এক ধরনের জুনোসিস যা প্রোটোজোয়ান প্যারাসাইট লেশম্যানিয়ার কারণে হয়ে থাকে এবং রক্তচোষা এক ধরনের আফ্রিকান মাছির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। ২০১১ সালে জাইকা “Project for Research and Development of Prevention and Diagnosis for Neglected Tropical Diseases, especially Kala-Azar” বিষয়ে Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development- SATREPS(SATREP) এর সহযোগিতায় একটি প্রকল্প শুরু করে। এই প্রকল্প ২০১৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ প্রকল্প কালাজ্বরের বাস্তবতা এবং এর জটিলতা বোঝার ক্ষেত্রে গবেষণা, দ্রুত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি তৈরি, এবং সংক্রামক কীটের বিতরণ চিহ্নিত করা এবং জরিপ করা, এবং সূর্যকান্ত কালাজ্বর গবেষণা কেন্দ্রকে আরো বেশি নিভুল এবং দ্রুত রোগ নির্ণয়ে সক্ষম করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। ২০১৯ সালে কালাজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা প্রতি ১০ হাজার মানুষের মধ্যে একজনের কমে নেমে এসেছিল। তাছাড়া এই রোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই অর্জনের জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পকে ২০১৯ সালে পুরস্কৃত করেছিল।

(৬) স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ

২০১৮ সালে শিপ আইচি মেডিকেল সার্ভিসেস লিমিটেডের সঙ্গে জাইকা একটি চুক্তি সম্পাদন করে। বাংলাদেশে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল জাপানি কোম্পানি গ্রীন হসপিটাল সাপ্লাই কর্পোরেশন। ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ এবং কার্যক্রম প্রকল্পকে সহায়তা করতে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে রক্তনালীর রোগ, ক্যান্সার এবং ডায়াবেটিসের মতো অসংক্রামক রোগ বাংলাদেশের সর্বমোট রোগের ৬৭ শতাংশ। খাবারের অভ্যাসসহ জীবনযাপনে পরিবর্তনের কারণে এসব রোগ বাড়ছে। ১৩ অন্যদিকে এসব রোগের সঙ্গে পাঞ্জা দিয়ে চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়া এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ঘাটতি একটি সমস্যা হয়ে উঠেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জাপানের হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে উচ্চমানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হচ্ছে।



ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ছবিঃ জাইকা)

২. অর্জন

(১) মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য

১) নরসিংদী মডেল সারাদেশে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এটি পূর্ববর্তী যেসব দুর্গম গ্রামীণ এলাকা ছিল, সেখানে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সূচকে উন্নতিসাধনে অবদান রেখেছে। এই পদ্ধতি নতুন আবির্ভূত হওয়া অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে।

২) মোট ২০৫ জন JOCV ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে কাজ করেছে এবং চলমান প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে তারা সহায়তা প্রদান করেছে। তাদের উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে পোলিও দূরীকরণে ভূমিকা।

(২) চিকিৎসা প্রযুক্তি স্থানান্তর

১) সর্বমোট ৯৭৮ জন ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যখাতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। তারা হৃদরোগের চিকিৎসা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং নার্সিং সেবার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রযুক্তি স্থানান্তরে অবদান রাখছে।

২) ২০২১ সালের মধ্যে ৫৩০ জন স্বাস্থ্যখাতের বিশেষজ্ঞকে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা প্রযুক্তি স্থানান্তরে জরিপ পরিচালনা ও

সহায়তা করেছেন।

৩) কালাজ্বর নির্মূলে অবদান

(৩) স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি

১) ২৫ লাখ মানুষের জন্য ৪১৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে।

২) ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে বিদেশি বিনিয়োগের কারণে অনেক বেশি উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে অবদান রেখেছে।

৩) মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিসাধন পরিকল্পনায় নির্মাণ করা স্থাপনা এবং প্রদত্ত সরঞ্জামাদি নিচের টেবিলে দেয়া হয়েছে।

মাতৃকালীন, নবজাতক এবং শিশু স্বাস্থ্য (এমএনসিএইচ) এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	
ইমেজিং ডায়াগনস্টিক সেন্টার নির্মাণ	7
ইমেজিং ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম	7
ইমেজিং সরঞ্জাম প্রশিক্ষণ	7
ঢাকা নার্সিং কলেজ	
একাডেমিক ভবন এবং ছাত্রাবাস	7
শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র	7
ব্যবহারিকের জন্য সরঞ্জাম	6
জেলা হাসপাতাল	
চিকিৎসা সরঞ্জাম	6
দুর্গম এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক	300

(উৎস: জাইকা)

স্বাস্থ্য সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

কমিউনিটি ক্লিনিক	
পুনর্নির্মাণ	116
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	
উন্নয়ন	6
পুনর্নির্মাণ	2
নগর ঔষাধালয়ের উন্নয়ন	16
সরঞ্জাম	
জেলা হাসপাতালের জন্য NCD সরঞ্জাম	20
স্ক্রীনিং কমিউনিটি ক্লিনিক	2273
নগর ঔষাধালয়ের জন্য গবেষণাগারের সরঞ্জাম	16

(উৎস: জাইকা)

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প

৩.১ Safe Motherhood Promotion Project

(১) নরসিংদী মডেল

The Safe Motherhood Promotion Project (SMPP) ছিল এমন একটি প্রকল্প যার উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের বাইরে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানের মাধ্যমে এসব সেবার উন্নতিসাধনে সহায়তা করা।

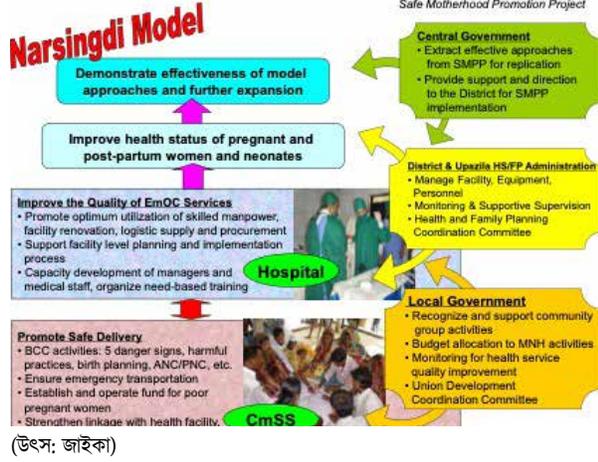
এই প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, SMPP প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছিল একটি প্রধান লক্ষ্য নিয়ে। এই লক্ষ্যটি ছিল অন্য অঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার পদ্ধতি গ্রহণ করে সেগুলো সমমানের করা এবং প্রয়োগ করা। এছাড়া প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল নির্ধারিত অঞ্চলে গর্ভবতী এবং প্রসূতি নারী ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতিসাধন। এ প্রকল্পের তিনটি ফলাফল রয়েছে যা নরসিংদী মডেলে একীভূত করা হয়েছিল: জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা (আউটপুট ২-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড, “নির্ধারিত জেলাগুলোতে নিরাপদ প্রসব জোরদার করার লক্ষ্যে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা”), এবং কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য সুবিধার (কমিউনিটি ক্লিনিক) ভিত্তিতে কমিউনিটি পর্যায়ে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ব্যবস্থা (আউটপুট ৩-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড, “ধাত্রী প্রাপ্তি এবং নবজাতকের যত্ন নিশ্চিত করতে নারী শিক্ষার্থী এবং নবজাতকদের জন্য কমিউনিটি সহায়তা”)।

SMPP’র কমিউনিটিভিত্তিক কর্মকাণ্ড হিসেবে চালু হওয়া কমিউনিটি সহায়তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কেয়ার বাংলাদেশকে। কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে এই সংস্থাটির অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৫১টির মধ্যে ৮০টি অর্থাৎ ৫৩ শতাংশ কমিউনিটি সহায়তা ব্যবস্থা নিজ গতিতে এই কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে সক্ষম ছিল। এছাড়া ৪০ শতাংশ কমিউনিটি সহায়তা সেবা একটি মানসম্পন্ন পর্যায়ের পরিপক্বতা অর্জন করেছিল। সরকার এবং নাগরিকদের সরকারি সেবা প্রদান করা কমিউনিটির মধ্যে সংলাপের বিষয়ে একটি ইউনিয়ন সমন্বয়সাধন কমিটি বৈঠক চালু করা হয়েছিল। Participatory Rural Development Project এর মাধ্যমে এই বৈঠকের ব্যবস্থা চালু করা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে এ প্রকল্পটি কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন খাতের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কেস স্টাডি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। ইউনিয়ন সমন্বয়সাধন কমিটির বৈঠক কাজে লাগিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ এবং কমিউনিটি সহায়তা ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা উন্নত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপে মডেলটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা জোরদার করা হয়েছিল। নির্দিষ্টভাবে, এই স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি: ১) মাতৃ নবজাতক এবং শিশু স্বাস্থ্যসম্পর্কিত অনুকরণীয় উদাহরণগুলোকে চিহ্নিত করা এবং জাতীয় কৌশল এবং দিকনির্দেশনায় সেগুলো একীভূত করা; ২) অনুকরণীয় উদাহরণগুলো প্রয়োগের সম্প্রসারণে সহায়তা এবং পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি তৈরি করা এবং এটি নিশ্চিত করা যে প্রয়োগ করা অনুকরণীয়

উদাহরণগুলো কার্যকর করা; এবং ৩) উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অধীনে একটি মাতৃ ও নবজাতকের স্বাস্থ্যবিষয়ক হস্তক্ষেপ প্যাকেজ তৈরি করা। এসএমপিপি প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে যেসব ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার প্রায় সবগুলোই অর্জিত হয়েছে।

নরসিংদী মডেলের ধারণা



(২) এসএমপিপি প্রকল্পের অর্জন

SMPP প্রকল্প, এর প্রধান লক্ষ্য অর্থাৎ মাতৃ ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনে অবদান রেখেছে। এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডগুলোর ফলাফল বাংলাদেশ সরকার ব্যাপকভাবে প্রশংসা করেছে এবং জাতীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়াও এই প্রকল্প শুধু একটি ব্যবস্থাই তৈরি করেনি, বরং মাতৃ ও নবজাতকের মৃত্যু ঠেকাতে এই প্রকল্পে জড়িত স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যও করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ভেবেছিল এ ধরনের মৃত্যু ঠেকানো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তারা এই সমস্যা সমাধান করতে পারে। এই আত্মবিশ্বাস এবং



কমিউনিটি সহায়তা ব্যবস্থা, মাতৃসেবায় একটি কমিউনিটিভিত্তিক সহায়তা কর্মসূচি (ছবি: জাইকা)

উপলব্ধির কারণেই কমিউনিটির সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনার প্রদর্শন ঘটাতে পেরেছে। টেকসইত্ব, দক্ষতা এবং প্রভাবের কারণে এই প্রকল্পটি স্বীকৃতির যোগ্য কেননা কমিউনিটি এবং সরকারের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার অনুকরণীয় উদাহরণগুলো কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে জানানো হচ্ছে এবং



জরুরী পরিবহনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কমিউনিটি দলকে রিকশা প্রদান করা হয়েছে (ছবি: জাইকা)

এসব প্রচেষ্টার খবর সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা সার্বিকভাবে বাংলাদেশের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার উন্নতিসাধনে ভূমিকা রাখছে।



উপজেলা পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের ওপর একটি প্রতিবেদন (ছবি: জাইকা)

(৩) সূচক ও অর্জন

এসএমপিপি প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে সূচক ও অর্জন

সূচক	অর্জন
সাতক্ষীরা এবং নরসিংদী জেলায় ৭০ শতাংশ হাসপাতাল যারা সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা (টিকিউএম) বাস্তবায়ন করেছে তারা মাতৃ নবজাতক এবং প্রসূতির স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ৫এস অর্জন করবে	সর্বশেষ মূল্যায়নের সময় প্রকল্পের নথিপত্র অনুযায়ী সাতক্ষীরা এবং নরসিংদী জেলায় যেসব হাসপাতাল ৫এস-কাইজেন-টিকিউএম বাস্তবায়ন করেছে, তাদের ৭৫ শতাংশের মধ্যে ৫এস বাস্তবায়িত হয়েছিল



স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নীতি পর্যায়ে সহায়তা (ছবিঃ জাইকা)

সাতক্ষীরা জেলায় সিএসজি কার্যক্রমের হার অন্তত ৭০ শতাংশ ধরা হয়েছিল	প্রকল্পের নথিপত্র অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলায় সিএসজি কার্যক্রমের হার ৮২ শতাংশ
জটিলতা রয়েছে এমন নারীদের সাতক্ষীরা ও কলারোয়ায় জরুরী ধাত্রী সেবা পাওয়ার হার ৮০ শতাংশ ধরা হয়েছিল	প্রকল্প শেষে মূল্যায়নের সময় জটিলতা রয়েছে এমন নারীদের সাতক্ষীরা ও কলারোয়ায় জরুরী ধাত্রী সেবা পাওয়ার হার ৮০.৯ শতাংশ
সাতক্ষীরা ও কলারোয়ায় দক্ষ ধাত্রী সেবা প্রদানকারীদের কাছে জন্মের হার ৫০ শতাংশ ধরা হয়েছিল (দক্ষ বলতে কমিউনিটিভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী, ধাত্রী সেবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাঝারি পর্যায়ের নার্স (সিনিয়র স্টাফ নার্স/পরিবার কল্যাণ স্বেচ্ছাসেবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (এমবিবিএস ডাক্তার))	প্রকল্প শেষে মূল্যায়নের সময়ে সাতক্ষীরা জেলায় দক্ষ ধাত্রী সেবা প্রদানকারীদের কাছে জন্মের অনুপাত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪.৮ শতাংশ (ভিত্তিরেখা ছিল ৩৭.৪ শতাংশ)। একইভাবে কলারোয়ায় এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮.১ শতাংশ (ভিত্তি লেখা ছিল ৪৫.৬ শতাংশ)।
যেসব হাসপাতাল টিকিউএম বাস্তবায়ন করছিল, তাদের সংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ের ৪টি থেকে সম্প্রসারিত করা হবে বলে ধরা হয়েছিল।	প্রকল্প শেষে মূল্যায়নের সময়ে বাংলাদেশে ১০৬টি হাসপাতাল ৫এস-কাইজেন-টিকিউএম কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিল।

(উৎস: এমএমপিপিআর চূড়ান্ত)

৩.২ Project for Capacity Building of Nursing Services

(১) স্বাস্থ্যখাতে মানবসম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত

বিষয়গুলোর ব্যাপারে উপলব্ধি

উপরে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সূচকগুলো জাইকাসহ দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তায় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করেছে। তবে একই সঙ্গে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে পেশাগত

মানবসম্পদের ঘাটতি সকল স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে চিকিৎসা পেশাজীবীদের এই ঘাটতি মোকাবিলায় ২০১৬ থেকে ২০২১ সময়কালে প্রায় পাঁচ বছর “Capacity Building of Nursing Services” বাস্তবায়িত হয়েছে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল নার্সিং সেবায় ব্যাচেলর ডিগ্রির শিক্ষার মান উন্নত করা। ঢাকা নার্সিং কলেজ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নার্সিং সেবায় মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রকল্প প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নে হিওগো বিশ্ববিদ্যালয়ের হিওগো প্রিফেক্টুরাল নার্সিং অ্যাসোসিয়েশন, কোবে বিশ্ববিদ্যালয়, কোবে রেডক্রস হাসপাতাল, এবং কানসাই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহায়তা পেয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, নার্সিং বিষয়ক শিক্ষক, এবং হাসপাতালের নার্সদের জাপানে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যেখানে তারা নার্সিং শিক্ষা, পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ, এবং নার্সিং প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে। এর মাধ্যমে নার্সিং সেবায় মানবসম্পদ উন্নয়নে তারা অবদান রাখে।

(২) কোবে নার্সিং কলেজের প্রেসিডেন্ট ডঃ হিরোকো মিনামির অবদান

এই প্রকল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এর নার্সিং বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিচালিত হয়েছিল হিওগো প্রিফেক্টুরাল নার্সিং অ্যাসোসিয়েশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং কানসাই এলাকার হাসপাতালগুলোর সহযোগিতার মাধ্যমে। ডক্টর হিরোকো মিনামি জাপানে শুধু নার্সের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখেননি, বরং তিনি নার্সদের মর্যাদা বৃদ্ধিতেও অবদান রেখেছেন। তিনি নার্সিং শিক্ষায় একজন নেতৃত্বান্বিত ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই প্রকল্পের শুরুতে ডক্টর মিনামি বলেছেন, “আমি আমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে ২০ বছরে এমন কিছু অর্জনে সাহায্য করতে চাই, যা জাপানের অর্জন করতে ৭০ বছর লেগেছিল।” তিনি চারবার বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন। এ প্রকল্পের প্রস্তুতির সময়েও তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং ২০১৩ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ২০১৬ সালে তিনি নার্সিং ব্যাচেলর ডিগ্রির উন্নতিকরণ এবং নার্সদের মর্যাদা বৃদ্ধির সরাসরি প্রস্তাব দেন।

নার্সিং সেবায় মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে তার অবদানের জন্য ডক্টর হিরোকো মিনামি জাইকার প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।



ডক্টর মিনামি বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন (ছবিঃ জাইকা)



(ছবিঃ মিকা তানিমোতো/জাইকা)



(ছবি: মিকা তানিমোতো/জইকা)

৪. প্রকল্পের তালিকা

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	Technical Cooperation	Health	Family Planning	1976.03
2	Technical Cooperation	Health	Cardiovascular Diseases Control	1979.02
3	Grant Aid	Health	Project for the Strengthening of the function of the Institute of Cardiovascular Diseases	1979.08
4	Grant Aid	Health	Prpject doe Expansion of Fire Brigade Anbulance Service	1982.06
5	Grant Aid	Health	Project for Improvement of Medical Equipment of Dhaka National Medical Institute Hospital	1983.03
6	Grant Aid	Health	Construction of the General Hospital in Narayanganj	1983.10
7	Grant Aid	Health	Establishment of the Pharmaceutical Centre for Manufacturing Essential Drugs in Borgra	1984.01
8	Grant Aid	Health	Project for the Improvement of Equipment of Dhaka Dental College	1984.04
9	Grant Aid	Health	Construction of the General Hospital in Narayanganj	1984.05
10	Grant Aid	Health	Project for the Improvement of Medical Equipment for the Upazila Health Complex and the District Hospital	1985.02
11	Grant Aid	Health	Construction of the General Hospital in Narayanganj	1985.06
12	Grant Aid	Health	Improvement of Medical Equipment for the Institute of Cardiovascular Diseases	1986.09
13	Grant Aid	Health	Improvement of Medical Equipment for Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation Diabetes, Endocrine and Disorders and the Related Facilities of the National Tuberculosis and Leprosy Control Programme	1988.05
14	Technical Cooperation	Health	Pilot Project on Control of Rheumatic Fever & Rheumatic Heart Diseases	1988.11
15	Equipment Provision	Health	Medical equipment	1990.04
16	Grant Aid	Health	The Project for the Eradication of Poliomyelitis	1995.11
17	Grant Aid	Health	The Project for the Eradication of Poliomyelitis	1996.09
18	Grant Aid	Health	The Project for the Eradication of Poliomyelitis (Phase 2)	1997.08
19	Grant Aid	Health	The Project for Improvement of Maternal and Child Health Training Institute	1998.05
20	Grant Aid	Health	The Project for Improvement of Maternal and Child Health Training Institute	1998.05
21	Grant Aid	Health	The Project for Improvement of Maternal and Child Health Training Institute	1998.05
22	Grant Aid	Health	The Expanded Programme on Immunization Plan for Neonatal Tetanus Elimination and Control of Measles	1998.11
23	Technical Cooperation	Health	Human Resources Development in Reproductive Health	1999.09
24	Grant Aid	Health	The Expanded Programme on Immunization Plan for Neonatal Tetanus Elimination and Control of Measles	2000.03
25	Grant Aid	Health	The Project for Support to Strengthening of Emergency Obstetric Care Service	2002.04
26	Grant Aid	Health	The Project for Support to Strengthening of Emergency Obstetric Care Service	2003.06
27	Technical Cooperation	Health	Safe Motherhood Promotion Project	2006.07
28	Technical Cooperation	Health	Health and HRD Advisor	2010.01

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
29	Technical Cooperation	Health	Project for Research and Development of Prevention and Diagnosis for Neglected Tropical Diseases, especially Kala-Azar	2011.06
30	Technical Cooperation	Health	Safe Motherhood Promotion Project(Phase 2)	2011.07
31	Technical Cooperation	Health	Health Advisor	2012.01
32	ODA Loan	Health	Maternal, Neonatal and Child Health Improvement Project (Phase 1) (Health, Population and Nutrition Sector Development Program)	2012.01
33	ODA Loan	Health	Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) and Health System Improvement Project	2015.12
34	Technical Cooperation	Health	Project for Capacity Building of Nursing Services	2016.01
35	Technical Cooperation	Health	Project for Strengthening Health Systems through Organizing Communities	2017.07
36	ODA Loan	Health	Health Services Strengthening Project	2018.06
37	ODA Loan	Health	COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan	2020.08

৩.৩ শিক্ষা



১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১) প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। ১৯৯০ সালে আইনত বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এর মাধ্যমে ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। তখন থেকে জাইকাসহ সাতাশটি দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষায় সুযোগের ক্ষেত্রে নাটকীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক



একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)

শিক্ষায় সর্বমোট ভর্তির হার ছিল ৬০.৫ শতাংশ, যা ২০০২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬.৭ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

১.১ ২০০০-এর আগে: শিক্ষাবিষয়ক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং খাতব্যাপী পদ্ধতি

(১) অনুদান সাহায্যের মাধ্যমে শিক্ষাবিষয়ক অবকাঠামো উন্নয়ন

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে শিক্ষাখাতে জাইকার সহায়তা ছিল মূলত শিক্ষা বিষয়ক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনুদান সাহায্য। ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে কৃষিসংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিষয়ক অবকাঠামো

নির্মাণে সহায়তা করা হয়। এসময় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় যেমন “Project for the Expansion of the Bangladesh Agricultural Institute“ (1978), “The Establishment of Bangladesh College of Agricultural Sciences” (1981), এবং “Construction of the Agriculture Training Centre for Women” (1986)। এর পাশাপাশি “Project for the Completion of Educational Broadcasting Facilities” (1978), “Project for the Improvement of Scientific Educational Equipment for Universities” (1989), এবং “The Project for the Development of Library and Physical Infrastructures for the Institute of Postgraduate Studies in Agriculture” (1990) প্রকল্পগুলোও বাস্তবায়ন করা হয়।

২) সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে একটি সমন্বয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা

১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত বহু উন্নয়ন সহযোগী আলাদা প্রকল্পভিত্তিক সহায়তা প্রদান করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এবং এর উন্নয়ন সহযোগীরা তখন “খাতব্যাপী পদ্ধতি” গ্রহণ করতে সম্মত হয়। এটি এমন এক ধরনের সহায়তা যেখানে উন্নয়ন সহযোগী এবং সরকার একই রকম নীতি প্রণয়ন করে এবং উন্নয়ন তহবিল জোগাড় করে, যা অনেক বেশি দক্ষ এবং কার্যকর সহায়তা।



বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন (পিইডিপি)(১৯৯৮-২০০৩) করছে। এটি প্রাথমিক শিক্ষার একটি উপখাত কর্মসূচি। এরপর রয়েছে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি২) (২০০৪-২০০৯), তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৩) (২০১১-২০১৬) এবং এখন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) (২০১৮-২০২৩)।

১.২ ২০০০-এর দশকের পর: প্রাথমিক শিক্ষায় সুনির্দিষ্ট সহায়তা

(১) প্রাথমিক শিক্ষায় বিজ্ঞান ও গণিতের পাঠক্রম পরিমার্জনে সহায়তা:

২০০৪ সাল থেকে জাপান মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। এই সহযোগিতা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কারিগরি সহযোগিতা যেমন “Strengthening Primary Teacher Training on Science and Mathematics (2004-2010)” এবং “Strengthening the Capacity of Teacher Training in PTIs to Improve Classroom Teaching” (2010-2017), এবং এর পাশাপাশি বেশ কিছু অনুদান সাহায্য যেমন “Grant Aid for Poverty Reduction Strategies” প্রদান করা হয়েছে। এসব সহায়তা পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার মান উন্নত করতে কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার গণিত এবং বিজ্ঞানের পাঠক্রম এবং পাঠ্য বই পরিমার্জনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে



জাইকার কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি করা শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা উপকরণের প্যাকেজ (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)

শিক্ষার মান উন্নত করতে কাজ করছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য রেফারেন্স বই তৈরি করছে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ উন্নত করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়িত পিইডিপির কাঠামো কাজে লাগিয়ে জাপান পিইডিপিতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দেশব্যাপী কারিগরি সহযোগিতা ফলাফল ছড়িয়ে দিচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করছে। তাছাড়াও, জাপান কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প এবং পিইডিপির মধ্যে সংযোগ শক্তিশালী করেছে এবং অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নীতি সুপারিশ তৈরি করেছে।

(২) শিক্ষা প্যাকেজের উন্নয়ন এবং দেশব্যাপী তা প্রয়োগ:

“Strengthening Primary Teacher Training on Science and Mathematics” (2004-2010) নামের কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প “Improving Quality in Schools and Classrooms” প্রকল্প নামে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিকে সহায়তা করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ১) শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাদান প্যাকেজ তৈরি, ২) শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষণ উন্নত করা, এবং ৩) শিশুদের মধ্যে শিক্ষণ উন্নত করা।

মূল সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মিলে আমরা গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য একটি রেফারেন্স বই তৈরি করেছি, যেখানে অনুসন্ধানভিত্তিক এবং সমস্যার সমাধান পাঠদান অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এই শিক্ষা প্যাকেজ তৈরি করেছিল। বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ তহবিল কাজে লাগিয়ে দেশব্যাপী এই শিক্ষা প্যাকেজ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিতরণ করেছিল।

এছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পাঠানো হয়েছিল যেন তারা দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় করতে পারে এবং নীতি সুপারিশ প্রদান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে আমরা জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের (JOCV) (বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষক) প্রেরণ করেছি যেন তারা কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের সঙ্গে কাজ করতে পারে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপকভাবে মৌলিক শিক্ষার মান উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

(৩) জাপানি উদ্ভূত পাঠদান বা “লেসন স্টাডি”

মন্ত্রণালয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই আন্তর্জাতিক সহায়তার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার জাপানের কাছে আরও বেশি কারিগরি সহযোগিতার অনুরোধ জানায়। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাপান “Strengthening the Capacity of Teacher Training in PTIs to Improve Classroom Teaching” (2010-2016) প্রকল্প শুরু করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল “শিক্ষার মানোন্নয়নে অবদান রাখা যা বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। এই কাজটি করা হয়েছিল পূর্ববর্তী ধাপে তৈরি করা শিক্ষা প্যাকেজের ভিত্তিতে দেশব্যাপী অনুসন্ধানভিত্তিক এবং সমস্যার সমাধানভিত্তিক পাঠদান প্রতিষ্ঠা করে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে।

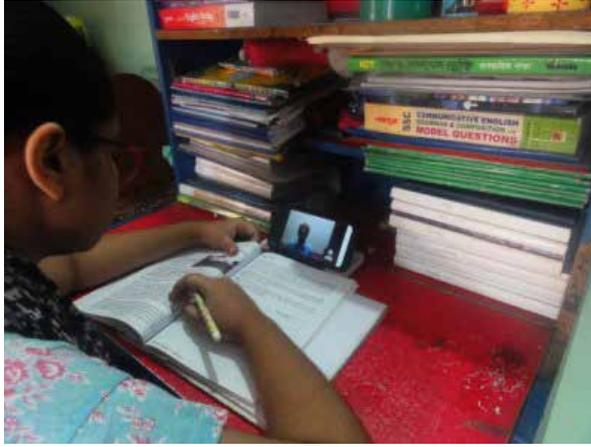
এ ক্ষেত্রে মূল কার্যক্রমগুলো ছিল: (১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও গণিত পাঠক্রম, পাঠ্যবই এবং নির্দেশনামূলক বিষয়বস্তুগত পুরিমার্জন এবং পরিবর্ধন; (২) বিজ্ঞান এবং গণিত পাঠদান উন্নত করা; এবং (৩) নতুন পাঠদান পদ্ধতি বাস্তবায়নে যারা যুক্ত, তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “পাঠদান” এবং গণমাধ্যম কৌশল প্রচলন।

(৪) করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসেবে দূরবর্তী শিক্ষণ সহায়তা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার “সবার জন্য শিক্ষা” অর্জনে বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা নেয়ার ফলে শিক্ষার গুণগত



করোনা মহামারিকালে অনলাইন ক্লাস: জাইকার কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযোজিত একটি টেলিভিশন ক্লাসের দৃশ্য (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)



করোনা মহামারিকালে অনলাইন ক্লাস: একজন শিক্ষার্থী তার স্মার্টফোনের মাধ্যমে ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)

দিকে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮ শতাংশ হয়েছে।

অন্যদিকে শিক্ষার মান এখনো একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে গিয়েছে কারণ এখনও অনেক শিশু তাদের শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার গুণগত মান অর্জন করতে পারে না। এসব সমস্যা সমাধানে “JICA Support Program 3 for Strengthening Mathematics and Science in Primary Education Project”(2019-2023) শুরু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও গণিত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং নির্দেশনামূলক বিষয়বস্তুগুলো পরিমার্জন, শিক্ষক শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং বিষয়বস্তু পরিমার্জন, এবং চাকরির শিক্ষকদের অব্যাহত পেশাগত উন্নতির পদ্ধতি তৈরিতে সহায়তা করা হবে। করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় জাইকা ডিজিটাল পাঠদান বিষয়বস্তু প্রণয়নে সহায়তা করছে। এসব বিষয়বস্তু শুধু মুদ্রিত আকারে নয় বরং অনলাইন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

এছাড়াও করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় করোনাভাইরাসে সাড়াপ্রদান এবং পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা (মে ২০২০) প্রণয়ন করেছে এবং সেই পরিকল্পনার তালিকায় থাকা কর্মকাণ্ডগুলোর জন্য দাতাগোষ্ঠীর সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছে।

অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত গণিত বিষয়ের ওপর ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে যা বর্তমানে জাতীয় টেলিভিশন স্টেশনগুলোতে (সংসদ টিভি, বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি উপ-চ্যানেল) সম্প্রচারিত হয়। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে।

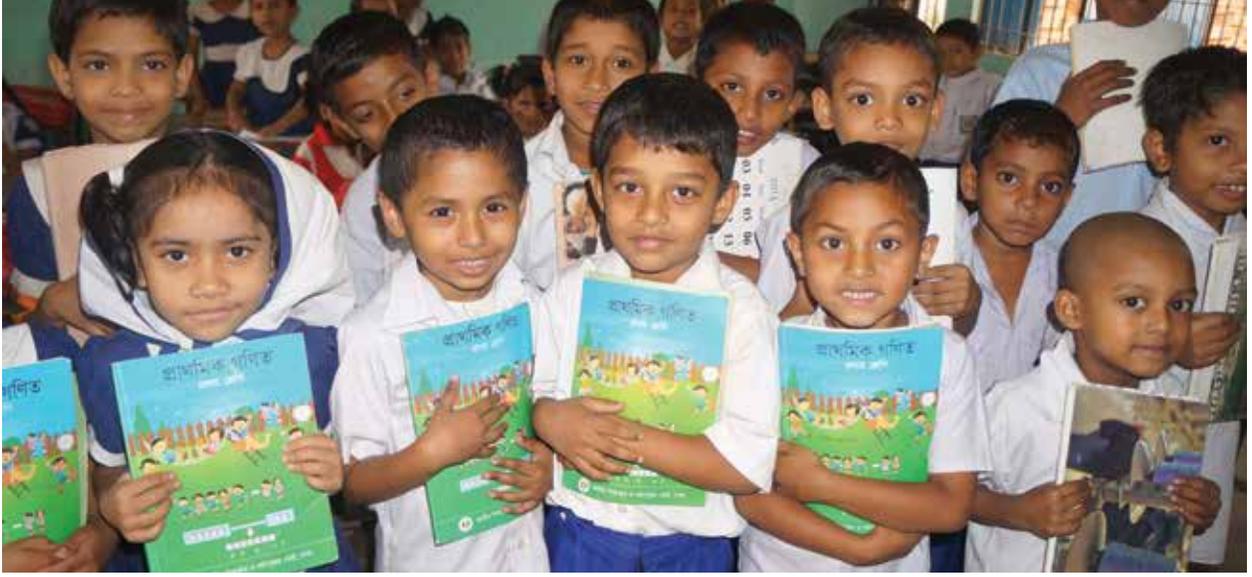
১.৩ সাম্প্রতিক সহায়তা: কারিগরি শিক্ষা

(১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে বেসরকারি সংগঠনগুলোর সঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সহযোগিতা বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে জাপানের সহযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু হলো প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু ২০১৯ সালে জাপান “Project for Improvement of Technical Education for Industrial Human Resources Development” (2019-2024) নামে একটি প্রকল্প আরম্ভ করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এবং পরীক্ষামূলক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোতে তড়িৎকৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং কম্পিউটার বিষয়গুলোর পাঠদান উন্নত করা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করা। এর মাধ্যমে এই প্রকল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে প্রকৌশল খাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন শুরু করেছে।

বেসরকারি খাতে এনজিওগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নত করতে একটি প্রকল্পের জন্য কুমোন নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতিমূলক জরিপ পরিচালনা করেছে। এই প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে জাপান-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক বিনিময় সংগঠন নামের তৃণমূলের



একটি ব্র্যাক কুমোন পাইলট বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের দৃশ্য (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)



জাইকার কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে পরিমার্জিত পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)

একটি সংগঠনের সঙ্গেও এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে। এর মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবারের একটি টেকসই মডেল তৈরিতে সহায়তা করেছে।

২. অর্জন

(১) প্রাথমিক শিক্ষা

- ১) জাইকার কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা: ৭০,০০০।
- ২) পরিমার্জিত পাঠ্যবই বিতরণ করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: ৬০,০০০। এর ফলে উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ৩৯ মিলিয়ন।
- ৩) টিভি নাটক ব্যবহার করে লেসন স্টাডির প্রচলন
- ৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই বা পাঠ্যক্রম পরিমার্জনে বিদেশিদের যুক্ত হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।
- ৫) দেশব্যাপী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রায় ৪,০০০ বিদ্যালয়ে) লেসন স্টাডি প্রদর্শন করে ব্যানার (তিন সেট) বিতরণ।

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প

৩.১ Technical Assistance Project for Math and Science of Primary Education (পাঠদানের দেশব্যাপী উন্নয়ন)

(১) পাঠদানের প্রচলন এবং এর উদ্ভাবনী দক্ষতা বিজ্ঞান এবং গণিত শিক্ষা বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের শুরুতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ উন্নত করায় মনোযোগ দিয়েছিল, যার মধ্যে পাঠদান প্যাকেজের উন্নয়নের পাশাপাশি একই সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সক্ষমতা জোরদারকরণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সমুন্নত করা হয়েছে এমন একটি কর্মকাণ্ড হলো পাঠদান (লেসন স্টাডি) পদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়া। লেসন স্টাডি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে শিক্ষকরা তাদের

অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে একে অপরের পাঠদানের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ, আলোচনা এবং খতিয়ে দেখে। এরপর তারা নিজেদের মতো করে উন্নতিসাধন করে। বলা হয়ে থাকে যে লেসন স্টাডির উৎপত্তি ঘটেছে জাপানে। এই পদ্ধতি মেইজি আমল (১৮৬৮-১৯১২) থেকে জাপানের শিক্ষাগত অনুশীলনের অংশ, যা শিক্ষকদের নিজেদের উন্নতির একটি পদ্ধতি হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশে পরিমাণবাচক দিক থেকে উন্নতি দেখা হয় যেমন স্কুলে ভর্তির হার। কিন্তু ভর্তির পর পড়াশোনা সম্পন্ন করার হারের মতো গুণবাচক দিকগুলোতে উন্নতির ধারা দেখা যায় না। সেজন্য শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণিকক্ষের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষের গবেষণা প্রচলন করা হয়েছে। তবে স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের চিন্তাভাবনা বদল করাটা বেশ কঠিন। সেজন্য শুধু শিক্ষকই নয়, বরং এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিদের মানসিকতা পাল্টানোর জন্য এবং শ্রেণিকক্ষের উন্নতির প্রক্রিয়া, এবং এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নতির প্রক্রিয়া, এবং বিদ্যালয় সংস্কৃতি প্রতিপালনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্পে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত টেলিভিশন মিডিয়াকে



লেসন স্টাডি প্রয়োগ করার পর শ্রেণিকক্ষের দৃশ্য: শ্রেণিকক্ষের গবেষণার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)



“রূপান্তর কথা” নাটকের একটি দৃশ্য (নাটকের সম্বলক হিসেবে অভিনেতা আলী যাকের ভূমিকা পালন করেছে (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)



“রূপান্তর কথা” নাটকের একটি দৃশ্য (যেখানে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাইরেও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পেয়েছে) (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)



লেসন স্টাডি অনুশীলন: শ্রেণিকক্ষের বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষকরা আলোচনা করছেন (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)

ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ভিত্তিক নাটক “রূপান্তর কথা” তৈরি করা হয়েছে যেখানে মূল চরিত্রটি একজন শিক্ষকের, যিনি শ্রেণিকক্ষের উন্নতির লক্ষ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এই নাটকের ৫টি সিরিজ তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে এক এবং দুই নম্বর সিরিজ দেশব্যাপী সম্প্রচারিত হয়েছে।



লেসন স্টাডি অনুশীলন: সামনের মাঠে একজন শিক্ষক তাঁর সহকর্মীদের শেখাচ্ছেন, যা পরবর্তীতে তার নিজের শিক্ষাদান পদ্ধতির ওপর প্রতিফলন ঘটানোর জন্য রেকর্ড করা হচ্ছে (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)

(২) দেশব্যাপী প্রয়োগ

এর ফলে লেসন স্টাডি প্রকল্প পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলোতে প্রচলন করা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রচেষ্টায় এই পদ্ধতি দ্রুতই দেশব্যাপী শ্রেণিকক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এটি ছড়িয়ে পড়ে যখন চাকরিরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে এই পদ্ধতি যুক্ত করা হয়েছিল। তৃণমূল পর্যায়ে ইতিমধ্যেই এসব কর্মকাণ্ড প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের শেষে (দ্বিতীয় ধাপ), শিক্ষকরা নিজেরাই লেসন স্টাডির মাধ্যমে তাদের উন্নতির জায়গা খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের আচরণগত পরিবর্তন যে হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল কারণ তারা নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে একে অপরের সহায়তা চেয়েছেন।

ফলশ্রুতিতে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলোর আশপাশে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও লেসন স্টাডি ছড়িয়ে পড়ে। আনুভূমিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের (JOCV) (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক) উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদেরকে বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের পরামর্শে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী মিলে একটি



লেসন স্টাডি অনুশীলন: শিক্ষার্থীদের একটি মক লেসন দেয়া হচ্ছে (ছবিঃ PADECO Co., Ltd)

ক্যারাভান জোগাড় করে লেসন স্টাডি দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয় এবং এর কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করে। এসব কর্মকাণ্ডের ফলে লেসন স্টাডি সঞ্জহ প্রতীষ্ঠা পায়। এটি একটি বার্ষিক কর্মসূচি যা সহযোগিতা দলের সদস্যরা আয়োজন করে থাকে।

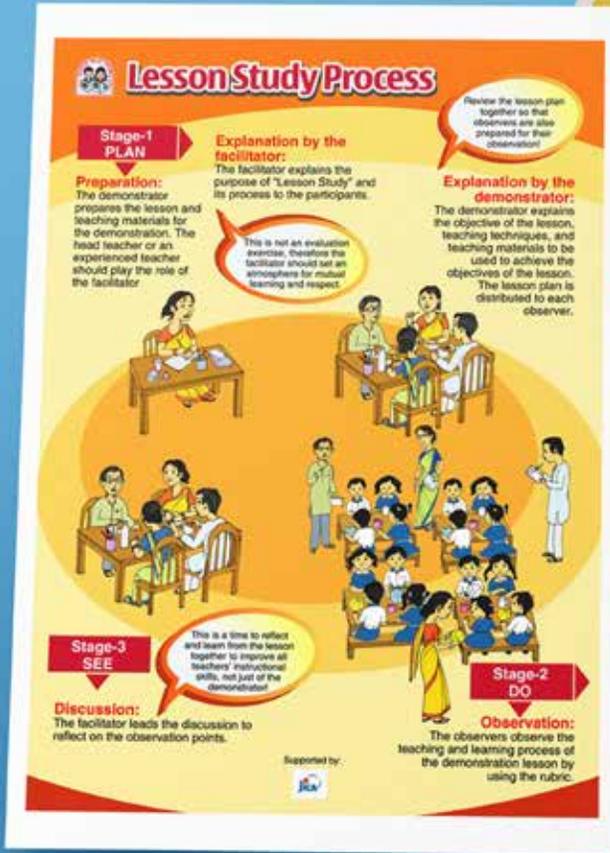
(৩) লেসন স্টাডির বিস্তার

রাজশাহী এলাকায় কাজ করা সহযোগিতা দলের সদস্যরা আশপাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরিচালিত লেসন স্টাডি কর্মকাণ্ডের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে। তারা ইংরেজিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে এবং ২০১৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব লেসন স্টাডিজ সম্মেলনে তা উপস্থাপন করার সুযোগ পায়। এরপর ২০১৬ সালে এ সম্মেলন আবারও যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রকল্পের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। তারা বাংলাদেশে লেসন স্টাডি ছড়িয়ে দেওয়া থেকে যে ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, তা সারা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে।

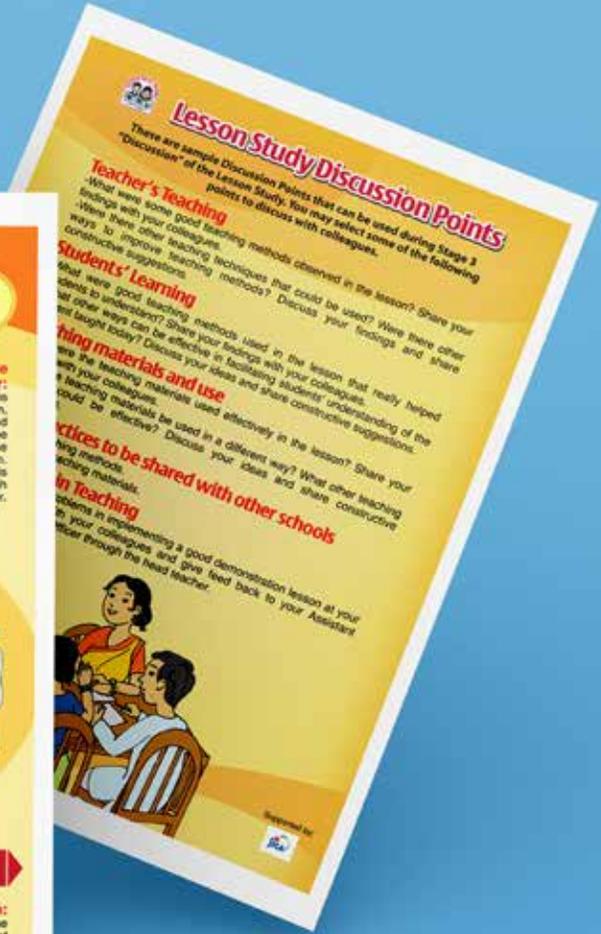
শ্রেণিকক্ষের গবেষণার সচেতনতা পরিমাপের জন্য পরিচালিত অবস্থা নিশ্চিতকরণ জরিপ অনুসারে, মাত্র ১ শতাংশ বিদ্যালয় উত্তর দিয়েছিল

যে তারা শ্রেণিকক্ষের গবেষণা সম্পর্কে জানে। তবে শ্রেণিকক্ষের গবেষণা দেশব্যাপী বাস্তবায়নের এক বছর পর একই রকম জরিপ আবারও পরিচালনা করা হয়েছিল। তখন ৭০ শতাংশ বিদ্যালয় উত্তর দিয়েছিল যে তারা শ্রেণিকক্ষের গবেষণা সম্পর্কে জানে এবং ৫৫ শতাংশ উত্তর দিয়েছিল যে তারা শ্রেণিকক্ষের গবেষণা পরিচালনা করেছে। এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের শ্রেণিকক্ষবিষয়ক গবেষণা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়তা হয়েছিল।

Awareness-raising poster on class research (explaining the implementation of the PDCA cycle)



(উৎস: জাইকা)



Awareness-raising poster on class research (explanation of the discussion points of class research)



(ছবিঃ মিকা তানিমোতো/জাইকা)



(ছবিঃ মিকা তানিমোতো/জাইকা)

৪. প্রকল্পের তালিকা

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	Grant Aid	Education	Project for the completion of educational broadcasting facilities	1978.09
2	Grant Aid	Education/ Agriculture and Rural Development	Project for the expansion of the Bangladesh Agricultural Institute	1978.09
3	Grant Aid	Education/ Agriculture and Rural Development	The Establishment of Bangladesh College of Agricultural Sciences	1981.06
4	Technical Cooperation	Education/ Agriculture and Rural Development	Institute of Postgraduate Studies in Agriculture Project	1985.07
5	Grant Aid	Education	Construction of the Agriculture Training Centre for Women	1986.04
6	Grant Aid	Education	Project for the Improvement of Scientific Educational Equipment for Universities	1989.08
7	Technical Cooperation	Education/ Agriculture and Rural Development	Institute of Postgraduate Studies in Agriculture Project Phase II	1990.07
8	Grant Aid	Education/ Agriculture and Rural Development	The Project for the Development of Library and Physical Infrastructures for the Institute of Postgraduate Studies in Agriculture	1990.12
9	Equipment Provision	Education	Equipment for technical training	1993.04
10	Technical Cooperation	Education	Employment Promotion	1994.04
11	Technical Cooperation	Education	Vocational Training	1996.04
12	Technical Cooperation	Education	Primary Education Advisor	1999.12
13	Technical Cooperation	Education	IDEAL Project	2000.02
14	Technical Cooperation	Education	Development of an NFE/Non-Formal Education Academy	2001.03
15	Technical Cooperation	Education	Development of an NFE/Non-Formal Education Academy	2001.03
16	Technical Cooperation	Education	Primary Education Advisor	2002.12
17	Technical Cooperation	Education	Primary Education Advisor	2004.08
18	Technical Cooperation	Education	Strengthening Primary Teacher Training on Science and Mathematics	2004.10
19	Technical Cooperation	Education	Primary Education Advisor	2009.01
20	Technical Cooperation	Education	Strengthening the capacity of teacher training in PTIs to improve classroom teaching	2010.11
21	Grant Aid	Education	The Poverty Reduction Efforts	2011.09
22	Technical Cooperation	Education	Primary Education Advisor	2012.01
23	Grant Aid	Education	the poverty reduction efforts	2012.12
24	Technical Cooperation	Education	Primary Education Advisor	2013.01
25	Technical Cooperation	Education/Others	Project for Capacity Building on Human Development Television (HDTV) Programmes	2015.03

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
26	Grant Aid	Education	The Third Primary Education Development Programme	2016.02
27	Grant Aid	Education	the Third Primary Education Development Programme	2016.02 /2017.02
28	Technical Cooperation	Education	Primary Education Advisor	2017.10
29	Grant Aid	Education	The Fourth Primary Education Development Programme	2018.12
30	Technical Cooperation	Education	Project for Improvement of Technical Education for Industrial Human Resources Development	2019.03
31	Technical Cooperation	Education	JICA Support Program 3 for Strengthening Mathematics and Science in Primary Education Project	2019.04
32	Grant Aid	Education	The Fourth Primary Education Development Programme	2020.08
33	Technical Cooperation	Education	Education Advisor	2021.05

৩.৪ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন



১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে উন্নয়ন সহযোগিতা শুরু হয়েছিল। শুরু থেকেই বিশেষজ্ঞ এবং জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীরা (JOCVs) কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ধান চাষে জাপানের উন্নত প্রযুক্তি আগে থেকেই ছিল। এর পাশাপাশি নতুন জাতের সবজি প্রচলন ঘটানো এবং নতুন জাত আবিষ্কার, এবং গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সংরক্ষণ সক্ষমতায় উন্নতিসাধনের ফলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাপক অবদান রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সহায়তা প্রদান, যার মধ্যে বড় আকারের সেচ এবং নিষ্কাশন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেচের জন্য পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। এটি করা হয়েছিল ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারে উৎসাহিত করা। গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি প্রযুক্তি সহায়তার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীরা স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে কাজ করেছে। ১৯৮০-এর দশকে পদক্ষেপমূলক গবেষণা হিসেবে “লিংক মডেল” চালু হয়েছিল। কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে এই মডেল আরও উন্নত হয়েছে। এই মডেল গ্রামীণ সরকারি সংস্থাগুলোকে গ্রামের সামাজিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করার মাধ্যমে প্রশাসনিক সেবার উন্নতিসাধনে অবদান রেখেছে। পানি সরবরাহের বিষয়টি গ্রামীণ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই মডেলের মাধ্যমে নিরাপদ পানির সংস্থানের ক্ষেত্রে অবদান রাখা হয়েছে। পানি সরবরাহের পরিষেবার সক্ষমতা উন্নত করতে কূপ স্থাপনের মতো অবকাঠামোগত সহায়তা থেকে শুরু করে অব্যাহত সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে এই মডেল অবদান রেখেছে।

১.১ কৃষি উন্নয়ন

(১) কৃষি সম্প্রসারণ সেবা

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে মূল বিষয় ছিল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এমনকি স্বাধীনতার আগেও এটি ছিল অন্যতম একটি বড় বিষয়। সেজন্য ১৯৫৬ সালে কলম্বো পরিকল্পনার আওতায় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যথাক্রমে চার জন তরুণ বিশেষজ্ঞকে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৬০ সালে ঢাকার তেজগাঁও কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা পরবর্তীতে Farm Mechanization Training Center (FMTC) হয়ে ওঠে।

সেই বছরের পর থেকে কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত পাকিস্তানের গ্রামীণ উন্নয়ন একাডেমিতে (পরবর্তীতে যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) হয়েছে) কৃষি বিশেষজ্ঞদের পাঠানো শুরু হয়। এখানে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মোট ৩০ জন বিশেষজ্ঞ স্থানীয় কৃষকদের সরাসরি কারিগরি নির্দেশনা প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে এই বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত ধারায় ধান চাষের পদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়ায় অবদান রেখেছে। এছাড়াও ‘তৌচিগুরুমা’ নামক নিড়ানি ও চাষের যন্ত্রপাতি এবং পায়ে ধান মাড়াইয়ের যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে দিতে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে, মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭৪ সালে বন্যার কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকট মোকাবেলায় খাদ্যসহায়তা কর্মসূচি প্রদানের পাশাপাশি জাপান তিনটি বড় খাতে বাংলাদেশকে সহায়তা করেছে: কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়ন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কাজ হল কারিগরি সম্প্রসারণ, যা মূলত এফএমটিসির সহায়তায় করা হয়। এফএমটিসিকে পূর্ব পাকিস্তানের সময় থেকেই সহায়তা করা হচ্ছে। ১৯৭৬ সালে এফএমটিসিকে কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ গবেষণা এবং উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সিইআরডিআই) হিসেবে পুনরায় গঠন করা হয়। তখন থেকেই এই ইনস্টিটিউটকে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, যার শুরু হয়েছিল কৃষি সম্প্রসারণ, হাটিকালচার, চাষাবাদ, সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং আরও বহু ধরনের কৃষি প্রযুক্তি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পাঠানোর মাধ্যমে। এর পাশাপাশি জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের (JOCVs) পাঠানো হয়েছিল। ২০১৩ সালে সিইআরডিআইকে পুনর্গঠিত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বাধীন সংগঠন হিসেবে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মীদের কাছেই নয়, বরং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষি প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া।

১) কৃষি সম্প্রসারণ সেবায় জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের অবদান

কৃষি প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৩ সালে জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রথম তিন জন সদস্যকে পাঠানো হয়েছিল। তারা সবাই কৃষি খাতে নিযুক্ত হয়েছিল। তখন থেকে ১৯৮০-এর দশকের শুরু পর্যন্ত বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবীই কৃষি, বনায়ন, মৎস্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে।

জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের অনেকেই শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। উন্নত মানের চাল এবং সবজির জাত এবং প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তারা এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। আবাদযোগ্য কৃষির পাশাপাশি জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীরা গবাদিপশু, মৎস্য এবং বনায়ন খাতেও কাজ করেছে। কৃষিসংক্রান্ত পেশার ক্ষেত্রে পাম্পের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিবিষয়ক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রেরণ করা হয়েছে। যদিও জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের কর্মকাণ্ড মূলত স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়েছিল, তবুও তাদের কাজ শুধু উন্নয়ন এবং কৃষি প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার মতো উপরে উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর সঙ্গেই যুক্ত ছিল না। বরং পরবর্তীতে যেসব স্বেচ্ছাসেবীরা এসেছে, তারাও এসব কাজ এবং অর্জনগুলোকে অব্যাহত রেখেছে। সেজন্য এটা বলা যায় যে কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তায় জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।



JOCV সদস্যরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে গল্প করছে (ছবি: জাইকা)



JOCV সদস্যরা গ্রামের একজন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছে (ছবি: জাইকা)

(২) কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন

কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ছয় বছর মেয়াদে দুই ধাপে সাইট্রাস এবং সবজি গবেষণা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এর ফলে বিশেষ করে সাইট্রাস এবং সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখা কর্মকাণ্ডে সহায়তা দেয়া হয়েছিল। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ছিল বাস্তবায়নকারী সংস্থা, এবং জাপানের দিক থেকে মানবসম্পদ প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করা হয়েছিল।

১৯৮৩ সালে যখন হার্টিকালচার গবেষণা প্রকল্প মাত্রই শেষ হয়েছিল, তখন জাপানের অনুদান সাহায্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য চাকরি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং তাদের মৌলিক শিক্ষা উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তখন স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ১৯৮৫ সালে Institute of Postgraduate Studies in Agriculture (IPSA) প্রকল্প হিসেবে সহায়তা প্রদান শুরু হয়। এই প্রকল্পের প্রথম ধাপ বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৮ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা একটি স্নাতক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান থেকে IPSA নতুন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গঠিত হয়। এই প্রকল্পের অর্জনের পরিপূরক সহায়তা হিসেবে এর মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ড আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা হয়েছিল। এই কাজটি করা হয়েছিল ইতিমধ্যে প্রদান করা যন্ত্রপাতি সংস্কার এবং হালনাগাদ করা, অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ প্রদান, এবং ১৯৯৯ সাল থেকে দুই বছরের জন্য স্বল্প মেয়াদে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে।



বিএসএমআরএইউ-এর প্রশাসনিক ভবন (ছবি: জাইকা)

(৩) কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন

১) খাদ্য মজুদ সক্ষমতা শক্তিশালী করতে সহায়তা

অন্যদিকে খাদ্যনিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়াও খাদ্যের মজুত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠে। বাংলাদেশ তখনও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেনি। দেশটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের



পানিতে চাষাবাদ বিদ্যার প্রয়োগ (ছবিঃ জাইকা)



পরীক্ষাগারে দেওয়া সরঞ্জামাদি (ছবিঃ জাইকা)

কারণে শস্য হানি এবং খাদ্যের বাজার মূল্যের কারণে চাহিদা-যোগানের ভারসাম্যে উঠানামার দিক থেকে বিপন্ন ছিল। সেই সময়েই বাংলাদেশ সরকার সরকারি খাদ্য রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রদের খাদ্য বিতরণ করেছে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে খাদ্য বিতরণ করা এবং বাজারমূল্য ঠিক রাখতে ব্যবস্থা নিয়েছিল। ফলে স্বাধীনতার পর খাদ্য



একটি খাদ্যগুদামে খড়ের মজুত



খাদ্য গুদাম নির্মাণ পরিকল্পনার (১৯৭০-এর দশকে) মাধ্যমে নির্মিত খাদ্য গুদামের বাইরের দৃশ্য (ছবিঃ জাইকা)



খাদ্য সংরক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের (২০১২) অধীনে নির্মিত খাদ্যগুদামের প্যানোরামা দৃশ্য (ছবিঃ জাইকা)



খাদ্য গুদামের দ্বিতীয় তলায় ওঠানামার সিঁড়ি (ছবিঃ জাইকা)

মজুদের সক্ষমতা শক্তিশালী করা একটি জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এসব চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে জাপান ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ সময়কালে খাদ্যগুদাম নির্মাণে সহায়তা করেছে যার মোট ধারণ ক্ষমতা হলো ১ লাখ ১৫ হাজার টন।

বিশ্বব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির মতো অন্য দাতাগোষ্ঠীগুলোও খাদ্য মজুদের সক্ষমতা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। তবে খাদ্য মজুদের সক্ষমতা আরও বেশি শক্তিশালী করার বিষয়টি আবারো সামনে আসে যখন বাংলাদেশ ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে মজুদকৃত খাদ্য নিঃশেষ হয়ে গিয়ে প্রচলিত খাদ্যসংকটে ভোগে। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, ২০১২ সালে খাদ্য মজুদ সক্ষমতা শক্তিশালী করতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল, যা ২০১৭ সালে শেষ হয়।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে চাল মজুদের সাইলো নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বাজেটের মধ্যেই সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা নিশ্চিত করতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বহুতলবিশিষ্ট গুদাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি গুদাম পরিচালনার জন্য বিদ্যুতের খরচ কমাতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত গুদামের ছাদে এবং সাইলোর স্থানে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়।

২) সেচ এবং পানি নিষ্কাশন অবকাঠামোর উন্নয়ন

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তার ক্ষেত্রে সেচ এবং পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো প্রকল্প ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যা শস্য এলাকা সম্প্রসারণে অবদান রেখেছে। যেমন নারায়ণগঞ্জ এবং নরসিংদী জেলায় বর্ষাকালে অর্ধেক জমি বন্যায় তলিয়ে যায় এবং শুকনো মৌসুমে খরার কবলে পড়ে। এই এলাকার ৪৫ হাজার হেক্টর সেচ, পানি নিষ্কাশন এবং বন্যা সুরক্ষা এলাকায় পাম্প এবং পানি নিষ্কাশন সুবিধাদিসহ পোল্ডার ব্যবস্থার একটি প্রদর্শনী ইউনিট নির্মাণ করা হয়। এটি নির্মাণ করা হয় জেলার সর্ব দক্ষিণাঞ্চলে ১ হাজার ৩০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে। “The Project for the Construction of Terminal Irrigation Facilities in Narayanganj-Narshingdi Area” (১৯৮১-৮৪)-এর আওতায় এসব নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়। এ জন্য অনুদান ছিল ৮.৪ মিলিয়ন ইয়েন।



ছোট আকারের পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ব্লুইস গেট (ছবিঃ জাইকা)

এই এলাকায়, বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করা এবং শুকনো মৌসুমে পানি ফিরিয়ে আনার কারণে অনেক কৃষক সুবিধা পেয়েছে। এর ফলে তারা শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও ১৯৮৯-৯১ সময়কালে “The Project for the Construction of the Narayanganj-Narshingdi Irrigation Facilities (৩৩.৪৩ মিলিয়ন ইয়েন অনুদান সাহায্য) বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। দেশব্যাপী ১৯৮৭ চলা বন্যার কারণে সৃষ্ট বন্যা প্রতিরক্ষা বাঁধ আংশিক বার্থ হওয়া মোকাবিলায় এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ হাজার হেক্টর এলাকাজুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে এই এলাকায় দুই এবং তিন মৌসুমী ধান চাষই শুধু নয়, বরং স্থানীয়জাত ধান চাষকে উচ্চ ফলনশীল জাতে রূপান্তর করায় অবদান রেখেছে।



ছোট আকারের পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত পানি ব্যবহারকারী সমিতির কার্যালয় (ছবিঃ জাইকা)

এর ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফসলে বৈচিত্র্য এসেছে। এর পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলের রংপুর জেলায় সেচ এবং পানি নিষ্কাশন প্রকল্পের একটি গবেষণার জন্য ১৯৬০-এর দশক থেকে তিনবার সম্ভাব্যতা যাচাই পরিচালনা করা হয়েছিল। এরপর তা কুড়িগ্রাম জেলায় পরিচালনা করা হয়।

যেসব এলাকায় বড় আকারের সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচ পরিষেবা সহজলভ্য ছিল না, সেখানে অগভীর এবং গভীর পাম্পের সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ ব্যবস্থা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় বৃষ্টি এবং ভূ-উপরিস্থ পানির সংকট রয়েছে, সেখানে বোরো ধান চাষ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উচ্চফলনশীল জাতের ধান প্রচলন ঘটে, যার মাধ্যমে ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সময়কালে ধান উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। একইসঙ্গে অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির সংকট একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে হাজির হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ছোট আকারের পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম ধাপ: ২০০৭-২০১৬; দ্বিতীয় ধাপ: ২০১৭-২০২৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা। এই সংস্থাটি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন দেখভাল করে। ভূগর্ভস্থ পানির সংকট মোকাবিলায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্ষাকালে নদীতে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্লুইসগেইট এবং পানি নিষ্কাশন স্থাপনা ব্যবহার, ভূপরিস্থ পানি ধরে রাখতে জলাধার নির্মাণ, এবং শুকনো মৌসুমে যখন পানির স্বল্পতা থাকে, তখন তা ব্যবহার করা হয়। ১৯৯৬



ছোট আকারের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত সেচ খাল (ছবিঃ জাইকা)



গ্রাম কমিটি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত সেচ খাল (ছবিঃ জাইকা)

থেকে ২০১৬ সময়কালে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে এসব সেচ এবং পানি নিষ্কাশনসংক্রান্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে। এই সময়কালে কৃষি, বনায়ন এবং মৎস্য সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যুরোর (২০০১ সাল পর্যন্ত, এর নাম ছিল ব্যুরো অব স্ট্রাকচারাল ইমপ্রুভমেন্ট) ৯ জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোয় সহায়তা করতে প্রেরণ করা হয়েছিল।

১.২ গ্রামীণ উন্নয়ন

(১) গ্রামীণ উন্নয়নের মডেল তৈরি এবং ছড়িয়ে দেওয়া

কৃষি, স্বাস্থ্য এবং গ্রামীণ অবকাঠামোর মতো অন্যান্য খাতের অংশ হিসেবে গ্রামীণ উন্নয়নও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। কিন্তু মডেল গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা (এমআরডিপি) (the Model Rural Development Plan (MRDP)) ছিল গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক সহায়তা প্রদানের প্রথম পরিকল্পনা। ১৯৮৬ সালে স্থানীয় সরকার গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয় জাপান সরকারকে অনুরোধ করে যেন এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করে। এসব সহায়তার মধ্যে আরও যা ছিল তা হল গ্রামীণ রাস্তাঘাট, বাজার, প্রাথমিক বিদ্যালয়,



পিআরডিপির একটি স্থান পরিদর্শন পরিচালনা করছেন গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ (ছবিঃ জাইকা)

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, এবং অগভীর পাম্প স্থাপন। এর পাশাপাশি অনুরোধ করা হয় যেন গ্রামীণ সমবায় সংগঠন জোরদারকরণে যেসব গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প অবদান রাখে, সেগুলো বাস্তবায়নে গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়, যেন এর মাধ্যমে জীবন-জীবিকার উন্নতি এবং দারিদ্র্য বিমোচন ঘটে।

কুমিল্লা জেলায় এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল যেখানে কুমিল্লা মডেলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কুমিল্লা মডেল ছিল বাংলাদেশের একটি গ্রামীণ উন্নয়নের মডেল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ আর্থিক বছরে মোট ২.৪৬৭ বিলিয়ন ইয়েন দেওয়া হয়েছিল অনুদান সাহায্য হিসেবে। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে কারিগরি সহযোগিতা হিসেবে জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের একটি দলকে প্রেরণ করা হয়েছিল (১৮ জন সদস্য), এবং ১৯৯৫ সালে দীর্ঘমেয়াদে একজন বিশেষজ্ঞকে প্রেরণ করা হয়েছিল (একজন সদস্য), যা ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

মডেল গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে যুগপৎভাবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সময়কালে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে যৌথ গবেষণা পরিচালিত হয়। এটি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন একাডেমির (বোর্ড) একটি যৌথ গবেষণা প্রকল্প ছিল। এরপর ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সময়কালে Joint Study Rural Development Extension (JS-RDE) নামে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ পরিচালিত হয়।



পিআরডিপির সহায়তার মাধ্যমে একজন নারী একটি বাঁশের চেয়ার তৈরি করছে (ছবিঃ জাইকা)

এসব গবেষণা এবং পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে “লিংক মডেল” তৈরি করা হয় যা গ্রামীণ প্রশাসনের সঙ্গে ঐতিহ্যগত গ্রামীণ সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সংযোগ ঘটায়। পরবর্তীতে ২০০০ থেকে ২০০৪ সময়কালে Participatory Rural Development Project (PRDP) প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে লিংক মডেল বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ২০০৫ থেকে ২০১০ সময়কালে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ধাপে কুমিল্লা, টাঙ্গাইল এবং মেহেরপুর জেলার প্রতিটি থেকে একটি করে উপজেলা বাছাই করা হয়েছিল। অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ সম্পন্ন হওয়ার পর কিছু কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড অব্যাহত রাখে এবং বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের তৃতীয় ধাপ হিসেবে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(২) গ্রামীণ পানি সরবরাহ

কৃষি, জীবন-জীবিকার উন্নতি, এবং অবকাঠামোর পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ পানির সরবরাহ গ্রামীণ এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে নলকূপ স্থাপনসহ গ্রামীণ উন্নয়নের একেবারে শুরু থেকেই গ্রামীণ এলাকায় পানি সরবরাহের বিষয়টি বিবেচনা নেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণের মাধ্যমে জাইকা এবং জাপান পানি সরবরাহ পরিষেবার উন্নতি এবং আর্সেনিক সমস্যার সমাধানে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণের সমস্যা মোকাবেলায় যখন ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ মানদণ্ডের (প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম) মাত্রা অতিক্রম হওয়ার পর আর্সেনিক আবিষ্কৃত হয়, তখন থেকেই দূষিত এলাকায় আর্সেনিক প্রশমনে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে যশোর সহ দেশের তিনটি পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলায় জাইকা Study on Ground-water Development for Northwestern Areas in People's Republic of Bangladesh (1999-2002) পরিচালনা করে। যশোরে আর্সেনিক দূষণ বিশেষভাবে গুরুতর ছিল। এই গবেষণার মাধ্যমে সেই পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা করা হয়। এরপর এশিয়ান আর্সেনিক নেটওয়ার্ক নামে একটি এনজিওর সঙ্গে মিলে জাইকা উন্নয়ন সহযোগী প্রকল্প (২০০২-২০০৪) হিসেবে যশোর জেলায় আর্সেনিক সেন্টার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে। এশিয়ান আর্সেনিক নেটওয়ার্ক জাপানে আর্সেনিক সমস্যা বিষয়ে মিয়াজাকি প্রিফেকচারে কাজ করছে। উন্নয়ন সহযোগী প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের একটি দল একটি বিকল্প পানির উৎস প্রতিষ্ঠা করে, শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। উন্নয়ন সহযোগী প্রকল্পের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে “Project for Sustainable Mitigation for Arsenic Contamination under the Integrated Local Government System” বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল “সরকারি সংস্থাগুলোর সহায়তায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে টেকসই আর্সেনিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা।”

গ্রামীণ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ২০১৫ সালে “Project for Improvement of Total Management Capacity of Department of Public Health Engineering on Rural Water Supply and Sanitation” শুরু হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি



পানির গুনাগুন পরীক্ষার কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের কক্ষ (ছবিঃ জাইকা)

সরবরাহ পরিষেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। নির্দিষ্টভাবে, ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল যেগুলোর নিম্নোক্ত ফলাফল অর্জিত হয়: সামগ্রিক কারিগরি নির্দেশিকা প্রণয়ন, তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, পানির উৎস উন্নয়ন এবং পানি সরবরাহের সুবিধা বাছাইয়ের সক্ষমতার উন্নতিসাধন, এবং পরিচালনার অবস্থা ও বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাগুলোর পানির গুণগত মানের জন্য নিরীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।



পানির গুনাগুন পরীক্ষার আঞ্চলিক পরীক্ষাগারের বাইরের দৃশ্য (ছবিঃ জাইকা)

২. অর্জন

(১) কৃষি

১) কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে মোট ৪৮৯ জন বিশেষজ্ঞকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা বাংলাদেশের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, অর্থাৎ ধানের উৎপাদন ২০২০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। এর পাশাপাশি সবজি এবং ফলের জাত ও চাষাবাদ পদ্ধতি উন্নত করতে অবদান রাখছে। কিছু কিছু সবজির জাত সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে, যেমন তাসাকি মুলা এবং কাংকং এখন সারাদেশে চাষ হয়।

২) ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্রাজুয়েট স্টাডি ইন অ্যাগ্রিকালচার (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠায় মোট ১৯২ জন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষক হিসেবে কাজ করছে।

৩) এই প্রকল্প সেচ এবং নিষ্কাশন অবকাঠামোসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করেছে। এর মাধ্যমে আবাদযোগ্য এলাকার সম্প্রসারণ এবং কৃষি উৎপাদনে স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

৪) ফসল কাটার পরে সহায়তার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প খাদ্য নিরাপত্তায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিশেষ করে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১১৬টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে গুদামের মোট সংরক্ষণ ক্ষমতা ১৪০,০০০ টনে পৌঁছেছে।

(২) গ্রামীণ উন্নয়ন

১) ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগে Rural Development Action Research শুরু করা হয়। এর মাধ্যমে লিংক মডেল তৈরি করা হয়েছিল। Participatory Rural Development Project-এর মাধ্যমে লিংক মডেল পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য দাতা সংস্থার সহায়তায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার সবকটি জেলায়, ২১৫টি উপজেলায় এবং ৬৫০টি ইউনিয়নে এই প্রকল্প সক্রিয় রয়েছে।

(৩) প্রেরণকৃত কর্মকর্তা

১) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নত করতে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে মোট ৩৬৬ জন জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের (JOCVs) প্রেরণ করা হয়েছিল।

২) জাইকার কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ১,৪২১ জন বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যারা প্রযুক্তি উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে অবদান রাখছে।

৩) মোট প্রেরণ করা বিশেষজ্ঞের সংখ্যা: ৪৮৯ জন।

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প

৩.১ কৃষি প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার সহায়তা কর্মসূচি

(১) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে সাইট্রাস এবং সবজি ফসলের ফলন

বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে জাপানের অবদানটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে। কারণ এ ক্ষেত্রে সরাসরি সহযোগিতা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় থেকে মার্চ পর্যায় জাপানের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং JOCV দলকে প্রেরণ করা। JOCV দলের প্রথম তিনজন সদস্যকে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয় স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭৩ সালে। একই বছর জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বাংলাদেশের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে, যেখানে সুপারিশ করা হয় যে মানুষের মধ্যে ভিটামিনের অভাব পূরণ করতে বাংলাদেশ সরকারের উচিত একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যা ফল এবং সবজি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করবে। ১৯৭৫ সালে “সাইট্রাসের উন্নতি এবং সবজি বীজ বহুগুণ বৃদ্ধি প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা জরিপ করার ক্ষেত্রে নির্ণয়মূলক সহায়তা এবং উন্নতিমূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা” প্রদান করতে জাপান সরকারকে অনুরোধ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে “Citrus and Vegetable Research ”(1977) প্রকল্প শুরু করা হয়।

সাইট্রাস এবং সবজি গবেষণা প্রকল্পকে মোট ছয় বছর সহায়তা করা হয়। প্রথম ধাপে তিন বছর (১৯৭৭-৮০) এবং পরবর্তী ধাপে আরও তিন বছর (১৯৮০-৮৩)। এই সময়কালে দলনেতা ছাড়াও সাইট্রাস, সবজি এবং ব্যবসায়িক সমন্বয়সাধনে বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করা হয় (নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞের মোট সংখ্যা: ১০)। এসব দীর্ঘমেয়াদি বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি দশটি খাতে আরও মোট ১০ জন স্বল্পমেয়াদী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। সাইট্রাস খাতে তিনজন, সবজি খাতে চারজন, এবং অন্যান্য সুবিধাসংক্রান্ত খাতে আরও তিনজন নিয়োগ করা হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে ১৮ জন বিশেষজ্ঞকে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে জাপানে প্রেরণ করা হয়।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল উন্নত জাত তৈরি করার মাধ্যমে সাইট্রাস এবং সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সাইট্রাস খাতে বাংলাদেশের মাটির বৈশিষ্ট্যের কারণে রোগবলাই এবং স্বল্প প্রবৃদ্ধির সমস্যা পর্যবেক্ষণ করা হয়। যদিও সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু প্রকল্প শেষে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে সবজি খাতে, বর্ষাকালে চাষাবাদের জন্য বেগুন, মুলা, তরমুজ, বাঁধাকপি, বেগুন লতা, এবং শাকের ভাল জাত তৈরি করা হয় এবং সেগুলো জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধন করা হয়।

(২) কৃষিবিষয়ক স্নাতক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং গবেষণায় সহায়তা

১৯৮৩ সালে সাইট্রাস এবং সবজি গবেষণা প্রকল্প শেষ হওয়ার পর ঢাকায় অবস্থিত কৃষি কলেজকে গাজীপুরে পুনঃস্থাপিত করা হয়, যেখানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য কৃষি গবেষণাসংক্রান্ত ইনস্টিটিউটগুলো অবস্থিত। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার গবেষণা

এবং শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতার অনুরোধ জানায়। কৃষি কলেজ তখন বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল গ্রাজুয়েট স্কুল হয়ে যায়। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাইকা শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আলোচনায় বসে এবং “Institute of Postgraduate Studies in Agriculture Project” প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এটি উল্লেখযোগ্য যে এই প্রকল্পটি জাপানের নেতৃত্বে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মতো তিনটি দেশের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

Institute of Postgraduate Studies in Agriculture প্রকল্পের মাধ্যমে তিনটি ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতাবিষয়ক পরামর্শ সেবা দেওয়া হয়: “নির্দেশকদের মাধ্যমে পরিচালিত গবেষণার গবেষণা পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন”, “নির্দেশকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা নির্দেশনা”, এবং “তরুণ গবেষক ও কারিগরিদের প্রশিক্ষণ”। এই ইনস্টিটিউটের আটটি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম রয়েছে: (১) কৃষিবিজ্ঞান, (২) শস্য বিজ্ঞান, (৩) বংশগতিবিদ্যা এবং উদ্ভিদ প্রজনন, (৪) উদ্ভিদের রোগবিদ্যা, (৫) মৃত্তিকা বিজ্ঞান, (৬) কীটবিজ্ঞান, (৭) উদ্যানপালন বিজ্ঞান, এবং (৮) কৃষি সম্প্রসারণ।

এর পাশাপাশি ইউএসএইড পাঠক্রম মূল্যায়ন এবং সামাজিক বিজ্ঞানের (কৃষি অর্থনীতি) জন্য সহায়তা প্রদান করেছে। Institute of Postgraduate Studies in Agriculture প্রকল্পের প্রথম ধাপ ছিল ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল নাগাদ পাঁচ বছর। এর দ্বিতীয় ধাপ ছিল ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সাল মেয়াদে ৬ বছর। প্রথম ধাপে ২৪ জন দীর্ঘমেয়াদি বিশেষজ্ঞ (প্রতি জন ২০৬ মাস হিসেবে) এবং ৩৪ জন স্বল্পমেয়াদি বিশেষজ্ঞ (প্রতি জন ৪০ মাস হিসেবে) প্রেরণ করা হয়েছিল এবং ১০ জন প্রশিক্ষার্থী এবং তিনজন বিদেশি শিক্ষার্থীকে নেওয়া হয়েছিল। এর পাশাপাশি গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ এবং সংস্কারের জন্য অনুদান সহায়তা দেওয়া হয়েছিল এবং গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছিল। গবেষণার স্থাপনার মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক ভবন, গ্রন্থাগার, অডিটোরিয়াম, পরীক্ষাগার, শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষার্থীদের আবাসন, ক্যাফেটেরিয়া, চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি।

(৩) স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি শক্তিশালী করা এবং গবেষণা সক্ষমতার উন্নতিসাধন

দ্বিতীয় ধাপে দীর্ঘমেয়াদি বিশেষজ্ঞ এবং স্বল্পমেয়াদি বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করা হয়েছিল। যেসব সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছিল, তার মোট মূল্য দাঁড়ায় ১১৩ মিলিয়ন ইয়েন, যা অন্যান্য কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় খুবই উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ। এর পাশাপাশি তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কক্ষে জাইকা এবং ইউএসএইড কম্পিউটার এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন করে। তাছাড়া শুধু গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই নয়, বরং কর্মকর্তা, সরঞ্জামাদি ব্যবস্থাপনা, গ্রন্থাগারের তথ্য এবং শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থাপনার জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের নীতি উন্নত করা হয়।

সাতটি বিভাগে গবেষণা ক্ষেত্র তৈরি করা হয়, যার মধ্যে ছয়টি বিভাগ এবং প্রায়োগিক উদ্ভিদবিদ্যা রয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে ২৫৬টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে সেগুলো আন্তর্জাতিক জার্নালে জমা দেওয়া হয়। এই প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চাকরিরত বেশিরভাগ শিক্ষকের সুযোগ

হয়েছিল জাপানে গিয়ে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা গ্রহণ করার। এর ফলে তাদের গবেষণার মান উন্নত হয়। এখান থেকে আভাস পাওয়া যায় যে তারা একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষায় পৌঁছেছে।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে কৃষি খাতে বিশেষ করে প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং এর স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরপরই সহায়তা দেওয়া শুরু হয়। বহু জাপানি বিশেষজ্ঞদের মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয় এবং বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো উন্নত জাতের শস্য আবিষ্কার, নতুন জাত আবিষ্কার এবং সেগুলো কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে নিবন্ধন করানো। এর ফলে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং পুষ্টির অবস্থা উন্নত হয়। এর পাশাপাশি কৃষি বিষয়ে স্নাতকোত্তর গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রকল্প প্রজনন এবং চাষাবাদ বিষয়ক প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। এর ফলে কৃষি খাতের প্রযুক্তিগত ভিত্তি শক্তিশালী হয়েছে।

৩.২ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়নের মডেল তৈরি

(১) গ্রামীণ উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিত করা থেকে গ্রামীণ উন্নয়ন মডেল পরিকল্পনা

কৃষি খাতে প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর সহায়তার পাশাপাশি বহু জাপানি বিশেষজ্ঞ এবং জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীরা কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোতে যুক্ত হয়েছিল, যা কৃষি প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া, গ্রামীণ অঞ্চলে জীবন-জীবিকার উন্নতিসাধন, এবং সাধারণভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়নে অবদান রেখেছিল। এটি অন্যতম একটি খাত যেখানে আমরা বহু বাংলাদেশিদের প্রত্যক্ষ এবং দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা প্রদান করছি। গ্রামীণ উন্নয়নের প্রধান পদ্ধতি হলো পূর্ব পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশে যে ধরনের গ্রামীণ উন্নয়ন পদ্ধতি তৈরি হয়েছে, সেগুলো চালিয়ে যাওয়া, মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সেগুলো উন্নত করা, এবং বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন পদ্ধতি তৈরি করা।

গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়তা বলা যায় শুরু হয়েছিল যখন ১৯৭৩ সালে প্রথম জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবী পাঠিয়ে কৃষি প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকের আগে প্রকল্প হিসেবে সহায়তা শুরু হয়নি। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে কুমিল্লা জেলায় দুটি প্রকল্প চালু করা হয়, যেখানে বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন মডেল গঠিত হয়েছিল। একটি হলো “Model Rural Development Project (MRDP)” যা ১৯৮৮-৮৯ সময়ে পরিকল্পিত হয় এবং ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ সময়কালে বাস্তবায়ন করা হয়। অন্য আরেকটি ছিল “Participatory Rural Development Project (PRDP)” যা কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে যৌথ গবেষণা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন সম্প্রসারণে যৌথ গবেষণার মাধ্যমে প্রস্তাব করা হয়েছিল একটি লিংক মডেল হিসেবে। এটি ২০০০ থেকে ২০০৯ সময়কালে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

Model Rural Development Project মূলত কুমিল্লা মডেলের পদ্ধতি অনুসরণ করে, যা পূর্ব পাকিস্তান আমলে তৈরি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এর ভিত্তি হলো উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি যা গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত একটি তৃণমূলের সমবায় সমিতি। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সামগ্রিকভাবে কারিগরি নির্দেশনার মাধ্যমে মৌলিক গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জীবন-জীবিকার উন্নতিসাধন করে। এই কাজগুলো সাধারণত আলাদাভাবে মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিভাগ খুলে বাস্তবায়ন করা হয় এবং দুটি প্রকল্পকে অঙ্গাঙ্গি ভাবে একত্রিত করে। এই উদ্দেশ্যে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ডে শুধু বিশেষজ্ঞদেরই নিযুক্ত করা হয়নি, বরং উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিতে সমবায় দল নিযুক্ত করা হয় যারা দুটি সহায়তা প্রকল্পের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। তবে এই সহায়তা বহুলাংশে সম্ভব হয়েছিল জাইকার অনুদান সাহায্য এবং কারিগরি সহযোগিতার কারণে; তবে এর টেকসইত্ব প্রশংসাপেক্ষ।

(২) কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়নে যৌথ গবেষণা থেকে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প

অন্যদিকে JSARD/JSRDE, যা মডেল গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প নামে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছিল, তা এই ধরনের বাহ্যিক সহায়তা বা সমবায়গুলোর ওপর নির্ভরশীল ছিল না। বরং এটি এমন একটি পদ্ধতি খুঁজছিল যা উপজেলা এবং ইউনিয়নের সঙ্গে প্রথাগত গ্রামীণ নেতৃত্বকে সংযুক্ত করবে। সাধারণত গ্রামের অনেক নেতা থাকে যারা গ্রামের সমস্যার সমাধান করতে কাজ করেন। অনেক সময় তারা গ্রামের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এসব সমস্যার সমাধান করেন এবং অনেক সময় ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সরকারের সাথে কথা বলে সমাধান করেন। এসব গ্রামীণ পদ্ধতিকে সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত করে উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সমস্যাগুলো বোঝা এবং গ্রামবাসীদের সহায়তায় দক্ষতার সঙ্গে সেবা প্রদান করা। পরবর্তীতে এর নাম দেওয়া হয় লিংক মডেল এবং অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে তা বাস্তবায়ন করা হয়। লিংক মডেলে গ্রামে একটি গ্রাম কমিটি তৈরি করা হয়, ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি তৈরি করা হয় যা গ্রামীণ প্রশাসনিক সংগঠন, এবং উপজেলায় একটি উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি তৈরি করা হয়, যার মাধ্যমে গ্রামীণ এবং উপজেলা পরিষদকে সংযুক্ত করা হয়। এ সংযোগের মাধ্যমে গ্রামের সমস্যায় উপজেলা মনোযোগী হয় এবং গ্রামে সেবা প্রদান করা হয়। ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মকর্তাদের বৈঠক এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি সমন্বয় করতে নিযুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড এই প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে প্রশংসা করে এবং এই গ্রুপের মধ্যে লিংক মডেলের একটি পরিকল্পনা সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারি বাজেটের মাধ্যমে সারাদেশে মডেলটি ছড়িয়ে দেওয়া। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড তৃতীয় ধাপের অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪ জেলায়, ৩১৫ উপজেলা এবং ২৫০ ইউনিয়নে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সফলতা এতই বেশি ছিল যে সরকার গেজেটের মাধ্যমে ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিকে আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। যদিও এর কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হচ্ছে কিন্তু ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিকে

সহায়তা দেওয়ার মতো উপজেলা উন্নয়ন কর্মকর্তার ঘাটতি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড সরকারকে অনুরোধ জানানো অব্যাহত রাখবে যেন উপজেলা উন্নয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয় এবং ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সারাদেশে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন সমুন্নত করা হয়।

তাসাকি মুলা

জনাব তাসাকিকে কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে (CERDI) প্রকল্পের সবজি খাতে দীর্ঘমেয়াদি বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। দক্ষিণ চীনের মুলার উন্নতজাত আবিষ্কার করেছিলেন জনাব তাসাকি। তার মাধ্যমে উন্নত করা মুলাকে ব্যাপকভাবে একটি উপযুক্ত মুলার জাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এই মুলাকে জাতীয় বীজ বোর্ড “তাসাকি সান মুলার” হিসেবে নিবন্ধন করেছে।



তাসাকি সান মুলার (ছবিঃ জাইকা)

নতুন জাত ছড়িয়ে দেওয়া

বাংলাদেশ গবাদিপশু গবেষণা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সহযোগিতায় জাইকা Poultry Management Technology Improvement Project (November 1997-October 2002) এবং Small-scale Poultry Technology Dissemination Project (December



উন্নত জাতের মুরগি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে (ছবিঃ জাইকা)

2006-December 2011) প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল। প্রকল্পের প্রথম ধাপের একটি ফলাফল হলো নতুন জাত উন্নতকরণে প্রযুক্তি স্থানান্তর। এর ফলে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ গবাদিপশু গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্থানীয় মুরগির জাত প্রজনন করতে সফল হয়। মুরগির এই জাতের নাম দেওয়া হয় “শুভ্র”, এবং তা ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে একই জাতের “সোনা” নামে মুরগির জাত প্রজনন করা হয় এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের ফলাফল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

মাশরুম চাষ জনপ্রিয় করা

১৯৮০ ও ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জাইকা তিনজন JOCVs এবং একজন বিশেষজ্ঞকে প্রেরণ করেছিল। তারা টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল, যা বাংলাদেশে মাশরুম চাষ এবং মাশরুম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি (ঢাকার সাভারে অবস্থিত মাশরুম কেন্দ্র বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ সেবার অধীনস্থ হার্টিকালচার অধিদপ্তরের অধীনে)। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের কাছে বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ইয়োশিতোমো তানাকা মাশরুম কেন্দ্র হস্তান্তর



১৯৮৭ সালে জনাব আব্দুর এবং জনাব কোজিমা একসঙ্গে কাজ করছেন (ছবিঃ জাইকা)

করেন। এই কেন্দ্র এখনও স্থানান্তরিত প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে মাশরুম চাষের উন্নয়নে অবদান রাখছে।



(ছবিঃ কাকু সুজুকি/জাইকা)



(ছবিঃ মিকা তানিমোতো/জাইকা)

৪. প্রকল্পের তালিকা

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Central Extension Resources Development Institute	1975.03
2	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Narayanganj-Narsingdi Irrigation Project	1977.03
3	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Expansion of the capacity for food grain storage Construction of storehouses for food grains	1977.06
4	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Citrus and Vegetable Research	1977.11
5	Grant Aid	Euducation/ Agriculture and Rural Development	Project for the expansion of the Bangladesh Agricultural Institute	1978.09
6	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Fisheries Research Project	1978.09
7	Equipment Provision	Agriculture and Rural Development	Agricultural equipment	1979.04
8	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Expansion of the capacity for food grain storage Construction of storehouses for food grains	1979.08
9	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Motorisation of country fishing boats	1980.01
10	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Expansion of the Capacity for Food Grain Strage	1980.09
11	Equipment Provision	Agriculture and Rural Development	Starch manufacturing equipment	1981.04
12	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Agricultural Machinery Imporement Project	1981.01
13	Grant Aid	Euducation/ Agriculture and Rural Development	The Establishment of Bangladesh College of Agricultural Sciences	1981.06
14	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Project for the construction of terminal irrigation facilities in Narayanganj-Narshingdi Area	1981.10
15	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Project for the construction of dormitories of the Central Extension Resource Development Institute	1982.06
16	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Project for the expansion of the capacity for food grain storage	1982.08
17	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Fish net machine supply project	1983.10
18	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Establishment of the Rice Seed and Genetic Resources Laboratory of the Bangladesh Rice Research Institute	1983.11
19	Equipment Provision	Agriculture and Rural Development	Soil fertilizer research equipment	1985.04
20	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Aid for Increased Food Production	1985.01
21	Technical Cooperation	Euducation/ Agriculture and Rural Development	Institute of Postgraduate Studies in Agriculture Project	1985.07
22	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Construction of the Foodgrain Storages	1986.02
23	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Strategy of Agricultural and Rurl Development	1986.05
24	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Increase of Food Production	1986.06
25	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Construction of the Foodgrain Storages	1986.09
26	Equipment Provision	Agriculture and Rural Development	Mushroom cultivation equipment	1987.04
27	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Increase of Food Production	1987.04
28	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Mushroom cultivation	1987.06
29	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	North Rajshahi Irrigation Project	1987.07
30	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Rehabilitation Project for the Terminal Irrigation Facilities in Narayanganj-Narshingdi Area	1988.01
31	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Soil,Agronomy And Crop Physiology	1988.04

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
32	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Increase of Food Production	1988.05
33	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Whole Rehabilitation Project for the Terminal Irrigation Facilities in Narayanganj-Narshingdi Area	1988.09
34	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development	1988.10
35	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Model Rural Development Project for Human & Daudkandi Upazila	1988.10
36	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Project for the Improvement of Plants, Processing Units and Related Facilities of Bangladeshi Fisheries Development Corporation	1988.12
37	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Project for the Construction of the Narayanganj-Narshingdi Irrigation Facilities	1989.02
38	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Project for the Construction of the Narayanganj-Narshingdi Irrigation Facilities	1989.08
39	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Kurigram Irrigation & Flood Control Project (North Unit) Port	1989.08
40	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Increase of Food Production	1989.12
41	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Project for the Construction of the Narayanganj-Narshingdi Irrigation Facilities	1990.06
42	Technical Cooperation	Education/ Agriculture and Rural Development	Institute of Postgraduate Studies in Agriculture Project Phase II	1990.07
43	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Model Rural Development Project Phase II • FCDI	1990.09
44	Grant Aid	Education/ Agriculture and Rural Development	The Project for the Development of Library and Physical Infrastructures for the Institute of Postgraduate Studies in Agriculture	1990.12
45	Equipment Provision	Agriculture and Rural Development	Rice soil fertilizer research equipment	1991.04
46	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Project for the Construction of the Narayanganj-Narshingdi Irrigation Facilities	1991.08
47	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Model Rural Development Project for Homna and Daudkandi Upazila	1991.12
48	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Kurigram Irrigation & Flood Control Project (South Unit)	1991.12
49	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Project for the Establishment of Fish Landing, Preservation and Distribution Facilities at Monoharkhali	1992.02
50	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Agricultural Economics	1992.03
51	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Project for the Supply of Irrigation and Cultivation Equipment to Cooperative Farmers of the Cyclone and Tidal Bore Affected Areas	1992.04
52	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development	1992.06
53	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Community Development	1992.06
54	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Project for the Establishment of Fish Landing, Preservation and Distribution Facilities at Monoharkhali	1992.07
55	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Model Rural Development Project for Homna and Daudkandi Upazila	1992.08
56	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development Planning	1993.01
57	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Avian Production And Animal Health	1993.04
58	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Model Rural Development Project for Homna and Daudkandi Thana	1993.07
59	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Soil, Agronomy And Crop Physiology	1993.08
60	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development	1993.11
61	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Community Development	1994.05
62	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development Experiment(Rural Development)	1994.08
63	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Agricultural Economics	1994.10
64	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Horticulture (Vegetable Cultivation)	1995.07

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
65	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	Rural Development Credit Program (Grameen Bank)	1995.10
66	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development Advisor	1996.02
67	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Infrastructure Development Engineering	1996.06
68	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Soil And Plant Nutrition	1997.05
69	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	Engineering Services For Narayanganj-Narsingdi Flood Protection And Irrigation Project	1997.07
70	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Poultry Management Techniques Improvement Project	1997.11
71	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Food Aid	1998.03
72	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development Advisor	1998.04
73	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development Techniques	1998.08
74	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development Advisor With Participation of Rural People	1999.04
75	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Water Management and Development	1999.05
76	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Agricultural Planning	1999.07
77	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	Northern Rural Infrastructure Development Project	1999.07
78	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Food Aid	2000.03
79	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Participatory Rural Development Project	2000.04
80	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Study on Groundwater Development for Northwestern Areas in People's Republic of Bangladesh	2000.05
81	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Infrastructure Development	2000.10
82	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Arsenic Contamination Advisor (Community-based Water Management)	2000.10
83	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Arsenic Contamination Advisor (Arsenic Analysis & Removal)	2000.12
84	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Study for Rural Development Focusing on Flood Proofing	2000.12
85	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	Greater Faridpur Rural Infrastructure Development Project	2001.03
86	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Women in Development	2001.04
87	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development Technical Advisor	2002.06
88	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Arsenic Mitigation Advisor to DPHE	2002.11
89	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Development Engineering Center Set-up Project	2003.01
90	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Participatory Rural Development Advisor	2003.04
91	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Arsenic Mitigation Advisor to LGD	2004.07
92	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	The Master Plan Study on Small Scale Water Resources Development for Poverty Alleviation through Effective Use of Surface Water	2004.07
93	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Arsenic Mitigation Advisor to DPHE	2004.11
94	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	Eastern Bangladesh Rural Infrastructure Development Project	2005.03
95	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Infrastructure Development Advisor	2005.06
96	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Participatory Rural Development Project (PRDP-2)	2005.06
97	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Project for Sustainable Mitigation for Arsenic Contamination under the Integrated Local Government System	2005.12
98	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Poultry Technology Development and Dissemination Project	2006.12

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
99	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Strengthening of Activities in Rural Development Engineering Center(RDEC) Project(Phase 2)	2007.09
100	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	Small Scale Water Resources Development Project	2007.12
101	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Infrastructure Development Technical Advisor	2008.06
102	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	The Food Aid Programme	2009.07
103	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	South Western Bangladesh Rural Development Project	2010.03
104	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Infrastructure Development Technical Advisor	2011.09
105	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Improvement of the Capacity of Public Food Storage in the People's Republic of Bangladesh (Detailed Design)	2012.02
106	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	Improvement of the Capacity of Public Food Storage in the People's Republic of Bangladesh	2012.06
107	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Infrastructure Development	2012.09
108	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management through Integrated Rural Development	2012.10
109	Grant Aid	Agriculture and Rural Development	the Project for Ground Water Investigation and Development of Deep Ground Water Source in Urban and Rural Areas	2013.02
110	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Infrastructure Development Advisor	2013.03
111	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	The Project for Capacity Development of Management for Sustainable Water Related Infrastructure	2013.07
112	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project	2014.06
113	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Infrastructure Development & Management Advisor	2014.09
114	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Project for Improvement of Total Management Capacity of Department of Public Health Engineering on Rural Water Supply and Sanitation	2014.12
115	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Integrated Rural Development	2016.09
116	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	Small Scale Water Resources Development Project (Phase 2)	2017.06
117	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Project for developing inclusive insurance program for sustainable poverty reduction	2019.03
118	ODA Loan	Agriculture and Rural Development	Food Value Chain Improvement Project	2020.08
119	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Fisheries Livelihood Enhancement Project in the Coastal Area of the Bay of Bengal	2021.01
120	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	The Market-oriented Agriculture Promotion Project for Smallholder Horticulture Farmers through Multi-stakeholder Partnerships	2021.02
121	Technical Cooperation	Agriculture and Rural Development	Rural Urban Development Advisor	2021.03

৩.৫ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস/জলবায়ু পরিবর্তন



১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অন্যতম বিপন্ন একটি দেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ঝড় এবং ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে দেশটি। বাংলাদেশের স্থল ভাগের প্রায় ৮০ শতাংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯ মিটারেরও কম উচ্চতায় অবস্থিত। প্রতিবছরই দেশটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার শিকার হয়। ১৯৭০ সাল থেকে গত ৩০ বছরে বাংলাদেশে ১৭১টি বড় দুর্যোগ আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়, যার ফলে ৩-৫ লাখের মতো মানুষ মারা যায় বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া ১৯৮৮ সালের বন্যা দেশের প্রায় ৭০ ভাগ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল।

১.১ ২০০০-এর দশকের আগে: ঘূর্ণিঝড়ে জরুরি সহায়তা

(১) প্রাকৃতিক দুর্যোগে জাইকার সহায়তা

১৯৭০-এর দশক থেকেই জাপান অনুদান, কারিগরি ও ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দুর্যোগ ত্রাণ ও পুনর্গঠন সহায়তা দিয়ে আসছে, যার শুরুটা হয়েছিল জরুরি ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে।

১৯৯০-এর দশকে, নগর বন্যানিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোয় জাপান সহায়তা প্রদান শুরু করে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল “Greater Dhaka Protection Project (Study in Dhaka Metropolitan Area of Bangladesh Flood Action Plan)” (1990) এবং “The project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City” (১৯৯০-১৯৯২ সালে তিন ধাপে)।

(২) ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি হ্রাস

এ খাতে প্রথম সহায়তা ছিল “Project for the Construction of Multipurpose Cyclone Shelters” (1993) প্রকল্প, যা ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়। এ ছয়টি ধাপে ২০১০ সাল পর্যন্ত ১১৭টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রায় ৬০ হাজার মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি এসব আশ্রয়কেন্দ্র ৫০,০০০ শিক্ষার্থীর জন্য পড়াশোনার পরিবেশ নিশ্চিত করেছে।

বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক গতিপথ নিরূপণ ও দৈনন্দিন আবহাওয়া পূর্বাভাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাপান ১৯৮৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫টি আবহাওয়া রাডার স্থাপন করেছে, যার মাধ্যমে কালবৈশাখী ঝড় এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও এসব আবহাওয়া রাডারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া এবং

খুচরা যন্ত্রাংশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সেগুলো সংস্কার এবং প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করেছে জাপান। আবহাওয়া ভূ-উপগ্রহের ছবি প্রাপ্তির যন্ত্রপাতি এবং যোগাযোগ লাইনগুলো উন্নত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা যারা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং সতর্কতা জারির কাজে নিযুক্ত, তাদের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় নিরীক্ষণ এবং পূর্বাভাস যথাযথভাবে প্রদান করার ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। পাশাপাশি



২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষয়ক্ষতি (ছবি: জাইকা)

মানুষকে সতর্ক করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার পদ্ধতি উন্নত হয়েছে।

১.২ ২০০০-এর দশকের পর: বন্যা এবং ভূমিকম্প সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করতে সাড়াপ্রদান

(১) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস

জাপান ২০০০ সালের পর থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা দেওয়া শুরু করে। বাংলাদেশ পদ্মা, যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) এবং মেঘনার মতো তিনটি আন্তর্জাতিক নদীর ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত। সেজন্য বাংলাদেশ বরাবরই বন্যার উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। প্রতিবছর গড়ে দেশের ২০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। এর পাশাপাশি নদীর তলদেশ এবং গতিপথ পরিবর্তন এবং নদী ভাঙ্গনের কারণে ভূমিক্ষয় হয়, যা মানুষের জীবন-জীবিকা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ওপর গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করে। এই তিনটি আন্তর্জাতিক নদীর বিভিন্ন অংশে বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীরা বিভিন্ন প্রকারের বাঁধ নির্মাণ করেছে। কিন্তু

তবুও নদীর টেকসই সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যায়নি। এছাড়া এসব অবকাঠামো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করায় বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২০০৩ সাল থেকে জাইকা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে একজন উপদেষ্টা প্রেরণ করে আসছে। এর পাশাপাশি “The Project for Capacity Development of Management for Sustainable Water Related Infrastructure” (২০১৩-২০১৬)-এর মাধ্যমে নদী তীরবর্তী বাঁধের টেকসই অবকাঠামোর নকশা করা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা জোরদার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে হাওড় এলাকা অবস্থিত, যা প্রতিবছর আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই আগাম বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে “Haor Flood Management and Livelihood Improvement



ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ভেঙে যাওয়া বাঁধ (ছবিঃ জাইকা)

Project”(2014-2023) প্রকল্প শুরু করা হয়। এর মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা পুনর্বাসন এবং নির্মাণ, এবং কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা হচ্ছে।

(২) ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাস

বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। যদিও ঢাকা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে দ্রুত নগরায়ন ঘটছে, কিন্তু ভূমিকম্পের ঝুঁকিকে মাথায় রেখে নগর পরিকল্পনা এবং ভবনের নকশা প্রণয়ন করা হয়নি। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে রানা প্লাজা নামে একটি ভবন ধসে পড়ে। এই ঘটনা থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য ভবনগুলোর নড়বড়ে অবস্থা বোঝা যায়। এর ফলে ভূমিকম্পের মতো আসন্ন দুর্যোগের ঝুঁকি আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জরুরি ভিত্তিতে এসব ঝুঁকি হ্রাসে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সেজন্য ২০১১ সাল থেকে “Project for Capacity Development on Natural Disaster-Resistant Techniques of Construction and Retrofitting for Public Buildings” শিরোনামের কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে জাইকা জনপ্রশাসন প্রকৌশলীদের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে। বর্তমানে প্রায় ১ হাজার সরকারি এবং বেসরকারি খাতের প্রকৌশলীরা ভূমিকম্পের ঝুঁকি মূল্যায়ন, এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংযোজনের নকশা, ভূমিকম্পরোধী স্থাপনা নির্মাণ, এবং ভবনগুলো



ঢাকা শহর: বহু ভবন ভূমিকম্প প্রতিরোধের মানদণ্ড পূরণ করে না (ছবিঃ জাইকা)

তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম। গণপূর্ত বিভাগের সঙ্গে জাপান যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে এসব সহায়তা প্রদান করছে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনগুলোতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি এসব সহায়তার মাধ্যমে পোশাক কারখানার মতো অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করার ওপরও মনোযোগ দেওয়া হয়।

১.৩ সাম্প্রতিক সহায়তা: ওডিএ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পরিকল্পনা ও নির্দেশনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে সম্প্রতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে খাতভিত্তিক সমন্বয়সাধন উপদেষ্টা প্রেরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এই মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হচ্ছে। পাশাপাশি “Disaster Risk Management Enhancement Project”(2016) শিরোনামের ওডিএ ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর



একজন জাপানি বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে কারিগরি নির্দেশনা গ্রহণ করা হচ্ছে (ছবিঃ জাইকা)

মধ্যে সমন্বয়সাধন পদ্ধতি উন্নত করতে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই সহযোগিতার উদ্দেশ্য হলো সামগ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এটি করা হবে (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আগে যেসব অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলো সংস্কার এবং পুনর্নির্মাণ, (খ) প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রদান ও দুর্যোগের পর দ্রুত ত্রাণ সরবরাহ, এবং (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোন দুর্যোগ ঘটলে দ্রুত পূর্বসন এবং পুনর্নির্মাণ করে অগ্রিম প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে।

২. অর্জন

(১) ঘূর্ণিঝড়ে সাড়াপ্রদান

১) বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় ১১৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। শুরু দিকে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ৩০ বছর আগে নির্মাণ করা হলেও এখনও ভালোভাবেই চলছে। স্বাভাবিক সময়ে এসব আশ্রয়কেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নির্বাচনসংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হয়।

২) সারাদেশে পাঁচটি আবহাওয়া রাডার স্থাপন করা হয়েছে যেন কালবৈশাখী ঝড় এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া যায়। যেহেতু সবগুলো রাডারই জাপানে তৈরি, তাই এগুলোর একক যোগাযোগ মানদণ্ড রয়েছে। এর ফলে এগুলো অদলবদল করেও ব্যবহার করা যায়।

৩) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর কর্মকর্তাদের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণসংক্রান্ত যন্ত্রপাতিগুলো উন্নত করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর অনেক বেশি যথার্থ আবহাওয়াসংক্রান্ত তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করতে পারে। এর ফলে দুর্যোগের সময় আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং সতর্কতা জারি করা সম্ভব হচ্ছে। এ প্রকল্পের কারণে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রতি জনগণের আস্থা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) বন্যায় সাড়াপ্রদান

আকস্মিক বন্যা এবং অন্যান্য বন্যার ঝুঁকি প্রশমনের জন্য ২৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

টেকসই অবকাঠামোর নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ, এবং তত্ত্বাবধায়নের জন্য ম্যানুয়াল এবং দিকনির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে।

(৩) ভূমিকম্প সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে সাড়াপ্রদান

১) নকশা প্রণয়নের একটি ম্যানুয়াল, নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধায়নে ম্যানুয়াল, এবং প্রথম ভূমিকম্পসংক্রান্ত মূল্যায়ন, ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাসে ভবনে প্রয়োজনীয় সংযোজন, এবং ভূমিকম্প রোধে ব্যবস্থার দিকনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে সহায়তা করা হয়েছে।

২) প্রথমবারের মতো ভূমিকম্প প্রতিরোধে ভবনে প্রয়োজনীয় সংযোজন করা হয়েছে।

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকল্প

৩.১ রাডার এবং আশ্রয়কেন্দ্রের সংমিশ্রন

(১) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষাকালে প্রতিবছর ভারী বৃষ্টিপাত হয়। এর ফলে তিনটি বড় নদীই প্লাবিত হয়। এপ্রিল থেকে মে মাস অর্থাৎ বর্ষাকাল পূর্ববর্তী সময়ে, এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস অর্থাৎ বর্ষাকাল পরবর্তী সময়ে, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে এদেশে আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও দেশটি বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ভূত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড় এবং টর্নেডোর শিকার হয়। বাংলাদেশের বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাছাড়া কৃষির ওপর দেশটি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। সেজন্য এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, অনুদান সহায়তার মাধ্যমে জাপান সরকার ও জাইকা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ রাডার এবং বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে সহায়তা করছে।

(২) আবহাওয়া রাডার স্থাপন

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর কারণে বাংলাদেশে আবহাওয়া একটি জীবন-মুত্বের বিষয়। তাই আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আরও বেশি সক্ষমতা নিশ্চিত করা দরকার। সে লক্ষ্যে জাইকার সহায়তায় তৈরি আবহাওয়া রাডার এবং অন্যান্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অবকাঠামো ও স্থাপনা কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে জাইকা আবহাওয়া রাডার স্থাপন এবং তা পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। “Development of Human Capacity on Operation of Weather Analysis and Forecasting” (2009) শিরোনামের কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাপান পাঁচটি আবহাওয়া রাডার প্রদান করেছে (পুরনো হয়ে যাওয়ার ফলে কিছু রাডার সংস্কার এবং প্রতিস্থাপন করা হয়েছে)। এর ফলে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হয়েছে, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছে।

জাপানের ওডিএর মাধ্যমে স্থাপিত আবহাওয়া রাডারের তালিকা

নম্বর	স্থান	সমাপ্তির বছর (পুনর্বহাল বছর)	উদ্দেশ্য
১	রংপুর	১৯৯৯	উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা ঝড় (কালবৈশাখী) নিরীক্ষণ
২	মৌলভী-বাজার	২০০০	ভারতীয় সীমান্তে আকস্মিক বন্যা এবং প্লাবন সৃষ্টিকারী বৃষ্টিপাত নিরীক্ষণ
৩	ঢাকা	১৯৮৮ (২০০৭)	স্থল ভাগের ৮০ শতাংশ পর্যবেক্ষণ
৪	খেপুপাড়া	১৯৮৮ (২০০৭)	বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় নিরীক্ষণ
৫	কক্সবাজার	২০০৯	বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় নিরীক্ষণ

(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল)

কক্সবাজারে আবহাওয়া রাডার স্থাপনের ফলে ঘূর্ণিঝড়সংক্রান্ত তথ্য এবং সর্তকতা জারি ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এছাড়াও এটি অতি সাম্প্রতিক ও বিস্তারিত উপাত্ত কাজে লাগিয়ে আবহাওয়া পূর্বাভাসের গুণমান উন্নতিতে অবদান রেখেছে। মৌলভীবাজার জেলায় রাডার স্থাপনের কারণে ভারতের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাত এবং সারা দেশে বৃষ্টিপাত পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে, যা আগে সম্ভব ছিল না।

(৩) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সবচেয়ে



খেপুপাড়া আবহাওয়া রাডার (ছবি: জাইকা)



আবহাওয়া রাডারের ব্যাপারে হাতে-কলমে পরিচালনাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে (ছবি: জাইকা)

ক্ষতিসাধন করে থাকে। অতীতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট ঝড় এবং সুনামিতে মানুষ, গবাদিপশু এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে, বিশেষ করে উপকূলের মতো অত্যন্ত আপৎকালীন এলাকায়। ১৯৭০ সালে ৩ লাখ এবং ১৯৯১ সালে ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষ নিহত হয়। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে “Multi-Purpose Cyclone Shelter Programme” নামে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এই মহাপরিকল্পনা



ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, যা স্বাভাবিক সময়ে বিদ্যালয় হিসেবে কাজ করে (ছবি: জাইকা)

প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত জাপান ১১৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। ৩০ বছর পার হওয়ার পরও এগুলো বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে। ইউএনডিপির Comprehensive Disaster Management Programme Phase II (CDMP II) গবেষণায় জাপানের সহায়তায় নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এছাড়াও স্বাভাবিক সময়ে এসব আশ্রয়কেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৈশিকক্ষের সংকট কমানো এবং শিক্ষণ পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

জাপানের ওডিএ ঋণের মাধ্যমে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা

নম্বর	প্রকল্পের নাম	সমাপ্তির বছর	আশ্রয়-কেন্দ্রের সংখ্যা
১	The Project for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase-1)	১৯৯৩	১০
২	The Project for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase 2)	১৯৯৪	১৫
৩	The Project for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase 3)	১৯৯৫	১৫
৪	The Project for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase 4)	১৯৯৯	২১
৫	The Project for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase 5)	২০০৬	২০
৬	The Programme for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters in the Area Affected by the Cyclone Sidr	২০১০	৩৬

(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল)



ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (ছবি: জাইকা)

২০০৭ সালে যখন ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত হানে, তখন The Project for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase 5)-এর আওতায় ৩৮ হাজার ৬৫৫ জন মানুষকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, যদিও নির্ধারিত স্থানে ৩৭ হাজার ১৫৬ জন মানুষকে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

৩.২ ভবন নিরাপত্তা

(১) ভবনের দুর্বলতা

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার উচ্চ প্রবণতার পাশাপাশি ভূমিকম্প ক্ষয়ক্ষতির উচ্চমাত্রার ঝুঁকি রয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিমালয় অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান। তাছাড়া বলা হয়ে থাকে যে বড় ধরনের ভূমিকম্প, যেমন ১৮৯৭ সালে সংঘটিত সুপরিচিত ভারতীয় ভূমিকম্প, প্রতি ১০০ বছরে একবার ঘটে এ অঞ্চলে। তবে আনুমানিক ৫ হাজার সরকারি ভবন, যেগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগসহিষ্ণু হওয়া উচিত, তার মধ্যে ৩ হাজার নির্মিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালের আগের ভবন নির্মাণ বিধির মানদণ্ড অনুযায়ী। এর ফলে এসব ভবন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় যথেষ্ট সক্ষম নয়।

(২) সরকারি ভবনের সংস্কার সক্ষমতা উন্নতি করা

এই প্রেক্ষাপটে, “Project for Capacity Development on Natural Disaster-Resistant Techniques of Construction and Retrofitting for Public Buildings (2010-2015)” বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল নকশা প্রণয়ন এবং পুনর্বাসন পদ্ধতি, সংস্কার প্রকল্প এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে টিকে থাকতে পারে এমন ভবনের গুণগত মান নিশ্চিত করতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা জোরদার করা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় যেসব সংযোজন করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হয়েছিল এবং সরকারি ভবনের কাঠামোগত পরীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল। প্রকল্পের মেয়াদকালে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মোট মানবসম্পদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার। এর মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভেতরে এবং বাইরের প্রশিক্ষণার্থীরাও রয়েছে (প্রথম শ্রেণির ৬৫০ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ৩৫০ জন প্রকৌশলী)। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয়ের একটি ম্যানুয়ালসহ মোট ছয়টি ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছিল। বর্তমানে দ্বিতীয় মেয়াদে “Building Safety Promotion Project for Disaster Risk Reduction (BSPP)” বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(৩) ওডিএ ঋণের মাধ্যমে বেসরকারি নির্মাণকাজে ভূমিকম্প প্রতিরোধ জোরদার করা



ভবনের ভূমিকম্প প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ (ছবি: জাইকা)

যদিও উপরে উল্লেখিত প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি ভবন সংস্কার করা এবং এ লক্ষ্যে মানবসম্পদকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এখনো শহরগুলোতে এমন অনেক বেসরকারি ভবন রয়েছে, যেগুলো ভবন নির্মাণের মানদণ্ড পূরণ করে না। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুটি শহর, যেখানে মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশের বাস। ২০১৩ সালে একটি পোশাক কারখানার ভবন ধসে পড়ে। এর ফলে ১ হাজার ১৩৫ জন নিহত হয়। এর পেছনে অবৈধ নির্মাণকাজের দায় রয়েছে। ২০১৫ সালে “Urban Building Safety Project” নামে একটি ওডিএ ঋণ প্রকল্প শুরু করা হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল দুই ধাপের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের শহর এলাকায় ভবন নিরাপত্তা জোরদার করা। দুই ধাপের এই ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি ও সরকারি ভবনকে ভূমিকম্পরোধী করা। আর এটি করা হয় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। শহর অঞ্চলের ভবন নিরাপত্তা জোরদার করার মাধ্যমে এই প্রকল্প দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন করে সামাজিক বিপন্নতা অতিক্রম করায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।



ভূমিকম্প প্রতিরোধে ভবন শক্তিশালী করা হয়েছে; হলুদ রঙের ইস্পাতের গরাদগুলো ভূমিকম্প প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (ছবি: জাইকা)



(ছবি: জাইকা)



(ছবিঃ মোঃ ইকবাল হোসেইন)

৪. প্রকল্পের তালিকা

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	Project for Strengthening of Fire Fighting Facilities	1984.04
2	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change Urban Development	Water Drainage System Improvement Project in Dhaka	1986.11
3	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	Replacement of Weather Surveillance Radars	1987.02
4	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	Improvement of the Fire Fighting and Rescue Equipment	1987.04
5	ODA Loan	Disaster Prevention/Climate Change	Emergency Commodity Loan	1989.03
6	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change Urban Development	Greater Dhaka Protection Project (Study in Dhaka Metropolitan Area of Bangladesh Flood Action Plan)	1990.01
7	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change Urban Development	The project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City	1990.09
8	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Northwest Regional Study (Bangladesh Flood Action Plan No.2)	1991.01
9	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change Urban Development	The project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City	1991.08
10	ODA Loan	Disaster Prevention/Climate Change	Commodity Loan For The Cyclone Disaster Relief	1992.01
11	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	THE PROJECT FOR PROCUREMENT OF G. I. SHEET FOR POST CYCLONE REHABILITATION	1992.04
12	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change Urban Development	The project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City	1992.05
13	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	Project for the Establishment of Microwave Link for Meteorology	1992.11
14	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	Project for the Construction of Revetment on the Bank of Meghna River	1992.12
15	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	Project for the Construction of Multipurpose Cyclone Shelters	1993.08
16	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for the Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase 2)	1994.09
17	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Data Acquisition / Coordinator	1995.11
18	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for the Construction of Multipurpose Cyclone Shelters III	1996.01
19	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for Improvement of Weather Warning Services Related to Natural Disasters	1997.08
20	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for Supply of Equipment and Materials for Flood Disaster Relief	1999.06
21	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for the Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase 4)	1999.08
22	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	The Feasibility Study for Upgradation and Expansion of Data Communication / Transmission Network of Flood Forecasting and Warning Service	2002.11
23	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase V)	2003.11
24	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters (Phase V)	2004.06

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
25	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for the Improvement of the Meteorological Radar System at Cox's Bazar and Khepupara	2005.07
26	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for the Improvement of the Meteorological Radar System at Cox's Bazar and Khepupara	2006.06
27	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change Urban Development	The Project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City (Phase II)	2007.02
28	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for the Establishment of the Meteorological Radar System at Moulvibazar	2007.06 (E/N)
29	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change Urban Development	The Project for the Improvement of the Storm Water Drainage System in Dhaka City (Phase II)	2007.06 (E/N)
30	ODA Loan	Disaster Prevention/Climate Change	Emergency Disaster Damage Rehabilitation Project	2008.02
31	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Programme for Construction of Multipurpose Cyclone Shelters in the Area Affected by the Cyclone Sidr	2008.06 (E/N)
32	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Development of Human Capacity on Operation of Weather Analysis and Forecasting	2009.09
33	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Advisor on River Management	2010.09
34	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Project for Capacity Development on Natural Disaster-Resistant Techniques of Construction and Retrofitting for Public Buildings	2011.03
35	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Research Project on Disaster Prevention/Mitigation Measures against Floods and Storm Surges	2014.06
36	ODA Loan	Disaster Prevention/Climate Change	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project	2014.06
37	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Integrated Water Resource Management	2014.09
38	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	Project for Improvement of Meteorological Radar System in Dhaka and Rangpur (Detailed Design)	2015.03
39	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Disaster Management Sector Coordination	2015.06
40	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for Improvement of Meteorological Radar System in Dhaka and Rangpur	2015.06
41	ODA Loan	Disaster Prevention/Climate Change	Urban Building Safety Project	2015.12
42	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Building Safety Promotion Project For Disaster Risk Reduction (BSPP)	2016.02
43	ODA Loan	Disaster Prevention/Climate Change	Disaster Risk Management Enhancement Project	2016.06
44	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for Technical development to upgrade structural integrity of buildings in densely populated urban areas and its strategic implementation towards resilient cities	2016.08
45	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Disaster Management Sector Coordination and Project Implementation	2018.06
46	Grant Aid	Disaster Prevention/Climate Change	the Project for Improvement of Rescue Capacities in the Coastal and Inland Waters	2018.08
47	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Integrated Water Resource Management Advisor	2019.06
48	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Disaster Risk Reduction Sector Coordination Advisor	2019.08
49	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	Project for Planning Capacity Enhancement and Establishment of a Technology Adaptation Cycle on Comprehensive Nodi (River) Management	2020.09
50	Technical Cooperation	Disaster Prevention/Climate Change	The Project for Capacity Enhancement on Formulation and Implementation of Local Disaster Risk Reduction Plan	2020.12





অধ্যায় ৪:
আমাদের বন্ধন
সংযুক্ত ও
সম্প্রসারিত করা

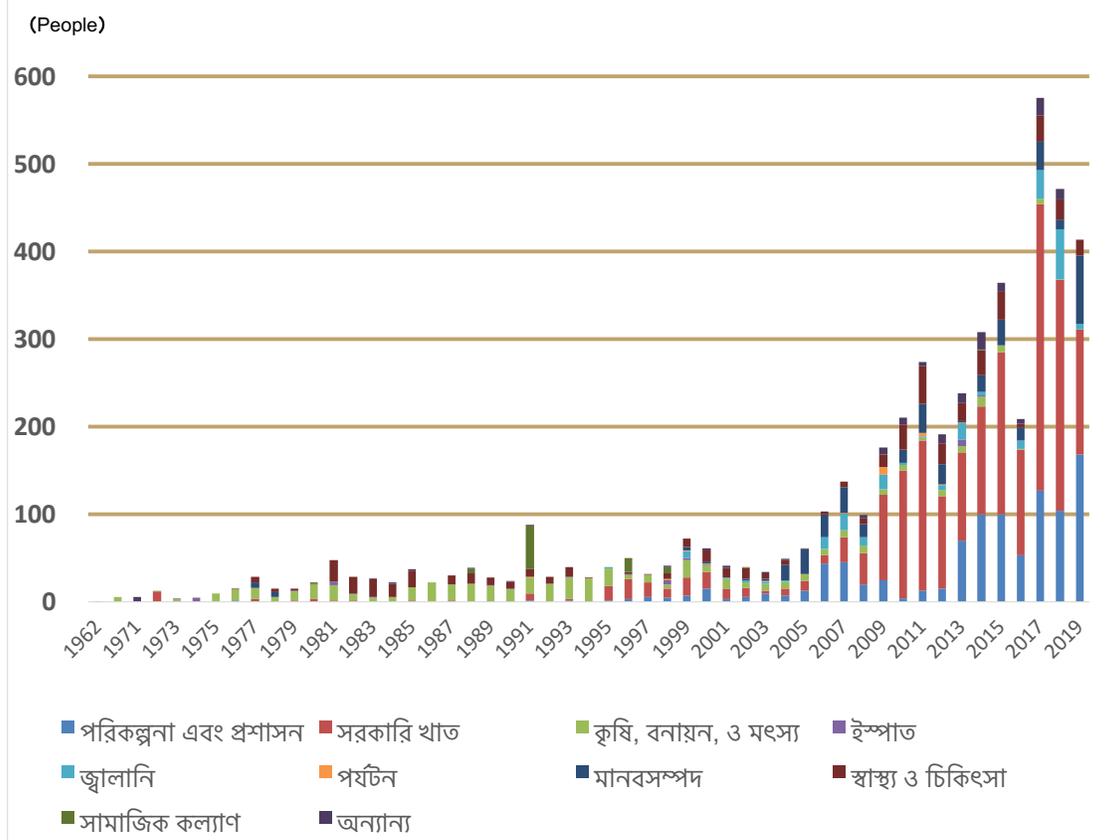
৪.১ জাইকার বিশেষজ্ঞ

জাইকা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কারিগরি সহযোগিতা হিসেবে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে জাপানের বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করে যেন অংশীদার দেশে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া যায়, এবং এর পাশাপাশি উন্নয়ন, , সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয়ভাবে প্রযোজ্য প্রযুক্তি ও ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ছড়িয়ে দেওয়ায় সহায়তা করতে পারে।

প্রশাসন (৯৭৪, ১৯.৮%), স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা (৫৩০, ১০.৮%), কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য (৪৯৬, ১০.১%), এবং মানব সম্পদ (৩৯২, ৮.০%)। আর্থিক বছরের হিসেবে ২০০০ সালের মাঝামাঝিতে বার্ষিক বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ১০০ জন ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০০-৫০০ জনের কাছাকাছি।

প্রেরিত (২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) বিশেষজ্ঞের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪,৯২১ জনে। সবচেয়ে বেশি বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়েছে সরকারি খাতে (২,০৪৫, বা ৪১.৬%)। এর পরেই রয়েছে যথাক্রমে পরিকল্পনা ও

জাইকার বিশেষজ্ঞের সংখ্যা (আর্থিক বছর ১৯৬২-২০১৯)



(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল)

৪.১.১ জাইকার বিশেষজ্ঞ জনাব বকুরো উরাবে

সুখম এবং দৃঢ় সহযোগিতার মাধ্যমে নেপথ্যের বিশেষ মানুষদের সহায়তা প্রদান।

(১) মানচিত্রের গুরুত্ব

অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা, দুর্যোগ প্রতিরোধ, এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্প সমুন্নত করার মতো নীতির ক্ষেত্রে মানচিত্র এক ধরনের অপরিহার্য মৌলিক তথ্য। যদিও মানচিত্রের ভূমিকা সামনে আসে না, কিন্তু এটি একটি “নেপথ্যের নায়ক” যা দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

যদিও বাংলাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে তৈরি করা একটি ঐতিহাসিক জরিপ প্রতিষ্ঠান রয়েছে (বাংলাদেশ জরিপ), কিন্তু আর্থিক এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে একটি নির্ভুল জাতীয় মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরকে জাইকা উন্নয়ন গবেষণা, ধারাবাহিকভাবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রেরণ, কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প এবং অনুদান সাহায্যের মাধ্যমে মানচিত্র তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

(২) বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা

জাপানের পক্ষ থেকে পাঠানো বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের উদ্ভাবনী দক্ষতা দিয়ে তারা সেগুলো অতিক্রম করেছেন। যেমন,

ক) বাংলাদেশের নিম্ন ও সমতল অঞ্চলের বহু রাস্তাঘাট বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। সেগুলো চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তখন দুই ধরনের মানচিত্র তৈরির ধারণা মাথায় আসে। একটি হলো বর্ষাকালের জন্য, অন্যটি শুকনো মওসুমের জন্য। তবে যেসব রাস্তা পানিতে তলিয়ে যায় না এবং বর্ষাকালেও চলাচলের উপযোগী থাকে, সেগুলো চিহ্নিত করতে একটি নতুন প্রতীক যুক্ত করা হয়।

খ) জাপানে আকাশ থেকে ছবি তোলার ক্ষেত্রে অবস্থান নির্দেশ করতে রং করা কাঠের সাংকেতিক চিহ্ন মাটিতে বসানো হয়। কিন্তু বাংলাদেশে বালুভর্তি সাদা ব্যাগ মাটিতে রাখা হয় কারণ কাঠের সাংকেতিক চিহ্ন দিলে সেগুলো ভেঙে যেতে পারে এবং স্থানীয় মানুষ এগুলো খড়িকাঠ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এর পাশাপাশি ব্যাগগুলো যেন স্থানান্তরিত না হয়, সেজন্য খণ্ডকালীন প্রহরী নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও এসব সাংকেতিক চিহ্ন পদদলিত করা থেকে গরুকে সম্পূর্ণভাবে বিরত করা যায়নি।

বিশেষজ্ঞ বকুরো উরাবে ২০০৯ সাল থেকে এই সহযোগিতায় যুক্ত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি “বাংলাদেশের জন্য জাতীয় ভূ-স্থানিক উপাত্ত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা প্রকল্প” (Project for Establishment of National Spatial Data Infrastructure(NSDI) for Bangladesh) শিরোনামের কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্পের প্রধান উপদেষ্টা। তাকে জাপানের ভূ-স্থানিক তথ্য বিষয়ক কর্তৃপক্ষ প্রেরণ করেছিল। তিনি বাঁকা হাসি দিয়ে বলেছিলেন, “আমি যখন ডিজিটাল মানচিত্রের উপকারিতা ব্যাখ্যা করলাম, তখন আমাকে বলা হলো যে যদি ছাপানো না হয়, তাহলে সেটা মানচিত্র না।”

(৩) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতা পরিবর্তন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মানসিকতা পরিবর্তন করা। ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমল থেকে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের মানচিত্রগুলো শুধুমাত্র সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে আসছে। দেশের উন্নয়নের কাজে মানচিত্র ব্যবহার করার বিষয়টি একেবারেই চিন্তার বাইরে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে পেরেছেন। তারা এর তাৎপর্য ধৈর্যের সঙ্গে লেগে থেকে বুঝানোর মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেছেন। একজন বিশেষজ্ঞের এদেশীয় সমকক্ষ ব্যক্তি, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব হাওলাদার বলেন, “আমরা কিছুই জানতাম না। বিশেষজ্ঞরা খুবই ভালো এবং বন্ধুসুলভ। তারা একে একে আমাদেরকে শিখিয়েছে। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।”

বিশেষজ্ঞ বকুরো উরাবে বলেন, “বাংলাদেশিরা বিস্তৃত কাজ পুনরাবৃত্তি করতে রাজি ছিল এবং ধৈর্যের সঙ্গে দৃঢ় কাজ করতে ইচ্ছুক। তারা যদি উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, তাহলে সম্ভাব্য সর্বোচ্চটুকু তারা করে।”

ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের সক্ষমতার উন্নতি হয়েছে। তবে যদি তা কার্যকরভাবে জাতীয় উন্নয়নে কাজে না লাগানো যায়, তাহলে তা অর্থহীন। বিশেষজ্ঞ বকুরো উরাবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রম জোরদার করার ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন যাতে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি কোম্পানিগুলো মানচিত্রগুলো সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে।



জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট পিলারের সামনে বিশেষজ্ঞ উরাবে এবং তার এদেশীয় সমকক্ষ জনাব হাওলাদার (ছবি: জরিপ দল)



নির্ভুল অবস্থান নির্ণয়ের কারিগরি নির্দেশনা দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ উরাবে (ছবিঃ বকুরো উরাবে)



জরিপের কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ উরাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন (ছবিঃ বকুরো উরাবে)



আকাশ থেকে ছবি তোলার ক্ষেত্রে অবস্থান নির্দেশের একটি সাংকেতিক চিহ্নের (বালুভর্তি সাদা ব্যাগ) সামনে (ছবিঃ বকুরো উরাবে)

৪.১.২ জাইকা বিশেষজ্ঞ জনাব আকিহিরো সোজি

JOCV কম্পিউটার প্রযুক্তি স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের মানবসম্পদ তৈরি

(১) জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের আইটি মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়। জনাব আকিহিরো সোজি ছিলেন বাংলাদেশের আইটিবিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং সহায়তায় এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তি।

২০০৮ সালের মার্চ মাসে JOCV কম্পিউটার প্রযুক্তি স্বেচ্ছাসেবী সদস্য হিসেবে জনাব সোজিকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আঞ্চলিক কেন্দ্রে তাকে পদায়ন করা হয়। তিনি সেখানে এদেশের কলেজের শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য তরুণদের কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা শেখাতেন। কিছুদিন কাজ করার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশের আইটি পেশাজীবীদের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু তাৎক্ষণিক আইটি দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।

সে সময়ে আইটি দক্ষতা মূল্যায়ন করার জন্য বাংলাদেশে পশ্চিমা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু পরীক্ষার উচ্চমাত্রার খরচের কারণে খুব বেশি মানুষ সে সব পরীক্ষায় অংশ নিতে পারত না। আর তাই বহু আইটি পেশাজীবী নিজেদের আইটি দক্ষতা পরিমাপ বা প্রমাণ করতে পারত না। জনাব সোজি বাংলাদেশে থাকা অন্যান্য আইটি স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে সহযোগিতায় তখন জাপানের জাতীয় যোগ্যতা যাচাই এর Information Technology Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষা বাংলাদেশে চালু করেন। এই পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল যেসব তরুণ আইটি প্রকৌশলী হতে চায়, তাদের টার্গেট করা এবং যাচাই করা যে দক্ষ আইটি পেশাজীবীরা বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করতে পারে।



২০০৯ সালের মার্চ মাসে আইটি মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য যৌথ সেমিনারে (ছবিঃ আকিহিরো সোজি)



২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটিইই সেমিনার এবং মক পরীক্ষা (ছবিঃ আকিহিরো সোজি)

(২) জাতীয় ITEE পরীক্ষার প্রচলন

২০০৯ সালের মার্চ মাসে জনাব সোজি এবং অন্যান্য আইটি স্বেচ্ছাসেবীরা একটি আইটিবিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন সেমিনার পরিচালনা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আইটিবিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করা। JOCV সদস্য হিসেবে জনাব সোজির বাংলাদেশে অবস্থান শেষ হয় ২০১০ সালের মার্চ মাসে। এরপর তিনি জাপানে ফিরে যান। তখন অন্যান্য আইটি স্বেচ্ছাসেবী, যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিল, তাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে যান। সেসব আইটি স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁর দেখিয়ে দেওয়া পথ অনুসরণ করে সফলভাবে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে একটি ITEE প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। এ সফলতার ফলে “Capacity Building on ITEE Management Project” (ডিসেম্বর ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৫) বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এটি ছিল আইটিইই পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলনে জাইকার একটি কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প। এরপর জনাব সোজি এই প্রকল্পে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ফিরে আসেন। প্রকল্প মেয়াদে জনাব সোজি অন্যান্য প্রকল্প বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সঙ্গে মিলে কাজ করে দুটি ITEE পরীক্ষামূলক পরীক্ষা পরিচালনা করেন। এছাড়াও তারা আইটি প্রফেশনাল এক্সামিনেশন কাউন্সিলের (ITPEC)



২০১০ সালের অক্টোবর মাসে ITEE প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা (ছবিঃ আকিহিরো সোজি)



২০১৯ সালের আগস্ট মাসে আইটিপিইসি বার্ষিক প্রতিনিধি সভায় জনাব সোজি (সর্বডানে) (ছবিঃ আকিহিরো সোজি)

আনুষ্ঠানিক সদস্য হতে বাংলাদেশকে সহায়তা করেছেন এবং ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তা অনুমোদিত হয়। এই সদস্যপদ লাভ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এশিয়া অঞ্চলের একক মানদণ্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি বাংলাদেশে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ ও জাপানে পরিচালিত পরীক্ষাগুলো পারস্পরিকভাবে স্বীকৃতি পায়।

(৩) বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ আইটি মানবসম্পদ উন্নয়ন

আইটিইই প্রকল্পের অর্জন পরবর্তীতে “the Project for Skills Development of ICT Engineers Targeting Japanese market” (আগস্ট ২০১৭-জানুয়ারি ২০২২) শিরোনামের প্রকল্পের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পেও বাস্তবসম্মত মানবসম্পদ তৈরিতে ITEE কাজে লাগানো অব্যাহত থাকে।

জনাব সোজি ২০০৮ সালে একজন JOCV সদস্য হিসেবে কাজ করার পর থেকে বিগত ১৪ বছর ধরে এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন। বাংলাদেশে আইটি খাতের মানবসম্পদ তৈরিতে তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন।

“বাংলাদেশের ১৬ কোটির বেশি জনসংখ্যা রয়েছে এবং এই জনসংখ্যা



২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটিইই সেমিনারে বক্তৃতা (ছবিঃ আকিহিরো সোজি)

দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এবং আপাতদৃষ্টিে গতিশীল নগর অঞ্চল তৈরি হচ্ছে। তবে যদিও তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এবং শ্রমবাজার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি, যারা তরুণ জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে। ২০ শতাংশেরও কম তরুণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এখনও অনেক কঠিন। ভর্তি পরিষ্কার মতো চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতাও খুব তীব্র। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা অনেক তরুণ নিজেদের পছন্দমতো চাকরি পেতে ব্যর্থ হয়। আপনি যদি আলাদা আলাদা এসব তরুণকে ভাল করে দেখেন, তাহলে দেখা যাবে যে অন্য যেকোন মধ্যম আয়ের বা উন্নত দেশের মতোই মেধাবী তরুণরা এখানে রয়েছে। সেজন্যই ITEE একটি মানদণ্ড ঠিক করেছে যা অতিক্রম করতে হবে। তাহলে তারা বি-জেট-এর মাধ্যমে বাদপড়া দক্ষতাগুলো শিখতে পারবে এবং একজন পেশাজীবী প্রকৌশলী হয়ে উঠতে পারবে যাকে জাপানি বাজার সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে। আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমানের তরুণের পেছনে বিনিয়োগ করা মানে হল ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করা।”

“আমি আশা করব যারা কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করছে, তাদের মূল্যায়ন করা হবে এবং কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ পাবে। এছাড়াও আমার একটি আশা রয়েছে যে বাংলাদেশের তরুণরা জাপানে গিয়ে কাজ করতে পারার মতো একটি পরিবেশ তৈরি করতে পারলে, বাংলাদেশের অত্যন্ত যোগ্য মানবসম্পদের মাধ্যমে জাপানেরই উপকার হবে।”

JOCV সদস্য এবং বাংলাদেশের তৎকালীন বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব ইয়াফেস ওসমানের মধ্যে কাব্য বিনিময়

২০০৯ সালের ৭ অক্টোবর বেলা ১১টায়, আমি এবং আমার সহকর্মী মিস তাকায়ি কনুমা জাইকা বাংলাদেশ অফিসের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ জনাব তোদার সাথে বাংলাদেশের বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে উক্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব ইয়াফেস ওসমান এবং সেই মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে আমরা দেখা করি। আমরা সরাসরি মন্ত্রীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জানাতে গিয়েছিলাম



মন্ত্রী জনাব ইয়াফেস ওসমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কাব্য বিনিময় (ছবিঃ আকিহিরো সোজি)



মন্ত্রী জনাব ইয়াফেস ওসমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কবিতা বিনিময় (ছবিঃ আকিহিরো সোজি)



জনাব সোজি এবং তাঁর সহকর্মী কনুমা, যিনি কবিতা লিখেছিলেন (ছবিঃ আকিহিরো সোজি) (ছবিঃ জাইকা)

যে আইটি বিষয়ক JOCV সদস্যরা বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি মানদণ্ড তৈরি করতে যাচ্ছে।

জনাব তোদা আবেগপূর্ণ বক্তব্য দেয়ার পর আমি প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম ব্যাখ্যা করি। এরপর মিস কনুমা বলেন, “আরেকটি কথা, যদি অনুমতি দেন”। এই বলে তিনি বাংলায় কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন। বাঙালি কবিতা অন্যান্য দেশের কবিতা থেকে একদিক থেকে ভিন্ন। বাঙালি কবিতায় বাংলার ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই দেশের বুদ্ধিজীবী জনগোষ্ঠী এসব কবিতা খুবই পছন্দ করে। তবে এর মানে এই নয় যে তিনি এমনি এমনি কবিতা আবৃত্তি করতে চেয়েছিলেন। আমরা একজন স্থানীয় বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে জানতে পারি যে মন্ত্রী মহোদয় কবিতার ভক্ত। আমরা একদিন মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করে কবিতার মাধ্যমে আমাদের অনুভূতি জানানোর পরিকল্পনা করি।

মিস কনুমার কবিতা ছিল বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি বিষয়ে। মন্ত্রী মহোদয় একজন জাপানির মুখে বাংলা কবিতা আবৃত্তি শুনে আশ্চর্য হন, কিন্তু তিনি শুনতে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখমণ্ডল গম্ভীর হতে থাকে। মিস কনুমা কবিতা আবৃত্তি শেষ করার

পর নীরবতা নেমে আসে। সবাই অপেক্ষা করছিল মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। আমি আর মিস কনুমা একে অপরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করছিলাম যে আমরা কি ভুলভাবে কবিতা রচনা করলাম কিনা। মন্ত্রী জনাব ওসমান বলেন: “আপনার কাছ থেকে কবিতা শুনব ভাবিনি। খুবই চমৎকার হয়েছে। আমি চাই আপনাদের ইচ্ছার উত্তর আমি কবিতার মাধ্যমে দিব।” এরপর তিনি বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সেতুবন্ধন সম্প্রসারণ নিয়ে একটি কবিতা ঘষামাজা করে ঠিক করেন, যেই সেতুবন্ধনের মাধ্যমে দুই দেশের বহু মানুষের বিনিময় ঘটবে। মন্ত্রীর কার্যালয় তখন উল্লাস ও উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে মন্ত্রী মহোদয় শুধু খোশ মেজাজে ছিলেন এমন নয়, বরং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ দেন যেন একটি ওয়াকিং গ্রুপ গঠন করে আইটিবিষয়ক JOCV সদস্যদের দেওয়া পরামর্শ খতিয়ে দেখা হয়।

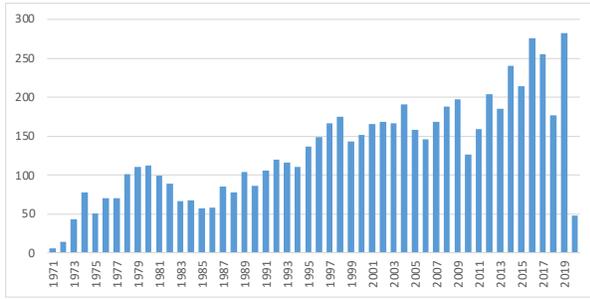
বর্তমানে বাংলাদেশে আইটিইই আনুষ্ঠানিকভাবে আইটিবিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আকিহিরো সোজি, জাইকার বিশেষজ্ঞ

8.2 Knowledge Co-Creation Program (KCCP) এবং বৃত্তি

জাইকা এর কারিগরি সহযোগিতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাপান এবং অন্যান্য দেশে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে (KCCP হিসেবে পরিচিত)। এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মানব সম্পদের জন্য, যারা উন্নয়নশীল দেশগুলোয় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে। জাপান বিদ্যমান সংস্কৃতির ভিত্তিতে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বাছাই এবং প্রয়োগের মাধ্যমে এর নিজস্ব উন্নয়ন অর্জন করেছে। জাপানে প্রশিক্ষণ এক ধরনের কারিগরি সহযোগিতা, যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা জাপানের সমাজ এবং সংগঠনের অভিজ্ঞতা লাভ করার মাধ্যমে জাপানের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিখতে পারে।

বছরওয়ারি প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মকর্তা প্রেরণের সংখ্যা



(উৎস: জাইকা)

KCCP-এর পাশাপাশি the Project for Human Resource Development Scholarship/Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS) শিরোনামের প্রকল্প এক ধরনের অনুদান সহায়তা কর্মসূচি। এর মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের প্রার্থীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনিক সক্ষমতা উন্নত করা হয়। এই কর্মসূচিতে মূলত বিদেশি শিক্ষার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা থেকে শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। এই বৃত্তি কর্মসূচি শুরু হয় ২০০২ সালে। ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত মোট ৪২৬ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছে।

৪.২.১ জাপানের উন্নয়ন বৃত্তি পাওয়া (JDS) সাবেক শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার

(১) Japan Development Scholarship (JDS)-এর উদ্দেশ্য

Japan Development Scholarship-এর উদ্দেশ্য হলো “তরুণ মেধাবী সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্যদের বৃত্তি দেওয়া, যাদের নিয়ে আশা করা হয় যে, জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ে আসার পর নির্ধারিত দেশে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসেবে তারা ভবিষ্যৎ নেতা হবে। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর পড়াশোনাকালীন অর্জিত জ্ঞান তারা মানবসম্পদ হিসেবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হয়। জাপানে অধ্যয়নরত বেশিরভাগ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, যারা Japan Development Scholarship শিক্ষার্থী হিসেবে গেছে, তারা তরুণ সরকারি কর্মকর্তা। নিজ দেশে ফিরে আসার পর তাদের অনেকেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে কাজ করছে এমন নয়, বরং তারা বাংলাদেশে দৈনন্দিন জীবনে ও কাজে জাপানে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছে। নীলিমা আক্তার, হারুন ইকবাল আব্দুল্লাহ, আরিফ মোহাম্মদ হাসানের সাক্ষাৎকার নিচে দেওয়া হয়েছে। তাদের সাক্ষাৎকার Japan Development Scholarship-এর ফলাফলের প্রতিনিধিত্ব করে।

(২) জাপানে জীবন

Japan Development Scholarship পাওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা সমগ্র জাপান জুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এবং বসবাস করে। তাদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে জাপানি ভাষা শিখে জাপানি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। তারা Japan international cooperation centre (JICE) কর্তৃক দেওয়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাপানি ভাষার মৌলিক বিষয়গুলো শিখে। এরপর ধীরে ধীরে তারা স্থানীয় বাসিন্দা, থাকার হোস্টেল ও বাড়ির ম্যানেজার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেশার ফলে এই ভাষা শিখে। অনেকে আবার সক্রিয়ভাবে জাপানিদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে এবং দুই বছরের মধ্যেই খুবই উচ্চ মানের যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করে। যেমন আরিফ মোহাম্মদ হাসান বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন জাপানিদের সঙ্গে থেকে। কাজের দিন, ছুটির দিন উভয় দিনই তিনি তা অব্যাহত রেখেছেন। একটা পর্যায়ে এসে স্থানীয় মানুষজন তাকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাত। সেখানে গিয়ে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বাংলাদেশকে পরিচিত করাতেন। এছাড়াও তিনি জাপান জুড়ে ভ্রমণ করেছেন। এভাবে তিনি আক্ষরিক অর্থেই জাপানের ভাষা ও সংস্কৃতি শিখেছেন। একইভাবে ইকবাল জাপানে তার জীবনকে উপভোগ করেছেন। বহু জাপানিদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতেন যেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আশেপাশের অনেক মানুষ তাকে চিনতে পারে। নীলিমা টোকিওর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। শুরুতে শহুরে পরিবেশের কারণে খুব বেশি জাপানি মানুষের সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন না। কিন্তু তিনি যে বাসায় ভাড়া থাকতেন, সে বাসার ভদ্রমহিলার সঙ্গে মেশার ফলে তিনি ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেছিলেন। বাড়িওয়ালা ভদ্রমহিলার সঙ্গে তিনি চা খেতে খেতে গল্প করতেন, বাংলা সিনেমা দেখতেন ইত্যাদি। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর থেকে এসব শিক্ষার্থীরা জাপানে অর্জিত আচরণ সক্রিয়ভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করতেন। যেমন তাদের বাসা, কাজের জায়গা এবং



সুপারভাইজারের সাথে আলাপচারিতায় (ছবিঃ নীলিমা আক্তার)

খোলা জায়গা পরিষ্কার রাখা, সময়নিষ্ঠ হওয়া, এবং এসব অনুশীলন তাদের সহকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে, Japan Development Scholarship প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত কম্পিউটার এবং পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রদান করে। পাশাপাশি সেগুলো ব্যবহার করাও শিখিয়ে দেয়। একজন বাংলাদেশি আমলা যত উচ্চপদে কাজ করে, ততই তার নিজে নিজে ব্যক্তিগত কম্পিউটার পরিচালনার সুযোগ কম থাকে। সেজন্য শুরুতে কিছু কিছু শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ডকুমেন্ট তৈরি করতে সমস্যায় পড়ে। পড়াশোনার কক্ষে তারা শুধু জাপানি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নয়, বরং অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিখতে পারে। এর ফলে তারা নিজের দেশে যে সুযোগ পেত না, তা শেখার সুযোগ পায়।

স্নাতক পর্যায়ে ক্লাসে শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণার সুপারভাইজারদের কাছ থেকে লেকচার এবং অনুশীলনের মাধ্যমে নির্দেশনা পাওয়ার পাশাপাশি জাপানের বিশিষ্ট সরেজমিন গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে, যা তাদের পরবর্তী পেশাগত জীবনে অনুপ্রেরণার এক বিরাট উৎস হয়ে ওঠে। যেমন নীলিমা বলেন যে তিনি অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং স্থান পরিদর্শনের ব্যাপারে লেকচারগুলোতে অভিজ্ঞতায় হয়েছিলেন। এগুলো তিনি শিখেছিলেন নারিতা বিমানবন্দরকে একটি কেস স্টাডি হিসেবে নিয়ে। তিনি সুনির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্পের সার্বিক কার্যক্রম শিখেছিলেন সনি কোম্পানির একটি কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের গবেষণার ক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট গবেষণা প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে, যা তাদের নিজ দেশের কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। বিভিন্ন বিশেষায়িত খাতের নির্দেশকদের নির্দেশনার মাধ্যমে তারা এগুলো শিখে থাকে। যেমন ইকবাল ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কাজ করেন। তিনি ঋণ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও পদ্ধতিতে সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ করেছিলেন। এটি করার ক্ষেত্রে তিনি জাপানের মতো একটি উচ্চ আয়ের দেশ, মালয়েশিয়ার মতো একটি মধ্যম আয়ের দেশ, এবং বাংলাদেশের মতো একটি নিম্নআয়ের দেশকে কেস স্টাডি হিসেবে নিয়েছিলেন, এবং স্পষ্ট করেছেন যে কিভাবে প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী ঋণ ব্যবস্থাপনা খাপ খাওয়ানো উচিত। আরিফ বলেন যে স্নাতক পর্যায়ে তিনি বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু তা তিনি উপভোগ করেননি। তাই জাপানে তিনি অর্থনীতি বিভাগে পড়াশোনা করেন এবং জাপান ও বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার



JICE-তে জাপানি অধ্যাপক এবং সহকর্মীদের সাথে গ্রুপ ফটো (ছবি: আরিফ মোহাম্মদ হাসান)

বিষয়ে তুলনামূলক গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি জাপানে এসে অর্থনীতির মজা বুঝতে শিখেছেন এবং আবেগের সঙ্গে গবেষণায় যুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(৩) বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান

বেশিরভাগ Japan Development Scholarship পাওয়া শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ দেশে ফিরে এসে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে কাজ করছেন। যেমন নীলিমা বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব (নগর পরিবহণ) হিসেবে সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয় কাজ করছেন। এই পদে থেকে তিনি জাইকার অর্থায়নে নির্মিত মেট্রোরেল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কাজ করার সময় তিনি বিগ-বি (BIG-B, The Bay of Bengal Industrial Growth Belt) উদ্যোগ এবং এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে জাপানি সরকারের সহায়তায় মাতারবাড়ি উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আরিফ জাপানের বাংলাদেশের দূতবাসের বাণিজ্যিক অ্যাটাশে হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষে (Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA)) জাপান ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছেন, যেখানে তিনি জাইকা, জেট্রো এবং অন্যান্য জাপানি বেসরকারি খাতের সঙ্গে সমন্বয়সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আরিফ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে



জনাব ইকবাল তার গ্র্যাজুয়েশনে উল্লাস করছেন (ছবি: হারুন ইকবাল আবদুল্লাহ)

কাজ করছেন। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশনে যোগ দেওয়ার আগে তিনি ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করেছেন।

(৪) অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম

JDS অ্যালামনাইরা শুধু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নেই অবদান রাখছেন না, বরং সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতেই জাপান এবং বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। বস্তুত বহু JDS সাবেক শিক্ষার্থীরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত, যা Japan Development Scholarship পাওয়া সাবেক শিক্ষার্থীরা সংগঠিত করেছে। তারা জাপানে নিজেদের অভিজ্ঞতা আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে খুবই সক্রিয়। তারা Japan Development Scholarship প্রাপ্ত শিক্ষার্থী হিসেবে নতুন আসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা, লিফলেট তৈরি করা, এবং “সুগোই (আশ্চর্য) জাপান” নামে ছবি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ভবিষ্যতে তারা একাডেমিক সেমিনার এবং অনুরণীয় উদাহরণগুলো প্রকাশ করার কথা বিবেচনা করছে। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী তিনজনই সক্রিয়ভাবে অ্যালামনাই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে আরিফ দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।



(তথ্যসূত্রঃ হারুন ইকবাল আবদুল্লাহ)



জাপানে বসবাসকালীন জীবন (ছবি: নীলিমা আক্তার)



মিসেস নীলিমা আক্তার (ছবি: নীলিমা আক্তার)

মিস নীলিমা

ভবিষ্যৎ JDS শিক্ষার্থীদের প্রতি বার্তা

জাপানকে জানার জন্য Japan Development Scholarship একটি অন্যতম বড় সুযোগ। শুধু একাডেমিক জ্ঞানই নয়, বরং জাপানের জীবন আপনার প্রথাগত মানসিকতা বদলে দিবে। Japan Development Scholarship আপনার জীবনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবান্ধব, সুস্থির ও পরিচ্ছন্ন করবে ভবিষ্যতের জন্য। দয়া করে জাপানে অর্জিত জ্ঞান নিজের দেশের জন্য কাজে লাগান।

জাপানের প্রতি বার্তা

প্রিয় জাপান,
তুমি বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু। এছাড়াও জাপান আমাদের দেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। আমাদের দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য তুমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছ। এবার আমি তোমাকে অনুরোধ করব শিক্ষিত কিন্তু বেকারদের জন্য বেকারত্ব ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রতি নজর দেয়ার জন্য। সব সময়ের জন্য বাংলাদেশের বন্ধু হয়ে থাকো।



জনাব আরিফ মোহাম্মদ হাসান (ছবি: জরিপ দল)

জনাব আরিফ

ভবিষ্যৎ JDS শিক্ষার্থীদের প্রতি বার্তা

এর মাধ্যমে আপনার জীবন ইতিবাচকভাবে বদলে যাবে। একাডেমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এটি একটি চমৎকার সুযোগ। বইয়ের বাইরে যে জ্ঞান আপনি অর্জন করবেন, তা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইতিবাচকভাবে আপনার জীবনকে চিরদিনের জন্য বদলে দিবে। আশা করব আপনি জাপানের মতো চমৎকার দেশ এবং মানুষ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখবেন। সেসব শিক্ষা বাংলাদেশে নিয়ে এসে ভালো কাজে প্রয়োগ করবেন।

জাপানের প্রতি বার্তা

বহুদিন ধরে আমরা জাপানের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। তোমার সাহায্যের মাধ্যমে আমরা এখন ২০২১ সালে দাঁড়িয়ে আছি, স্বাধীনতার ৫০ বছর। আমরা এখন গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমাদের আর সাহায্যের দরকার নেই, কিন্তু বন্ধুত্বের দরকার আছে। আমাদের পাশে থাকো, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটো। বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী করো এবং এই প্রক্রিয়ায়, বাংলাদেশ ও জাপান উভয় দেশের অর্থনীতিকেই সমৃদ্ধশালী করো। আমরা যদি অর্থনীতিতে একটি জোরালো সম্পর্ক করতে পারি, তাহলে তা দুই দেশের অর্থনীতিকেই উপকৃত করবে।

আমরা আর সাহায্য চাই না, বন্ধুত্ব চাই।



জনাব হারুন ইকবাল আবদুল্লাহ (ছবি: জনাব হারুন ইকবাল আবদুল্লাহ)

জনাব ইকবাল

জাপানে অধ্যয়নরত JDS শিক্ষার্থীদের প্রতি বার্তা

জাপানে পড়াশোনা করছেন সেজন্য অভিনন্দন।
অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনসহ বহু ক্ষেত্রেই জাপান উৎকর্ষ সাধন করেছে। কঠোর পরিশ্রমী জাপানিরা তাদের অধ্যবসায় ও প্রযুক্তিমুখতার কারণে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য পৃথিবীকে শ্রেয়তর করতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অবদান রাখছে।

জাপানে থাকাটা উপভোগ করুন, এবং জাপানের সংস্কৃতি ও চমৎকার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করুন। আপনার অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসে আমাদের দেশের উন্নয়নে তা ব্যবহার করুন। নিশ্চিতভাবেই তা একটি শ্রেয়তর বাংলাদেশ নির্মাণে অবদান রাখবে।

৪.২.২ ডঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক খানের সাক্ষাৎকার

(১) জাব'র (JAAB) কার্যক্রম

১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে জাইকা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাবেক অংশগ্রহণকারীরা দেশে ফিরে আসার পর নিজেদের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০২১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৯৭। এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এ সংগঠন ২৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করেছে। ডঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক খান বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার। তিনি বর্তমানে এই সংগঠনের সভাপতি।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন নিম্নোক্ত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম এর সঙ্গে জড়িত:

নম্বর	কর্মকাণ্ড
১	জাইকার বাংলাদেশ কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শমূলক কাজ
২	সার্কভুক্ত দেশগুলোর জন্য জাইকা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (JAAFSC) গঠন
৩	সানশাইন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (SRDC) প্রতিষ্ঠা
৪	জাব গ্রামীণ সমবায় সমিতি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা
৫	জাব সদস্যদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা
৬	বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প
৭	"সানশাইন" নামের বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ এবং বাৎসরিক ক্রিয়াকলাপের তথ্যসম্পন্ন নিউজলেটার প্রকাশ
৮	সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা
৯	ইকেবানা (জাপানি ফুলের বিন্যাস) কোর্স আয়োজন করা
১০	জাব ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা (www.jaabd.org)

(উৎস: জাব'র ওপর ভিত্তি করে জরিপ দল)

(২) ডঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক খানের সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার যিনি বর্তমানে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, ডঃ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক খানের সাক্ষাৎকারটি নিচে দেওয়া হল।

জ্যাবের কার্যক্রমের ব্যাপারে আমাদেরকে একটি স্মরণীয় গল্প বলুন

- জাপানের মাননীয় রাষ্ট্রদূত ইজুমি এবং জাইকার বাংলাদেশ কার্যালয়ের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ জনাব তাকাতোসি নিশিকাতার সঙ্গে



২০২০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জাব কর্তৃক আয়োজিত আইকেবানা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (ছবিঃ JAAB)

আমার কিছু আনন্দঘন স্মৃতি রয়েছে। ২০১৮ সালের ১৪ মে বঙ্গবন্ধু কনভেনশন সেন্টারে জাব'র প্রতিষ্ঠা উৎসবের স্মৃতি। দীর্ঘক্ষণ আমরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করি এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করি।

জাইকার বিশেষজ্ঞ জনাব মাতসুমুরা মাদারীপুর জেলায় একটি সেমিনার ও চিকিৎসা স্বাস্থ্য ক্যাম্পে যোগ দেন। তখন আমার গ্রামের বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। তিনি এই সেমিনারে জাইকার পক্ষ থেকে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অনর্গল বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ায় অংশগ্রহণকারীরা খুবই মজা পেয়েছিল। নাওকিকে আমার খুব বন্ধুসুলভ এবং ভালো মানুষ মনে হয়েছে। তার একটি চমৎকার ব্যক্তিত্ব রয়েছে।



একেবারে ডানে জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক খান (ছবিঃ জরিপ দল)

জাপান এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার ৫০ বছরকে আপনি কিভাবে দেখছেন

- জাপান ১৯৭২ সালের শুরুতে নতুন স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ১৯৭৩ সালে জাইকা সন্তোষজনক বন্ধুসুলভ সম্পর্ক শুরু করে। জাইকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী। প্রায় প্রতিটি আর্থসামাজিক খাতে সারাদেশব্যাপী কারিগরি সহযোগিতা, ওডিএ ঋণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অনুদান সাহায্য এবং জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রেরণের মাধ্যমে সহযোগিতা করে আসছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাইকার সহায়তার নীতি হলো সামাজিক বিপন্নতা রোধ করে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে একটি

মধ্যম আয়ের দেশের স্তর অর্জন করা। আমি খুবই খুশি একটি বিষয় উল্লেখ করতে পেরে যে বাংলাদেশে যখন জাইকার সহযোগিতার ৫০ বছর পূরণ হচ্ছে, তখন জাতিসংঘ সম্প্রতি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ঘোষণা দিয়েছে।

“Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B)” প্রকল্প, চলমান “Matarbari Ultra Super Critical Coal-fired Power Plant” প্রকল্প এবং চলমান Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT) প্রকল্প -এর মতো বড় প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ খুব দ্রুত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

বন্ধুত্বের ৫০ বছর উদযাপন করে দয়া করে জাপানের মানুষদের প্রতি একটি উষ্ণ বার্তা দিন

- বাংলাদেশে জাইকার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাব'র পক্ষ থেকে জাইকার সকল সদস্য এবং জাপানের মানুষদের আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। এছাড়া আমি জেনে খুবই খুশি হয়েছি যে জাইকা এই উপলক্ষে একটি বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। সবশেষে আমি জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চিরদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আশা করছি এবং বাংলাদেশে জাইকার ৫০ বছর উদযাপনের সাফল্য কামনা করছি এবং এর অংশ হিসেবে জাব'র সাফল্য কামনা করছি। জাইকার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে জাব'র এর সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞান কাজে লাগাতে আরো বেশি যুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা করছে যেন একটি শ্রেয়তর বাংলাদেশ নির্মাণ করতে পারে।



২০১৮ সালের ১৪ মে বাঙ্গবন্ধু কনভেনশন সেন্টারে জ্যাবের প্রতিষ্ঠা উৎসব (ছবিঃ JAAB)

৪.৩ জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবী

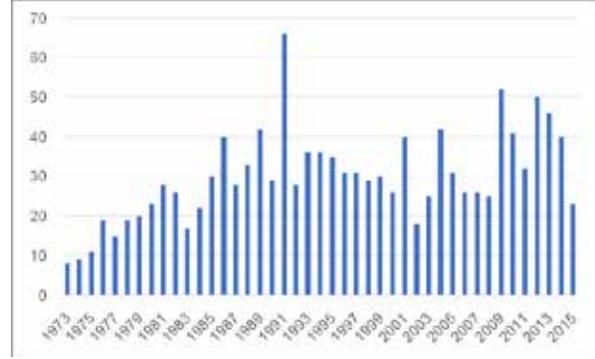
জাইকার স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচি, মূলত জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীরা (Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCVs)), মানুষের কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে, যাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং স্বেচ্ছায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর পুনর্নির্মাণে সহায়তা করতে চায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের ভিত্তিতে জাপানের যেসব নাগরিকের যথাযথ দক্ষতা, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে, এবং যারা “উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের জন্য তাদের দক্ষতা কাজে লাগাতে চায়”, তাদেরকে নিয়োগ দেয়া, নির্বাচিত করা, প্রশিক্ষিত করা এবং সেসব দেশে প্রেরণ করা হয়। প্রেরণকৃত বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীরা উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করে এবং একই রকম দৃষ্টিকোণ থেকে সেই দেশে সমস্যা সমাধানে অবদান রাখে।

জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের বাংলাদেশের প্রেরণ করা শুরু হয় ১৯৭৩ সালে, স্বাধীনতার ঠিক পরেই। এসব স্বেচ্ছাসেবীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৮৪ জন। শুরুতে প্রতিবছর ১০ জনের বেশি সদস্য প্রেরণ করা হতো। ১৯৮০-এর দশকের শেষভাগ থেকে প্রতি বছর ৩০ থেকে ৫০ জন সদস্য প্রেরণ করা শুরু হয়।

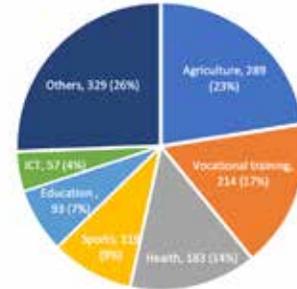
কাজের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি পাঠানো হয়েছে কৃষি খাতে (২৮৯ সদস্য, ২৩%)। এরপরই রয়েছে কারিগরি প্রশিক্ষণ (২১৪, ১৭%), স্বাস্থ্য (১৮৩, ১৪%), এবং খেলাধুলা (১১৯, ৯%)। “অন্যান্য” ক্ষেত্রে মোট সংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই এক ভাগ বহু খাতে যুক্ত রয়েছে যেমন সম্প্রচার, নির্মাণ, মজুত ব্যবস্থাপনা, শারীরিক শিক্ষা, জাপানি ভাষা শিক্ষা, পরিবেশ, রান্নাবান্না, পর্যটন, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, যুব কর্মকাণ্ড, এবং কমিউনিটি উন্নয়ন উপদেষ্টা (গ্রামীণ উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যের বাইরে)। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এসব খাতে তাদের প্রেরণ করা হয়েছিল।

২০০৪ সালে সাবেক জ্যেষ্ঠ বিদেশি স্বেচ্ছাসেবীদের প্রেরণ করা শুরু হয়। তাদের মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ জন। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী পাঠানো হয়েছে মানবসম্পদ (৯) খাতে। এরপর রয়েছে বাণিজ্য ও পর্যটন (৫), এবং পরিকল্পনা ও প্রশাসন (৩) খাত।

বছরওয়ারি JOCV প্রেরণের সংখ্যা



(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল)



(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল)

৪.৩.১ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ

পোলিও দূরীকরণে সহযোগিতা

(১) সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জাইকা সারা পৃথিবীতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবায় সহযোগিতা করছে। এক্ষেত্রে সংক্রমক রোগ নিয়ন্ত্রণ একটি অন্যতম অগ্রাধিকার খাত। এই উদ্দেশ্যে বহু জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের (JOCV) প্রেরণ করা হয়েছে। তারা শুধু নির্ধারিত দেশে সংক্রমক রোগের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি। তারা নির্ধারিত দেশের সরকারি কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার মাধ্যমে তাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি হস্তান্তর করেছে যেন একদিন তারা বাইরের সহায়তা ছাড়াই সবকিছু নিজেরা করতে পারে। নীতি প্রণয়ন, ব্যবস্থা তৈরি এবং সেগুলো ব্যবস্থাপনা করার সক্ষমতাসহ প্রশাসনিক সক্ষমতা উন্নত করতে JOCV সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশে ১৯৯৯ থেকে ২০১৫ সময়কালে ৬৮ জন JOCV সদস্যকে প্রেরণ করা হয়েছে, বিশেষ করে সংক্রমক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ খাতে পোলিও নিয়ন্ত্রণের জন্য। পোলিওকে একসময় বলা হত “ইনফ্যান্টাইল প্যারালাইসিস”। এটি এমন একটি রোগ যা মলমূত্র এবং অন্যান্য পন্থায় সংক্রমিত হয়। একজন শিশু যখন আক্রান্ত হয়, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো অবশ হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে এই অবস্থা থেকে যায়। এর কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। সেজন্য টিকার মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন তহবিলের (UNICEF) পক্ষ থেকেও বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু JOCV সদস্যরা স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে পারত এবং দূরবর্তী এলাকায় যেতে পারত। তাই তাদের কার্যক্রম বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে অন্য বিশেষজ্ঞদের থেকে তাদের কাজে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গেছে। এ লক্ষ্যে তারা টিকার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে এবং দৃঢ়ভাবে তদারকি কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে যেন সঠিকভাবে টিকা কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা যায়।

পোলিও দূরীকরণে জাপান সরকার পোলিও টিকা, ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা, রেফ্রিজারেটর, শীতল বাস্ক প্রদান করেছিল। এর ফলে JOCV দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর একটি সমন্বিত প্রভাব পড়েছিল। ১৯৯৫ সাল থেকে জাতীয় টিকাদান অভিযান পরিচালনা করার কারণে ২০০১



মায়াদের জন্য পোলিওবিষয়ক সেমিনারে সকল বক্তৃতা বাংলায় দেওয়া হয়েছে (ছবি: জাইকা)

সাল থেকে বাংলাদেশে আর কোনো পোলিও আক্রান্ত ব্যক্তি পাওয়া যায়নি। এর পাঁচ বছর পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পোলিও টিকাদান কর্মসূচি সমাপ্তি ঘোষণা করে। তবে পোলিও সংক্রমণ পুনরায় শুরু হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, JOCV দলের সদস্যদের কাজ ছিল পুনরায় পোলিও সংক্রমণ ঠেকানো এবং মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নির্মূল হওয়া পোলিও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করা। তরুণ জাপানি স্বেচ্ছাসেবীরা খুবই ধৈর্যের সঙ্গে তাদের কাজ অব্যাহত রেখেছিল। বর্তমানে পৃথিবীতে মাত্র দুটি দেশে পোলিও সংক্রমণের খবর পাওয়া যায়, যেমন: আফগানিস্তান ও পাকিস্তান।

বাংলাদেশে যে পাঁচজন সদস্য পোলিওর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তারা তথ্য প্রদান করেছেন (তোশিকো তাকাহাসি, দ্বিতীয় ব্যাচ ২০০১; রিয়ে ওজাকি, তৃতীয় ব্যাচ ২০০৪; সিন্দু তাকাহাসি, প্রথম ব্যাচ ২০১০; দাইসাকু মিয়াকে, দ্বিতীয় ব্যাচ ২০১০; তাকাশি ইজুমিদা, জ্যেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী ২০০৩)। নিচে তা সারাংশ করে দেয়া হয়েছে।

(২) পোলিও নির্মূলে দৃঢ় প্রচেষ্টা

১) পোলিওর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের বিষয়ে মানুষকে রাজি করানো ও প্রশিক্ষণ দেওয়া

টিকার গুরুত্ব মানুষকে বুঝতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে জাপানের স্বেচ্ছাসেবীরা শুধু মায়াদের মতো সাধারণ বাসিন্দাই নয়, বরং অন্যান্য অংশীজনদের সেমিনারে আসতে অনুরোধ করেছেন। অংশীজনদের মধ্যে ছিল স্থানীয় ডাক্তার, কবিবাজ, ধাত্রী, মাঠ পর্যায়ের এনজিও কর্মী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পিটিএ সদস্য, শিক্ষার্থী, সমবায়ের সদস্য, গ্রাম পরিষদের সদস্য, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি, এবং ইমামদের মতো ধর্মীয় নেতা। ইমামদের তরফ থেকে গ্রামবাসীকে রাজি করানোর বিষয়টি বিশেষভাবে খুবই বড় প্রভাব ফেলেছিল।

উদাহরণস্বরূপ সেমিনারের আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য ৬টি রোগের জন্য সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম এবং যক্ষ্মা)। এছাড়াও আলোচনার বিষয় ছিল রোগের লক্ষণ দেখে নির্ধারণ করা যে রোগটি আসলেই পোলিও কিনা। এটিকে বলা হয় এএফপি (Acute Flaccid Paralysis) টেস্ট। গ্রামবাসীদের সঙ্গে এ ধরনের আন্তঃক্রিয়ার ফলে JOCV সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের উন্নতিসাধন করেছিল। যেমন শুরুর দিকে তাৎক্ষণিক পোলিও টিকা অভিযানের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল থেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত বাঙালি



একজন JOCV সদস্য পুরুষ দলকে পোলিও সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছে (ছবি: তোশিকো তাকাহাসি)



একজন JOCV সদস্য শিশুদের খাওয়ার টকা দিচ্ছে (ছবিঃ জাইকা)

ক্যালেন্ডারের তারিখ যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এসব প্রচেষ্টার কারণে টিকা প্রদানের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯১ সালে যেখানে পোলিও ওরাল ভ্যাকসিন (OPV3) গ্রহণের হার ছিল ৬২ শতাংশ, তা ২০০৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৩ শতাংশে।

২) লক্ষ্যস্থিরকৃত সকল শিশুর জন্য টিকা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা

সকল শিশুকে চারবার পোলিও টিকা দিতে হয়। কিন্তু অনেক শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা ছিল না, যার মানে দাঁড়ায় তাদের “আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অস্তিত্ব নেই”। এছাড়াও, পিতা-মাতা ব্যস্ত থাকায় পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশু তার ভাইবোনের হাত ধরে চলে আসে, যারা নিজেরাও ছোট। জাপানের স্বেচ্ছাসেবীরা স্থানীয় মাঠকর্মীদেরকে বিস্তারিত পরামর্শ দেয় যেন প্রতিটি শিশুর জন্য টিকার নির্ভুল তথ্য সংরক্ষণ করে এবং টিকার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সেখানকার সমস্যা কথা জানায়। জাপানের



JOCV স্থানীয় বাংলা ভাষায় তথ্য পায় (ছবিঃ তোশিকো তাকাহাশি)

স্বেচ্ছাসেবীরা দূরবর্তী এলাকায় পরিদর্শন করার কারণে ধীরে ধীরে স্থানীয় কর্মকর্তাদের ওপর এর প্রভাব পড়ে। এর ফলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপকরা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা শুরু করে।

পোলিও টিকার স্বেচ্ছাসেবীদের দলবদ্ধভাবে প্রেরণ করা হতো, যার একটি বড় সুবিধা ছিল। যদিও তারা সাধারণত আলাদাভাবে কাজ করে, কিন্তু তারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তথ্য বিনিময় করত এবং অনেক সময় একসঙ্গে কাজ করত। একজন সদস্যের মনে যে বিষয়টি দাগ কেটেছিল তা হল দলবদ্ধভাবে প্রেরণ করা JOCV সদস্যরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মকর্তার সঙ্গে একত্রিত হয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে টিকা পরিস্থিতির ওপর মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনা করেছিল। এর ফলে যে প্রভাব পড়েছিল তা একজন ব্যক্তির কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জন করা যেত না। তাছাড়া নতুন মাঠ গবেষণার দক্ষতা শেখার ক্ষেত্রে এটি একটি ভাল উপলক্ষ্য ছিল। একজন সদস্য এই অভিজ্ঞতার কারণে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। পরবর্তীতে তিনি শিশুদের অসুস্থতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ইউনিসেফের হয়ে কাজ করেছেন।

৩) পোলিও সংক্রমণ ছাড়াই দৃঢ় কার্যক্রম

২০০৩ থেকে ২০০৫ সময়ে পোলিওর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছেন। এটি এমন একটি সময় যখন বাংলাদেশে কোন পোলিও আক্রান্ত রোগী ছিল না, অর্থাৎ ২০০১ থেকে ২০০৬ সময়কাল। বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা দেয় যে পোলিও টিকার আর দরকার নেই এবং পোলিও টিকা সংক্রান্ত জনপ্রশাসন অভিযান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী লক্ষ্য ছিল হাম নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া। এই সময়কালে সদস্যরা গ্রামবাসীকে প্রশিক্ষিত করতে এবং নিয়মমাফিক টিকাদানে সহায়তা করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। JOCV সদস্যদের অনেকেই বাংলাদেশে নতুন এবং নিজ দেশের বাইরে বসবাস করছিলেন। অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ সদস্যদের এসব অভিজ্ঞতা ছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসহ তাদেরকে কাজের স্থানে যুক্ত করা হয়েছিল। যেহেতু পোলিওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সদস্যদের এই দলে পাঠানো হয়েছিল, তাই দলনেতা ও উপদেষ্টা হিসেবে জ্যেষ্ঠ সদস্যরা সক্রিয় ছিল। কিছু কিছু জ্যেষ্ঠ সদস্যরা তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখনো আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় যুক্ত রয়েছেন।

এক পর্যায়ে কক্সবাজারের দক্ষিণে একটি শিশুকে পোলিও আক্রান্ত সন্দেহে আবিষ্কার করা হয়। এরপর দ্রুততার সঙ্গে তাৎক্ষণিক পোলিও প্রশাসনিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। দেখা গেল যে শিশুটি পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এসেছে। জাপানের মতো দ্বীপরাষ্ট্রে সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরে কোয়ারেন্টিন জোরদার করে পানিভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু যেসব স্থল ভাগের দেশের লাগোয়া প্রতিবেশী দেশ রয়েছে, সেখানে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন।

৪) JOCV সদস্যরা কী করতে পারত, কারণ তারা বিদেশি

স্বেচ্ছাসেবী সদস্যরা তদারককারী হিসেবে গ্রামে টিকা কেন্দ্রগুলোতে তদারকি করত। অর্থাৎ তারা স্বাস্থ্যকর্মীদের কারিগরি নির্দেশনা এবং উপদেশ দিত, এবং তাদের প্রস্তুতকৃত শিক্ষা উপকরণ দিয়ে গ্রামবাসীর জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করত। মাঠে প্রাপ্ত সমস্যা তারা

কিভাবে মোকাবেলা করত? স্বেচ্ছাসেবীরা স্থানীয় তদারককারী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফের মতো অন্যান্য সংগঠনের কর্মকর্তা, এবং অনেক সময় মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করত। বাংলাদেশে যেহেতু উচ্চ পদের সঙ্গে নিম্ন পদের কর্মীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব থাকে, তাই নিচু পদের কর্মকর্তারা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে সমস্যার কথা বলতে বাধার সম্মুখীন হয়। সেজন্য মাঠ পর্যায়ের কথাগুলো সচরাচর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পৌঁছায় না। এই অবস্থা মোকাবেলায় JOCV সদস্যরা বিদেশি হিসেবে তাদের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাঠ পর্যায়ের বিষয়গুলো স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যত বেশি সম্ভব পৌঁছে দিয়েছে।

তরুণ জাপানিদের চিন্তাভাবনাগুলো শিক্ষামূলক কার্যক্রমের জন্য শিক্ষা উপকরণ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। শিশুদের জন্য সেমিনারের কার্যক্রম বড়দের মতো হবে না। কোন কোন সদস্য তাদের এদেশীয় সমকক্ষদের নিয়ে অ্যানিমেশন তৈরি করেছে, যা সংক্রামক রোগ, টিকা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে শিশুদের বুঝতে সহজ হবে।

সদয় গ্রামবাসী, বকুসুলভ শিশু

গ্রামে যেসব স্বেচ্ছাসেবী গিয়েছে, তাদেরকে অনেক সময় আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং চা-নাস্তা খেতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গ্রামে সচরাচর বিদেশিরা যায় না। তাই শিশুরা প্রায়ই মজা করে তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করত এবং তাদের পিছু নিত। বাংলায় কথা বলতে পারা বিদেশি সচরাচর দেখা যায় না। তাই স্বেচ্ছাসেবীরা যা বলতে চাইত, গ্রামবাসীরা তা আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনত। যেহেতু আগে যেসব স্বেচ্ছাসেবীরা এসেছিল, তারা স্থানীয়দের সঙ্গে একটি ভাল সম্পর্ক তৈরি করেছিল, তাই নতুন স্বেচ্ছাসেবীরা গ্রামবাসীদের আস্থা সহকারে তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারত। বহু সদস্যকে পোলিওর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে অনেক বছরের জন্য প্রেরণ করা হয়। তাদের পূর্ববর্তীদের কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে একটি বহুস্তর বিশিষ্ট প্রভাব প্রদর্শিত হয়। এটি একজন স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। JOCV সদস্যদের কাজ ছিল পোলিওর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে প্রযুক্তি স্থানান্তর করা এবং শিশুদের সাহায্য করা। নিশ্চিতভাবেই প্রথমে তারা গ্রামে গিয়েছিল এ ধরনের একটি বোধ নিয়ে যে “আমি তাদের ভালো ভাবে শেখাবো” এবং “আমি তাদের উপকার করবো”, কিন্তু সাবেক অনেক স্বেচ্ছাসেবী



মা এবং শিশুদের দল একজন JOCV সদস্যকে স্বাগত জানাচ্ছে (ছবিঃ জাইকা)

“শিক্ষিতে পেরে” এবং “উপকৃত” হয়ে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য বসবাসের পরিবেশ

একজন স্বেচ্ছাসেবীকে গ্রামীণ এলাকায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অনেক সময় সে বিদ্যুৎ চলে যাওয়া এবং ডায়রিয়ার কবলে পড়ে। যদিও সে খাবার ও পানির ব্যাপারে সতর্ক ছিল, কিন্তু তবুও ডায়রিয়ার জীবাণু তার শরীরে আক্রমণ করে। তবে স্থানীয় একজন সহকর্মী তার বাসার পাশে থাকত। সে রাতের খাবার এবং অন্যান্য কাজে স্বেচ্ছাসেবীর যত্ন নিয়েছে। এই ধরনের পরিবেশ স্বেচ্ছাসেবীর স্থানীয় ভাষার দক্ষতা ব্যাপকভাবে উন্নত করেছিল, কারণ তিনি স্থানীয় জীবনে খুবই গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। যদিও তিনি তার বাংলা ভাষার দক্ষতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় অনেক বেশি গ্রামীণ উচ্চারণে স্থানীয় মানুষজন কথা বললে তিনি তা বুঝতে পারতেন না।

স্বেচ্ছাসেবীদের অনেকেই গ্রামের টিকাদান কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অনেক সময় পরিবহন পেতে ঝামেলায় পড়েছেন। জাপানের মতো এখানে গণপরিবহন তত উন্নত নয়। তাছাড়া তারা সব সময় ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করতে পারত না। তাদেরকে রিকশা বা সিএনজিতে চলতে হতো এবং এরপর হাঁটতে হতো। গ্রামের কাঁচা রাস্তায় বর্ষাকালে রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হয়ে থাকত এবং স্বেচ্ছাসেবীদের পা কাদায় ভরে যেত। এতসব কাঠখড় পেরিয়ে স্বেচ্ছাসেবীরা স্থানীয় মানুষদের সাহায্য করতে আসায় গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচেষ্টাকে প্রশংসার চোখে দেখত।

৪.৩.২ গ্রামীণ উন্নয়ন

গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন

(১) পটভূমি

১৯৭৩ সালে যখন জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের (Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCVs)) বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রেরণ করা হলো, তখন স্বেচ্ছাসেবীদের কারিগরি খাত ছিল ধান চাষ, হার্টিকালচার এবং কৃষি যন্ত্রপাতি। এরপর যদিও কৃষিখাতে স্বেচ্ছাসেবীদের প্রেরণ করা অব্যাহত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সহায়তার ক্ষেত্র কৃষি থেকে গ্রামীণ কমিউনিটিতে চলে আসে। ১৯৮১ সালে প্রথমবারের মতো গ্রামীণ নারীদের ইউনিয়নে নারী JOCV সদস্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে কার্যক্রম শুরু হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল গৃহস্থালির কাজে বাগান করা এবং পুষ্টির উন্নতিসাধন। গৃহস্থালির খরচের হিসাব-নিকাশ পুরস্কারা নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থনৈতিক শক্তির অভাবে ঘরে এবং কমিউনিটিতে নারীদের অবস্থান নিচে থাকে। ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ নারীদের জীবন উন্নত করতে উদ্যোগ নেওয়া কঠিন।

গ্রামীণ নারীরা কিভাবে তাদেরকে নিরাপদ করবে? গ্রামীণ বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী কাঁথা সেলাইয়ের প্রায় ১ হাজার বছরের বেশি পুরনো ইতিহাস রয়েছে, যাকে “নকশিকাঁথা” বলা হয়। একজন স্বেচ্ছাসেবী এ বিষয়টি মাথায় রেখে তখন হস্তশিল্পের উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড মনে করেছিল যে গ্রামীণ নারীদের আয় বর্ধনের জন্য হস্তশিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যকর হবে। এরপর হস্তশিল্প এবং পোশাক খাতে JOCV সদস্যদের প্রেরণ করতে জাপানের কাছে অনুরোধ জানানো হল। প্রাথমিকভাবে হস্তশিল্প



ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহৃত নকশী কাঁথার সেলাইকর্ম (ছবিঃ মিয়োকো মাগামি)

বৃদ্ধি করার জন্য একটি বড় এনজিওর ওপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু ১৯৮৯ সালে প্রেরণ করা জ্যেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবীদের কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ডের ভবনে কারুপল্লী নামে একটি হস্তশিল্পের দোকান খোলা হয়। স্বেচ্ছাসেবীদের কার্যক্রম শুধু বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা শহর অঞ্চলের বিপণন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পণ্য উন্নয়ন প্রস্তাব এবং নির্দেশনা প্রদান করত। ২০১০ সালে কয়েক বছর বিরতির পর একজন JOCV জ্যেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী এবং অন্য সদস্যদের এই দোকানে প্রেরণ করা হয় যেন তারা ব্যবসায়িক

এবং ব্যবস্থাপনা, গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রেতা পরিষেবার উন্নতিসাধনে সহায়তা করতে পারে। শুরু থেকে এই পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন জাপানি স্বেচ্ছাসেবীদের এই কারুপল্লী প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। এসব স্বেচ্ছাসেবীরা গ্রামীণ নারীদের আয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

এই অধ্যায়ে দুজন সাবেক স্বেচ্ছাসেবীর বর্ণনা রয়েছে: মিয়োকো মাগামি, যিনি নকশিকাঁথার কাজের মাধ্যমে অভিভূত হয়ে ছিলেন এবং এখনো এর সঙ্গে জড়িত আছেন জাপানে ‘রসুন’ নামে একটি ন্যায্য-বাণিজ্য সমিতির ব্যবস্থাপক হিসেবে, এবং ইয়োকো তানাকা (শিবা), যিনি কারুপল্লী হস্তশিল্প দোকানের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(২) হস্তশিল্প ব্যবহার করে গ্রামের নারীদের জীবিকার উন্নতিসাধন

মিয়োকো মাগামি (JOCV তৃতীয় ব্যাচ ১৯৮২, গার্হস্থ্য শিল্প)

১) বাংলাদেশি নকশিকাঁথা, ঐতিহ্যগত সেলাইকর্ম মাগামি বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৯৮৩ সালে তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। তিনি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা যশোরের শার্শা উপজেলায় কাজ শুরু করেন। সেখানে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবীর মধ্যে তিনি ছিলেন একজন, যার তিনটি খাতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ছিল (গবাদি পশু, সবজি এবং গার্হস্থ্য শিল্প)। তারা গ্রামে অনুসন্ধান করে দেখেন যে সেখানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসংক্রান্ত ব্যাপক সমস্যা রয়েছে। যদিও তারা পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা করেছেন এবং রান্নাবান্না বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করেছেন, কিন্তু গ্রামীণ দারিদ্র্যের কারণে মানুষের পুষ্টিগত অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে সে সময়ে মাগামি দেখলেন যে গ্রামীণ বাংলাদেশি নারীরা তাদের পরিবারের জন্য নকশীকাঁথার কাজ করে। যেখানে তার কাজের ক্ষেত্র ছিল, সেই যশোর জেলা হলো উচ্চমানসম্পন্ন ঐতিহ্যগত সেলাইকর্মের একটি উৎপাদন কেন্দ্র। এসব পণ্য কী গ্রামীণ নারীদের আয়বর্ধনে অবদান রাখতে পারবে?

২) পণ্যের মান উন্নত করতে গ্রামীণ নারীদের প্রশিক্ষণ হস্তশিল্প বিক্রি করতে হলে শহরের ধনী লোকদের লক্ষ্য করে পণ্য



১৯৮৩ সালে ঢাকার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা গ্রামীণ নারী নেত্রীরা (ছবিঃ মিয়োকো মাগামি)

তৈরি করা এবং পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাগামি রাজধানী ঢাকায় ১৬ জন গ্রামীণ নারীর জন্য একটি দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু শুরুতে তাদের স্বামী, ভাই, পিতা, দাদা, এমনকি চাচা-মামারাও আপত্তি জানায়। এই ১৬ জন নারীর ঢাকায় প্রশিক্ষণের অনুমতির জন্য এই সকল রক্ষণশীল গ্রামের লোকজনকে মাগামি রাজি করিয়ে ছিলেন। এই প্রশিক্ষণের ফলে তারা উচ্চ মানসম্পন্ন নকশি কাঁথা তৈরির দক্ষতা ছড়িয়ে দেওয়ায় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়। এর ফলে গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচির ভিত্তি নিশ্চিত হয়। এই ১৬ জন নারীর সাফল্যের কারণে পরবর্তীতে হস্তশিল্প খাতে JOCV সদস্যদের প্রেরণ করার অনুরোধ আসে। এর সঙ্গে নারী নেত্রী, বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতার ফলেই টেকসই কার্যক্রম সম্ভব হয়েছিল।

৩) তার চলে আসার পরেও বাংলাদেশে পুষ্টিমান উন্নয়নে কার্যক্রম

মাগামি বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে পুষ্টিমান উন্নয়নে তিন বছর ধরে কাজ করছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভালো ফলাফল আশা করা যাবে না। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ কমিউনিটিকে সাহায্য করবেন। জাপানে ফিরে আসার পরেও তিনি একটি জাপানি এনজিওর মাধ্যমে বাংলাদেশের পুষ্টিগত উন্নয়নে সহায়তা করা অব্যাহত রেখেছিলেন। যেমন তিনি মৌসুমভিত্তিক রান্নার উপাদান এবং খাবারের পদের ছবিসহ শিক্ষামূলক উপকরণ তৈরি করেছিলেন, যা দরিদ্র পরিবারগুলোও সহজেই ব্যবহার করতে পারবে। ২০১০ সালে তার এনজিও যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার প্রদান করে।

৪) বাংলাদেশের হস্তশিল্প বিক্রির জন্য সমিতির সূচনা

মাগামি এবং তার স্বামী বর্তমানে তাদের পূর্ণকালীন কাজ হিসেবে জাপানে নকশিকাঁথা বিক্রি করছেন। বাংলাদেশে এই কাজে পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন মিলিয়ে ৮ জন সদস্য কাজ করছে এবং প্রায় ৫০০ জন নকশিকাঁথা প্রস্তুতকারী যুক্ত রয়েছে। তার স্বামী শিনজি মাগামি নিজে একজন JOCV সদস্য ছিলেন এবং তাকেও একই ব্যাচে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজন শার্শা উপজেলায় ৪০ বছর ধরে সামাজিক উন্নয়নে যুক্ত রয়েছেন, যার শুরুটা হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী দলের কার্যক্রমের মাধ্যমে।



মিস মাগামি স্থানীয় কার্যক্রমে এখনও যুক্ত রয়েছেন (ছবিঃ মিয়োকো মাগামি)

যেহেতু যেসব নারীদের সহায়তা করা হয়েছে, তারা তাদের রোজগার নিজেদের সন্তান এবং পরিবারের জন্য ব্যয় করে, তাই এটি তাদের পরিবারের পুষ্টিগত উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তাদের দেহ এমনভাবে গঠিত হয় যা সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে না, শৌচাগারের মতো বিষয়গুলোর উন্নতির মাধ্যমে বসবাসের পরিবেশ উন্নত করে, এবং শিক্ষাগত সুযোগ বৃদ্ধি করে। এর ফলে নকশিকাঁথার সেলাইকর্ম শিল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও সম্ভব হয়, যা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

(৩) বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ডের কারুপল্লী হস্তশিল্প দোকান পরিচালনা

ইয়োকো তানাকা (JOCV দ্বিতীয় দল ১৯৯১, হস্তশিল্প খাত)

১) গ্রামীণ নারীদের ভালো বিক্রয় উপযোগী পণ্য তৈরিতে সমস্যা

বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ডের ভবনে কারুপল্লী হস্তশিল্প দোকান চালু করার কয়েক বছর পরেই তানাকাকে হস্তশিল্প ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়। তাকে পাঠানো হয়েছিল দোকানটি পরিচালনা এবং নকশিকাঁথা সেলাইকর্মের ব্যাপারে কারিগরি নির্দেশনা প্রদান করতে। গ্রামীণ নারীরা শুরুতে উচ্চমানসম্পন্ন সেলাইকর্ম করতে পারত না। যখন শখের বেশে করা হয়, তখন একটি মোটামুটি মানের পণ্যকেও “বেশ ভালো” বলে প্রশংসা করা যায়। তবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হলে আপনাকে অবশ্যই খুঁটিনাটি সবকিছু ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং যদি মনে হয় যে এই পণ্যটি বিক্রি করা যাবে না, তাহলে কঠোর মন্তব্য করতে হবে। গুরুত্বের সঙ্গে না নিলে জীবিকা উন্নয়ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

২) সক্ষম বাংলাদেশি নারী

অতীতে গ্রামীণ নারীরা অনেক সময় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নারী হওয়ার কারণে পর্যাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত না। যেসব নারীরা নিজেদের সক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ কখনো পায়নি, তারা JOCV সদস্যদের সংস্পর্শে এসে গ্রামীণ নারীদের হস্তশিল্প সমিতির (Village Women's Handicraft Association) নেত্রী হয়ে গড়ে ওঠে। মাগামি যেই ১৬ জন নারীকে প্রথমে প্রশিক্ষিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে অঞ্জলি ও হালিমা এ ধরনের মেধাবী ব্যক্তি। শুরুতে জাপানের স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের সঙ্গ দিয়েছেন। তবে পরবর্তীতে তারা



মিস অঞ্জলি (বামে) মিয়োকোর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে নারী নেত্রী হিসেবে ৪০ বছর ধরে সক্রিয় রয়েছেন (ছবিঃ মিয়োকো মাগামি)

নিজেরাই গ্রাম থেকে আট ঘণ্টা বাসে চড়ে ঢাকায় এসে কারুপল্লীতে তাদের হস্তশিল্প বিক্রি করে যেত। তানাকা স্মরণ করে বলেন যে সেসময়ের সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি নিশ্চিতভাবেই একটি বিরাট বড় দুঃসাহস, যার জন্য ব্যাপক সাহসের প্রয়োজন।

এছাড়াও রয়েছেন খুরশিদা, যিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাবনা জেলায় হস্তশিল্প ইউনিয়নের নেত্রী ছিলেন। এই চমৎকার নারীর কথাও স্মরণ করা যায়। বহু নারীর নেত্রী হিসেবে তিনি তার কাজের খুঁটিনাটি সব হিসাব সংরক্ষণ করেন, যা পণ্য ক্রয়ের নির্দেশ এবং বিতরণে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কাজে লাগে।

৩) কারুপল্লী হস্তশিল্প দোকানের সমস্যা

পরিকল্পনা ছিল কারুপল্লী হস্তশিল্প দোকানটি দুই বছরের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী দলের কাছ থেকে বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ডকে পরিপূর্ণভাবে হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু এর খুব বেশি অগ্রগতি হচ্ছিল না। এছাড়াও কারুপল্লী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের “ইউনিয়ন সদস্যদের (গ্রামীণ নারী) মাধ্যমে তৈরি হস্তশিল্প প্রদর্শন ও বিক্রয়, এবং গ্রামীণ উন্নয়নে প্রাপ্ত মুনাফা ফেরত পাঠানো”। কিন্তু ৫০ শতাংশ পর্য্যই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারখানা থেকে তৈরি। ২০ শতাংশেরও কম কাপড় তৈরি করেছিল গ্রামীণ নারীরা। বাকি সব কাপড় অন্য কোম্পানির কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছিল।

৪) সরকারি কার্যালয়ে দোকান ব্যবস্থাপনার সমস্যা

শুধু জনপ্রশাসনের বোধ থাকলেই তা কারুপল্লীর ব্যবসা ব্যবস্থাপনার জন্য যথেষ্ট না-ও হতে পারে, যদিও তা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে অবস্থিত। চমৎকার মানবসম্পদ নিশ্চিত করতে কর্মীদের বেতন এবং কাজের পরিবেশ অবশ্যই নমনীয়ভাবে বিবেচনা করতে হবে। ক্রয় করা পণ্যের আর্থিক পরিকল্পনা অবশ্যই দরকার। ব্যবস্থাপক ও নকশাকারীদের পদ শূন্যতা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়গুলো কারুপল্লীর দুর্বল দিক। তাছাড়া যেসব ক্রেতা দোকানে আসে, তাদের জন্য জাপানের স্বেচ্ছাসেবীরা “জাপানি করণিক” হিসেবেও কাজ করতেন। তারা ক্রেতাদের সেবা দিয়েছেন, জাপানের লোকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ক্রয়াদেশ দেখভাল করেছেন, এবং পণ্য পৌঁছে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তানাকা এবং তার সহকর্মীরা যতটুকু সম্ভব কারুপল্লীর বিক্রয় বাড়াতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

৫) দায়িত্ব নেওয়ার পর কারুপল্লী এবং মিস শিবা



হস্তশিল্প বিষয়ক JOCV-এর একজন সহকর্মীর সাথে বিতরণযোগ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন (ছবি: ইউকো তানাকা)



জনপ্রিয় এমব্রয়ডারি কোস্টারের উন্নতি সম্পর্কে কর্মীদের ব্যাখ্যা করছে (ছবি: ইউকো তানাকা)



দোকানে বিক্রয় কর্মীদের সাথে পণ্যের নকশা নিয়ে আলোচনা (ছবি: ইউকো তানাকা)

১৪ বছর পর ২০০৭ সালে তানাকা ঢাকায় বসবাস করতে ফিরে আসেন। যখন তিনি কারুপল্লীতে গিয়েছিলেন, তা ছিল তার পুরনো দিনের স্মৃতি। তবে, ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছিল। শুধু বাংলাদেশীদের মাধ্যমে দোকান পরিচালিত হচ্ছিল। স্থানীয় ক্রেতারা দোকানটিকে গ্রহণ করেছিল এবং এটি দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত দোকান হিসেবে টিকে যায়। প্রথমবারের মতো তিনি অনুভব করেছিলেন যে তার কাজের দুই বছর নিশ্চিতভাবেই পুরস্কৃত হয়েছে।

ছোটখাটো দ্বন্দ্ব এবং দুটি সংস্কৃতির আদান-প্রদান

জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের নিজ দেশে আরামদায়ক জীবন থেকে বাংলাদেশের পরিবেশে এনে রাখা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই মাগামি এবং তানাকা বিভিন্ন ধরনের ধাক্কা, দ্বিধা, বিরক্তি এবং কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

১) বাংলা ভাষাভাষী স্বেচ্ছাসেবী সদস্যরা

জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী সদস্য যেন স্থানীয় মানুষদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে বসবাস করতে পারে এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর করতে পারে। এসব সদস্যদের জন্য স্থানীয় ভাষা রাখা হয় খুব কম। যার ফলে তাদের পক্ষে ধনী বিদেশীদের মতো বসবাস করা অসম্ভব। নিশ্চিতভাবেই যদি তারা স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে না পারে, তাহলে তাদের কাজ এবং জীবনে অনেক সমস্যা থাকবে। স্বেচ্ছাসেবী সদস্যদের পাঠানোর আগে জাপানে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের একটি বড়

সময় তাদের বাংলা ভাষা শেখানো হয়।

তাদের বাংলা ভাষার প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের মানুষকে বিশেষভাবে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী বাঙালির বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলায় সৃষ্টি হওয়া কবিতা, সাহিত্য এবং নাটকের শৈল্পিক জগত, যা গভীর ও সমৃদ্ধ। বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনে এসব বিষয়ের জোরালো শেকর রয়েছে। বাঙালিরা নিজেদের মাতৃভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিজ ভাষায় তারা গর্ববোধ করে। যদিও শুরুতে জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের বাংলা ভাষার দক্ষতা খুবই কম থাকে, কিন্তু স্থানীয় মানুষ অতিরঞ্জন করে তাদের প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করে।

বাংলাদেশে জাপানের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালানোর জন্য ইংরেজি ভাষাই যথেষ্ট। তবে বাংলা বলতে পারলে তা নাটকীয়ভাবে স্থানীয় মানুষের আবেগ এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে যে পরিমাণ তথ্য স্থানীয়দের সঙ্গে আদান-প্রদান করা যায়, বাংলায় না বললে তা এত পরিমাণে সম্ভব নয়। বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের দক্ষতা এবং প্রচেষ্টার কারণে স্থানীয় মানুষ তাদেরকে উষ্ণভাবে গ্রহণ করেছিল।

২) টিকে থাকার জন্য পোশাক, খাবার এবং বাসস্থান

জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের জ্যেষ্ঠ সদস্যরা কনিষ্ঠদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে নারী স্বেচ্ছাসেবীরা যেন অবশ্যই স্থানীয়দের মতো পোশাক পরিধান করে। তারা যেন কোনোভাবেই বিদেশীদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান না করে। সেলোয়ার কামিজ এমন এক ধরনের পোশাক, যা প্যাণ্টের উপরে পরিধান করা হয়, এবং লম্বা একটি উড়না দিয়ে বুকের উপরের অংশ আবৃত করা হয়। তাছাড়া শাড়ি এমন এক ধরনের পোশাক যা ৫ মিটার লম্বা। নিচে অন্য কাপড়ের উপর শাড়ি পরিধান করা হয়। যেহেতু শাড়ি অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক পোশাক, তাই জাপানের স্বেচ্ছাসেবীরা অনেক সময় কারুপল্লীতে ক্রেতাদের সেবা প্রদানের সময় শাড়ি পরিধান করত।

শহর এবং গ্রাম নির্বিশেষে থাকার জায়গা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ঢাকা শহরে খুব বেশি বাড়ি ছিল না, যেখানে একা একটি মেয়ে থাকতে পারবে। গ্রামীণ এলাকায় এই সমস্যা আরো বেশি প্রকট ছিল। তাই থাকার পরিবেশ কোনভাবেই জাপানের মতো প্রত্যাশিত ছিল না। জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের অনেক সদস্যই বলেছেন যে তাদের নিম্নমানের বাংলা ভাষার দক্ষতা থাকার কারণে শুরুতে তাদের বাসা খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এমনকি শহরেও স্বেচ্ছাসেবীদের অনেকেই এমনভাবে বসবাস করেছে, যেখানে নলকূপ থেকে পানি তুলতে হতো, খড়িকাঠ দিয়ে রান্না করতে হতো, এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থিতিশীল ছিল না।

খাদ্য ছিল আরেকটি সমস্যা। পুষ্টির কথা চিন্তা করলে নিজে রান্না করা খাওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু প্রথমত রান্না করার উপকরণ জোগাড় করা কঠিন ছিল। সেসব দিনগুলোতে গ্রামীণ এলাকায়, এমনকি ঢাকা শহরেও, খুব বেশি সুপারমার্কেট ছিল না। রান্না করার জন্য সুবিধাজনক ছোট জিনিসের প্যাকেট পাওয়া যেত না। জাপানের স্বেচ্ছাসেবীরা মাংস, মাছ, সবজি ইত্যাদি দোকানে যেত, এবং দরদাম করে প্রতিবার তাদের এমন পরিমাণ জিনিস কিনতে হতো, যা একজন খেয়ে শেষ



২০২২ সালে হস্তশিল্পের দোকান “কারুপল্লী” (ছবি: PADECO. Co.Ltd.)

করতে পারত না। রান্না করা খুবই কঠিন একটি কাজ হয়ে ওঠে। সেসব সময় স্থানীয় সহকর্মীরা অনেক সময় জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্য করেছে। তারা স্বেচ্ছাসেবীদের রাতে খেতে দাওয়াত দিত। গ্রামীণ এলাকায় জাপানের স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের সহকর্মীদের বাড়িতে রাতের খাবারের প্রশংসা করেছেন।

প্রতিদিনের খাবার হিসেবে জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য অনেক সময় শুধু তরকারি থাকত। ভাত এবং বাংলার সমৃদ্ধশালী জনপদ থেকে তুলে আনা নদীর মাছ, সঙ্গে সবজি, মটরশুটি, ডিম, মাংস ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের তরকারি খেতে খুবই মজাদার। জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এতই ভালো ছিল, যে এ দেশে আসার কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষুধা পেলে তাদের একমাত্র খাবার যা মাথায় আসত, তা হলো এসব তরকারি।

৩) “হস্তক্ষেপপ্রবন” বাংলাদেশি মানুষ

জাপানে বড় হওয়া এসব স্বেচ্ছাসেবীরা স্থানীয়দের ব্যক্তিগত পরিসরের বোধ নিয়ে দ্বন্দ্ব পড়ে যেত। বাংলাদেশে মানুষ, এমনকি প্রথমবার সাক্ষাতেই একজনের পরিবার, আয়-রোজগার, পরিধানকৃত পোশাকের দাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে বসে। তারা জিজ্ঞেস করবে, “এটা কত দিয়ে কিনেছেন?” অনেক সময় বলে বসবে, “এটা অনেক দাম নিয়েছে; আপনি ঠিকেছেন।” তারা একেবারেই সরল মনে এই ধরনের কথাবার্তা বলে। তারা “ব্যক্তিগত পরিসরকে গুরুত্ব দেয় না” এবং সব সময় একটা উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। তবে মানুষকে তারা কখনোই বিপদে ফেলে যায় না। স্থানীয় মানুষদের এই ধরনের “হস্তক্ষেপ” অনেক সময় জাপানের স্বেচ্ছাসেবীদের বাঁচিয়েছে।

কয়েক বছরের মধ্যেই দুটি দেশের সমাজ এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে পার্থক্য, তা বুঝতে পারা এবং অতিক্রম করা কঠিন। জাপানের স্বেচ্ছাসেবীরা অনেক সময় কঠিন সময় পার করেছে, এবং স্থানীয়দের সহায়তায় অনেক সময় ভাল সময়ও পার করেছে। কয়েক বছর সেখানে বসবাস করার পর স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে বাংলাদেশ তাদের জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। তখন তাদের মনোভাবে বাংলাদেশ শুধু একটা “পছন্দ-অপছন্দের” বিষয় আর থাকে না। এ পর্যন্ত জাপানের প্রায় ১,৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবীকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। তাদের অনেকেই বাংলাদেশকে দ্বিতীয় মাতৃভূমি হিসেবে মনে করে।

৪.৪ জাইকা অংশীদারত্ব কর্মসূচি

তৃণমূলে সহযোগিতা

জাইকার অংশীদারত্ব কর্মসূচি (JICA Partnership Program) এমন একটি প্রকল্প যেখানে জাইকা প্রস্তুতকারী সংগঠনকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দায়িত্ব অর্পণ করে। এসব সহযোগিতা কার্যক্রম প্রস্তাব করে থাকে জাপানের এনজিও বা নাগরিক সমাজ সংগঠন, স্থানীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কোম্পানি, এবং অন্যান্য সংগঠন, যারা জাইকার সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের অধীনে নিজেদের অতীত কার্যক্রমের ভিত্তিতে অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় কাজ করতে ইচ্ছুক। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈচিত্র্যপূর্ণ চাহিদা পূরণে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তার সহযোগিতা। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবদান রাখার পাশাপাশি আশা করা হচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা জাপানের স্থানীয় কমিউনিটির সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর হবে এবং এসব কমিউনিটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করবে।

জাইকার অংশীদারত্ব কর্মসূচি তিনভাবে হতে পারে।

- (১) সহায়তামূলক: এগুলোর লক্ষ্যবস্তু হল এনজিও এবং অন্যান্য সংগঠন যাদের উন্নয়নশীল দেশ এবং এলাকায় সহায়তা করার খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই।
 - (২) অংশীদারিত্বমূলক: এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু হলে যেসব এনজিও এবং অন্যান্য সংগঠন দুই বছর ধরে উন্নয়নশীল দেশ এবং এলাকায় সহায়তা দিয়ে আসছে।
 - (৩) স্থানীয় সরকার ধরণ: স্থানীয় সরকার বা সংগঠন, যেগুলো স্থানীয় সরকার সুপারিশ করে থাকে, সেগুলো এর জন্য উপযুক্ত।
- ২০০২ সালে বাংলাদেশে জাইকার অংশীদারত্ব কর্মসূচি শুরু হয়। এক্ষেত্রে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৩১। নিচের টেবিলে খাত এবং ধরন অনুযায়ী আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে (১১)। এরপরই রয়েছে যথাক্রমে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন (৮) এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ ও জলবায়ু পরিবর্তন (৭)।

খাত এবং ধরন অনুযায়ী জাইকার অংশীদারত্ব কর্মসূচির চিত্র (প্রকল্পের সংখ্যা এবং অনুপাত)

খাত ধরণ	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন	দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তন	শিক্ষা	বেসরকারি খাত	অন্যান্য	মোট
সহায়তা	৫	০	০	২	০	০	৭
অংশীদার	৬	৫	৫	১	০	০	১৭
স্থানীয় সরকার	০	৩	২	০	১	১	৭
মোট	১১	৮	৭	৩	১	১	৩১
অনুপাত	৩৫%	২৬%	২৩%	১০%	৩%	৩%	১০০%

(উৎস: জাইকার ভিত্তিতে জরিপ দল)

৪.৪.১ জাইকা অংশীদারত্ব কর্মসূচি: শাপলা নীড়

ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় দুর্যোগ প্রতিরোধে সহায়তা

(১) শাপলা নীড়ের কার্যক্রম

শাপলা নীড় বাংলাদেশ ও নেপালের পাশাপাশি জাপানের মানুষদের নিয়ে কাজ করে। স্থানীয় এনজিওগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে শাপলা নীড় পথশিশু, শিশু শ্রমিক, বিধবা, প্রবীণ, এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের মতো সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের আর্থসামাজিকভাবে সহায়তা করে থাকে। ১৯৭২ সালে শাপলা নীড় নামে সংগঠনটি বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরেই কাজ করা শুরু করে। এর প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে



শাপলা নীড়ের সদস্য (বাম দিকের মহিলা হলেন মিসেস উচিয়ামা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী) (ছবি: শাপলা নীড়)

রয়েছে: (১) দুর্যোগ সহনশীল কমিউনিটি তৈরি, (২) শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, এবং (৩) এমন একটি সমাজ নির্মাণ, যেখানে মানুষ একসঙ্গে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বসবাস করতে পারে। ১৯৭২ সালে পুনর্নির্মাণে কৃষি সেবার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ৫০ জনের বেশি জাপানি তরুণ স্বেচ্ছাসেবীকে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে এটি Help Bangladesh Committee (HBC) হিসেবে আবির্ভূত হয় যা ছিল শাপলা নীড়ের সূচনা পর্ব। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় শাপলা নীড়ের কার্যালয় স্থাপন করা



কেন্দ্রে সার্ভারের কাজ করা মেয়েরা (ছবি: শাপলা নীড়)

হয়। তখন একটি পার্টনির্ভর হস্তশিল্প উৎপাদন সমবায় গঠন করা হয় এবং বর্তমানে আমরা যাকে সুষ্ঠু বাণিজ্য উদ্যোগ বলি, তার সূচনা হয়। ২০০০ সাল থেকে শাপলা নীড় পথশিশু এবং বাসা বাড়িতে কাজ করা মেয়েদের সহায়তা করে আসছে।

(২) জাইকার অংশীদারত্ব কর্মসূচির সঙ্গে সহযোগিতার পটভূমি

২০০০ সালের গোড়ার দিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটি উন্নয়নের একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে জাইকা বাংলাদেশ অফিস একটি গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। শাপলা নীড় এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেছিল যেন স্থানীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়। সহযোগিতার এটিই ছিল মূল কারণ। শাপলা নীড় জাইকার চারটি অংশীদারত্ব কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য আর বাকি তিনটি দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের জন্য। কিন্তু দুই ধরনের কর্মসূচিকেই কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

১) গ্রামীণ উন্নয়ন

১৯৮৯ সাল থেকে শাপলা নীড় সরাসরি ঈশ্বরগঞ্জ কাজ করে আসছে। কিন্তু ২০০১ সালে জাইকা এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে “JICA Development Partner Project” শিরোনামে প্রকল্পটি চালু হয়। এই প্রকল্পটি অংশীদারত্ব কর্মসূচির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল কারণ স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় জনগণের সংগঠনের মধ্যে সংযোগ এমনসব কর্মকাণ্ডে এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন, যেখানে অতি দরিদ্র এবং অত্যন্ত বিপন্ন মানুষের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২) দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন

বাংলাদেশের মতো দেশে যেহেতু প্রতিবছর বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে, তাই শুধু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মতো স্থাপনাগত সহায়তা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং এমন সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি কমিউনিটি প্রতিনিয়ত দুর্যোগের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে সাড়াপ্রদান করতে পারে। সেজন্য শাপলা নীড়ের কার্যক্রম একদল তরুণ জনগোষ্ঠীর ওপর মনোনিবেশ করেছিল। এর ফলে অংশীদারত্ব কর্মসূচির সঙ্গে সহযোগিতা সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে এমনভাবে কমিউনিটিকে তৈরি করা হয়, যেন এসব তরুণদের উদ্যোগের মাধ্যমে দুর্যোগের সময় যাদের সহায়তা প্রয়োজন, তাদের উপস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া যায়।

৩. অংশীদারত্ব কর্মসূচির তালিকা

নিচের টেবিলে শাপলা নীড়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত অংশীদারত্ব কর্মসূচির তালিকা দেওয়া হয়েছে

শাপলা নীড়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

#	কর্মসূচির নাম	উদ্দেশ্য	সময়কাল
১	Participatory Integrated Rural Development Project	ঈশ্বরগঞ্জে দরিদ্রদের জীবিকা উন্নয়ন	আগস্ট ২০০৪- জুলাই ২০০৭

২	Cyclone Disaster Resilient Community Development Project	ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে কমিউনিটিভিত্তিক পদ্ধতির একটি মডেল তৈরি	ফেব্রুয়ারি ২০১০-মার্চ ২০১২
৩	The Community Development Project for Disaster Risk Reduction through Adolescent's Initiatives	তরুণদের সহায়তায় বন্যার দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে কমিউনিটিভিত্তিক পদ্ধতির একটি মডেল তৈরি	প্রকল্পের রূপরেখা
৪	The Project for Mobilizing and Organizing Humanitarian Operations and Risk Reduction Activities in Disaster Prone Coastal Areas (MOHORA)	স্থানীয় পরিস্থিতির একটি যথাযথ মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং প্রশমন পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখে দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং প্রশমন কার্যক্রম এবং তিন ধরনের সহায়তার (স্বনির্ভর, পারস্পারিক, এবং সরকারি) মধ্যে সহযোগিতার চর্চা	অক্টোবর ২০১৭-জুন ২০২১

(উৎস: জাইকার ভিত্তিতে জরিপ দল)

(৪) অতঃপর

“The Project for Mobilizing and Organizing Humanitarian Operations and Risk Reduction Activities in Disaster Prone Coastal Areas (MOHORA),” প্রকল্পের নির্ধারিত এলাকা ছিল বাগেরহাট জেলা। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত হানার পর থেকেই শাপলা নীড় সেখানে কাজ করছে। গত ১০ বছরে সেখানে দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখা গেছে। যখন ২০২০ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় আফান খুলনা জেলার কয়রা এলাকায় আঘাত হানে, তখন শাপলা নীড় দুর্যোগের পর এই জরুরি সহায়তা প্রদান করে। তখন দেখা যায় যে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঠিকভাবে কাজ করছিল না।

সেজন্য, দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সচেতনতা সমৃদ্ধ করতে আমাদের



শিক্ষার্থীরা একটি দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রতিযোগিতায় প্রেজেন্টেশন তৈরি করে। (ছবি: শাপলা নীড়)

কাজের ভৌগলিক পরিধি বিস্তৃত করার পরিকল্পনা করছি। এক্ষেত্রে আমাদের অতীতের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো হবে।

(৫) মানবিক গল্প

“The Project for Mobilizing and Organizing Humanitarian Operations and Risk Reduction Activities in Disaster Prone Coastal Areas (MOHORA),” প্রকল্পে আমরা এমন সব অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করেছিলাম, যা স্থানীয় বাসিন্দারা করে আনন্দ পাবে। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দুর্যোগ প্রতিরোধবিষয়ক জ্ঞান প্রচারের জন্য প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের দ্বারা স্থানীয় প্রবীণদের সচেতনতায় পরিবর্তন দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। জাপানে শিক্ষার্থীদের জন্য দুর্যোগ প্রতিরোধবিষয়ক প্রতিযোগিতা “Bosai Koshien”-এর আদলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থাপনার খুব বেশি সুযোগ থাকে না। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশুরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত আদান-প্রদান এবং সবার সামনে তা উপস্থাপনা করতে পেরেছিল। স্থানীয় বাসিন্দা এবং স্থানীয় সরকারের লোকজন শিশুদের ক্ষমতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে ছিল এবং তাদের উপস্থাপনা মনোযোগ সহকারে শুনেছিল। এই প্রকল্পের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল শিশুদের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে দুর্যোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কিন্তু শিশুদের চমৎকার উপস্থাপনার কারণে প্রবীণদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পুরো কমিউনিটির দুর্যোগ প্রতিরোধবিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এটি আমাদের জন্য একটি অপ্রত্যাশিত ফলাফল।



সচেতনতা বাড়ানোর জন্য একটি কার্যকলাপের অংশ হিসাবে একটি নাটকে অভিনয় করছেন শিক্ষার্থীরা দুর্যোগ প্রতিরোধের (ছবি: শাপলা নীড়)

তমোকো উচিয়ামা, শাপলা নীড় বাংলাদেশ কার্যালয়ের আবাসিক পরিচালক

৪.৪.২ এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক

নিরাপদ পানির সন্ধানে

(১) আর্সেনিক সমস্যা এবং এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্কের ইতিহাস

এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক (Asia Arsenic Network (AAN)) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাপানের মিয়াজাকি অঞ্চলের তাকোচিহো শহরে তরোকু খনিতে আর্সেনিকযুক্ত এসিডের গণ-উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট দূষণে ভুক্তভোগীদের সহায়তা করার লক্ষ্যে। তরোকু খনিতে ১৯২০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত একটি সংকীর্ণ উপত্যকা গ্রামের মধ্যে ব্যাপক বিষাক্ত আর্সেনিক এসিড উৎপাদিত হয়েছিল। সেই এলাকার বহু বাসিন্দা এবং শ্রমিকরা স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। ১৯৬০-এর দশকে জাপানি দ্বীপপুঞ্জ গুরুতর দূষণসংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। সে সময়ে বড় দূষণ মামলাগুলো করা হয়েছিল। একজন স্থানীয় শিক্ষক অনুসন্ধান করে ঘোষণা করেন যে তরোকু খনির নিচে আর্সেনিক দূষণের উপস্থিতি রয়েছে। এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ১৯৭৩ সালে পরিবেশ সংস্থা (বর্তমানে পরিবেশ মন্ত্রণালয়) তরোকুকে দূষণসংক্রান্ত রোগের (দীর্ঘমেয়াদী আর্সেনিক বিষ) অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৭৪ সালে খনির মূল মালিকের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের করা মামলায় সহায়তা করতে “Association for the Protection of Victims of Mining Damage in Toroku, Matsuo, etc.” গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে সুপ্রিম কোর্টে বিচার প্রক্রিয়া শেষে সমঝোতা হওয়ার পর “Mamoru Kai (Association)”-এর সদস্যরা বুঝতে পেরেছিলেন যে পুরো এশিয়াজুড়ে বহু অঞ্চল রয়েছে, যেখানে মানুষ আর্সেনিক দূষণের ভুক্তভোগী। এরপর তারা ১৯৯৪ সালে এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন।



বাংলাদেশে প্রকল্পস্থলে মিঃ কাওহারা (ছবি: এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক)

(২) বাংলাদেশে এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্কের কার্যক্রম

১৯৮০-এর দশক থেকেই এশিয়ার অনেক অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণ একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। এই সমস্যার কারণ হলো খাওয়ার পানি এবং কৃষি কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন। এর ফলে নদীর অববাহিকায় আর্সেনিক জমা হয়, যা ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করে। সবচেয়ে গুরুতর আর্সেনিক দূষণের শিকার

বাংলাদেশে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর সরকার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থাগুলো নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নলকূপ স্থাপনের ওপর জোর দেয়। ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে ৯৭ শতাংশ বাসাবাড়ি নলকূপ ব্যবহার করা শুরু করে। বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে ১৯৯৩ সালে।

বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে একটি প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা করা হয়। আশা করা হয়েছিল যে আর্সেনিক দূষণে ভুক্তভোগী অন্যান্য এশীয় দেশগুলোতেও তরোকুর অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করা যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শার্শা উপজেলার শামতা গ্রামে পরীক্ষামূলক একটি প্রকল্প শুরু হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে তিন বছরের জন্য টয়োটা ফাউন্ডেশনের সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

আর্সেনিক দূষিত এলাকাগুলো ভ্রমণ করা একদল বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ‘ভ্রাম্যমাণ আর্সেনিক সেন্টার’ গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল আর্সেনিকের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি, মাঠ পর্যায়ের কিট ব্যবহার করে পানির গুণমান পরীক্ষা, বিকল্প পানির উৎসের ব্যবস্থা, এবং আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা।



ফিল্ড কিট দ্বারা পরীক্ষার পর আর্সেনিক দূষিত নলকূপকে লাল রঙ করা হয় (ছবি: এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক)

১৯৯৯ সালে জাইকা যখন এনজিওদের প্রস্তাবের ওপর কাজ করতে এর উন্নয়ন অংশীদারত্ব কর্মসূচি শুরু করে, তখন এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক কাজ শুরু করে। এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ককে “The Mobile Arsenic Center Project for Solving Arsenic Contamination of Drinking Water,” শিরোনামের প্রকল্পের জন্য বাছাই করা হয়। তখন এই সংগঠনটি আর্সেনিক দূষণের ব্যাপারে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ২০০২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তিন বছরের জন্য শার্শা উপজেলায় তা বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পে নিচের চারটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল “নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের সহায়তা করা এবং বিকল্প পানির উৎসগুলো স্বেচ্ছায় ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা করা”। চারটি কার্যক্রম হলো: (১) সক্রিয় সম্পৃক্ততা সমুন্নত করতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড) পর্যায়ে আর্সেনিক নিয়ন্ত্রণ কমিটি প্রতিষ্ঠা, (২) কমিউনিটিভিত্তিক আর্সেনিক নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করতে বিকল্প পানির উৎসগুলোর ব্যবহারের জন্য সমিতি গঠন, (৩) এলাকার বাসিন্দাদের অনুরোধে আর্সেনিক নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাধ্যমে

বিকল্প পানির উৎসগুলোর দ্বারা খাবার পানির সরবরাহ বাস্তবায়ন, এবং (৪) ভ্রাম্যমাণ আর্সেনিক কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার এবং চিকিৎসার নির্দেশনা। এরপর ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক ছিল বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে জাইকার “Project for Sustainable Mitigation for Arsenic Contamination under the Integrated Local Government System” শিরোনামের প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংগঠন। এই প্রকল্পে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং শার্শা ও চৌগাছা উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে যুক্ত করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিটির জন্য পানির উপযুক্ত বিকল্প উৎস স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ কমিউনিটিভিত্তিক আর্সেনিক নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন এবং পুষ্টিসম্পন্ন খাবার এবং চিকিৎসার মাধ্যমে আর্সেনিক রোগের উন্নতিসাধন। এর পাশাপাশি “Project on the Improvement of Health Damage and Poverty by Arsenic Contamination in Abhaynagar Upazila, Jessore District” শিরোনামের একটি তৃণমূল পর্যায়ের কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল আর্সেনিক রোগীর সংখ্যা কমানো এবং তাদের সহায়তা প্রদান করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত বিকল্প পানির উৎসের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “Project on Capacity Building for Drinking Water Supply Service by Local Government (Union)” শিরোনামের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় যেখানে ইউনিয়ন পরিষদে পানি পর্যবেক্ষণকারী নিযুক্ত করা হয়। তারা পানির উৎসগুলোর পরিচালনা অবস্থা যাচাই



ভ্রাম্যমাণ আর্সেনিক সেন্টার আয়োজিত কমিউনিটি মিটিং (ছবি: এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক)

করে এবং সেগুলো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(৩) অর্জন, ফলাফল এবং তারপর

বছরের পর বছর ধরে এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্কের কার্যক্রমের ফলে আর্সেনিক দূষিত এলাকায় বিকল্প পানির উৎস প্রতিষ্ঠা এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলোর মাধ্যমে একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি এই পদ্ধতির টেকসই নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও পানি পর্যবেক্ষণকারী নিযুক্ত করার মাধ্যমে যেসব রক্ষণাবেক্ষণ সেবা সরকার বাস্তবায়ন করতে পারছিল না,

সেগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক পরিষদ সদস্য জনাব কাওয়াহারা বলেন, “দিনশেষে মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিকল্প পানির উৎস থেকেই তারা পানি পান করবে, কারণ এই পানি শুধু যে নিরাপদ ছিল তাই নয়, বরং সুস্বাদুও ছিল।” “সুস্বাদু পানি” সরবরাহ করায় স্থানীয় মানুষজন নিজেরাই সরকারের সহায়তায় এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বিকল্প পানির উৎসগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে সক্ষম ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা অসংক্রামক রোগের ওপর মনোযোগ দিয়েছি। এটি বাংলাদেশের একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে যেসব বিষয় অসংক্রামক রোগের অবদান রাখে, সেগুলো আমরা বিশ্লেষণ করেছি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক সচেতনতা তৈরি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নির্দেশনা সেবা, উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সহায়তা দেওয়া হয়। শুকনো মৌসুমে ধান চাষে সেচ দিতে প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি প্রয়োজন হয়। কৃষিতে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে মটরশুটি, সরিষা এবং সবজির মতো শুকনো মৌসুমের চাষাবাদ উৎসাহিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। (জাপানের এনজিও সহায়তামূলক অনুদান সাহায্য দিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে)।



আর্সেনিক সংক্রামিত গাদকরি গ্রামে বিকল্প জলের উৎস স্থাপন করা হয়েছে। (ছবি: এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক)

(৪) বন্ধুত্ব

বাংলাদেশি কর্মীদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান তৈরিতে এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক কাজ করেছে, যেন এদেশীয় কর্মীরা আর্সেনিক নিয়ন্ত্রণে মৌলিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রে রয়েছে শামীম উদ্দিন। তিনি ২০০১ সাল থেকে পানির গুণমান টেকনিশিয়ান হিসেবে এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্কে কাজ করেছেন। সে সময়ে জনাব শামীম আর্সেনিক দূষণপ্রবণ এলাকার যেসব বাসাবাড়িতে আর্সেনিক অপসারণ যন্ত্র বসানো হয়েছে, ব্যাপকভাবে সেসব বাড়ি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি শুধু আর্সেনিক অপসারণকারী যন্ত্রের অবস্থা যাচাই করতে যাননি, বরং গ্রামবাসীদের ক্রমাগত আর্সেনিক অপসারণ যন্ত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। জনাব শামীমের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে গিয়েছিলেন জনাব তামিকো ইশিয়ামা। তিনি স্মরণ করে বলেন, “পানি ছিল নিরাপদ, আর্সেনিক, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ মুক্ত, খেতে সুস্বাদু, এবং গ্রামবাসীরা মজা পেয়েছিলেন।” জনাব

শামীম একজন ‘মানবমুখী রসায়নবিদ’। গ্রামবাসীদের উচ্চমানসম্পন্ন এ ধরনের পানি সরবরাহে এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্কের সক্ষমতার ক্ষেত্রে জনাব শামীম ছিলেন একটি বড় সহায় (এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক বুলেটিন ওয়াইইউআই, ২০০২ সালে ১ ডিসেম্বর প্রকাশিত)।

এরপর জনাব শামীম, মিয়াজাকি এনভারমেটাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০৪ সাল থেকে আরম্ভ করে তিনি ৯ মাস এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি শিখেছিলেন কিভাবে একজন টেকনিশিয়ান হতে হয়,



শামীম সাহেব পানি পরীক্ষা করছেন এবং শিশুরা তার কাজ পর্যবেক্ষণ করছে (ছবি: এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক)

নমুনা সংগ্রহ করতে হয়, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়, এবং মাটি ও পানি বিশ্লেষণ করতে হয়। মিয়াজাকিতে প্রশিক্ষণের পর জনাব শামীম আরও বেশি মাঠমুখী হয়ে উঠেন। এরপর তিনি কিয়ুঙ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি শুধু নিরাপদ পানি সরবরাহ করার ক্ষেত্রেই অবদান রাখছেন না, বরং কৃষিতে পানি সংরক্ষণ অনুশীলন সমুল্লত করার মাধ্যমে টেকসই খাদ্য উৎপাদনে অবদান রাখছেন এবং মাটি ও শস্যে আর্সেনিক দূষণ বিষয়ে গবেষণা করছেন। বর্তমানে তিনি এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের কর্মসূচিবিসয়ক পরিচালক হিসেবে আরও বিস্তৃত কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন।

৪.৫ জাইকার বেসরকারি খাত অংশীদারত্ব (এসএমই/এসডিজি ব্যবসায়িক সহায়তা)

জাইকার বেসরকারি খাত অংশীদারত্ব (এসএমই/এসডিজি ব্যবসায়িক সহায়তা) (JICA's Private Sector Partnership (SME/SDGs Business Support) জাপানের বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে একটি প্রস্তুতভিত্তিক প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো যেসব উন্নয়নশীল দেশ জাপানের প্রযুক্তি, পণ্য এবং জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাদের সমস্যা সমাধান করতে চায় এবং যেসব জাপানি কোম্পানি উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজারে প্রবেশ করতে চায়, তাদের মধ্যে একটি পারস্পারিক লাভজনক সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এই প্রকল্প সাজানো হয়েছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অবদান, এবং একইসঙ্গে আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং জাপানে পুনরুজ্জীবনে অবদান রাখতে।

বাংলাদেশে এসএমই/এসডিজি ব্যবসায়িক সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ২০১৯ আর্থিক বছরের শেষ ভাগ পর্যন্ত এসে ৪৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যার মধ্যে এই প্রকল্পের পূর্ববর্তী প্রকল্পগুলোর প্রস্তাবও রয়েছে। পূর্ববর্তী প্রকল্পগুলো হল (“SME Overseas Development Support Project” and the “Survey on Problem-Solving Businesses in Developing Countries (SDGs Business)। শ্রেণী বিভাজনের দিক থেকে, পরিবেশ ও জ্বালানি খাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে (১০টি প্রস্তাব, ২২%)। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পানি বিশুদ্ধকরণ এবং পানি শোধন (৮টি প্রস্তাব, ১৭%), স্বাস্থ্যসেবা (৬টি প্রস্তাব, ১৩%), এবং কৃষি (৫টি প্রস্তাব, ১১%)।

বাংলাদেশের জন্য এসএমই ও এসডিজি ব্যবসায়িক সহায়তা প্রকল্পের চিত্র

গৃহীত হওয়ার বছর খাত শ্রেণীবিভাজন	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	মোট	হার
পরিবেশ ও জ্বালানি	১	১	১	২	২	১	১	০	০	১	১০	২২%
পানি বিশুদ্ধকরণ/ পানি শোধন	১	৩	১	০	১	১	০	০	০	১	৮	১৭%
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা	০	১	২	০	১	০	১	০	০	১	৬	১৩%
কৃষি	০	১	০	০	১	০	১	১	১	০	৫	১১%
শিক্ষা	০	০	০	২	২	০	০	০	০	০	৪	৯%
দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং পাল্টা ব্যবস্থা	০	০	০	২	২	০	০	০	০	০	৪	৯%
কারিগরি শিক্ষা এবং শিল্প উন্নয়ন	০	০	২	০	০	১	০	০	০	০	৩	৭%
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০	০	১	০	১	০	০	০	০	১	৩	৭%
আর্থিক পরিষেবা	০	০	১	০	০	০	০	০	০	০	১	২%
অন্যান্য পরিষেবা	০	০	০	১	১	০	০	০	০	০	২	৪%
মোট	২	৬	৮	৭	৯	৫	৩	১	১	৪	৪৬	১০০%

(উৎস: জাইকার তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ দল)

৪.৫.১ কুমন (KUMON)

সারা বাংলাদেশে কুমন পদ্ধতি নিয়ে আসা

(১) কুমন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর চ্যালেঞ্জ:

Kumon Institute of Education Co., Ltd.(কুমন/KUMON) এমন একটি সংগঠন যা গবেষণা পরিচালনা এবং শিক্ষণ উপকরণ তৈরি এবং সেগুলো উৎপাদন করে থাকে। এই সংগঠন নির্দেশনামূলক কৌশল বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এটি ফ্রেঞ্চাইজার হিসেবে গণিত ও পড়াশোনার(জাপানি, ইংরেজি, পর্তুগিজ, চাইনিজ ইত্যাদি) জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কুমনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩.৬৭ মিলিয়ন। বর্তমানে পৃথিবীর ৫০টির বেশি দেশ এবং অঞ্চলে কুমন পরিচালিত হচ্ছে।



কুমনের সঙ্গে দলগত ছবি এবং বিকেএল সদস্যরা (সাক্ষাতকার গ্রহণকারী জনাব ইনোয়ি, পিছনের সারিতে ডান দিক থেকে চতুর্থ) (ছবিঃ কুমন)

যেহেতু ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে কুমন সাধারণত পরিচালিত হয়ে থাকে, তাই এর সেবা গ্রহীতার প্রাথমিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল। কুমন নিম্নআয়ের মানুষের জন্য শিক্ষণের সুযোগ প্রদান করতে পারছিল না। নির্দিষ্ট দেশের ঝুঁকিসহ বিভিন্ন কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিম্নআয়ের মানুষকে লক্ষ্য করে নিজে নিজে ব্যবসা পরিচালনা করা কুমনের জন্য কঠিন।

(২) জাইকার বেইজ অব পিরামিড বিজনেসে(BOP) আবেদন করার পটভূমি

এর সূচনা হয় যখন বাংলাদেশি এনজিও ব্র্যাকের প্রয়াত চেয়ারপারসন জনাব ফজলে হাসান আবেদ ফোন করেন। জনাব আবেদ ২০১৩ সালে জাপান ভ্রমণ করেছিলেন। তখন তিনি শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে কুমন পরিদর্শন করতে চান। বহু বছর ধরে ব্র্যাক বাংলাদেশে দরিদ্রদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। ব্র্যাক স্বৈচ্ছাভিত্তিক, অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে গুণগত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

এ প্রেক্ষাপটে ব্র্যাকের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিওপি

বিজনেসের সম্ভাবনার ধারণায় কুমন মনোযোগ দেয়। তবে সে সময়ে কুমন উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্রদের লক্ষ্য করে টেকসই কার্যক্রম তৈরি করার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ছিল। সেজন্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তা প্রয়োজন ছিল। তাই, ২০১৩ সালে কুমন বিওপি বিজনেস বিষয়ে জাইকার প্রস্তুতিমূলক জরিপের জন্য আবেদন করে। এরপর জাইকার সহায়তায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কুমনকে নির্বাচিত করা হয়।

(৩) ফলাফল এবং অর্জন

“Preparatory Survey on BOP business on Improving Quality Education through Partnership with NGOs” প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করা, যা শিক্ষার মান উন্নত করবে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার হার বৃদ্ধি করবে, এবং বারে পড়া কমিয়ে আনবে। এগুলোই বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় বিষয়। আন্তর্জাতিক এনজিও ব্র্যাকের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা করার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়।

প্রকল্পটি ছিল একটি মডেল তৈরি করা এবং এই মডেলের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য। এই কর্মসূচির কার্যকারিতা যাচাই করার অন্যতম একটি পদক্ষেপ হিসেবে এলোমেলোভাবে বাছাইকৃত কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা পদ্ধতি পরিচালনা করা হয়েছিল যাকে বলা হয় Randomized Controlled Trial (RCT)। এখানে এক মাসের জন্য ব্র্যাকের ১৭টি বিদ্যালয়ে (প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী) পরীক্ষামূলকভাবে কুমন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে বোধশক্তিগত এবং অ-বোধশক্তিগত উভয় ধরনের সক্ষমতায় বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নতি ঘটেছিল। এর পাশাপাশি বেশ কিছু ভাল উদাহরণ রয়েছে। যেমন এমন ঘটনা পাওয়া গেছে যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের আঙ্গুল ব্যবহার না করেই অনেক বেশি দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম ছিল। এর ফলে ব্র্যাকের সঙ্গে একটি চুক্তি হয় যার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপে কুমন কেন্দ্র চালু করার মাধ্যমে একটি টেকসই মডেলের পড়াশোনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হয়।



ব্র্যাকের চেয়ারম্যান জনাব আবেদ এবং কুমনের সাবেক প্রেসিডেন্ট সুনোদা (ছবিঃ কুমন)

(৪) জাইকার প্রকল্পের পর

জাইকার প্রকল্পের জন্য পরীক্ষামূলক কার্যক্রম এবং গবেষণার পর প্রথম দুটি কেন্দ্র সরাসরি ব্র্যাক পরিচালনা করেছিল। কেন্দ্র দুটি ২০১৭ সালে রাজধানী ঢাকায় চালু করা হয়। এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছিল যে মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের মানুষদের কাছে কুমন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য। ২০১৯ সালে ব্র্যাক কুমন লিমিটেড প্রতিষ্ঠা হয়। ব্র্যাক এবং কুমনের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক লাইসেন্স চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আনুমানিক ৪০০ শিক্ষার্থী সরাসরি পরিচালিত কেন্দ্রগুলোতে কুমন পদ্ধতি বিষয়ে পড়াশোনা করেছে। এছাড়া ভবিষ্যতে ফ্র্যাঞ্চাইজ কেন্দ্র তৈরি এবং ব্র্যাকের বিদ্যালয়গুলোতে কুমন পদ্ধতি চালু করার প্রস্তুতি চলছে।



ব্র্যাক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ (ছবিঃ কুমন)

মানবিক গল্প

ব্র্যাকের চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদের কথা না উল্লেখ করে আমরা বাংলাদেশে কুমন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বলতে পারব না। জনাব আবেদ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন। জনাব আবেদের সহধর্মিণী কুমন পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছিলেন যখন তার একজন আত্মীয় নিউইয়র্কে কুমন প্রশিক্ষক ছিলেন। ২০১৩ সালে জনাব আবেদ জাপানে এসে কুমন পরিদর্শন করে বলেছিলেন, “আমি জাপানের শিক্ষাবিষয়ক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সামাজিক ব্যবসা করতে



ব্র্যাক কুমনের শ্রেণিকক্ষ (ছবিঃ কুমন)

চাই”। তখন থেকেই সহযোগিতার শুরু। জাইকার প্রকল্পের মাধ্যমে ব্র্যাকের বিদ্যালয়গুলোতে একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি চালু হওয়ার পর জনাব আবেদ প্রশংসার সঙ্গে মূল্যায়ন করেন যে “যেসব শিশুরা কুমন পদ্ধতি পড়েছে, তারা নিজেরাই চিন্তা করা শুরু করেছে।” এর ফলে ঢাকায় সরাসরি পরিচালিত কুমন কেন্দ্র চালু হয়।

২০১৯ সালে যখন জনাব আবেদ কুমনের ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাপানে এসেছিলেন, তখন সারা বাংলাদেশে কুমন কেন্দ্র চালু করার দৃশ্যকল্প তিনি ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় ছিলেন, তখনও জিজ্ঞেস করেছেন, “কুমন কেমন চলছে?”। শেষ পর্যন্ত তিনি কুমন প্রকল্পগুলোর অবস্থার প্রতি নজর রেখেছেন। জনাব আবেদের ইচ্ছার উত্তরাধিকার ধরে রাখতে তার সহধর্মিণী বর্তমানে জোরালোভাবেই এই প্রকল্পকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন।

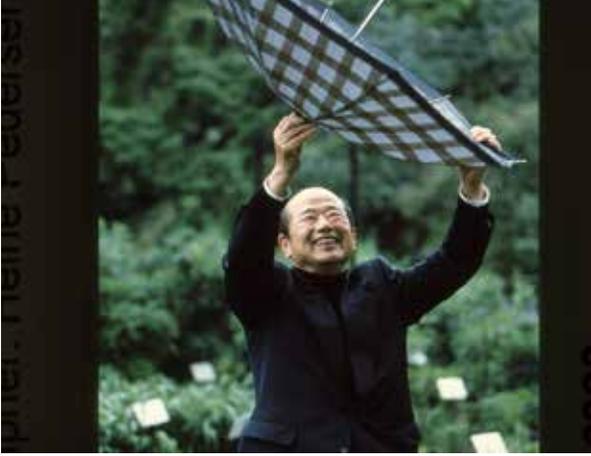
কাতসুইয়োকি ইনোয়ি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কুমন ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন



ব্র্যাক কুমনে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্কিয়া (ছবিঃ কুমন)

৪.৫.২ স্কাই ওয়াটার হারভেস্টিং

বৃষ্টির পানি ধারণের ট্যাংকের সামাজিক ব্যবসা সব মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করে



জনাব মাকোতো মুরাছে (ছবিঃ স্কাই ওয়াটার হারভেস্টিং)

(১) আমামিজু (AMAMIZU) এবং বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু

জনাব মাকোতো মুরাছে স্কাই ওয়াটার হারভেস্টিং ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পিপল ফর রেইন ওয়াটারের পরিচালক। তিনি বৃষ্টির পানি কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে একটি সামাজিক প্রকল্পে কাজ করছেন। তিনি যখন টোকিওতে অবস্থিত সুমিদা ওয়ার্ড পৌরসভা কার্যালয়ে চাকরিরত ছিলেন, তখন তিনি বৃষ্টির পানি ধরে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে তা জনপ্রিয় করে তোলেন। এটি স্থানীয় পানিসম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত বৃষ্টির পানির একটি কার্যকর ব্যবহার এবং নগরে বন্যা প্রতিরোধে একটি কার্যকর দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এছাড়াও তিনি রিওগোকু কোকুজিকান (সুমো স্টেডিয়াম) এবং টোকিও স্কাই ট্রি নির্মাণের সময় বৃষ্টির পানির ট্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

তিনি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ওপর মনোযোগ দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মানের অবদান রাখতে পারতেন। বহুকাল ধরে বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে মানুষ পুকুর থেকে পানি এনে তা পান করে। তবে পুকুরের এসব পানি পরিষ্কার নয়। বহু মানুষ রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তীব্র ডায়রিয়ায় মারা গেছে। এর ফলে ইউনিসেফ এবং অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলো সুপারিশ করে যে পুকুরের পানির পরিবর্তে কুপের পানি ব্যবহার করতে হবে। এভাবে পানির উৎস পরিবর্তিত হয়। আনুমানিক ৮.৬ মিলিয়ন কুপ খনন করা হয়েছিল। তবে এটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে যেসব কুপগুলোকে নিরাপদ ভাবা হয়েছিল, সেগুলোয় ক্ষতিকর আর্সেনিক রয়েছে। দীর্ঘদিন এসব পানি ব্যবহারের ফলে দীর্ঘমেয়াদী আর্সেনিক আক্রান্ত হওয়ার উদ্বেগ জন্ম নেয়। কিন্তু বাংলাদেশ এমন একটি অঞ্চল, যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে জনাব মুরাছে সিদ্ধান্ত নেন যে বৃষ্টির পানি কার্যকরভাবে কাজে লাগাবেন। কারণ এই পানি আর্সেনিক কিংবা লবণ এবং অন্যান্য ছোট জীবাণু দ্বারা দূষিত নয়। খাবার পানির

গুরুতর এই সংকট সমাধানে তিনি এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২০০০ সালের দিকে তিনি বৃষ্টির পানি কাজে লাগাতে একটি সামাজিক প্রকল্প চালু করেন।

(২) জাইকার সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব প্রকল্পে আবেদনের পটভূমি

সে সময়ে জনাব মুরাছে পিপল ফর রেইন ওয়াটার (এনপিও) নামে একটি সংগঠনের মহাসচিব ছিলেন। তখন তিনি স্থানীয় এনজিওগুলোর সহযোগিতায় বিভিন্ন ধারণক্ষমতার বৃষ্টির পানির ট্যাংক স্থাপনের জন্য একটি বেসরকারি পরিবেশবিষয়ক ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে অনুদান লাভ করেন। তবে যেহেতু এই অনুদানের মেয়াদকাল ছিল সর্বোচ্চ তিন বছর, তাই এর ওপর নির্ভর করে এই প্রকল্প আর বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায়নি। এর পাশাপাশি দান করা এসব ট্যাংকের উপকারভোগীরা ভাবতে শুরু করে যে তারা এই প্রকল্পে নিযুক্ত হয়েছেন, তাই কাজটিকে নিজের মনে করার মানসিকতা ভালোভাবে কাজ করেনি। এছাড়াও ট্যাংকগুলো স্থাপনের পর পরিবীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদানে কোন তহবিল রাখা হয়নি। এর ফলে নল এবং ট্যাংকের সমস্যা হলে তা সংস্কার করা হতো না। ফলে একটা পর্যায়ে সেগুলো নষ্ট হয়ে যেত।

টেকসই পদ্ধতিতে বৃষ্টির পানি ব্যবহারকে বাড়াতে জনাব মুরাছে বৃষ্টির পানির ট্যাংক উৎপাদন, বিক্রি এবং স্থাপনের ধারণা নিয়ে আসেন, যা এর আগে বাংলাদেশে পাওয়া যেত না। এছাড়াও যেসব এনজিও গৃহস্থালির জন্য বৃষ্টির পানির ট্যাংক (৪.৫ টনের সিমেন্টের গোলাকার ট্যাংক) তৈরির এই ধারণা সমর্থন করে, তাদের সঙ্গে তিনি কাজ করা শুরু করেন। গৃহস্থালির জন্য এসব বৃষ্টির পানির ট্যাংক সারা বছর জুড়ে ছয়জনের একটি পরিবারের খাবার পানির চাহিদা মেটাতে পারে। ২০০৮ সালে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বৃষ্টির পানির ট্যাংক বিক্রি ও স্থাপন করা শুরু হয়। তবে যদিও প্রকল্পটি সফল ছিল, কিন্তু একটি নতুন সমস্যা আবির্ভূত হয়। যেহেতু শুধু ধনী ব্যক্তিরাই এসব ট্যাংক ক্রয় করতে পারত, তাই এই প্রকল্পের প্রাথমিক যে উদ্দেশ্য ছিল, অর্থাৎ বৃষ্টির পানি কাজে লাগিয়ে সবার জন্য নিরাপদ খাবার পানির সংস্থান করা, তা করতে গেলে সবার জন্য সহনীয় পর্যায়ে কম খরচের ট্যাংক তৈরি ও তা জনপ্রিয় করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সেজন্য ২০১০ সালে জনাব মুরাছে ইনস্টিটিউট অন স্কাই ওয়াটার হারভেস্টিং প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি তিনি জাইকার সহায়তায় নিম্নআয়ের মানুষের কথা মাথায় রেখে বৃষ্টির পানির ট্যাংকের জন্য একটি সামাজিক ব্যবসা প্রকল্প শুরু করেন।

(৩) বাংলাদেশে বৃষ্টির পানির ট্যাংকের সামাজিক ব্যবসা

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে মটকার মধ্যে পানি সংগ্রহ করে তা খাওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবে যদিও এসব মটকা খুব বেশি ব্যবহৃত নয়, কিন্তু এগুলোর সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা হলো প্রায় ১০০ লিটার। পুরো শুকনো মৌসুম পার করার জন্য এই পরিমাণ পানি খুবই অল্প। তাছাড়া এসব মটকা সহজেই ভেঙে যায়। সেজন্যই জনাব মুরাছে স্বল্পমূল্যের বৃষ্টির পানির ট্যাংক উৎপাদন ও বিক্রির ধারণা নিয়ে আসেন যা মটকার দুর্বলতা অতিক্রম করতে পারবে। জনাব মুরাছে ৬০০ লিটারের ধারণক্ষমতার স্বল্পমূল্যের মটকারের পাত্রের ওপর মনোযোগ দিয়েছিলেন, যা থাইল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। তিনি বাংলাদেশের একজনকে থাইল্যান্ডে পাঠান যেন বাংলাদেশে প্রযুক্তি

নিয়ে আসা যায়। প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া বৃষ্টির পানির ট্যাংকের (শুরুতে মর্টার দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা উন্নত হয়ে এখন ফেরো-সিমেন্ট দিয়ে বানানো হয়) ধারণক্ষমতা ছিল ১০০০ লিটার। এর নামকরণ করা হয় 'আমামিজু'। ২০১২ সালে ইনস্টিটিউট অন স্কাই ওয়াটার হার্ভেস্টিং আমামিজুর বিক্রয় মূল্য ধার্য করে ৪৬০০ টাকা। তখন ৪৩০০ টাকায় এটি বিক্রি করার জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু করা হয়। এই টাকার মধ্যেই বৃষ্টি পানির নল এবং স্থানান্তরযোগ্য পাইপ, পরিবহন এবং স্থাপনের যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ফলে ২০০টি ইউনিট স্থাপিত হয় এবং এক বছরের মধ্যেই ৯৭ শতাংশ টাকা উঠে আসে।



আমামিজু উৎপাদনের স্থান (ছবিঃ স্কাই ওয়াটার হার্ভেস্টিং)

(৪) অতঃপর

বেসরকারি খাতের সহযোগিতামূলক পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের পর জনাব মুরাছে ২০১৩ সালে স্কাইওয়াটার বাংলাদেশ লিমিটেড নামে একটি স্থানীয় সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। এর মাধ্যমে তিনি বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ চালু করা একটি উৎপাদন কেন্দ্রে আমামিজুর বাজারভিত্তিক উৎপাদন শুরু করে। ৪৬০০ আমামিজুর পাশাপাশি এই কোম্পানিটি ৩০০ কংক্রিটের গোলাকার ট্যাংক স্থাপন করেছে। এছাড়াও মোরেলগঞ্জ হাসপাতাল এবং চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা একটি বিদ্যালয়ে ১২টি বড় কংক্রিটের ব্লক ট্যাংক স্থাপন করেছে। বর্তমানে কক্সবাজারের স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে একটি কংক্রিটের ব্লক ট্যাংক নির্মাণাধীন রয়েছে, যার একটি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পও রয়েছে।

মানবিক গল্প

জনাব ওয়াহিদ উল্লাহর সঙ্গে আমার যদি দেখা না হতো, তাহলে আমার মনে হয় না যে বৃষ্টির পানি কাজে লাগিয়ে এই সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হতো। জনাব ওয়াহিদ উল্লাহ তার দেশের গুরুতর খাবার পানির সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন। তার সঙ্গে আমার বিশ বছর আগে দেখা হয়। তখন আমি একটি ট্রাভেল এজেন্সির দোভাষী এবং সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতাম। জনাব ওয়াহিদ আমাকে সহায়তা করতেন। পরবর্তীতে তিনি তার নিজের ট্রাভেল এজেন্সি শুরু করেন। এর পাশাপাশি আমার সঙ্গে স্কাইওয়াটার বাংলাদেশ নামে স্থানীয় কোম্পানি শুরু করেন। জনাব ওয়াহিদ নিজ উদ্যোগে জাইকার সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব প্রকল্পের অংশ হিসেবে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের

পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই প্রকৌশলীরাই এখন স্কাইওয়াটার বাংলাদেশের মূল প্রকৌশলী।

মাকোতো মুরাছে, প্রধান নিবাহী কর্মকর্তা, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং



আমামিজু স্থাপন (ছবিঃ স্কাই ওয়াটার হার্ভেস্টিং)



জনাব ওয়াহিদের সঙ্গে (ছবিঃ স্কাই ওয়াটার হার্ভেস্টিং)

৪.৫.৩ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব: গ্রামীণ ইউগ্লিনা

সামাজিক ব্যবসার সারবত্তা (বাংলাদেশে মুগ ডালের ব্যবসা)

(১) ইউগ্লিনা কোম্পানি লিমিটেডের পটভূমি

ইউগ্লিনা কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জনাব মিতসুরো ইজুমোর বাংলাদেশে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের দেখে তার দরিদ্র শিশুদের পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাবার প্রদান করার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। বাংলাদেশ থেকে জাপানে ফিরে আসার পর তিনি ইউগ্লিনার প্রতি মনোযোগ দেন। ইউগ্লিনা পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ সুস্বাদু এক ধরনের ক্ষুদ্র শৈবাল। তিনি ইউগ্লিনা বাজারভিত্তিক চাষাবাদ করার ক্ষেত্রে সফল হন। তার আগে এ ধরনের চাষাবাদ করা অসম্ভব বলে বিবেচনা করা হতো। ২০০৫ সালে তিনি ইউগ্লিনা কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে তিনি যেসব স্বাস্থ্যকর খাবার এবং কসমেটিক ইউগ্লিনার বৈচিত্র্যপূর্ণ পুষ্টিকে কাজে লাগায়, সেগুলোর উৎপাদন ও বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

(২) বাংলাদেশে ইউগ্লিনার কার্যক্রম

২০১৪ সালে বাংলাদেশে ইউগ্লিনা গেনকি কর্মসূচি (Euglena Genki Program) চালু হয়। ব্যাপকহারে ইউগ্লিনা চাষাবাদ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ইউগ্লিনা গেনকি কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র শিশুদের বিনামূল্যে ইউগ্লিনা সমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল নিয়মিত ইউগ্লিনা সমৃদ্ধ খাবার খায় এমন মানুষের সংখ্যা ১০ লাখে উন্নীত করা। কিন্তু প্রতিদিন ১০ লক্ষ মানুষকে বিনামূল্যে ইউগ্লিনা সমৃদ্ধ খাবার প্রদান করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বিনামূল্যে ইউগ্লিনা খাবারের সংস্থান সম্প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি মধ্যম ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির কাছে সাধারণ বিক্রয়ের মাধ্যমে ইউগ্লিনা একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত হওয়া শুরু হয়, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সমানতালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জাইকার BOP Business Partnership Promotion Project-এর অংশ হিসেবে “Preparatory Survey for BOP business on Nutritious Euglena Cookie” পরিচালনা করা হয়।



গেনকি কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুরা ইউগ্লিনা বিস্কুট পেয়েছে (ছবি: গ্রামীণ ইউগ্লিনা)

একই সময়ে গ্রামীণ ইউগ্লিনা মাইটেক কোম্পানিতে ইউগ্লিনা শেয়ার অর্জন করে এবং গ্রামীণ ইউগ্লিনা নামে মুগডালের উৎপাদন ও বিক্রয় শুরু করে। বাংলাদেশে প্রথমে এই ব্যবসা শুরু করে গ্রামীণ ইউগ্লিনার প্রেসিডেন্ট সাতাকে (তৎকালীন ইউকিগুনি মাইটেক কোম্পানি লিমিটেড)। সাতাকে মুগডাল উচ্চ আমদানি মূল্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ জাপান সম্পূর্ণরূপে মুগডাল আমদানির ওপর নির্ভরশীল। আরেকটি বিষয় হলো জাপান ৯০ শতাংশের বেশি মুগডালের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীল। তিনি সামাজিক ব্যবসা হিসেবে একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করেন যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে বিওপি জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করা। তিনি ২০১১ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণের সঙ্গে যৌথভাবে গ্রামীণ ইউকিগুনি মাইটেক নামে একটি স্থানীয় কোম্পানি চালু করেন। ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস নিজেও এই ব্যবসার ধারণার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এরপর জাইকার সহায়তায় তারা “Preparatory Survey on BOP Business on Development of Production Systems for Green Mungbean” পরিচালনা করে, উৎপাদকদের সংগঠিত করে, এবং পরীক্ষামূলক চাষাবাদ পরিচালনা করে।

(৩) অর্জন, ফলাফল এবং তারপর

মুগডাল উৎপাদন এবং বিক্রয় প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক উৎপাদন এবং বিক্রয়ের বিভিন্ন বিষয় বেরিয়ে আসে। উৎপাদন পর্যায়ে উৎপাদকদের আকৃষ্ট করা কঠিন ছিল। তাছাড়া আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং দুর্ভোগের কারণে ফসল উৎপাদন স্থিতিশীল ছিল না। আবার যখন বাজারে মূল্য বৃদ্ধি পেত, তখন চুক্তিভিত্তিক কৃষকরা মুগডাল বিক্রি করতে চাইত না। এর পাশাপাশি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা থেকে উৎপাদনের সনদপত্র এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে রপ্তানির অনুমতি অর্জন করার প্রক্রিয়া সম্ভব হতো না যদি জাইকা, জেট্রো, এবং জাপানের দূতাবাস সহায়তা না করত। প্রস্তুতিমূলক জরিপের ফলে এটি স্পষ্ট হয়েছিল যে দরিদ্র কৃষকদের জীবিকার উন্নতিসাধনে এই প্রকল্প অবদান রাখবে এবং প্রকল্প শুরু হওয়ার পর তৃতীয় বছরে এই ব্যবসায়িক পরিকল্পনা লাভজনক হবে।

গবেষণার সময়কালসহ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে পাঁচ বছর ধরে এই কোম্পানি ২০১৮ সালে ১ হাজার টন মুগডাল রপ্তানি করতে সক্ষম হয়, যা জাপানের সুপার মার্কেটগুলোতে বিক্রি হওয়া ২০ মিলিয়ন মটরশুঁটির সমান। এর মানে ছিল বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রায় ৩০০



মুগডাল শস্য ক্ষেতে থাকা অবস্থায় (ছবি: গ্রামীণ ইউগ্লিনা)



গ্রামীণ ইউগ্লিনার মাধ্যমে উৎপাদিত মুগডাল (ছবি: গ্রামীণ ইউগ্লেনা)



গ্রামীণ ইউগ্লিনার মাধ্যমে উৎপাদিত মটরশুটি (ছবি: গ্রামীণ ইউগ্লেনা)

মিলিয়ন ইয়েন অর্জন করেছিল, যা দেশটিকে চতুর্থ বৃহৎ কৃষি পণ্য রপ্তানিকারকে রূপান্তর করে। মুগডালের ব্যবসা শুধু একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল না, বরং সামাজিক ব্যবসা হিসেবে এর বিরাট তাৎপর্য ছিল। এ ব্যবসা শুরু হয়েছিল ১০০ জন উৎপাদক নিয়ে। কিন্তু বর্তমানে ১০ হাজার উৎপাদক অংশগ্রহণ করছে। প্রতি উৎপাদক বার্ষিক ২০০ মার্কিন ডলার করে বাড়তি আয় করে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে। এর পাশাপাশি ২০১৯ সালে জাপান সরকার এবং জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ৫৫০ মিলিয়ন ইয়েনের সমপরিমাণ একটি অনুদান সাহায্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই কর্মসূচি ছিল মুগডালের চাষাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষকদের নিজেদের জীবিকার উন্নতিতে সহায়তা করা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা। গ্রামীণ ইউগ্লিনা হবে এর ব্যবসায়িক অংশীদার। এই প্রকল্পে আনুমানিক ২ হাজার কৃষক মুগডাল চাষের মাধ্যমে তাদের জীবিকা উন্নত করতে সক্ষম হবে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুষ্টিগতভাবে সুখম খাবার প্রদান করা হবে। আশা করা হচ্ছে যে এই প্রকল্প স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কমাতে সাহায্য করবে। কারণ বাংলাদেশে শরণার্থীরা যত দীর্ঘ দিন থাকবে, এই দ্বন্দ্ব আরো গুরুতর আকার ধারণ করবে। কিন্তু এই প্রকল্প যেহেতু একই সঙ্গে স্থানীয় বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী

এবং শরণার্থীদের উপকৃত করবে, তাই তা দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব কমাতে সাহায্য করবে। এছাড়াও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি সাধারণত বিদেশ থেকে খাদ্য সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু মুগডাল স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও ভোগ করা হয়। এর ফলে বিদেশ থেকে ত্রয়াদেশের খরচ কমে এবং খাদ্য সাহায্যের চাপ কমাতে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে ইউগ্লিনা বছরে ১০ লাখ ব্যক্তির খাবারের সম পরিমাণ মুগডাল পরিবেশন করছে। ২০২২ সাল থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পনা করা হয়েছে যে এই সংখ্যা ৫০ লাখে উন্নীত করতে ৭ হাজার কৃষককে চুক্তিবদ্ধ করা হবে। এই কর্মকাণ্ড এতই ভালভাবে গৃহীত হয়েছে যে ২০২২ সালে আরও ৫০০ মিলিয়ন ইয়েন অনুদান সাহায্য দেওয়া হবে।



মুগডাল উৎপাদকদের সঙ্গে আলোচনা অধিবেশন (ছবি: গ্রামীণ ইউগ্লেনা)



মুগডাল চাষাবাদ (ছবি: গ্রামীণ ইউগ্লেনা)

এই মুগডালের প্রকল্পের ফলাফল শুধু বাংলাদেশেই নয়, বরং জাপানেও খুব প্রশংসিত হয়েছে। এজন্য এই প্রকল্পকে ২০২১ সালের ২৪ ডিসেম্বর “Japan SDGs Award Grand Prize” পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মানবিক গল্প

মুগডালের ব্যবসার সাফল্যে অনেক মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের যুক্ত হওয়া ছিল একটি বড় বাক বদল। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শিক্ষা সফর কর্মসূচিতে যেখানে এই কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে জনাব সাতাকে নিজেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবসা শেখার পাশাপাশি তিনি যে কোম্পানিতে কাজ করছিলেন, অর্থাৎ ইউকিগুনি মাইটেক কোম্পানিতে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি মুগডালের ব্যবসার ধারণা নিয়ে আসেন। সেই শিক্ষা সফরের কর্মসূচিতে গ্রামীণ ব্যাংকের একজন নির্বাহীর কাছে তিনি মুগডাল উৎপাদনের ব্যবসার ধারণা ব্যাখ্যা করেন। এরপর তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে সরাসরি ডঃ ইউনুসের সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাব পান। জনাব সাতাকে যখন জাপান থেকে ফিরে আসেন, তিনি সতর্কতার সঙ্গে উপস্থাপনার বিষয়গুলো বিস্তৃত করেন এবং এই ব্যবসার লাভের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি তিনি উল্লয়নে এই ব্যবসার অবদানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। সংক্ষিপ্ত ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যেই তিনি এগুলো সম্পন্ন করেন। ডক্টর ইউনুস এই ব্যবসার পরিকল্পনায় জোরালো আগ্রহ দেখান। এরপর সেই বৈঠক পরিকল্পিত ৩০ মিনিটের



মুগডাল শস্য ক্ষেত থেকে আনার পর (ছবিঃ গ্রামীণ ইউপ্লেনা)

বদলে দেড় ঘন্টার আলোচনায় গড়ায়। এরপর ডক্টর ইউনুস সাতাকাকে পরের দিন এসে আবার তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সেই বৈঠকে ডক্টর ইউনুস ইউকিগুনি মাইটেক এবং গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি যৌথ ব্যবসার চুক্তি প্রস্তাব করেন। এর ফলে গ্রামীণ ইউপ্লেনা প্রতিষ্ঠিত হয় (তখন নাম ছিল গ্রামীণ ইউকিগুনি মাইটেক)। ডক্টর ইউনুস হয়েছিলেন চেয়ারম্যান আর সাতাকে হন এর সভাপতি। গ্রামীণ গ্রুপের বহু কোম্পানির মধ্যে গ্রামীণ ইউপ্লেনা একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ডক্টর ইউনুস নিজেই চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করছেন। এজন্যই তিনি এই ব্যবসায় এত বেশি সময় দেন। জনাব সাতাকে প্রায় প্রতি মাসেই ডঃ ইউনুসের সঙ্গে দেখা করা অব্যাহত রেখেছেন এবং বর্তমানে ডঃ ইউনুসের নির্দেশনায় তিনি এ ব্যবসা নিয়ে কাজ করছেন। এটি বলা যায় যে গ্রামীণ ইউপ্লেনার জন্ম এবং এই পর্যন্ত বেড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল কারণ ডঃ ইউনুসের সঙ্গে জনাব সাতাকার সাক্ষাৎ ঘটেছিল।



ডঃ ইউনুস এবং জনাব সাতাকে (ছবিঃ গ্রামীণ ইউপ্লেনা)



রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মুগডাল বিতরণ (ছবিঃ গ্রামীণ ইউপ্লেনা)

৪.৫.৪ অনোদা ইনক.

জাপানের আইচি অঞ্চলের তয়োহাসি শহরে একটি এসএমই জাপানে তৈরি প্রিপেইড গ্যাস মিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশি মানুষের জ্বালানিসাশ্রয়ী মানসিকতা প্রজ্জ্বলিত করে দিয়েছে

(১) পটভূমি

যেহেতু বাংলাদেশে গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়নি এবং সাধারণ বাসাবাড়িতে এককালীন গ্যাসের মূল্য ধার্য করা হয়, তাই প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে ভোক্তাদের সাশ্রয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন ছিল। বলা হয় যে বারবার চুলা জ্বালানো ঝামেলা, কিংবা শীতকালে রান্নাঘর গরম রাখতে সারাদিন রান্নার চুলা জ্বলতে থাকে। বাংলাদেশকে অবশ্যই প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করতে হবে কারণ অভ্যন্তরীণভাবে গ্যাস উৎপাদন বাড়ছে না। সেজন্য গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহার খুবই জরুরী বিষয় হয়ে উঠেছে। এককালীন মূল্য ধার্য করার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহারের ওপর মূল্য ধার্য করার ব্যবস্থা চালু করা এবং তা বাস্তবায়ন করতে গ্যাস মিটার স্থাপন করা অপরিহার্য।

(২) প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

এসব পরিস্থিতিতে, অনোদা ইনকর্পোরেশন (ONODA Inc.), যার প্রধান কার্যালয় জাপানের আইচি অঞ্চলের তয়োহাসি শহরে অবস্থিত, তাকে জাইকা ২০১৪ সালের জুলাই মাসে সরকারি-বেসরকারি অংশদারত্ব কর্মসূচির আওতায় যাচাইয়ের জন্য জরিপ করে তা বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত করে। এরপর “Private Sector for Disseminating Japanese Technology for Pre-Paid Gas Meter” বাস্তবায়ন করার জন্য অনোদাকে নির্বাচিত করা হয়। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তিতাস গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে অনোদা জাপানে তৈরি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন প্রিপেইড গ্যাস মিটার চালু করে। ২০০ বাসাবাড়িতে পরীক্ষামূলকভাবে এসব গ্যাস মিটার বসানো হয়েছিল এর কার্যকারিতা প্রদর্শনের জন্য। এরপর যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে মূল্য ধার্য করার ব্যবস্থা চালু করা হয়, তখন জ্বালানি সাশ্রয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে জাপানের তৈরি প্রিপেইড গ্যাস মিটারের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে অনোদা একটি প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের চুক্তি পায়। এই চুক্তি জাপানের ওডিএ ঋণের সাহায্যপুষ্ট “Natural Gas Efficiency Project”-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে যথাক্রমে ২ লাখ এবং ৬০ হাজার প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশ সরকার গ্যাসের মূল্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে মূল্য ধার্য করার পদ্ধতিতে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি অর্জন করে।

জাপানের তৈরি প্রিপেইড গ্যাস মিটার প্রচলনের ফলে বাংলাদেশে সমাজ পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়েছে। ঢাকার যেসব এলাকায় ঋণ প্রকল্প ছিল, সেখানে তিতাস গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড একটি ভোক্তা জরিপ চালায়। প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে গ্যাসের মূল্য ধার্য করার ব্যবস্থা গ্রহণের পর এই জরিপ চালানো হয়েছিল। দেখা যায়, মাসিক গ্যাস ব্যবহারের

পরিমাণ গড়ে ৫৭ শতাংশ কমেছে। যেহেতু গ্যাসের বিল পরিশোধের পরিমাণ কমেছে, তাই মানুষও এই প্রকল্পের ব্যাপক প্রশংসা করে। মানুষের গ্যাস সাশ্রয়ের মানসিকতাও তৈরি হয়।

অনোদা ইনকর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব সিগেয়োশি অনোদার সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন: কেন আপনি বাংলাদেশে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন?

অনোদা: প্রায় ১০ বছর আগে যখন বাংলাদেশে এসেছিলাম, তখন বাংলাদেশ একজন পরিচিত জনের সুপারিশে দেখলাম যে সাধারণ বাসাবাড়িতে গ্যাস একটি গুরুতর সমস্যা। গ্যাস মিটার স্থাপন করা একটি জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য আমি জাইকার সরকারি-বেসরকারি অংশদারত্ব কর্মসূচির জন্য আবেদন করি। এর মাধ্যমে জাপানের তৈরি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন প্রিপেইড গ্যাস মিটার চালু করার কথা আমি ভাবি।

প্রশ্ন: এদেশে প্রথমবার যুক্ত হয়েছেন। সে বিবেচনায় আপনি কতটা কঠিন সময় পার করেছিলেন?

অনোদা: আমি সত্যিই খুব আশ্চর্য হয়ে ছিলাম যে বেশিরভাগ বাসাবাড়িতে গ্যাস লিক হত। সেজন্য যখন প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করছিলাম, তখন আমরা লিক হয়ে যাওয়া গ্যাসের ব্যাপারেও ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। এসব কাজের মাধ্যমে আমরা বাসাবাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এমনকি আমাদের গ্যাস মিটার স্থাপনের এলাকার বাইরের বাসিন্দারাও আমাকে বলেছিল, “আমার জন্যও দয়া করে একটা প্রিপেইড গ্যাস মিটার লাগিয়ে দিন।”

প্রশ্ন: সফলতার গোপন সূত্রটি আসলে কি?

অনোদা: আমার মনে হয় যে কারণে আমরা স্থানীয়দের আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলাম, তা ছিল আমরা জাপানের উচ্চমানের পণ্যের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণের ওপরও মনোযোগ দিয়ে ছিলাম। কারিগরি নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি আমরা আমাদের কর্মীদের সচেতন করেছিলাম যে তারা বিপদজনক বস্তু নিয়ে কাজ করছে। মিটার স্থাপনের স্থানগুলোতে আমরা ৫এস (Sort, Set, Shine, Standardize and Sustain) প্রচলনের মাধ্যমে খুব ভালোভাবে তাদের মানসিকতা গড়ে দিয়েছি। মানুষের মানসিকতা বদলে দেওয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু আমরা সকালবেলা প্রতিদিন অ্যাসেম্বলি এবং অন্যান্য কাজের মাধ্যমে তা করতে সফল হই। এর ফলে কোন দুর্ঘটনা না ঘটার ক্ষেত্রে আমরা রেকর্ড অর্জন করি।

অনেক সময় আমি ব্যর্থও হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, যেমন আমার সচেতনতার ঘাটতি থাকায় ঈদের আগে বোনাস প্রদান করা নিয়ে প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে স্থানীয় রীতিনীতি ভালোভাবে রপ্ত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরপর একই ভুল আরেকবার যেন না হয়, তার চেষ্টা করা দরকার।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের উন্নয়নে আপনার অবদান কী?

অনোদা: আমার মনে হয় আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এবং শিল্প অবকাঠামো তৈরিতে অবদান রাখছি। এটি করা হচ্ছে সাধারণ বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ কমানো, জাপানের মানদণ্ডের ভিত্তিতে গ্যাস লিক বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে নিরাপত্তা

ব্যবস্থা উন্নত করা, সাশ্রয় করা গ্যাস বাণিজ্যিক স্থাপনা ও কারখানায় স্থানান্তরের মাধ্যমে গ্যাস কোম্পানিগুলোর মুনাফার পরিমাণ বাড়ানো।

এছাড়াও আমরা স্থানীয়ভাবে ১৫০ জন কর্মী নিয়োগ করেছি। এমনকি করোনা মহামারিরকালেও আমরা কর্মসংস্থান এদিক-ওদিক করিনি এবং বেতনের মানদণ্ড বজায় রেখেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদ এবং কোম্পানির একটি অংশ, যেহেতু আমরা ভবিষ্যতে আমাদের ব্যবসা আরও বিস্তৃত ও উন্নত করব। আমরা আস্থার সম্পর্ক আরও অনেক বেশি জোরদার করতে চাই এবং আরও বড় লক্ষ্য অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দলগতভাবে কাজ করতে চাই।

প্রশ্ন: ভবিষ্যৎ ব্যবসার বিকাশে আপনার ভাবনা কী?
অনোদা: বর্তমানে আমরা বাড়তি আরো ১ লাখ ২০ হাজার ইউনিটের আদেশ পেয়েছি এবং সেগুলো স্থাপন করছি। এছাড়াও আমরা ভবিষ্যতে আরও বেশি মিটার স্থাপনের লক্ষ্য স্থির করেছি এবং অন্যান্য দেশেও ব্যবসার বিকাশ ঘটাইছি।

তাছাড়া, গ্যাস মিটার স্থাপনের ব্যবসার মাধ্যমে বাসিন্দাদের সঙ্গে যে ধরনের সম্পর্ক আমরা তৈরি করতে পেরেছি, তা ব্যবসায় কাজে লাগাতে বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে কাজ করছি। বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন দেখে আমি অভিভূত। আমি মনে করি যে বাংলাদেশের এখনও অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। আমি বাংলাদেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখা অব্যাহত রাখতে চাই।

(২০২১ সালের নভেম্বর মাসে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে)



জনাব মোঃ হোসাইন আহম্মদ ঢাকায় শাখায় স্থাপনের সময় থেকে বিগত ১০ বছর ধরে কাজ করছেন। তিনি হাসি মুখে বলেন, “আমি বুঝতে পেরেছি যে অনোদায় কাজ করলে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে তা আমার স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করবে। আমি জোরালোভাবে অনুভব করি, যে প্রকল্প দেশের মূল্যবান সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহারে অবদান রাখে, তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মানে হলো নিজেকে পুরস্কৃত করা।” (ছবিঃ ONODA.inc)



অনোদা ইনকর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট সিগেয়োশি অনোদা (ছবিঃ ONODA.inc)



স্থানীয় কর্মীদের দলগত ছবি। প্রশিক্ষণের প্রমাণ হলো ইউনিফর্ম। এই ইউনিফর্ম এখন মর্যাদার প্রতীক এবং কাজের প্রেরণা বাড়াতে সাহায্য করে। (ছবিঃ ONODA.inc)



প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের দৃশ্য (ছবিঃ ONODA.inc)

৪.৬ বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে জাপান ও বাংলাদেশের বহু মানুষের অবদানের কারণে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের কিছু বিশিষ্ট অবদানকারীকে পরিচিত করানো হবে। প্রথমেই রয়েছেন এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রয়াত অধ্যাপক চৌধুরী। তিনি ২০১৩ সালে JICA Recognition Award পেয়েছিলেন। এরপর রয়েছেন ইয়ামাগাতা-ঢাকা ফেল্ডশিপ জেনারেল হাসপাতালের ডক্টর রহমান যিনি ২০২০ সালে জাইকা প্রেসিডেন্ট পদক লাভ করেন। এরপর জনাব ইকবাল, যাকে জেবিআইসি/জাইকা বাংলাদেশ কার্যালয়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল। চতুর্থ নম্বরে রয়েছেন জনাব ইমরান। তিনিও জাইকা বাংলাদেশ কার্যালয়ে নিযুক্ত হন। পাঁচ নম্বরে রয়েছেন ড. মাহমুদ। তিনি জাইকা কার্যালয়ে একজন উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

৪.৬.১ অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী

তিনি শুধু একজন প্রকৌশলী নন। একাধারে তিনি একজন গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানী। অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী জাইকার সহযোগিতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন, বিশেষ করে অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোতে। তিনি ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বহু প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে Chittagong Airport and Dhaka Mass Rapid Transit Project শিরোনামের প্রকল্পগুলোও রয়েছে। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো তিনি যমুনা সেতুর বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান ছিলেন। এসব অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে জাইকা ২০১৩ সালে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে JICA Recognition Award প্রদান করে। অধ্যাপক চৌধুরী ২০২০ সালের ২৮ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তার আত্মার শান্তি কামনা করি এবং ২০১৪ সালে জাইকার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রবন্ধটি এখানে তুলে ধরি।

“বাধাবিপত্তির মধ্যেই পেশাগত সন্তুষ্টি খোঁজা” অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে (এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) JICA Recognition Award প্রদান
২৭ অক্টোবর, ২০১৪
দীর্ঘ প্রতীক্ষিত যমুনা বহুমুখী সেতু

যমুনা বহুমুখী সেতু ১৯৯৮ সালে চালু হয়। যমুনা নদীর ওপর এই সেতু ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই নদী দেশকে দুই অংশে বিভক্ত করেছে।

সেতু নির্মাণের আগে নদী পারাপারের জন্য শুধু ফেরিই ছিল ভরসা। মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা, অনেক সময় কয়েক দিন নদী পার হতে অপেক্ষা করতে হত। দৈনন্দিন জীবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মালামাল, বিদ্যুৎ ও গ্যাস এই নদীর কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সেজন্য এই সেতু বাংলাদেশের মানুষের জন্য ছিল একটি বিরাট বড় স্বপ্ন।



ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী (ছবিঃ জাইকা)

৭১ বছর বয়সী জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেছিলেন, “যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা সহজ ছিল না।” ঢাকায় অবস্থিত এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. চৌধুরী ছিলেন যমুনা সেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের প্রধান।

বাংলাদেশে কোন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প অধ্যাপক চৌধুরীর সম্পৃক্ততা ছাড়া বাস্তবায়িত হয়নি, যার মধ্যে জাইকার সহায়তার বহু প্রকল্পও রয়েছে। তার সহযোগিতা এবং জাইকার কার্যক্রমে দীর্ঘদিনের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে ২০১৩ সালে তাকে “JICA Recognition Award” প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনি চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের পরিকল্পনা, নকশা, অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনায় পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি Dhaka Mass Rapid Transit Development Project এবং আরো বহু প্রকল্পে পরামর্শ দিয়েছেন।

অধ্যাপক চৌধুরীর বহু অর্জনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত যমুনা সেতু প্রকল্প হচ্ছে অন্যতম সেরা কাজ। “যমুনা একটি আঁকাবাঁকা এবং অসংখ্য পাকযুক্ত নদী। এর মাটি খুবই নরম এবং তা কয়েকদিনের মধ্যে ক্ষয়ে যায়। তাই সেতু নির্মাণ করতে আমাদের প্রথমে নদীকে প্রশিক্ষিত করতে হবে।”

এই প্রকল্প এবং বাজেট দুটোই ছিল অভূতপূর্ব। যেমন ৩.৫ মিটার প্রশস্ত এবং ৮০ মিটার লম্বা লোহার পাইল দরকার ছিল। এগুলো দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি করা হয়। মাটিকে শক্ত করতে ইন্দোনেশিয়া থেকে পাথর আনা হয়। অধ্যাপক চৌধুরীর মতে এই প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি “যমুনা খাজনা” প্রতিষ্ঠা করেছিল। তিনি বলেন, “একেকজন যে টাকা দিয়েছে তা হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু সেতু নির্মাণে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে এই সেতুর জন্য তাদের কত বড় প্রত্যাশা ছিল।”

যেদিন সেতু নির্মাণ প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল, সেদিন প্রথমবারের মতো সেতু পার হওয়ার অনুষ্ঠান ছিল। “আমি ছিলাম প্রথম সেতু পার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। আমি ভাবছিলাম যে তখন আমাদের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে।” যমুনা সেতু বিষয়ে প্রথম গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল ৩০ বছর আগে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ

হাসিমুখে অধ্যাপক চৌধুরী বলেছিলেন, “আমি ৬২ বছর ধরে ঢাকায় একই বাসায় বসবাস করছি।” তিনি এ দেশের বেশিরভাগ বড় অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোর উপদেষ্টা ছিলেন, কিংবা সদস্য ছিলেন। তার সুনামের জন্য অন্য দেশে তাকে বিভিন্ন প্রকল্পে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অন্য দেশে তিনি বিত্তশালী জীবন পার করতে পারতেন।

“হ্যাঁ, আমার বিদেশে কাজ করার সুযোগ এসেছিল। হয়তো আরও বড় বাড়িতে থাকতে পারতাম। কিন্তু আমি বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে চাইনি। আমি এই দেশে পড়াশোনা করেছি। আমার শিক্ষার পিছনে যে টাকা ব্যয় হয়েছে, তা এখানকার জনগণের টাকা। আমি এত বেশি পেয়েছি যে আমার দেশকে কিছু ফিরিয়ে দিতে হবে।”

তিনি বলেন, “এছাড়াও বাংলাদেশে আমি বহু কঠিন প্রকৌশল প্রকল্পে

যুক্ত হতে পেরেছি। এখানে আমি পেশাগত সন্তুষ্টি পেয়েছি। তাছাড়া আমি দেশের সেবা করতে পেরে আনন্দিত।”

অধ্যাপক চৌধুরী একজন ভালো শিক্ষকও বটে। নিজের সকল শিক্ষার্থীর নাম তার মুখস্ত। এমনকি ৪০ বছর আগের একজন শিক্ষার্থীর নামও তিনি মনে করতে পারেন। সেজন্য তিনি যেখানেই যান, তার সাবেক শিক্ষার্থীরা তাকে স্বাগত জানায়। জাপানে, তার একজন সাবেক শিক্ষার্থী বলেন যে তার শিক্ষকের জন্য নিজের কক্ষ ছেড়ে দিতে পারলে সে অনেক বেশি খুশি হবে। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে থাকবে। নেপালে, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রায় ২০০ নেপালি শিক্ষার্থী তাকে স্বাগত জানায়।

তিনি বলেন, “উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবী দরকার। আমাদের আরও অনেক ভাল প্রকৌশলী দরকার। কিন্তু প্রযুক্তি দ্রুতহারে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রকৌশলীরা উন্নয়নশীল দেশে কাজ



যমুনা বহুমুখী সেতু। প্রতিদিন প্রায় ১১,০০০ যানবাহন সেতু অতিক্রম করে। রেললাইন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইনগুলোও সেতুতে আপন করা হয়েছে। (ছবিঃ মাসুদ আল মামুন)

করলেও বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গে তাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে। অন্য দেশে কী ঘটছে, সে বিষয়ে খোঁজ রাখতে হবে। এখন ইন্টারনেটের সহায়তায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির খোঁজ রাখা যায়। এখন তা অনেক বেশি সহজ।”

অন্যদিকে, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বিপরীতে তিনি উন্নয়নশীল দেশের বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, “গবেষণার জন্য প্রকৌশলীদের কাজের স্থান পরিদর্শন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কোন বিকল্প নেই।”

২০১৩ সালে জাইকার স্বীকৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল জাপানের বাইরে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার চারজন বিশেষজ্ঞকে, যদিও জাইকা ১৭০টির বেশি দেশে এর উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করছে।



যমুনা সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত ডায়ামিটারে ৩.৫ মিটার লম্বা একটি বড় পাইল সেতুর কাছে পার্কে রয়েছে। (ছবিঃ জাইকা)

৪.৬.২ ডঃ মোঃ এখলাসুর রহমান, ইয়ামাগাতা ঢাকা ফ্রেডশিপ জেনারেল হাসপাতাল

রোগীদের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ডাক্তার ও
নার্সদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্য

(১) ইয়ামাগাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগে পড়াশোনা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ইয়ামাগাতা-ঢাকা ফ্রেডশিপ জেনারেল হাসপাতাল অবস্থিত। এই হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডঃ এখলাসুর রহমান জাপানের ইয়ামাগাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগে এবং ইয়ামাগাতা সাইসেই হাসপাতালে মেডিসিন ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। এরপর তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। নিজ দেশের চিকিৎসার কৌশল এবং সেবা উন্নত করা এবং ডাক্তার ও নার্সদের প্রশিক্ষণে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে ইয়ামাগাতা-ঢাকা ফ্রেডশিপ জেনারেল হাসপাতালকে ১৬তম জাইকা প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ডের ইন্টারন্যাশনাল লরিয়েটস (সংগঠন) পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

যদিও বাংলাদেশের বেশিরভাগ তরুণ ডাক্তাররা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করার পর যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করতে যায়, কিন্তু ডক্টর রহমান জাপানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জাপানের ইয়ামাগাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগে পড়াশোনা করতে ১৯৯২ সালে বৃত্তি লাভ করেন। পড়াশোনাকালীন ডক্টর রহমান জাপানের চিকিৎসা ক্ষেত্রে তরুণ ডাক্তারদের জন্য খুবই ভালভাবে কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দেখে খুবই আশ্চর্য এবং অভিভূত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে তরুণ ডাক্তারদের গ্রামাঞ্চলের ক্লিনিক ও হাসপাতালে পদায়ন করা হয়। কিন্তু তরুণ ডাক্তারদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার মতো অভিজ্ঞ ডাক্তার গ্রামাঞ্চলে থাকে না। সেজন্য তরুণ ডাক্তাররা ভালোভাবে প্রশিক্ষিত হওয়ার খুব বেশি সুযোগ পায় না। অন্যদিকে, জাপানে তরুণ ডাক্তাররা প্রথমে বড় হাসপাতাল যেমন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালগুলোতে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এরপর তাদের গ্রামাঞ্চলের ক্লিনিক ও হাসপাতালে বদলি করা হয়। সেজন্য শহরের মতো গ্রামাঞ্চলেও রোগীরা একইরকম চিকিৎসা সেবা পায়। ডক্টর রহমান তরুণ ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের এই ব্যবস্থা বাংলাদেশে নিয়ে আসতে, চিকিৎসাবিষয়ক পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণের একটি পরিবেশ সৃষ্টি



ইয়ামাগাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগে পড়াশোনার ছবি (ছবিঃ এখলাসুর রহমান)

করতে, এবং তার নিজ দেশে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে উদ্বুদ্ধ হন।

(২) ইয়ামাগাতা-ঢাকা ফ্রেডশিপ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং এর চিকিৎসা নীতি

ডক্টর রহমানের সুপারভাইজার ও গুরু ছিলেন ইয়ামাগাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক প্রয়াত ডাক্তার ইয়োসিহিকো অসিমা এবং ইয়ামাগাতা সাইসেই হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যাপক ডক্টর মাকোতো হামাসাকি। তারা ডক্টর রহমানের উৎকর্ষতা দেখেছিলেন। নিজ দেশে অবদান রাখার যে আকাঙ্ক্ষা ডক্টর রহমানের ছিল, তা তারা জানতেন। তাই ১৯৯৭ সালে ঢাকায় ইয়ামাগাতা-ঢাকা ফ্রেডশিপ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। এর পরিচালক করেন ডক্টর রহমানকে।

১৯৯৯ সাল থেকে ডক্টর রহমান জাইকার বাংলাদেশ কার্যালয়ে চিকিৎসা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। তিনি দৈনিক ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন এবং বছরে ৩৬৫ দিন এদেশে থাকা জাইকার বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবী, বিশেষজ্ঞ, অফিসের কর্মী এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা করছেন। পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং সরবরাহের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও তিনি বহু ধরনের অসুস্থতা এবং আঘাতে চিকিৎসা প্রদান করছেন, যার মধ্যে রয়েছে সার্জিক্যাল অপারেশন, ডেঙ্গু জ্বরের মতো সংক্রামক রোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা। করোনা মহামারিরকালে বাংলাদেশে অবস্থিত সকল জাপানি নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পরামর্শ এবং রোগ নির্ণয়ের দায়িত্ব নিয়েছে এই হাসপাতাল।

(৩) মিস রেইকো কোবায়ামিশির সঙ্গে কাজ, রোগীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করা একজন নার্স

২০১২ সাল থেকে মিস কোবায়ামিশি রোগীদের সেবা এবং ভবিষ্যৎ চিকিৎসা পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণের জন্য ডক্টর রহমানের প্রধান নার্স হিসেবে নিবিড়ভাবে কাজ করছেন। মিস কোবায়ামিশি বলেন, “রোগীরা তার ওপর এত আস্থা রাখে যে তারা বলে তার চেহারা দেখলেই তাদের অর্ধেক অসুস্থতা ভালো হয়ে যায়। এর কারণ ডক্টর রহমান সব সময় রোগীদের পাশে থাকে এবং সর্বোচ্চ যত্ন নিয়ে তাদের চিকিৎসা



ড. রহমান এবং মিস কোবায়ামিশি একজন রোগীর চিকিৎসা করছেন (ছবিঃ এখলাসুর রহমান)

প্রদান করে। একজন নার্স হিসেবে আমি চাই ডক্টর রহমান এবং তার রোগীদের মধ্যে নির্ভেজাল চিকিৎসা এবং ফলো-আপ নিশ্চিত করতে একটি সংযোগ হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে। সেজন্য আমি ডক্টর রহমানকে অনুরোধ করেছি যেন আমাকে এখানে রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য যথেষ্ট যোগ্য হই।”

(৪) বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার ভবিষ্যতের দৃশ্যকল্প

ইয়ামাগাতা-ঢাকা ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল শুরু হয়েছিল ১৮টি শয্যা নিয়ে। এই হাসপাতাল ইয়ামাগাতা-ঢাকা ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল নামে এর নতুন ঠিকানা ঢাকায় কার্যক্রম শুরু করে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। এটি ছিল জাপানের হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন একটি হাসপাতাল। এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০টি হয়েছে। এখানে বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানের নাগরিকদের জন্য নির্ধারিত জাপানি রোগীদের আলাদা ফ্লোর রয়েছে। এসব জাপানি নাগরিকরা ড. রহমানের ওপর নির্ভর করে। তারা মিস কোবায়শি মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাবার খায়।

ডক্টর রহমান ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলেছেন। “আমি মনে করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হল সবসময় নিজেকে রোগীদের জায়গায় রেখে নিজেকে প্রশ্ন করা যে আমাকে যদি চিকিৎসা দেওয়া হতো, তাহলে আমি কী ধরনের চিকিৎসা আশা করতাম। আমি এটাও মনে করি যে ডাক্তারদের উচিত রোগীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং একসঙ্গে ভাবা যে রোগীদের জন্য সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা কোনটা। এই দর্শন আমি শিখেছিলাম প্রয়াত অধ্যাপক অসিমা এবং অধ্যাপক হামাসাকির কাছ থেকে যখন আমি ইয়ামাগাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলাম। এই দর্শনকে আমি অত্যন্ত মূল্য দেই। এর জন্য হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু আমি এই হাসপাতালে আমার শিক্ষকদের কাছ



ইয়ামাগাতা-ঢাকা ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল (ছবিঃ এখলাসুর রহমান)

থেকে যা শিখেছি, তার সবটুকু বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে চাই। এই উদ্দেশ্যে আমি ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য আরও বেশি কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে চাই।”



হাসপাতালে ভর্তি হওয়া জাপানি রোগীদের জাপানি খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। পুষ্টিগত ভারসাম্য এবং খাবারের রং সচেতনভাবে বিবেচনা করা হয়েছে (ছবি: রেইকো কোবায়শি)



হাসপাতালে ভর্তি হওয়া জাপানি রোগীদের জাপানি খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। জাপানের সোবা নুডলস আরেকটি জনপ্রিয় খাবার (ছবি: রেইকো কোবায়শি)



ইয়ামাগাতা-ঢাকা ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতালের সহকর্মীদের সঙ্গে (ছবিঃ এখলাসুর রহমান)

৪.৬.৩ জনাব মোঃ জাফর ইকবাল

সাক্ষাৎকার



জনাব মোঃ জাফর ইকবাল (ছবিঃ জরিপ দল)

জনাব ইকবাল ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রে বিভিন্ন দায়িত্বে বিগত ২৯ বছর যাবত কাজ করছেন। তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব, উপসচিব এবং যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারি চাকরি শেষে তিনি জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক হিসেবে ২০০২-২০০৮ সময়কালে জেবিআইসি-তে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি ২০০৮-২০১০ সময়কালে জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক হিসেবে জাইকাতেও কাজ করেছেন।

এখানে জনাব ইকবালের সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো।

জেবিআইসি/জাইকাতে কাজ করার সময় কোন ধরনের দক্ষতা এবং জ্ঞান আপনার কাজে লেগেছে?

আমি আমার ভালো যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে কাজ করেছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তারা দ্বিপাক্ষিক দাতাদের সাহায্যের অনুরোধ করতে চায়। একই সময়ে জেবিআইসি/জাইকা কার্যালয়ে পদায়ন হওয়ায় আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বাস্তব জগতে কী ঘটছে, উপকারভোগীদের চাহিদা কী এবং জাপান সরকার কোন ধরনের সহায়তা করতে চাইছে। এভাবেই আমি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং জেবিআইসি/জাইকার মধ্যে নির্বিঘ্ন কার্যক্রম সমন্বয় করতে পেরেছিলাম।

জেবিআইসি/জাইকায় আপনার দায়িত্ব কী ছিল?

আমার দায়িত্ব ছিল পরিবহন খাত, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাত এবং টেলিযোগাযোগ খাতে জেবিআইসি/জাইকার চলমান প্রকল্পগুলো দেখভাল করা। বিশেষভাবে আমি পরিবহন খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলাম যেমন Pakshi Bridge, Rupsha Bridge, Jamuna

Bridge Access Road Project and Chittagong City Outer Road। আমার দায়িত্ব ছিল প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি তদারকি করা, অর্থছাড় এবং অন্য পক্ষের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক ইত্যাদি। এর পাশাপাশি ওডিএ ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য আইনি দালীলিককরণের জন্য জাইকার পক্ষ থেকে আমি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করেছি।

আপনার কোনো স্মরণীয় গল্প আছে আমাদের বলার মতো? আমি যখন সেখানে কাজ করেছি, আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন জনাব ওনিশা, জনাব উচিদা এবং জনাব হামাদা। তখনও ঢাকায় যানজটের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, খুবই অনিশ্চিত ছিল। আমাদের যখন বাইরে কোনো মিটিং থাকতো, তখন আমরা কয়েক ঘন্টা আগে রওনা দিতাম। অফিসে আমাদের প্রধান প্রতিনিধির সঙ্গে খুব বেশি কথা বলার সুযোগ পাওয়া যেত না, কারণ তিনি সব সময় খুব ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু যানজটে গাড়িতে আমরা অনেক তথ্য বিনিময় করতাম এবং কাজ ও ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলে নিজেদের বন্ধুত্ব গভীরতর করেছিলাম।

যখন আমি জাপানে ভ্রমণ করেছিলাম, তখন আমার তিনজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাই আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং বহুদিন পর আমাদের খুব চমৎকার পুনর্মিলন হয়েছিল।

প্রকল্পের ব্যাপারে কোনো স্মরণীয় গল্প?

পাকশী সেতু নির্মাণের সময় আমি সেখানে কয়েকবার গিয়েছি। কিন্তু যেহেতু ঢাকা থেকে এই প্রকল্পের স্থান ছিল দূরে, তাই প্রতিবার গিয়ে আমি দুই থেকে তিনদিন থাকতাম। কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য স্থানীয় ঠিকাদারদের সঙ্গে আমাদের মিটিং থাকতো। তবে অনেক সময় আমাদের প্রচুর বাকবিতণ্ডা হত। আমার মনে পড়ে যে আমরা একসঙ্গে বেশ কয়েক দিন কাটিয়েছি, একসঙ্গে খেয়েছি এবং কাজের ফাঁকে আশেপাশে হেঁটে দেখেছি, যা আমাদের ভাল সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছিল।

সহযোগিতার ৫০ বছরকে আপনি কিভাবে দেখেন?

আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের মানুষের কাছে জাপানের ব্যাপারে আস্থার মাত্রা খুবই বেশি। জাপানের বাইরেও বাংলাদেশকে বহু দেশ সহায়তা দিয়ে থাকে। কিন্তু সবাই জাপানের দেওয়া উচ্চমানের সহায়তায় অভিভূত। বাংলাদেশের মানুষ জানে যে যেসব প্রকল্প জাপানের সহায়তায় হচ্ছে, সেগুলো সবসময়ই উচ্চ মানের।

জাপানের মানুষের জন্য বার্তা

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫০ বছরের সম্পর্ক নিয়ে আমি খুবই সন্তুষ্ট। জাপানের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা বাংলাদেশ কখনোই ভুলবে না। অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপানের সহায়তার কারণে বাংলাদেশ এখন মধ্যম-আয়ের দেশের মর্যাদা পেতে যাচ্ছে। এখন বাংলাদেশের সময় হয়েছে জাপানকে সেই আনুকূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে জাপান ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে বহুদিন অব্যাহত থাকবে।



সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় (ছবিঃ জরিপ দল)

৪.৬.৪ জনাব মোঃ এমরান

সাক্ষাৎকার



জনাব মোঃ এমরান (ছবিঃ জরিপ দল)

জনাব এমরান বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে তিনি কাজ করেছেন। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০১ থেকে ২০০৬ সময়কালে তিনি অর্থনৈতিক সহযোগিতা উপদেষ্টা হিসেবে জাইকায় কর্মরত ছিলেন।

আপনাকে জাইকায় নিযুক্ত করার কারণ সম্পর্কে দয়া করে বলুন

আমি যখন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে কাজ করেছিলাম, তখন ১৯৯৯-২০০০ সময়কালে এক বছরের জন্য জাপানে পড়ার সুযোগ পাই। এটি ছিল JETRO METI স্নাতকোত্তর কর্মসূচি, যাকে বলা হতো IDEAS (Institute of Developing Economies Advanced School) কর্মসূচি। জাপান থেকে পড়াশোনা করে আসার পর আমার একজন সহকর্মী পরামর্শ দিলেন আমি যেন জাইকায় কাজ করি। সেসময়, জাইকা বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতার ৩০ বছর উদযাপন করছিল। জাইকা এমন একজন কর্মকর্তা খুঁজছিল, যিনি বাংলাদেশের দিক থেকে ব্যাপারটি বুঝতে পারে। আর তখনই আমাকে জাইকায় নিযুক্ত করা হয়।

৩০ বছর পূর্তির তাৎপর্য কী ছিল?

৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, আমি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেই ম্যাগাজিনে আমরা দশকওয়ারি সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ অর্জনকে পর্যালোচনা করেছিলাম। যেমন ১৯৭০ ছিল কৃষি খাত এবং জাপানের বিদেশি সহযোগিতা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রেরণের দশক, ১৯৮০ ছিল অবকাঠামোগত প্রকল্পের দশক, এবং ১৯৯০ ছিল মানবসম্পদ উন্নয়নের দশক। ৩০ বছরের এই প্রতিফলনের কারণে আমরা পরবর্তী ধাপে কী করব, তার অনুপ্রেরণা পাই। ২০০২ সালে যে কারিগরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতে আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম।

জাইকায় কাজ করার সময় আপনার ব্যক্তিগত গল্প বলুন দয়া করে

আগেই বলেছি যে আমি জাপানে পড়াশোনা করেছি। হঠাৎ করেই আমি আমার একজন সহপাঠীকে জাইকা বাংলাদেশ কার্যালয়ে দেখলাম। IDEAS কর্মসূচিতে ২৫ জন সহপাঠী ছিল। ১২ জন আন্তর্জাতিক এবং ১৩ জন জাপানি। জাপানের একজন ছিলেন, যার নাম ছিল হাগিওয়ারা-সান। একদিন সকালে যখন আমি জাইকার বাংলাদেশ কার্যালয়ে কাজ করছিলাম, তখন হঠাৎ করে হাগিওয়ারাকে দেখলাম সেই অফিসে। আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। এরপর জানলাম যে পড়াশোনা শেষে সে একজন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরামর্শক হয়ে বাংলাদেশ কার্যালয়ে নিযুক্ত হয়েছে। একটি গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আমরা একসাথে এক বছর কাজ করেছি। এর বাইরেও আমরা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি এবং অন্যান্য কাজকর্ম করেছি।

সেসময়ের প্রধান প্রতিনিধির ব্যাপারে আপনার স্মৃতি বলুন দয়া করে।

একদিন প্রধান প্রতিনিধি সাকামোতো-সান আমাকে ডাকেন। তিনি আমাকে ডেকে বলেন, “দয়া করে আমাকে জাতীয় বাজেটের বিভিন্ন দিক বোঝাও”। নিজের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শেখাতে আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের ব্যাপারে আরও বেশি জানতে চাচ্ছিলেন। তাই আমি সাকামোতো-সান এবং অন্যান্য সহকর্মীদের জন্য জাতীয় বাজেট বিষয়টি উপস্থাপনার অধিবেশন আয়োজন করি। প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে যাই কারণ সাকামোতো-সানসহ উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা এতই বেশি প্রশ্ন করেছিল।

জাইকা কার্যালয়ে কাজ করার সময় আপনি কোন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিলেন?

জাপানিদের সময় ব্যবস্থাপনা খুবই কঠোর। আমি কিছুটা অবাধ হয়েছিলাম শুরুতে। এরপর এর সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল। বাংলাদেশের সরকারি কার্যালয়ে আমি সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কাজ করতাম। কিন্তু জাইকার কার্যালয়ে প্রায় সকল কর্মকর্তা দীর্ঘ সময় কাজ করত। আমি তাদের কাছ থেকে শিখেছিলাম যে তারা নিজেদের কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং কঠোর পরিশ্রম করে।

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫০ বছরের সম্পর্ককে আপনি কিভাবে দেখেন?

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে জাপান এদেশের সঙ্গে রয়েছে এবং খুবই নির্ভরযোগ্য। এই সম্পর্কের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মতামত হল জাপানের পাশাপাশি জাইকাও খুবই জনপ্রিয়, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও। আরেকটি বিষয় হলো অন্যান্য দাতা সংস্থার তুলনায় জাপানের সহায়তা অনন্য এই অর্থে যে তারা খুবই ভালো বিস্তারিত পরিকল্পনা করে। কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে তারা সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করে। প্রথম দেখায় মনে হতে পারে এর ফলে অনেক সময় লাগছে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তা কার্যকর। তাছাড়া জাপানের সহায়তা অনেক বেশি মানুষকে উপকৃত করেছে।



জাইকার কার্যালয়ে কাজের সময় একটি দলগত ছবি (বাম থেকে দ্বিতীয়) (ছবিঃ জরিপ দল)

জাপানের মানুষের প্রতি আপনার কোন বার্তা আছে?
জাপানের মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মার সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত রয়েছে। ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আমি সব সময় জাপানের সহায়তার কথা স্মরণ করি। আমার যদি জাপানিদের সঙ্গে কোন প্রকল্পের কাজ করার সুযোগ থাকে, আমি তা করতে খুবই আনন্দিত হবো। জাপানে আমি যখন পড়াশোনা করছিলাম, তখন ভালোবাসা দিবসের একটি অনুষ্ঠানে আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়। আমি তখন বক্তৃতায় বলেছিলাম যে আমাকে যদি অন্য কোন দেশে দ্বিতীয় আবাসের সুযোগ দেওয়া হয়, আমি বলব জাপান আমার দ্বিতীয় নিবাস। আজ আবারও জোর দিয়ে উল্লেখ করতে চাই যে জাপান আমার দ্বিতীয় নিবাস।

৪.৬.৫ ড. ইকবাল মাহমুদ

সাক্ষাৎকার



ড. ইকবাল মাহমুদ (ছবিঃ ড. ইকবাল মাহমুদ)

ড. ইকবাল মাহমুদ বর্তমানে ঢাকায় ফারিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেসের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে ৩০ বছরের বেশি সময় দায়িত্ব পালন করেছেন যেমন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ ও রেলওয়ে মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৪ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৫ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি জাইকা বাংলাদেশ কার্যালয়ে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আপনার চোখে জাপানের সহযোগিতার বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

জাপান এককভাবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দাতা। বাংলাদেশের উন্নয়ন উদ্যোগে জাপান অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। আমার মতে জাপানের সহযোগিতার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে অবকাঠামো খাতে। বাংলাদেশ সরকারের মতে ঋণ এবং অনুদানের মতো জাপানের সহযোগিতার পদ্ধতি এমন যেখানে খুব বেশি শর্ত থাকেনা। এ বিষয়টি অনেক বেশি প্রশংসিত।

বাংলাদেশে জাইকার কার্যক্রমের স্মরণীয় ঘটনা বলতে পারেন?
আমি একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কথা স্মরণ করব। এ প্রকল্পের আওতায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল Union Development Coordination Committee (UDDC)। এর উদ্দেশ্য ছিল ভূগমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের আরো বেশি জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এই প্রকল্প

স্বভাবজাত বা ঐতিহ্যগতভাবে নেতৃত্বের জন্য স্থানীয়ভাবে যাদের সুনাম রয়েছে, তাদের নির্বাচিত করা হয়েছিল। এই পদ্ধতি প্রাপ্তবয়স্ক সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রচলিত গণতন্ত্রের বিকল্প হতে পারে। কারণ সুনামের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে ভাল কাজ করে। এছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করা সরকারি কর্মকর্তারা একটি নির্দিষ্ট তারিখে কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের সেবা প্রদানের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা করে। এই কমিটির কারণে প্রকল্পে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়। সাধারণ জনগণ তখন প্রকল্পের সমপর্যায়ের তহবিল প্রদান করতে পারে। এর মাধ্যমে প্রকল্প নকশা করা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে অংশীজনদের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ বোধ সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও আমি এমন একটি দিনের কথা মনে করতে পারছি যখন বাংলাদেশ-জাপান একটি ঋণ মওকুফ অনুদান সহায়তা চুক্তি (Debt Relief Grant Assistance (DRGA)) স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ ঋণ থেকে মুক্তি পায়।

৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের জাপানের মধ্যে বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন?

এককভাবে জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই জাপান বাংলাদেশকে সহায়তা করে আসছে। জাপানের সহায়তাবিহীন বাংলাদেশে কোন খাত নেই। জাপানি প্রকল্পগুলো অতুলনীয়। জাপান থেকে আমরা যেসব পণ্য আমদানি করি, সেগুলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জাপানের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের ইতিহাস বাংলাদেশের সবাই জানে। আমার বিনীত মতামত হলো, ভবিষ্যতে এই বন্ধুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে।

আপনি মানুষের উদ্দেশ্যে কোন বার্তা দিতে চান?

একই সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যসহ জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব রয়েছে। চলুন এই মহৎ বন্ধুত্ব পারস্পারিক উপকার এবং বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখি।



ছবি: জাইকা/ সুজুকি কাকু





অধ্যায় ৫:
বাংলাদেশের
রূপান্তর

৫.১ বিগ-বি উদ্যোগ

বিগ বি উদ্যোগ কী?

বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরের বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাঝামাঝি বাংলাদেশের অবস্থান। যেহেতু পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চলে আসছে, বাংলাদেশের ভৌগোলিক সুবিধা দেশটির আঞ্চলিক এবং আন্ত-আঞ্চলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০১৪ সালের মে এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী আবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একে অপরের দেশ সফর করেন। তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করতে “Japan-Bangladesh Comprehensive Partnership” চালু করেন। এই অংশীদারত্বের একটি হলো Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B) উদ্যোগ।

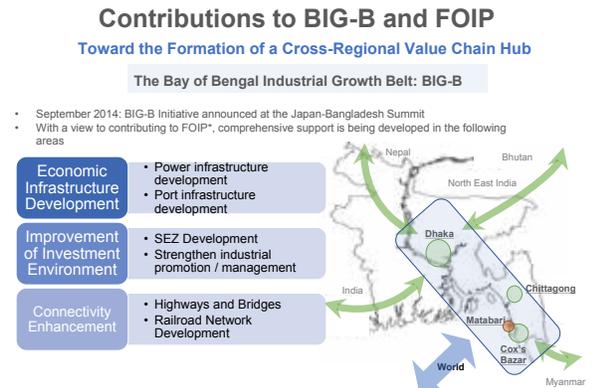
নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিগ-বি উদ্যোগের লক্ষ্য হল ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত একটি শিল্পবলয় তৈরি করা এবং এই অঞ্চলকে একটি আন্তর্জাতিক ভ্যালু চেইনের কেন্দ্রে রূপান্তর করা। ২০১৪ সাল থেকে বিগ-বি ধারণা বাস্তবায়নে অবদান রাখতে ওডিএ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বিগ-বি ধারণার অন্তর্গত এলাকাটি (ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার) ভূরাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগ জোরদার করা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, মুক্তবাণিজ্যে সহায়তা করা, এবং Free and Open Indo-Pacific Initiative (FOIP) সমন্বিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ।

নিচে বিগ-বি উদ্যোগের সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব প্রকল্প বর্তমানে চলমান, তার তালিকা দেওয়া হয়েছে

এলাকা	খাত	প্রকল্প
অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন	জ্বালানি অবকাঠামো উন্নয়ন	-MoheshkhaliMatarbari Integrated Infrastructure Development -Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project
	বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন	-Matarbari Port Development Project
বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতকরণ	বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন	-Foreign Direct Investment Promotion Project
	শিল্প সমন্বিতকরণ এবং বিশেষ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ	
সংযোগ সম্প্রসারণ	সড়ক ও সেতু	-2nd Kanchpur, Meghna and Gumti Bridge Construction Project and Existing Bridges Rehabilitation Project -Western Bangladesh Bridge Improvement Project -Cross-Border Road Network Improvement Project -Chittagong – Cox's Bazar Highway Improvement Project -Jamuna Railway Bridge Construction Project
	রেলওয়ে নেটওয়ার্ক উন্নয়ন	

(১) অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন

বিগ-বি উদ্যোগের তিনটি স্তরের প্রথমটি হলো অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন। অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে, যেখানে বিদ্যুতের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। “MoheshkhaliMatarbari Integrated Infrastructure Development” প্রকল্প ও



সিরাজগঞ্জ উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (ছবিঃ জাইকা)

অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি নিদর্শনমূলক উন্নয়ন প্রকল্প।

Moheshkhali Matarbari Integrated Infrastructure Development

চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে জাইকা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে (সেপ্টেম্বর ২০১৮-জুলাই ২০১৯)। এই গবেষণার পর “Bay of Bengal Industrial Growth Hub” (BIG-Hubs) ধারণা প্রস্তাব করা হয়। মাতারবাড়ি বন্দরকে কেন্দ্র করে এই প্রস্তাবে তিনটি কেন্দ্রের কথা বলা হয়: (১) লজিস্টিকস, (২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, এবং (৩) পানিভিত্তিক শিল্প। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে গঠিত হওয়া Moheshkhali Matarbari Integrated Infrastructure Development Initiative (MIDI) Coordination Committee এবং MIDI Secretariat (MIDI Cell) চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে। এই সমন্বয় কমিটিকে কেন্দ্র করে একটি যথাযথ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি করার লক্ষ্যে ২০২০ সাল থেকে জাইকার বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে (শুরুতে বেজা থেকে)।

এর বাইরে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে Matarbari Ultra-Super Critical Coal-Fired Power Project এবং Matarbari Port Development Project।

১) Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (প্রত্যাশিত সময় ২০২৬ সাল)

দেশে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ভবিষ্যতে কমে যাওয়ার আশঙ্কার মুখে “Matarbari Ultra Super Critical Coal-fired Power Project” (২০১৪ সালে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত বিদ্যুতের ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে এবং এর পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জ্বালানির উৎস বৈচিত্র্যকরণের সমস্যা মোকাবেলা করবে। এই প্রকল্পটি একটি অত্যন্ত দক্ষ এবং পরিবেশবান্ধব ঋণ প্রকল্প যেখানে আমদানি করা কয়লা কাজে লাগানো হবে। এই প্রকল্পটি শুধু ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ইউনিটের বিদ্যুৎকেন্দ্রই নয় (মোট ১২০০ মেগাওয়াট), বরং রয়েছে গভীর সমুদ্রের জাহাজ চ্যানেল (১৮.৫ মিটার (এম এস এল), ১৪.৩ কিলোমিটার) যেখানে আমদানি করা কয়লা বহনকারী বড় কার্গো জাহাজগুলো চলতে পারবে, একটি উচ্চ



নির্মাণাধীন প্রকল্প স্থান (ছবিঃ জাইকা)

১ টিইউ (বিশ ফুট সমমানের ইউনিট) হলো কার্গোর সক্ষমতার আনুমানিক একটি ইউনিট যা কন্টেইনার জাহাজগুলোর মালামাল পরিবহনের সক্ষমতা এবং কন্টেইনার টার্মিনালে কার্গোর সংখ্যা নির্দেশ করে।

ভোল্টেজসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন (মাতারবাড়ি এবং চট্টগ্রামের মধ্যে), প্রান্তিক বিদ্যুতায়ন, এবং কমিউনিটি সড়ক। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজটি বর্তমানে নির্মাণাধীন। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পুরো দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। এর পাশাপাশি এর মাধ্যমে মাতারবাড়ি-মহেশখালী এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে পুরো এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখবে এবং আশপাশের মানুষদের সুবিধা বৃদ্ধি করবে।

২) Matarbari Port Development Project (প্রত্যাশিত সময় ২০২৫ সাল)

বাংলাদেশে কন্টেইনারভিত্তিক কার্গোর ৯৮ শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে হয়। ২০১০ সালে এই বন্দরে কার্গো বাণিজ্য ছিল ১.৩৪ মিলিয়ন টিইউ (২০ ফুট আয়তনের কন্টেইনারের সমমান)। ২০১৬ সালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৩৫ মিলিয়ন টিইউ। অথচ বন্দরের নির্ধারিত কার্গো ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা হল ১.৭৫ মিলিয়ন টিইউ। কন্টেইনারভিত্তিক কার্গোর চাহিদা ২০৪০ সালে দাঁড়াবে ৯.৮৫ মিলিয়ন টিইউ বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর ফলে নতুন একটি বন্দর নির্মাণ করা জরুরী কাজ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের গভীরতা হলো ৭.৫ থেকে ৯.৫ মিটার। মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকা (ঢাকা থেকে ৩২০ কিলোমিটার) বাংলাদেশে কার্গো ব্যবস্থাপনার মাত্রা



মাতারবাড়ি বন্দরে একটি বড় জাহাজ ভিড়েছে (ছবিঃ জাইকা)

বৃদ্ধি করবে। এই বন্দরের গভীরতা হবে ১৬ মিটার। ফলে এটিই হবে বাংলাদেশের একমাত্র বহুমুখী গভীর সমুদ্র বন্দর। পাশাপাশি সংযোগ সড়ক থাকবে যা বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। Matarbari Port Development Project ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া কার্গোর চাহিদা এবং বড় জাহাজ ভেড়ানোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এই বন্দরকে সক্ষম করে তুলবে।

(২) বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতিসাধন

বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত করা হল বিগ-বি উদ্যোগের তিনটি স্তরের দ্বিতীয় স্তর। এ লক্ষ্যে জাইকা ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে

বিনিয়োগ পরিবেশবিষয়ক একজন উপদেষ্টা প্রেরণ করেছে এবং ২০টির বেশি মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার অংশগ্রহণে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছে যারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করবে। এর পাশাপাশি শিল্প পার্ক নির্মাণ এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জাপানসহ অন্যান্য দেশ থেকে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ করেছে। এই অধ্যায়ে কিছু কেস স্টাডি দেওয়া হয়েছে যেমন “Foreign Direct Investment Promotion Project” যা বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করতে অবদান রাখবে।

১) Foreign Direct Investment Promotion Project (প্রত্যাশিত সময় ২০২৫ সাল)

২০১৫ সাল থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো অর্থায়নের সুযোগ কম থাকা, অবকাঠামোর ঘাটতি এবং দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মতো দুর্বল বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করে বাংলাদেশে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। এগুলো করা হবে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেমন জাপানী বিনিয়োগের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ এবং প্রকল্পের অর্থের সংস্থান। জাপানি কোম্পানি এবং সরকারের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব প্রকল্প বৃদ্ধি করতে স্পেশাল পারপাস কোম্পানিগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইকুইটিভিভিক অর্থায়ন করা হচ্ছে। যেসব মৌলিক অবকাঠামো বাংলাদেশে আসা বিদেশি কোম্পানিগুলোকে প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রদান করবে, সেসব অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন শিল্পের বাড়তি মূল্য বৃদ্ধি এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতায় সক্ষম শিল্প তৈরি করার প্রয়োজনের প্রতি সাড়া প্রদান করবে এই প্রকল্প। এই প্রকল্প বাংলাদেশে আসা বিদেশি কোম্পানিগুলোর জন্য প্রবেশ পথ এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাসের যোগানের মতো মৌলিক অবকাঠামো তৈরি করবে। এর পাশাপাশি বাড়তি সুবিধাসহ দেশের উৎপাদন এবং অন্যান্য শিল্প তৈরিতে এই প্রকল্প সাহায্য করবে।

(৩) সংযোগ বৃদ্ধি

বিগ-বি উদ্যোগের তিনটি স্তরের তৃতীয় স্তর হচ্ছে সংযোগ জোরদার করা। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগ জোরদার করা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, এবং আবহা ও মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় উদ্যোগ (Free and Open Indo-Pacific Initiative (FOIP)) বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ এই অঞ্চলের (ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার) ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু প্রকল্পের উদাহরণ নিচে দেওয়া হয়েছে।

১) “The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project”

(২০২০ সালের জানুয়ারিতে সম্পন্ন)

দ্বিতীয় কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু বাংলাদেশের জাতীয় মহাসড়ক নম্বর ১-এর অর্থনৈতিক করিডোরে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে। এই মহাসড়ক বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামকে সংযুক্ত করেছে। এই মহাসড়কটি

একটি জাতীয় মহাসড়ক, যা দিয়ে অভ্যন্তরীণ মালামাল এবং যাত্রীদের প্রায় ৮০ শতাংশ চলাচল করে। সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিচালিত হয় এই মহাসড়ক দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নাটকীয়ভাবে যানবাহনের পরিমাণ বেড়েছে। ক্রমাগত ট্রাফিক জ্যামের কারণে রাস্তাঘাটে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। সবচেয়ে খারাপ যে বিষয়টি তা হল এক নম্বর জাতীয় সড়কে অতিরিক্ত মালবাহী যানবাহনের কারণে সেতুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এর ফলে উদ্বেগ বাড়ছে। সেজন্য বিদ্যমান সেতুগুলো সংস্কার এবং শক্তিশালী করার পাশাপাশি নতুন সেতু নির্মাণ করে যানবাহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা জরুরি ছিল। “The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project” প্রকল্প বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর নিরাপত্তা এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং প্রতিটি নদী পারাপারে যানবাহনের সক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ প্রতিটি নদীর ওপর একটি করে দ্বিতীয় সেতু নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে গড় যানবাহনের পরিমাণ প্রায় দৈনিক ৬০,০০০-৭০,০০০। এ প্রকল্পের কারণে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১২০,০০০-১৪০,০০০। ফলে ট্রাফিক জ্যাম দূর হওয়া এবং নদী পারাপারের সময় ৮০ শতাংশ কমিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ তিনটি সেতুর মধ্যে কাঁচপুর সেতু নির্মিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান আমলে। কিন্তু মেঘনা ও গোমতী সেতু নির্মিত হয়েছিল অনেক পরে ১৯৯০-এর দশকে। সবগুলো সেতুই জাপানের সেতু প্রযুক্তি ব্যবহার করে একইভাবে সংস্কার করা হয়েছে। মেঘনা ও গোমতী সেতু নির্মাণ ছিল বাংলাদেশকে জাপানের সহায়তা প্রতীক এবং বাংলাদেশের মানুষ এ দুটি সেতু অত্যন্ত ভালোবেসেছিল। সেতুগুলো জাপান বাংলাদেশ বন্ধুত্ব সেতু নামে পরিচিত।

২) Western Bangladesh Bridge Improvement Project (২০২৪ সালে সম্পন্ন হবে)

দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক বিশেষ করে জাতীয় মহাসড়ক এবং আঞ্চলিক সড়ক, যেগুলো ভারতীয় সীমান্ত এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে সংযুক্ত করেছে, সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ক। কারণ এগুলো দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে। তবে জাতীয় মহাসড়ক, বড় আঞ্চলিক সড়ক এবং উপজেলার সড়কগুলোতে আনুমানিক ৩,৮০০ সেতুর ৪০ শতাংশই কাঠামোগত ত্রুটি কিংবা বড় ধরনের ত্রুটি রয়েছে বলে জানা যায়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব কিংবা প্রাথমিক ত্রুটির কারণে এসব সেতু চলাচলের অনুপযোগী। বস্তুত ক্ষয়ক্ষতি হওয়া কিছু সেতু বর্ষাকালে চলাচলের অনুপযোগী। আর অন্যগুলো দিয়ে বড় ও ভারী কার্গো চলা কঠিন। এর ফলে এগুলো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পাশাপাশি কিছু রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী সড়কে মাঝে মাঝে নদী রয়েছে। এই সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চলে সেতু প্রতিস্থাপন এবং সংস্কার এবং সড়ক নির্মাণে সহায়তা করা হবে। এর ফলে স্থানীয় সেতুগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং পরিবহনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে এই প্রকল্প স্থানীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে অবদান রাখবে।



সংযুক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্মিত সেতুসমূহ (ছবিঃ পিডব্লিউ-০২ কনট্রাকটর)

৩) Cross-Border Road Network Improvement Project (২০২২ সালে সম্পন্ন হবে)

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং অন্যান্য সংস্কার করছে। উচ্চ সম্ভবনার কারণে অর্থনৈতিক বাজার হিসেবে এই অঞ্চল মনোযোগ আকর্ষণ করছে, বিশেষ করে ভারত এবং বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রতিবেশি হিসেবে রয়েছে ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, এবং ভুটান। সেজন্য এসব দেশগুলোকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক করিডোর নির্মাণ করলে তা বাংলাদেশসহ এই পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। তবে এই করিডোরের অনেক জায়গা আন্তর্জাতিক করিডোর হিসেবে ঠিকমত কাজ করেনা। এর কারণ হলো শুষ্ক ছাড়ের অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, সীমান্তের প্রক্রিয়া এবং দেশে ও সীমান্তের আশেপাশে নাজুক ও অপরিষ্কার রাস্তা ও সেতু। যাত্রী এবং কার্গো পরিবহনের ক্ষেত্রে এগুলো প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। দেশে বৃহৎ আকারের আন্তর্জাতিক সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের মাধ্যমে বড় শহরগুলোর মধ্যে পরিবহন এবং লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক উন্নত করে এই সহযোগিতা প্রকল্প পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

৪) Chittagong – Cox's Bazar Highway Improvement Project (২০২৭ সালে সম্পন্ন হবে)

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়ক লাইনকে (National Highway Route1) বড় শহরগুলো সংযুক্তকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে এই মহাসড়কের কিছু অংশ শুধু এক লেনের রাস্তা, যেমন চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে। তাছাড়া বিশেষ করে শহরগুলোতে সড়কের প্রশস্ততা খুব সংকীর্ণ। সড়কের বাঁকগুলো যথেষ্ট চওড়া নয়। রিকশা এবং গাড়ি একই লেনে চলাচল করে। এর ফলে চলাচলের গতি কমে যায় এবং যানবাহনের নিরাপত্তার সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, মাতারবাড়ি বন্দর চালু হওয়ার পর এই মহাসড়ক মাতারবাড়ি বন্দর থেকে চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় কার্গো পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক হয়ে উঠবে। বন্দরে কার্গোর চাহিদা বাড়াতে এই বন্দর থেকে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে নির্বিঘ্ন পরিবহন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। কারণ ঢাকা ও চট্টগ্রাম হলো সবচেয়ে বড় চাহিদা এবং উৎপাদনের এলাকা। এই মহাসড়কের প্রতিবন্ধক অংশগুলোতে উড়াল সেতু এবং বাইপাস সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে এই প্রকল্প নির্বিঘ্ন যান চলাচল এবং যানবাহনের নিরাপত্তায় অবদান রাখবে।



কালনা সেতুর ধারণামূলক অঙ্কন (ছবি: জাইকা)



নির্মাণাধীন কালনা সেতু (ছবি: টেকনেকন-এএমএল-ওয়াইবিসি জেভি)



মেঘনা সেতু (ছবি: ওএসজিআই যৌথ উদ্যোগ)



মেঘনা সেতু (ছবি: ওএসজিআই যৌথ উদ্যোগ)

৫.২ প্রতিটি খাতে চলমান প্রকল্পসমূহ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সার্বিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জাইকা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। নিচের চিত্রে তা তুলে ধরা হলো।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সামগ্রিক সহায়তা
বাংলাদেশের সঙ্গে জাপানের সহযোগিতার তাৎপর্য

১. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও এসডিজি অর্জন
২. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে উপস্থিতি (সহনশীল মুসলিমপ্রধান দেশ)
৩. শ্রমশক্তির আধিক্য এবং উচ্চ সম্ভাবনাময় বাজার
৪. ঐতিহাসিকভাবে জাপানমুখী, জাপানের কোম্পানিগুলোর ক্রমবর্ধমান আগ্রহ
৫. জলবায়ু পরিবর্তন পদক্ষেপে অবদান

বাংলাদেশের সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাপানের নীতি



(১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

চ্যালেঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> ① দেশীয় গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে গ্যাস উৎপাদন কমে যাওয়ায় একটি বিকল্প জ্বালানি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ② ২০১৪ থেকে ২০৪১ সময়কালে বিদ্যুতের চাহিদা সম্ভাব্য ৮ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিদ্যুতের উৎস তৈরি এবং জ্বালানি সম্পদ নিশ্চিত করা ③ আমদানি, ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং বিদ্যুতের মান উন্নত করা সহ নতুন বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উৎস তৈরির ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিবেচনা
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> ① দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার মুখে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সমুল্লত করার মতো নতুন বিদ্যুতের উৎস তৈরিতে সহায়তা ② চাহিদা ও যোগান উভয় দিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন নবায়ন, সঞ্চালন এবং বিতরণ স্থাপনাসহ শিল্প এবং ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি সংরক্ষণে সহায়তা ③ মধ্যমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যুতের মান (ফ্রিকুয়েন্সি এবং ভোল্টেজ) উন্নত করা এবং সাংগঠনিক শক্তি জোরদার করা এবং খাত সংস্কারের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখা
চলমান প্রকল্পসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> ① The Integrated Energy and Power Master Plan Project ② The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in Gas Sector in Bangladesh

১) The Integrated Energy and Power Master Plan Project (জুন ২০২১-জানুয়ারি ২০২৪)

বাংলাদেশ এখন এমন একটি পর্যায়ে আছে, যেখানে জ্বালানি খাতে প্রতিটি উপখাতের জন্য প্রণীত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা দরকার, একটি একীভূত জাতীয় জ্বালানি উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা দরকার, এবং একটি কার্বন মুক্ত সমাজ বাস্তবায়ন করতে আরও বেশি সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর পদক্ষেপ জোরদার ও বাস্তবায়ন করা দরকার। এই প্রেক্ষাপটে জাইকা “৩ই+এস” ধারণা বাস্তবায়ন করেছে, যার মানে হল “জ্বালানি নিরাপত্তা”, “অর্থনৈতিক দক্ষতা”, এবং “নিরাপত্তা” নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে “পরিবেশের” ওপরও মনোযোগ দেওয়া হবে। একটি একীভূত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে জাইকা সহায়তা করবে।

২) The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in the Gas Sector in



সিরাজগঞ্জ উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (ছবিঃ জাইকা)

Bangladesh (ফেব্রুয়ারি ২০২০ – ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

২০১৮ সালে বিদ্যুৎ খাতে জাইকা একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিল। সেই গবেষণার ভিত্তিতে সুপারিশ করা হয় যে নেটওয়ার্ক অবকাঠামো সম্পদগুলোর ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রম একটি পদ্ধতির মধ্যে আনা এবং একীভূত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে গ্যাস সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলো (গ্যাস ফিল্ড, আমদানি করা এলএনজি গ্রহণের স্থাপনা, পাইপলাইন, কম্প্রেসর ইত্যাদি) এবং বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা (বিদ্যুৎ সরবরাহ, সঞ্চালন লাইন, সাবস্টেশন ইত্যাদি)।

এই গবেষণার ভিত্তিতে উপরে উল্লেখিত প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোসহ গ্যাস নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ডিজিটাল করা, যেন গ্যাস সরবরাহ ব্যবসার কার্যক্রম এবং পরিকল্পনার দক্ষতা বাড়ানো যায় এবং পুরো ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা যায়।

(২) পরিবহন

চ্যালেঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ ঢাকা মহানগর এলাকায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে গুরুতর যানজট ⌚ দ্রুত বর্ধমান যাত্রী ও কার্গোর চাপ সামলাতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম উন্নত করা এবং বিমানবন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ ঢাকা মহানগর এলাকায় গণপরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে যানজট কমানো এবং নগর পরিবেশ উন্নত করায় সহায়তা ⌚ সামগ্রিক কার্যদক্ষতা এবং সুবিধা বাড়াতে সড়ক খাত (সেতু ও মহাসড়ক) এবং বিমানবন্দরের কার্যক্রম বিস্তৃত করায় অব্যহত সহায়তা
চলমান প্রকল্পসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ The Project on Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of Line 6 ⌚ Data Collection Survey on Kamalapur Station Area Redevelopment ⌚ Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project

১) The Project on Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of Line 6 (জানুয়ারি ২০২১ – জুলাই ২০২৩)

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানিকে সহায়তা করা হবে। এই কোম্পানি এমআরটি লাইন-৬ সহ নগর রেলসড়কগুলোর কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির মধ্যেই একটি কার্যক্রমগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, যা জাপানের রেলসড়ক কোম্পানি বাস্তবায়ন করবে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য নগর রেলসড়ক বাস্তবায়ন করা। ঢাকা মহানগর এলাকায় ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহনে জোর দেওয়ার মাধ্যমে এই প্রকল্প টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১১ নম্বর লক্ষ্যে অবদান রাখবে। এই প্রকল্পের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানিতে বিশেষজ্ঞদের একটি দল প্রেরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান, নিরাপত্তাসংক্রান্ত ম্যানুয়াল এবং নিয়ম-নীতি প্রস্তুত করা, এবং একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা।



এমআরটিতে স্থাপন করার স্বয়ংক্রিয় টিকেটের ভেন্ডিং মেশিন (ছবিঃ জাইকা)

২) Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project (এপ্রিল ২০২০-এপ্রিল ২০২৪)

২০১০-২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানের যাত্রীর সংখ্যা প্রায় গড়ে বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিমান উড্ডয়ন এবং অবতরণের ক্ষেত্রে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যাত্রী মিলিয়ে প্রায় ৭৫ শতাংশ যাত্রী এই বিমানবন্দর ব্যবহার করে। ফলে এই বিমানবন্দর দেশের দ্রুত বর্ধমান সামাজিক অর্থনীতিতে সহায়তা করা একটি প্রধান অবকাঠামো হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক যাত্রীর সংখ্যা সক্ষমতার চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২০ সালে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক যাত্রীদের টার্মিনালে ৮ মিলিয়ন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা ছিল, ২০৩৫ সালে এই সংখ্যা ২০ মিলিয়নে দাঁড়াবে। এর পাশাপাশি ২০২০ সালের হিসেবে বিদ্যমান কার্গো টার্মিনাল ভবনের বার্ষিক কার্গো ধারণক্ষমতা (আনুমানিক ৪২০,০০০ টন) ছাড়িয়ে যাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এই সহযোগিতা প্রকল্প বিমানবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমুন্নত করা, সুবিধা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, এবং বিমানবন্দরে তৃতীয় একটি আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনাল ও একটি কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ করার মাধ্যমে বিমান ভ্রমণের দ্রুত বর্ধমান চাহিদা পূরণে অবদান রাখবে।



নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ৩ (ছবিঃ জাইকা)

(৩) নগর উন্নয়ন

চ্যালেঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> ① পরিবহন নেটওয়ার্কের মতো অর্থনৈতিক অবকাঠামো এবং পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মতো জীবনযাপনের অবকাঠামোর ঘাটতি ② পানির ঘাটতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এবং বায়ু ও পানি দূষণের মতো ক্রমবর্ধমান গুরুতর নগর পরিবেশগত সমস্যা ③ নগর অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময় উপযোগী পরিকল্পনা, অবকাঠামো বিনিয়োগ, এবং অন্যান্য পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> ① মূলত ঢাকায় পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশাসনিক পরিষেবার মান উন্নত করতে অব্যাহত সহায়তা ② রাজধানী ঢাকা এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামের মানুষের জীবনযাপনের পরিবেশ উন্নত করা এবং নির্বিঘ্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য পানি সরবরাহ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার মতো অবকাঠামো উন্নত করা, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু
চলমান প্রকল্পসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> ① Project for Strengthening of Solid Waste Management in Dhaka North City, Dhaka South City and Chittagong City ② Karnaphuli Water Supply Project (Phase 2) ③ Data Collection Survey for the Water Resources of Southern Chattogram Region

১) Project for Strengthening of Solid Waste Management in Dhaka North City, Dhaka South City and Chittagong City (জুন ২০১৭ - মে ২০২২)

জাপান ঢাকা শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সহায়তা প্রদান করছে। যার ফলে শহরের বর্জ্য সংগ্রহের হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় ঢালোঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জাইকা ঢাকায় একটি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করছে। চট্টগ্রামে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবহন সেবা, ওআর কর্মসূচি, এবং জনসচেতনতা কর্মসূচিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে, যা অনুদান সাহায্যের মাধ্যমে করা হবে।



ঢাকা শহরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম (ছবি: মিকা তানিমোতো/ জাইকা)

২) Karnaphuli Water Supply Project (Phase 2) (অক্টোবর ২০১২ - মার্চ ২০২৫)

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হল চট্টগ্রাম। এই শহর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক শহর। দেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্র বন্দর এখানে অবস্থিত। তাছাড়া চট্টগ্রাম বাংলাদেশের শিল্পকেন্দ্রও বটে। তবে চট্টগ্রাম শহরের পানি সরবরাহ এবং অন্যান্য অবকাঠামো জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে গড়ে ওঠেনি। জাইকার প্রকল্পগুলোর (প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ) আগে শহরের মাত্র ৪৭ শতাংশ মানুষ পানি সরবরাহের সুবিধা পায়। ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বাধা। এই সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরের মেয়াদোত্তীর্ণ পানি সরবরাহের পাইপ লাইনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করা হবে। এর ফলে বাড়তি ৬ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা যাবে, তাতে শহরের বাসিন্দাদের জীবনযাপনের পরিবেশ উন্নত হবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধ হবে।



নির্মাণাধীন কর্ণফুলী পানি পরিশোধনাগার (ছবি: জাইকা)

(৪) বেসরকারি খাত

চ্যালেঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> ① সীমিত বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগসহ অনুন্নত ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ (ডুইং বিজনেস র্যাংকিং ১৯০ দেশের মধ্যে ১৬৮তম) ② শিল্প উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে শিল্পসংশ্লিষ্ট মানবসম্পদ লালন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পগুলোকে সহায়তা
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> ① বিগ-বি উদ্যোগের একটি স্তম্ভ বিনিয়োগ পরিবেশ। তা উন্নত করতে আরও বেশি সহায়তা বৃদ্ধি করা ② বিনিয়োগ, বাণিজ্য এবং শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি, ব্যবস্থা, প্রশাসন এবং বাস্তবায়ন সক্ষমতা উন্নত করতে সহায়তা, যার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে জাপানের কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম বিস্তৃত করতে সহায়তা ③ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে সহায়তা, যা জাপান এবং বাংলাদেশের মধ্যে আরও বেশি অর্থনৈতিক সম্পর্ক সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখবে এবং ওয়ান স্টপ সেবাসহ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা জোরদার করবে
চলমান প্রকল্পসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> ① Foreign Direct Investment Promotion Project ② Project for Promoting Investment and Enhancing Industrial Competitiveness

১) Foreign Direct Investment Promotion Project (২) (এপ্রিল ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৫)

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ গড়ে ৬ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে চালকের ভূমিকায় রয়েছে পোশাক শিল্প, যা দেশের মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশ। তবে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশকে পোশাক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অন্যান্য উৎপাদনশীল শিল্পগুলোর রপ্তানি বাড়াতে হবে এবং শিল্প তৈরি করতে হবে, যেগুলো রপ্তানির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিযোগিতাসক্ষম। এই লক্ষ্যে উচ্চ প্রতিযোগিতা সক্ষমতাসম্পন্ন বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সমৃদ্ধ করতে হবে। এ সহযোগিতা প্রকল্প বাংলাদেশে জাপানের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সমৃদ্ধ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। এছাড়াও এ প্রকল্প অপরিষ্কার আর্থিক সুযোগ, অপরিষ্কার অবকাঠামো এবং দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া উন্নত করার মাধ্যমে অবদান রাখবে।

২) Project for Promoting Investment and Enhancing Industrial Competitiveness (এপ্রিল ২০১৭ - মে ২০২২)

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং দেশীয় শিল্পের মধ্যে সংযোগ জোরদার করা। এটি করা হবে (১) ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করা, (২) বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটানো, এবং (৩) শিল্পখাত উন্নত করতে বাস্তবায়ন পদ্ধতি জোরদার করার মাধ্যমে। আর এর ফলে তা বাংলাদেশের দেশীয় শিল্পে বৈচিত্র্যকরণ এবং উন্নতকরণে অবদান রাখবে।



নির্মাণাধীন প্রকল্প স্থান (ছবিঃ জাইকা)

¹ World Bank Report (<https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/bangladesh/BGD.pdf>)

(৫) শাসনব্যবস্থা

চ্যালেঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ "নিয়ম-নীতির মান", "আইনের শাসন" এবং "দুর্নীতি প্রতিরোধের" প্রেক্ষাপটে দুর্বল শাসনব্যবস্থা ⌚ সরকারি চাকরিতে স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনার অভাব, ⌚ নীতি অগ্রাধিকার এবং বাজেট বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা, ⌚ এমন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেখানে জনগণের কণ্ঠস্বর সহজেই প্রতিফলিত হয় না, কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার কারণে পদবিন্যস্ত প্রশাসন, ⌚ মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, এবং পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকারগুলোর রাজস্ব সংগ্রহের সক্ষমতায় দুর্বলতা
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর সক্ষমতা জোরদার করা, বিশেষ করে সুশাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা ⌚ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা উন্নত করার মাধ্যমে এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা জোরদার করে আইনের শাসন সমুন্নত করতে জাইকা কাজ করবে ⌚ স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিটি স্থানীয় সরকারের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং উপজেলা) প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক পরিষেবা উন্নত করা, এবং জনগণ ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সহযোগিতা বাস্তবায়ন করতে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের জীবনমান উন্নত করতে জাইকা সহায়তা করবে
চলমান প্রকল্পসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ National Integrity Strategy Support Project ⌚ The Project for the Improvement of Governance and Management Research and Training Facilities ⌚ Advisor on Policy Issues for Strengthening BIGM

১) National Integrity Strategy Support Project Phase 2 (জানুয়ারি ২০১৯ - জুন ২০২২)

বাংলাদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য আরও বেশি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা জোরদার করার মাধ্যমে সুশাসন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সরকারের জন্য অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য একটি কর্মকাঠামো প্রতিষ্ঠায় জাইকা সহায়তা করছে। ভবিষ্যতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সমুন্নত করতে জাইকা বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন জোরদার করবে, যা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল আরও বেশি সমুন্নত করতে এটি স্থানীয় সরকার এবং মন্ত্রণালয়গুলোর অধীনে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই প্রকল্প জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সমুন্নত করতে একটি উন্নতিসাধন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্বে বাস্তবায়নকারী ইউনিটগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন পদ্ধতি আরও জোরদার করবে।



প্রকল্প পরিচিতি চলাচ্ছে (ছবিঃ জাইকা)

২) The Project for the Improvement of Governance and Management Research and Training Facilities (মার্চ ২০২১-জুলাই ২০২৪)

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে “The Project for the Improvement of Governance and Management Research and Training Facilities” প্রকল্পের জন্য ২.৪২৯ বিলিয়ন ইয়েনের একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রকল্প সরকারি নীতি গবেষণার জন্য স্থাপনা নির্মাণ ও সজ্জিত করা এবং শাসনব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে (BIGM) জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা এবং বেসরকারি খাতের নির্বাহীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিবেশ উন্নত করবে। এর মাধ্যমে সরকারের নীতি প্রণয়ন সক্ষমতা এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা উন্নত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। এই প্রকল্প টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮ নম্বর লক্ষ্যে (শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) এবং ১৬ নম্বর লক্ষ্যে (শান্তি, ন্যায্যতা এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান) অবদান রাখবে।



(ছবিঃ জাইকা)

(৬) স্বাস্থ্য

চ্যালেঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধার আওতা অর্জনে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদার ও উন্নত করা প্রয়োজন ⌚ অসংক্রামক ব্যাধি মোকাবিলা, যা ৬০ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ রোগের ধরণে রূপান্তর ঘটানোর ফলে এক্ষেত্রে সহায়তা করতে অসংক্রামক রোগ মোকাবিলায় জাইকা সহায়তা শুরু করবে ⌚ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নার্সদের প্রশিক্ষণ ⌚ জাপানের মতো চিকিৎসা সুবিধা, ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি চিকিৎসা, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাপানের প্রযুক্তি ও জ্ঞানের সক্রিয় ব্যবহার
চলমান প্রকল্প সমূহ	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ Health Services Strengthening Project ⌚ Project for Capacity Building of Nursing Services

১) Project for Capacity Building of Nursing Services (Phase 2) (ফেব্রুয়ারি ২০২২ - জানুয়ারি ২০২৬)

বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান অপরিপূর্ণ। তাছাড়া স্বাস্থ্যসেবার যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সেই স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘাটতি রয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকার নার্সিং সেবার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এটি এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নার্সিং সেবায় ব্যাচেলর ডিগ্রীর ওপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হচ্ছে।

২) Health Services Strengthening Project (এপ্রিল ২০১৮ - আগস্ট ২০২৬)

স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টার ফলে দেশটি পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার, এইচআইভি সংক্রমণের হার এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হারের ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

অর্জন করেছে এবং মাতৃমৃত্যুহারের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে (জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০১৫)। অন্যদিকে, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার ধরনে পরিবর্তন আসার কারণে অসংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ঢাকা শহরের জনসংখ্যা উর্ধ্বমুখী, কিন্তু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সংখ্যা অপ্রতুল, এবং যে সেবা প্রদান করা হয়, তা যথেষ্ট নয়। এই সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় ধাপের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে সেবার মান উন্নত করতে সহায়তা করা হবে (অসংক্রামক ব্যাধি পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করতে সরঞ্জামাদি এবং প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর সম্প্রসারণ ও সংস্কার ইত্যাদি) এবং শহর অঞ্চলে পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা এবং ক্লিনিকগুলোতে সুবিধা উন্নত করতে সহায়তা করা হবে। এভাবেই এই প্রকল্প অসংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঢাকা শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে অবদান রাখবে।



বাস্তবে অনুশীলন (ছবিঃ জাইকা)

(৭) শিক্ষা

চ্যালেঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> ① প্রাথমিক শিক্ষা: যদিও শ্রেণিকক্ষ এবং শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক বিষয় পূরণ করা বাকি রয়েছে, যেমন শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত সময়, শিক্ষার মান উন্নত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপরিপূর্ণ সক্ষমতা এবং মানবসম্পদের ঘাটতির সমস্যা সমাধান করা। ② কারিগরি শিক্ষা: আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যেমন ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতি বাস্তবিক না থাকার কারণে পাস করা শিক্ষার্থীরা চাকরি খুঁজে পেতে সমস্যায় পড়ে এবং এসব শিক্ষাদান পদ্ধতি চাকরির চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> ① প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে: জাপান ও অন্যান্য দেশের নির্দিষ্ট অর্জন এবং সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত করতে সহায়তা প্রকল্প। ② কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করতে শিল্পসংক্রান্ত মানবসম্পদ লালনের দৃষ্টিকোণ থেকে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নত করতে অবদান রাখে এমন সহযোগিতা বাস্তবায়ন। এটি করার ক্ষেত্রে জাপানের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করা প্রযুক্তি কলেজগুলোর জ্ঞানকে কাজে লাগানো হবে।
চলমান প্রকল্পসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> ① JICA Support Program 3 for Strengthening Mathematics and Science in Primary Education Project ② Project for Improvement of Technical Education for Industrial Human Resources Development

১) Project for Improvement of Technical Education for Industrial Human Resources Development (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ - মার্চ ২০২৪)

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করতে উচ্চমানসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে উচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার প্রাপ্যতা সীমিত। বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা চারটি বড় কর্মসূচিতে বিভক্ত। মোট ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে, যেগুলোতে এসব কর্মসূচির একটি পড়ানো হয়, অর্থাৎ চারবছর মেয়াদী প্রকৌশল ডিপ্লোমা। যদিও এসব জুনিয়র কলেজগুলোতে মধ্যম মানের সমস্যা সমাধানের কারিগরী দক্ষতা অর্জিত হয়, কিন্তু এখন থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা চাকরি পায় না। কারণ শিল্প কারখানাগুলোতে যেসব চাহিদা রয়েছে, তারা সেসব ক্ষেত্রে মৌলিক এবং বাস্তবিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। এই সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে মডেল প্রকৌশল কলেজগুলো তড়িৎকৌশল, পূরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, এবং কম্পিউটার শাখায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদানের উপকরণ উন্নত করেছে। এর পাশাপাশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করেছে। এর

ফলে একটি শিক্ষাগত মডেল তৈরি হয়েছে যা শিল্প-কারখানার চাহিদা পূরণ করতে পারে এমন মানবসম্পদ তৈরিতে অবদান রাখছে।



পরীক্ষামূলক টিওটির জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতি (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ) (ছবিঃ জাইকা)



(ছবিঃ মিকা তানিমোতো/ জাইকা)

(৮) কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন

চ্যালেঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> ① সীমিত আবাদযোগ্য জমিতে স্বল্প উৎপাদন এবং কৃষিপেণে বৈচিত্র্য আনা এবং আরো বেশি অবদান রাখা প্রয়োজন ② গ্রামীণ এলাকায় অপরিষ্কৃত অবকাঠামো (রাস্তাঘাট, বাজার ইত্যাদি), হিমায়িত সংরক্ষণ স্থাপনার অভাব, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানিগুলোর অর্থ সংকটের কারণে প্রক্রিয়াজাত পণ্যের পরিমাণের সীমাবদ্ধতা।
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> ① দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে শহর-গ্রামের মধ্যে বৈষম্য কমানো, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্যকরণ ② মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে ভ্যালু চেইন শক্তিশালী করা এবং নিরাপদ পানির সুবিধা উন্নত করা।
চলমান প্রকল্পসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> ① Small-Scale Water Resource Development Project (Phase 2) ② Food Value Chain Improvement Project ③ Fisheries Livelihood Enhancement Project in the Coastal Area of the Bay of Bengal ④ The Project for Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority ⑤ The Market-oriented Agriculture Promotion Project for Smallholder Horticulture Farmers through Multi-stakeholder Partnerships

১) Food Value Chain Improvement Project (জুন ২০২০ - নভেম্বর ২০২৬)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হলো পোশাক শিল্প, যা দেশের মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশ। তবে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে পোশাকশিল্পের বাইরেও অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্প তৈরি করা প্রয়োজন এবং রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। জিডিপিতে দেশের কৃষি খাতের অবদান ১৩ শতাংশ এবং দেশের মোট শ্রমিকের অর্ধেক কাজ করে কৃষিখাতে। ফলে আশা করা হচ্ছে যে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদন সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে কৃষি খাতের একটি রপ্তানি শিল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেশের কৃষি খাত এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের পর্যাপ্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি এবং সংরক্ষণাগার যেমন হিমাগার, গুদাম ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে, এবং কাঁচামালের উৎপাদন খুবই কম। তাই উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিক্রয় পর্যায় পর্যন্ত খাদ্য ভ্যালু চেইন উন্নত করা প্রয়োজন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কৃষি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পগুলোর জন্য যেন অর্থায়নের সুবিধা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের সক্ষমতা অর্জিত হয়। কম সুদে মাধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এই প্রকল্প অবদান রাখবে। স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এর পাশাপাশি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।



আম প্রক্রিয়াকরণের একটি কারখানা (ছবি: জাইকা)

২) The Project for Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority (মে ২০২১ - এপ্রিল ২০২৬)

বাংলাদেশে খাদ্য দূষণ পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা অপ্রতুল। তাছাড়া স্বাস্থ্য সমস্যাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এছাড়াও খাদ্য দূষণের স্বাস্থ্যগত প্রভাবের ব্যাপারে উদ্বেগ রয়েছে যেমন চাল, সবজি এবং মাছে ক্যাডমিয়ামের মতো ভারী ধাতু ধরা পড়েছে, যা সহনশীল মাত্রার চেয়ে বেশি। দেশীয় চাহিদার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য বিশ্বের আরো ১৪৪টি দেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানি মূল্য ভবিষ্যতে আরো বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার এই ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে এবং ২০১৫ সালে খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে এ ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা রয়ে গেছে, যেমন বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি, কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, খাদ্য নিরাপত্তা পরিদর্শকদের অপরিষ্কৃত সক্ষমতা এবং পরিদর্শনের পদ্ধতি যথাযথ মানের না হওয়া, খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম যথেষ্ট না হওয়া (খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সরকার)। এই প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্যসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থার পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয়সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এটি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হবে যেন (১) খাদ্যনিরাপত্তা পরিদর্শন পরিচালনার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বৃদ্ধি, (২) খাদ্য নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ এবং তত্ত্বাবধায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, (৩) খাদ্য পরিদর্শন পরীক্ষাগারগুলোর সমন্বয় ব্যবস্থা জোরদার, এবং (৪) ভোক্তাদের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।



রেস্তোরার মালিককে দেওয়া প্রথম গ্রেডের পোস্টার (ছবি: জাইকা)

(৯) দুর্যোগ প্রতিরোধ/জলবায়ু পরিবর্তন

চ্যালেঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> ① যদিও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন রয়েছে, কিন্তু তবুও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং বাজেট ঘাটতি ও পরিকল্পনা সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে ② ভূমিকম্প প্রতিরোধে সক্ষম ভবনের সীমিত সংখ্যা, বিশেষ করে শহর এলাকায় ③ প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্ব সতর্কতা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সীমিত সক্ষমতা ও পদ্ধতি
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> ① দুর্যোগ প্রশমনের সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, এবং বদ্বীপ পরিকল্পনার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্যোগ ঝুঁকির ব্যাপারে জ্ঞান বৃদ্ধি, দুর্যোগ ঝুঁকির শাসনব্যবস্থা জোরদার, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ও মানবিক ক্ষতি কমাতে দুর্যোগ-পূর্ববর্তী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ② প্রতিরোধ এবং প্রশমন: নদীমাতৃক দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার এবং ভবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়তা ③ প্রস্তুতি: পূর্ব সতর্কতার ওপর ভিত্তি করে দুর্যোগ এলাকা খালি করার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ④ "জরুরি সাড়াপ্রদান" এবং "পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ": সেসব সহযোগিতা প্রকল্প গ্রহণ, যেগুলো দুর্যোগ পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নির্বিঘ্নে বাস্তবায়নে অবদান রাখে
চ ল ম া ন প্রকল্পসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> ① Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project ② Disaster Risk Management Enhancement Project ③ Project for Planning Capacity Enhancement and Establishment of a Technology Adaptation Cycle on Comprehensive Nodi (River) Management ④ The Project for Improvement of Meteorological Radar System in Dhaka and Rangpur

১) Project for Planning Capacity Enhancement and Establishment of a Technology Adaptation Cycle on Comprehensive Nodi (River) Management (নভেম্বর ২০২০ - নভেম্বর ২০২৪)

বাংলাদেশে বহু রকমের নদী রয়েছে, যেগুলোর বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা। এর মধ্যে বড় নদীগুলোর বহু শাখা প্রশাখা রয়েছে। রয়েছে খাড়া ছোট নদী এবং মধ্যম আকারের নদী। বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ। তিনটি আন্তর্জাতিক নদী দ্বারা এ বদ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য বাংলাদেশ ক্রমাগত আবহাওয়াগত এবং বন্যাসংক্রান্ত দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড় ও আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হয়। তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার যেসব পাল্টাব্যবস্থা নিয়েছে, সেগুলো দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার পর সাময়িক বা স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ। এসব পদক্ষেপে নদী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানানসই একীভূত নদী ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বিবেচনা করা হয়নি। এর পাশাপাশি প্রযুক্তি, আর্থিক রসদ এবং মানবসম্পদের অভাবে নদীর বাঁধের মতো কাঠামোগুলোর দুর্বল নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা রয়েছে। এই সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে জাইকা বিভিন্ন নদীর জন্য একটি পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি করবে। আর তা করা হবে দেশের নদীগুলোর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রেখে নদীর কাঠামো স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রযুক্তি তৈরির মাধ্যমে। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান এবং পরিচালনা পদ্ধতি অর্জিত হবে এবং একটি সামগ্রিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি চালু করা হবে।

২) The Project for Improvement of Meteorological Radar System in Dhaka and Rangpur (এপ্রিল ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২৪)

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দেশটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মুখে পড়ে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর আবহাওয়াসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। এই সংস্থার পর্যবেক্ষণ ঢাকা এবং রংপুর শহরকে আবহাওয়াগত দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে যেহেতু এ ব্যবস্থার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাই আবহাওয়াগত পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হওয়া এবং পর্যবেক্ষণের যথার্থতার অবনতির কারণে কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া। সহযোগিতা প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা এবং রংপুর শহরের আবহাওয়াগত রাডার ব্যবস্থা উন্নত করে আবহাওয়াগত উপলব্ধি রাডার সিস্টেম করা হচ্ছে এবং দুটি আবহাওয়া রাডার টাওয়ার নির্মাণে সহায়তা করা হচ্ছে। এর ফলে এই প্রকল্প দেশের আবহাওয়া রাডারের পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্কের যথার্থ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বাভাস প্রদান স্থিতিশীল করা এবং আবহাওয়াগত দুর্যোগের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে অবদান রাখবে।



ঢাকা আবহাওয়া রাডার স্টেশন (ছবিঃ জাইকা)

পরিশিষ্ট

১. প্রকল্পের তালিকা (অন্যান্য)

#	Scheme	Sector	Project Name	Year
1	ODA Loan	Others	First Commodity Loan	1974.03
2	ODA Loan	Others	Second Commodity Loan	1975.04
3	ODA Loan	Others	Third Commodity Loan	1976.05
4	ODA Loan	Others	Commodity Loan (IV)	1977.05
5	ODA Loan	Others	Commodity Loan (V)	1978.01
6	ODA Loan	Others	Commodity Loan (VI)	1978.09
7	ODA Loan	Others	Commodity Loan (VII)	1980.01
8	ODA Loan	Others	Commodity Loan (VIII)	1981.04
9	ODA Loan	Others	Commodity Loan (IX)	1981.10
10	ODA Loan	Others	Commodity Loan (X)	1982.10
11	ODA Loan	Others	Commodity Loan (XI)	1984.03
12	ODA Loan	Others	Commodity Loan (XII)	1985.10
13	ODA Loan	Others	Commodity Loan (XIII)	1986.07
14	ODA Loan	Others	Commodity Loan (XIV)	1987.08
15	ODA Loan	Others	Commodity Loan (15)	1988.11
16	ODA Loan	Others	Commodity Loan (XVI)	1990.02
17	ODA Loan	Others	Commodity Loan (XVII)	1990.11

২ জাইকার অংশীদারত্ব কর্মসূচির (তৃণমূল পর্যায়ে সহযোগিতা) তালিকা

Support Type

No.	Sector	Project Name	Year
1	Health	Rural Sanitation Improvement and Waste Resource Recycle Project	2006
2	Health	Model project for an improvement on oral health care in rural area in Bangladesh	2007
3	Health	Oketani method training enhancement project	2011
4	Health	Project for Improvement of Water and Health Environment in Paikgacha Area	2014
5	Health	Health Promotion for Regional People by Oral Health Care Specialists	2015
6	Education	Establishment of Sustainable School Meal Project Model by Community Participation	2015
7	Education	Training Project for In-Service Teachers to Promoting Thinking Skills Using Revised Textbooks at Primary Education in Bangladesh	2016

Partner Type

No.	Sector	Project Name	Year
1	Agriculture and Rural Development	Participatory Integrated Rural Development Project	2003
2	Disaster Prevention/ Climate Change	The Community Development Project for Disaster Risk Reduction through Adolescent's Initiatives	2008
3	Health	Model Project for Community-Health Improvement through Total Sanitary and Hygiene Education at Primary School	2008
4	Disaster Prevention/ Climate Change	Cyclone Disaster Resilient Community Development Project	2009
5	Health	Project on the improvement of health damage and poverty by arsenic contamination in Abhaynagar upazila, Jessore district, Bangladesh	2009
6	Health	Expansion of Eco-san toilets and Establishment of a Business Model of Human excreta resources in the Bangladesh rural area	2009
7	Agriculture and Rural Development	Income Generation Project for Farmers at the BoP using ICT	2009

8	Health	Project on capacity building for drinking water supply service by Local Government (Union)	2010
9	Disaster Prevention/ Climate Change	Community Capacity Development Project for Disaster Risk Reduction by Community Radio	2011
10	Health	Project for Awareness Raising and Capacity Building on Appropriate Management of Eco-san Toilets in Rural Areas in Bangladesh	2012
11	Agriculture and Rural Development	Support to establish a new society of BOP farmers by using the power of ICT	2013
12	Disaster Prevention/ Climate Change	The project for mobilizing and organizing humanitarian operations and risk reduction activities in disaster prone coastal areas (Mohora)	2015
13	Disaster Prevention/ Climate Change	Urban Community Disaster Prevention	2015
14	Health	Bangladesh Oketani-Method Strengthening Project	2017
15	Agriculture and Rural Development	Project for Livelihood Improvement for Enhancing Resilience in Host Communities in Cox's Bazar (LIFE)	2018
16	Agriculture and Rural Development	Practice and Dissemination of Disaster-Resistant Climate Change-Adaptive Agriculture in Haor, Bangladesh	2020
17	Education	Structure Building Project for Spreading Community Participatory Sustainable School Meal in Collaboration Between Upazila and NGO	2020

Local Government Type

No.	Sector	Project Name	Year
1	Agriculture and Rural Development	Self-support Program in Bangladesh Countryside Area	2002
2	Others	Human Resource Development for Environment NGO	2002
3	Agriculture and Rural Development	Self-support Program in Bangladesh Countryside Area	2003
4	Agriculture and Rural Development	Self-support Program in Bangladesh Countryside Area	2004
5	Disaster Prevention/ Climate Change	Combating Global Warming through the Achievement of Environmental Protection-Oriented Society	2006

6	Disaster Prevention/ Climate Change	Asia NGO Disaster Prevention Training	2006
7	Private Sector	Miyazaki-Bangladesh ICT Human Resource Development	2020

৩ জাইকার বেসরকারি খাত অংশীদারত্বের (এসএমই/এসডিজি ব্যবসায়িক সহায়তা) প্রকল্প তালিকা

#	Year	Scheme	Sector	Project Name
1	2012	Needs Survey	Education	Needs Survey on Introduction of Technology and Products of Japanese Small and Medium Enterprises in the Area of Vocational Training and Industrial Development
2	2013	Needs Survey	Disaster Prevention/ Climate change	Needs Survey on Construction of Disaster-Resilient Information Sharing Based Community
3	2013	Needs Survey	Others	Needs Survey on The Transfer of Japanese Autoclaving Food-processing Technology for the Reduction of Postharvest Losses
4	2014	Needs Survey	Others	Needs Survey on Environment, Energy,Waste Management,Health, and Education
5	2015	Project Formulation Survey (Private Sector)	Energy/Transport	Feasibility Survey for solving the traffic problems of Dhaka metropolitan area by utilizing the electric tricycle (E-trike)
6	2019	Project Formulation Survey (Private Sector)	Energy/Transport	Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies for Non-fired Solidification Brick Manufacturing Process
7	2012	Project Formulation Survey (Private Sector)	Urban Development	Project Formulation Survey on Development for Package of Medical Waste Treatment System
8	2019	Project Formulation Survey (Private Sector)	Urban Development	SDGs Business Model Formulation Survey with the Private Sector for Establishment of Efficient and Hygienic waste storage system in Bangladesh
9	2012	Project Formulation Survey (Private Sector)	Agriculture and Rural Development	Feasibility Study of Small-Scale Water Supply Project in Bangladeshi Rural Areas
10	2014	Project Formulation Survey (Private Sector)	Urban Development	Feasibility Survey for Dhaka Water Supply and Sewerage Improvement
11	2019	Project Formulation Survey (Private Sector)	Urban Development	SDGs Business Model Formulation Survey with the Private Sector for Introduction of Water Recycling Technology for Textile Dyeing Industry
12	2016	Project Formulation Survey (Private Sector)	Agriculture and Rural Development	Feasibility Survey for Livelihood Improvement of Farmers Through Establishment of Production and Processing Techniques of Highly Value-added Moringa Oleifera
13	2012	Project Formulation Survey (Private Sector)	Health	Preparatory Survey for BOP business on Nutritious Euglena Cookie
14	2013	Project Formulation Survey (Private Sector)	Education	Project Formulation Survey on the Utilization of Pen Set with Voice for Educational Project
15	2014	Project Formulation Survey (Private Sector)	Education	Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies for the use of e-learning system compatible with poor communication environment, for the courses of the ITEE
16	2013	Project Formulation Survey (Private Sector)	Disaster Prevention/ Climate change	Project Formulation Survey on Flood Observation System with Solar Power and Smart Phone Controlling to Improved Water Disaster Management
17	2015	Project Formulation Survey (Private Sector)	Disaster Prevention/ Climate change	Feasibility Survey for Introducing Unbound Granular Pavement Technology with Reproduced Base Course Material for Road Construction in Dhaka
18	2015	Project Formulation Survey (Private Sector)	Disaster Prevention/ Climate change	Feasibility Survey for Establishing the Community Disaster Preparedness by Utilising a Water Purification System Loaded on a Bicycle
19	2014	Verification Survey (Private Sector)	Others	Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies for Non-fired Solidification Brick Manufacturing Process
20	2015	Verification Survey (Private Sector)	Education	Feasibility Survey for the use of e-learning system, compatible with poor communication environment, for the courses of the Information Technology Engineer Examination (ITEE)
21	2013	SME Partnership Promotion Survey	Power/Energy	Survey on Business for Sales of Pico-solar and Related Products for Off-grid Lowest-income People in Bangladesh
22	2016	SME Partnership Promotion Survey	Others	Survey on Introducing flat plug resin for producing non-fired bricks
23	2014	SME Partnership Promotion Survey	Others	Survey on Collection and Metal Recycling Business of e-waste (SME Partnership Promotion)
24	2015	SME Partnership Promotion Survey	Urban Development	Survey on securing drinking water using natural ingredient during a flood
25	2012	SME Partnership Promotion Survey	Agriculture and Rural Development /Education	Survey on Improvement for Transportation of Agricultural and Fisheries Product from Producing Areas to Consumption Areas
26	2019	SME Partnership Promotion Survey	Health	Small and Medium-Size Enterprise (SME) Partnership Promotion Survey for Home Medical Care Service with the Portable Ultrasound Scanner in
27	2014	Preparatory Survey (PPP Infrastructure Projects)	Power/Energy	Preparatory Survey for the Construction and Operation of Imported Coal Transshipment Terminal Project in Matarbari Area
28	2010	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Power/Energy	Preparatory Survey on CDM business by introduction of energy micro utility system in rural areas in Bangladesh

#	Year	Scheme	Sector	Project Name
29	2011	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Power/Energy	Preparatory Survey on BOP Business on Light Weight Flexible Panels
30	2012	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Others	Preparatory Survey on BOP business on Non-firing Solidified Brick Technology
31	2010	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Others	Preparatory Survey on BOP business on rainwater tanks with microcredit system
32	2011	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Others	Preparatory Survey on BOP Business on Safe Water Supply in Bangladesh
33	2011	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Others	Feasibility Survey for Establishing the Community Disaster Preparedness by Utilising a Water Purification System Loaded on a Bicycle
34	2011	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Power/Energy	Preparatory Survey on BOP business on mini desalination system operated by wind power generator and solar panel
35	2011	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Agriculture and Rural Development	Preparatory Survey on BOP Business on Development of Production Systems for Green Mungbean
36	2014	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Others	Preparatory Survey for BOP business on Soft-shell Mangrove Crab Farming
37	2011	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Health	Preparatory Survey on BOP business on improving maternal and child nutrition through locally-developed foods
38	2012	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Health	Preparatory Survey on BOP business on skin-care products for women in rural areas
39	2014	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Health	Preparatory Survey for BOP business on Nutritious Euglena Cookie
40	2013	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Education	Preparatory Survey on BOP business on Improving Quality of Education through Partnership with NGOs
41	2014	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Education	Preparatory Survey for BOP business on E-learning for Secondary Education and Vocational Training
42	2012	Preparatory Survey (BOP Business Promotion)	Others	Preparatory Survey on BOP business on development of micro life insurance
43	2013	Collaboration Program Private Sector	Power/Energy	Collaboration Program with the Private Sector for Disseminating Japanese Technology for Pre-Paid Gas Meter
44	2017	Verification Survey (SDGs Business)	Agriculture and Rural Development	Feasibility Survey for SDGs Business on Sweet Potato Production, Processing and Marketing for Improvement of Small Scale Farmers' Income and Reduction of Postharvest losses
45	2018	Verification Survey (SDGs Business)	Agriculture and Rural Development	Feasibility Survey for SDGs Business on Moringa Production, Processing and Marketing to Improve the Income of Farmers
46	2016	Verification Survey (SDGs Business)	Health	Feasibility Survey for SDGs Business on Medical Check-up to Improve Access to Health Services

8 বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ অর্থায়নের প্রকল্প তালিকা

#	Sector	Project Name	Type	Year
1	Private Sector	Bangladesh KAFCO Fertilizer Project	Investment	1990.7
2	Power/Energy	Sirajganj Combined Cycle Power Plant Project	Loan	2017.3
3	Power/Energy	Moheshkhali Floating Storage and Regasification Unit Operation Project	Loan	2017.6
4	Health	East West Medical College and Hospital Project	Investment	2018.7

৫ সহযোগিতার নীতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)

Country Development Cooperation Policy for the People's Republic of Bangladesh

February, 2018

1. Purpose of Development Cooperation

Bangladesh is an Islamic country with moderate democracy located at the junction of South Asia and Southeast Asia, and plays an important role in the stability and economic development of the South Asian region. In recent years, Bangladesh's GDP has been growing at an annual rate of more than 6%, attracting attention as a potential production base following China and Vietnam, and as a new market of 160 million people, and Japanese companies are also expanding their operations into the country. However, Bangladesh is still a least developed country with a poverty-stricken population of about 40 million, or about 30% of its population. The country faces challenges such as the need to strengthen governance, underdevelopment of basic infrastructure such as electricity and transportation, and vulnerability to natural disasters such as cyclones and floods, all of which are factors that hamper the country's economic and social development.

The assistance of Japan to Bangladesh will enhance the good bilateral relations between the two countries, which have been supported by the strong pro-Japanese sentiment since the independence of Bangladesh, and will lead to the strengthening of cooperative relations in the international arena. As Bangladesh is located at a geopolitical key point surrounded by China, India, and ASEAN, it will contribute to the strengthening of connectivity between South and Southeast Asia and the expansion of economic relations such as trade and investment in the future, and will also contribute to the promotion of the "Free and Open Indo-Pacific" Strategy.

Furthermore, Japan's assistance to Bangladesh in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) will contribute not only to the stable development of the South Asian region, but also to the peace and stability of the international community, and is therefore highly necessary for Japan's foreign policy.

2. Basic policy of Japanese ODA (Overall Goal)

Accelerating sustainable and equitable economic growth and removing poverty in order to become a middle-income country

The Government of Bangladesh, in its Seventh Five-Year Plan (2016-2020), has focused on "GDP Growth acceleration, employment generation and rapid poverty reduction", "A broad-based strategy of inclusiveness with a view to empowering every citizen to participate full and benefit from the development process" and "A sustainable development pathway that is resilient to disaster and climate change; entails sustainable use of natural resources; and successfully manages the inevitable

urbanization transition" in order to achieve a middle-income country level of living for all citizens by 2021.

Under the "Comprehensive Partnership" agreed at the Japan-Bangladesh Summit Meeting in 2014, Japan will support Bangladesh's efforts to revitalize economic activities and overcome social vulnerabilities in a bid to boost the country's growth and poverty eradication through sustainable and equitable growth with equity.

3. Priority Areas (Subsidiary Goals)

(1) Accelerating economic growth for the benefit of all citizens toward a middle-income country

The Government of Japan will support the acceleration of sustainable economic growth through cooperation based on the "Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B)" concept, while giving due consideration to the poor, in order to achieve the "a middle-income country by 2021" set as a policy goal by the Government of Bangladesh.

The Government of Japan will contribute to the improvement of regional connectivity by promoting the efficient move of people and goods through the development of high quality transportation and traffic infrastructure in accordance with international standards, while paying attention to the diversification of transportation systems. In addition, in order to solve the serious shortage of electricity and energy, which is the most serious obstacle to economic development, a stable supply of electricity and energy will be ensured through the construction of power plants and transmission and distribution networks.

Furthermore, in the pursuit of promoting the activities of the private sector, which is the driving force for achieving high economic growth, and in a bid to attract and increase private investment, we will support the improvement of the investment environment and engage extensively in human resource development, which is the foundation for the growth of the private sector.

(2) Overcoming social vulnerabilities

The Government of Japan will contribute to the achievement of the SDGs related to poverty, hunger, education, health, gender, and water and sanitation.

For education, we will contribute to improving the quality of primary education, improving technical education, and promoting research and development in the field of science and technology. As for healthcare, we will contribute to the achievement of universal health coverage by improving the quality of public health services, especially maternal and child health and non-communicable disease control, and by supporting the strengthening of

comprehensive health systems through capacity building of health administration, including the development of human resources for health and the establishment of community-based health support systems.

We will also provide support for disaster prevention and measures to tackle climate change, focusing on disaster forecasting and warning, earthquake disaster mitigation, and river management, as well as for improving living conditions and livelihoods in rural areas.

4. Points to be considered

- (1) In view of the active coordination among relevant donor countries and organizations in Bangladesh, Japan makes efforts to improve the effectiveness of bilateral assistance through close cooperation with donor countries and organizations.
- (2) Actively introduce innovative approaches, such as partnerships with new businesses that aim to both, economic growth and social issues such as the environment and poverty. We will also consider the utilization of Japan's technological resources in the formation of projects.
- (3) In order to improve governance, which has been an issue in the past, we will ensure that government functions are strengthened and administrative services are improved in all areas of assistance.
- (4) In the implementation of above support, the greatest attention will be paid to ensure the safety of those involved, and the necessary security measures will be taken.

Annex: Rolling Plan

Development issue 1-1 (Objective) Economic infrastructure development	Stable Supply of Power and Energy Programs (Strengthening Program)	To promote efficient mobility of people and goods in the national transport and traffic network, the project will support the road (trunk roads and bridges) and railway sectors. In the field of roads, the project will develop a network of highways in and around Dhaka city and major regional cities to promote domestic logistics to the cities and in the field of urban railways, the project will continue to support the introduction of Bangladesh's first urban railway in Dhaka city. In the field of ports and harbours, such as the development of an international deep-sea port as a gateway to Bangladesh and the expansion of the capital airport will be undertaken in order to improve the efficiency of mobility of people and goods and to promote logistics with neighbouring countries.	National Power Transmission Network Development Project	[LA]						187.36	
			Dhaka-Chittagong Main Power Grid Strengthening Project	[LA]							437.69
			Dhaka Underground Substation Construction Project	[LA]						204.77	
			Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project	[LA]						119.88	
			Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project (Phase 2)	[LA]						200.76	
			Data Collection Survey for Regional Grid Integration in BBIN (Bangladesh, Bhutan, India and Nepal)	[Data collection survey]							
			Natural Gas Efficiency Project	[LA]						235.98	
			The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in Gas Sector in Bangladesh	[TCP]							
			The Kanchpur, Meghna and Gumti 2nd Bridges Construction and Existing Bridges Rehabilitation Project (I) (II)	[LA]						816.75	
			Western Bangladesh Bridge Improvement Project	[LA]						293.40	
			Cross-Border Road Network Improvement Project (Bangladesh)	[LA]						286.98	
			The Project for Capacity Development of Managing and Controlling Overloaded Vehicles	[TCP]						4.86	
			Road and Bridge Maintenance Adviser	[EXP]						0.51	
			Chittagong City Outer Ring Road Project	[LA]						90.96	
			The Preparatory Survey for Chaltogram-Cox's Bazar Highway Improvement Project	[Preparatory Survey]						2.56	
			Jamuna Rail way Bridge Construction Project (ES)	[LA]						24.64	
			Jamuna Rail way Bridge Construction Project (I)	[LA]						372.17	
			Data collection survey on improvement of logistics between India and Bangladesh	[Data Collection Survey]							
			Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (I)(II)(III)	[LA]						1,653.19	Also mentioned in the Urban Development Program.
			Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (ES)	[LA]						55.93	Also mentioned in the Urban Development Program
			Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (I)	[LA]						505.21	Also mentioned in the Urban Development Program
			Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 5) (ES)	[LA]						73.98	Also mentioned in the Urban Development Program
			Project for Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City and Adjacent districts (Phase II)	[TCP]						3.90	Also mentioned in the Urban Development Program
			The Project on Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of Line 6	[TCP]						2.56	Also mentioned in the Urban Development Program.
			The Project for Development of Policy and Guidelines for Transit Oriented Development along Mass Transit Corridors	[TCP]						3.10	Also mentioned in the Urban Development Program
			National Transportation Network Improvement Program (Strengthening Program)								

Development issue 1-3 (Objective) Urban Development	Current Status and Challenges.	Program	Program Summary	Project	Scheme	Schedule						Assistance Amounte (100 million Yen)	Note			
						JFY 2019	JFY 2020	JFY 2021	JFY 2022	JFY 2023	JFY 2024					
Urban Development Program (Strengthening Program)	<p>Current Status and Challenges.</p> <p>In the Dhaka metropolitan area, where economic activities are concentrated, as well as in Chattogram, an international port city, and other regional cities, economic infrastructure such as transportation networks and social infrastructure such as water supply and sewerage systems are significantly underdeveloped to cope with the rapidly growing population and economic growth in recent years. As a result, urban environmental issues such as over capacity of transportation, power and water shortages, insufficient waste management, air and water pollution, etc have been getting more serious. In addition, capacity development of governmental authorities who are responsible to provide urban public services are underway and thus such infrastructures are insufficiently managed. To face this situation, liney planning and investment to the urban public services infrastructures are required.</p>	<p>Support comprehensive urban planning and accordingly provide assistance for development of urban transport networks and transport systems in Dhaka and Chattogram, etc. Secondly, improve water supply services as a foundation of industries and human life by supporting strengthening the capacity of water supply utilities, and reducing non-revenue water. Lastly, support improvement of solid waste management by strengthening collection and transportation capacity, expansion and building new disposal sites, and strengthen operation and management capacity.</p>	<p>Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (I)(II)(III)</p> <p>Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1) (E/S)</p> <p>Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 1)(I)</p> <p>Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line 5) (E/S)</p> <p>Project for Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City and Adjacent districts (Phase I)</p> <p>The Project on Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of Line 6</p> <p>The Project for Development of Policy and Guidelines for Transit Oriented Development along Mass Transit Corridors</p> <p>Data Collection Survey on Kamalapur Station Area Redevelopment</p> <p>Chittagong City Outer Ring Road Project</p> <p>Dhaka Integrated Traffic Management Project</p> <p>Dhaka Road Traffic Safety Project</p> <p>Karnaphuli Water Supply Project (Phase 2)</p> <p>Khulna Water Supply Project</p> <p>Data Collection Survey for the Water Resources of Southern Chattogram Region</p> <p>Project for Capacity Development of City Corporations</p> <p>Inclusive City Governance Project</p> <p>Urban Development and City Governance Project</p> <p>Preparatory Survey on Southern Chattogram Regional Development Project</p> <p>Project for Strengthening of Solid Waste Management in Dhaka North City, Dhaka South City and Chattogram City</p> <p>Data Collection Survey on Introducing Incineration System in North and South Dhaka City</p>	[LA]								1,653.19	Also mentioned in Technical Assistance Program			
				[LA]										55.93	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[LA]										505.21	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[LA]										73.58	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[TCP]										3.90	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[TCP]										2.56	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[TCPD]										3.10	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[Data Collection Survey]												Also mentioned in Technical Assistance Program
				[LA]										90.96	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[TCP]										4.48	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[TCP]										4.80	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[LA]										348.47	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[LA]										157.29	Also mentioned in Technical Assistance Program	
				[Data Collection Survey]												Also mentioned in Technical Assistance Program
				[TCP]										6.90	Also mentioned in Technical Assistance Program	
[LA]										306.90	Also mentioned in Technical Assistance Program					
[LA]										282.17	Also mentioned in Technical Assistance Program					
[PS]												Also mentioned in Technical Assistance Program				
[TCP]										5.18	Also mentioned in Technical Assistance Program					
[Data Collection Survey]												Also mentioned in Technical Assistance Program				

GOAL 6 (CLEAN WATER AND SANITATION) of SDGs
GOAL 11 (SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES) of SDGs

Policy for Addressing Development Challenges

For the purpose of promoting smooth economic activities and improvement of people's living environment in Dhaka, the capital city, and Chattogram, the second largest city, and other local cities, which are the core of economic growth, we will support to develop infrastructures such as urban transportation networks and systems, water supply and sewerage systems, and improve the quality of administrative services in water supply, rainwater drainage and solid waste management with due consideration to the urban poor.

	<p>Aiming to achieve SDG Goal 4, in primary education, while providing budget support in the framework of the sector-wide approach, Japan will utilize its experience and achievements in cooperation to support the improvement of teacher training methods and teaching materials, curriculum revision, and other measures to improve the quality of education, and apply such achievements to policy level as well as to disseminate them on the field level. In the area of technical education, in light of industrial needs, we will support the implementation of practical education, improvement of teaching materials and enhancement of teachers' abilities to improve the quality of education.</p>	
<p>Grant Assistance for Grass -roots Human Security Projects</p>		<p>[GGHSP]</p>
<p>Long Term Primary Education Advisor</p>		<p>[EXP]</p>
<p>Long Term Education Advisor</p>		<p>[EXP]</p>
<p>JICA Support Program 3 for Strengthening Mathematics and Science in Primary Education Project</p>		<p>[TCP]</p>
<p>The Fourth Primary Education Development Programme 2019</p>		<p>[GA]</p>
<p>Training Project for In-Service Teachers to Promoting Thinking Skills Using Revised Textbooks at Primary Education in Bangladesh</p>		<p>[GGHSP]</p>
<p>The Project for Improvement of Technical Education for Industrial Human Resources Development</p>		<p>[TCP]</p>
<p>Preparatory Survey on the Project for Modernization of Polytechnic Institutes</p>		<p>[PS]</p>
<p>Project for Capacity Building on Human Development Television (HDTV) Programmes</p>		<p>[TCP]</p>
<p>Innovative Asia 2017</p>		<p>[TR]</p>
<p>Innovative Asia 2018</p>		<p>[TR]</p>
<p>Innovative Asia 2019</p>		<p>[TR]</p>
<p>Innovative Asia 2020</p>		<p>[TR]</p>
<p>Human Resources Development in Science, Technology and Innovation (JPY2020)</p>		<p>[TR]</p>
<p>Grant Aid for Japanese NGO's Projects</p>		<p>[JNGA]</p>
<p>Grant Assistance for Grass -roots Human Security Projects</p>		<p>[GGHSP]</p>
		<p>0.22</p>
		<p>3.32</p>
		<p>5.00</p>
		<p>3.39</p>
		<p>4.79</p>
		<p>0.14</p>
		<p>0.69</p>
		<p>0.10</p>

Program	Program Summary	Project	Scheme	Schedule						Assistance Amount (100 million Yen)	Note	
				JFY 2019	JFY 2020	JFY 2021	JFY 2022	JFY 2023	JFY 2024			
Administrative Capacity Building Programs	<p>In the central government, enhancement of its administrative framework and policy-making capacity to ensure the delivery of appropriate government services to the citizens will be supported. In detail, accountability of public administration will be improved by supporting the implementation of the National Integrity Strategy (NIS), supporting civil service training institutions and improving the establishment of appropriate planning processes for development project budgets, strengthening public safety and security, and facilitating the rule of law.</p> <p>In the local governments, Upazilas, Paushavas and City Corporations will be supported to improve their capacity to implement administrative services by improving their planning capacity, improving their work processes, and strengthening the capacity of their staff to realize "collaboration" between residents and local governments.</p>	Strengthening Public Investment Management System (SPIMS) Project Phase 2	[TCP]							3.59		
		National Integrity Strategy Support Project Phase 2	[TCP]							3.67		
		The Project for Strengthening Crime Prevention Capacity of Bangladesh Police	[TCP]							4.20		
		Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS) 2015	[GA]							3.15		
		Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS) 2016	[GA]							3.93		
		Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS) 2017	[GA]							4.44		
		Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS) 2017	[GA]							3.45		
		Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS) 2018	[GA]							4.33		
		Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (JDS) 2019	[GA]							4.29		
		Preparatory Survey on the Project for Human Resource Development Scholarship	[PS]									
		Advisor on Local Governance	[EXP]									
		Inclusive City Governance Project	[LA]								306.90	
		Project for Capacity Development of City Corporations	[TCP]								6.90	
		Preparatory Survey on Urban Development and Governance Project	[PS]									
		Urban Development and Governance Project	[LA]								282.17	Also mentioned in the Urban Development Program
Northern Bangladesh Integrated Development Project	[LA]								205.56			
Upazila Integrated Capacity Development Project	[TCP]								5.05			
Upazila Governance and Development Project	[LA]								147.25			
Advisor on Policy Issues for Strengthening BIGM	[EXP]											
Preparatory Survey on the Project for the Improvement of Governance and Management Research and Training Facilities	[PS]											
Enhancement of Court Mediation and Case Management System	[TR]											

Development issue
2-2

(Objective)

Administrative
Capacity Building

Development Issue (Objective)	Program	Program Summary	Project	Scheme	Schedule							Assistance Amount (100 million Yen)	Note		
					JFY 2019	JFY 2020	JFY 2021	JFY 2022	JFY 2023	JFY 2024					
Disaster prevention/climate change measures	Disaster prevention/ climate change measures programs	systems and regulations, and the development and dissemination of technologies to achieve these goals. In view of "advance preparation," the government will improve the early warning system and strengthen community disaster mitigation. From the viewpoint of "emergency response, recovery and reconstruction", disaster risk governance, including coordination among relevant organizations, will be strengthened.	Haz. Flood Management and Livelihood Improvement Project	[LA]									152.70		
			Disaster Risk Management Enhancement Project	[LA]										169.96	
			The Project for Improvement of Rescue Capacities in the Coastal and Inland Waters	[GA]										27.29	
			The Project for Capacity Enhancement on Formulation and Implementation of Local Disaster Risk Reduction Plan	[TCP]										4.20	
			Project for Planning Capacity Enhancement and Establishment of a Technology Adaptation Cycle on Comprehensive Nodi (River) Management	[TCP]										4.89	
			Disaster Risk Reduction (DRR) Leaders Capacity Development for the Sendai Framework Implementation (JFY2019)	[TR]											
			Project on Promoting Building Safety For Disaster Risk Reduction	[TCP]										9.27	
			The Project for Technical development to upgrade structural integrity of buildings in densely populated urban areas and its strategic implementation towards resilient cities	[TCP]										3.45	
			Urban Building Safety Project	[LA]										120.86	
			The Project for Improvement of Design and Construction Quality for Resilience of Private Buildings	[TCP]										4.35	
			The Project for Improvement of Meteorological Radar System in Dhaka and Rangpur	[GA]										37.99	
			Disaster Risk Reduction (DRR) Leaders Capacity Development for the Sendai Framework Implementation (JFY2020)	[TR]											
			Project to build cyclone-resilient communities and people	[GCGA]											
			Grant Aid for Japanese NGO's Projects	[JNGA]											1.80
Priority Area 3 (Target)	Others														
Development issue 3-1 (Objective)	Others		Capacity building project to strengthen facilities and husbandry management in zoos	[TR]											
			Establishing a sustainable school meal model with community involvement	[GCGA]											
			Grassroots support projects by organising through international labour-management networks etc.	[MHLW-TA]											
		Data Collection Survey on Cyber Security	[Data Collection Survey]									0.18			

[Legend]

- Technical Cooperation
 [TCP] = Technical Cooperation Project, [TCDP] = Technical Cooperation for Development Planning (and Development Study), [EXP] = Expert, [TEXP] = Third-country Expert, [CTR] = Country-based Training, [TTR] = Third-country Training, [EQ] = Equipment, [TR] = Issue-based Training / Training Program for Young Leaders, [xx-TA] = Technical Assistance implemented by organizations other than MOFA and JICA, [STC] = Science and Technology Cooperation on Global Issues, [JOCV] = Japan Overseas Cooperation Volunteers, [SV] = Senior Volunteers
- Financial Cooperation
 [LA] = Loan Aid (ODA Loan), [GA] = Grant Aid (other than specific grant aid schemes listed below), [NPGA] = Non-Project Grant Aid, [GHSP] = Grant Assistance for Grass -roots Human Security Project, [JNGA] = Grant Aid for Japanese NGO's Projects, [CGA] = Cultural Grant Aid, [GCGA] = Grassroots Cultural Grant Aid, [ML] = Multilateral Cooperation
- Other terms
 [PS] = Preparatory Survey, [DD] = Detailed Design
- Lines
 Solid Line = Schedule
 Dash Line = Tentative Schedule

জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)
জাইকা বাংলাদেশ কার্যালয়
ওয় তলা, বে'স গ্যালেরিয়া, ৫৭, গুলশান এ্যাভিনিউ
গুলশান-১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

